মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

এলম্ প্রেস,
২৯, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১॥৹ টাকা মাত্র।

১৩৪৬

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:০:—

জীবন-ঊষা

করিয়া জায়গীর ...লি, জয় জয় বলি,
চন্দ্ররাওয়ের স... অঞ্জলি কুসুম লহ।
পর্য্যন্ত রাজা ...তে, হাসিতে হাসিতে
সুশাসন করেন। ...ণ ঊষার সহ॥
নিম্বালকরবংশীয়ে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশের দেশমুখ শতাব্দীর শেষে মুহম্মদ করেন। এইরূ প্রদেশ জয় করেন। প্রদেশে, কাপসী শালী রাজ্য অধিকার প্রদেশে-ও ওয়ারি ০ এক শতাব্দী ক্রান্ত ক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় ২ ও নর্ম্মদারূপ বিশাল তাঁহারা ঐ সব পার হইয়া দাক্ষিণাত্য বিজয়পুরের সুলতান উদ্যম করে নাই। থাকেন, ও সম শতাব্দীর শেষে দিল্লীর মধ্যেও তুমুল দ্দীন খিলজী অষ্ট সহস্র বিরোধের ন্যায় সহিত নর্ম্মদানদী পার পর্ব্বতসঙ্কুল কা হইলেন, এবং সহসা হিন্দুরাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবগড়ের রাজপুত্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসেনা পরাস্ত হইল, এবং হিন্দুরাজা বহু অর্থ ও ইলিশপুর প্রদেশ প্রদান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন। পরে আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট্‌ হইলে তাঁহার সেনাপতি মালীক কাফুর তিনবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া নর্ম্মদাতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করেন। দেবগড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য দিল্লীর মুসলমান সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মহম্মদ টোগলক

সঙ্কুচিত হইতেন না, এবং মহারাষ্ট্রীয় কিল্লাদারগণ প্রায়ই জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে দুর্গরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন অনেক হিন্দু-মন্সবদার রাজদরবারে নিয়োজিত থাকিতেন, তাঁহারা শত কি দ্বিশত কি পঞ্চশত কি সহস্র কি তদধিক অশ্বারোহীর সেনাপতি, সুলতানের আদেশ মতে সেই সেই পরিমাণ সৈন্য লইয়া যুদ্ধসময়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন। তাঁহারাও সৈন্যের বেতন ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য একএকটী জায়গীর ভোগ করিতেন।

বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে চন্দ্ররাও মোরে দ্বাদশসহস্র পদাতিকের সেনাপতি ছিলেন। তিনি সুলতানের আদেশে নীরা ও বার্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন; সুলতান পরিতুষ্ট হইয়া সেই দেশ চন্দ্ররাওকে অল্পমাত্র কর ধার্য্য করিয়া জায়গীর স্বরূপ দান করেন; এবং চন্দ্ররাওয়ের সন্তান সন্ততিগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজা খেতাবে সেই প্রদেশ স্বচ্ছন্দে সুশাসন করেন। এইরূপ রাওনায়েক নিম্বালকরবংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে ফুলতন দেশের দেশমুখ হইয়া সেই দেশ শাসন করেন। এইরূপে মল্লরী প্রদেশে, মুখর প্রদেশে, কাপসী ও মুধোল দেশে, ঝন্টু প্রদেশে ও ওয়াবিপ্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বংশ অবস্থান করিতেন। তাঁহারা ঐ সকল প্রদেশে পুরুষানুক্রমে বিজয়পুরের সুলতানের কার্য্যসাধন করিতে থাকেন, ও সময়ে সময়ে আপনাদিগের মধ্যেও তুমুল সংগ্রাম করিতেন। জ্ঞাতিবিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই, সুতরাং পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশীয়দিগের মধ্যে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হইত। বহু শোণিত পাত হইলেও সেগুলি কুলক্ষণ নহে, সেগুলি সুলক্ষণ। পরিচালনার দ্বারায় আমাদের শরীর যেরূপ সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, কার্য্য, উপদ্রব ও বিপর্য্যয় দ্বারা জাতীয় বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয় জীবন-উষার প্রথম রক্তিমাচ্ছটা শিবজীর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বেই ভারত-আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল।

আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে যাদবরাও ও ভঁস্‌লা নামক দুইটী পরাক্রান্ত বংশ ছিল। সিন্ধুক্ষীরের যাদবরাওয়ের ন্যায় পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশ সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে আর কোথাও ছিল না, এবং অনেকে বিবেচনা করেন দেবগড়ের প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ হইতেই এই পরাক্রান্ত বংশ সমুদ্ভূত। ভঁস্‌লাবংশ যাদবরাওয়ের ন্যায় উন্নত না হইলেও একটী প্রধান ও ক্ষমতাশালী বংশ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এই স্থানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে যাদবরাওয়ের বংশ হইতে শিবজীর মাতা ও ভঁস্‌লাবংশ হইতে তাঁহার পিতা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথজী হাবিলদার।

কাঞ্চন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ তাহার দিব্য পঙ্কজ নয়ন।

শ্রবণে কুণ্ডলযুগ্ম দীপ্ত দিনকর।
প্রভেদ্য কবচে আবরিল কলেবর॥
দুই দিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥

কাশীরাম দাস।

কঙ্কণ প্রদেশে বর্ষাকালে প্রকৃতি অতি ভীষণ রূপ ধারণ করে; ১৬৬৩ খৃঃ অব্দের বসন্তকালেই একদিন সায়ংকালে সেইরূপ ঘোর ঘটা দৃষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্য এখনও অস্ত যায় নাই, অথচ সমস্ত আকাশ দীর্ঘ-বিলম্বী অতি কৃষ্ণ মেঘরাশিতে আবৃত ও চারিদিকে পর্ব্বতশ্রেণী ও অরণ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বতে, উপত্যকায়, অরণ্যমধ্যে, প্রান্তরে, আকাশ বা মেদিনীতে শব্দমাত্র নাই, যেন অচিরে প্রচণ্ড ব্যাত্যা আসিবে জানিয়া সমস্ত জগৎ ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিকটস্থ পর্ব্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথগুলি ঈষৎ দেখা যাইতেছে, দূরস্থ বিশাল পাদপাবৃত পর্ব্বতগুলি গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে আর নীচে উপত্যকা অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বত-প্রবাহিণী জলপ্রপাতগুলি কোথাও রৌপ্যগুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কোথাও অন্ধকারে লীন হইয়া কেবল শব্দমাত্রে আপন পরিচয় দিতেছে।

সেই পর্ব্বতপথের উপর দিয়া এক মাত্র অশ্বারোহী বেগে অশ্বচালন করিয়া যাইতেছিলেন। অশ্বের সমস্ত শরীর ফেনপূর্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত। অশ্বারোহীর বেশ কর্দ্দমময়, দেখিলেই বোধ হয় তিনি অনেক দূর হইতে আসিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বর্ষা, কোষে অসি, বামহস্তে বল্গা ও বাম বাহুতে ঢাল, পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ রাজস্থানদেশীয়। অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ হইবে, অবয়ব উন্নত ও গৌরবর্ণ, কিন্তু পরিশ্রমে বা রৌদ্রোত্তাপে এই বয়সেই তাঁহার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল বর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ হইয়াছে। শরীর সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত, ললাট উন্নত, চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃপূর্ণ, মুখমণ্ডল ঔদার্য্যব্যঞ্জক ও অতিশয় তেজঃপূর্ণ। যুবক অশ্বকে অল্প বিশ্রাম দিবার জন্য লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, বল্গা বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলেন, বর্ষা বৃক্ষশাখায় হেলাইয়া রাখিলেন, ও হস্ত দ্বারা ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পশ্চাৎ দিকে সরাইয়া ক্ষণেক আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক, অচিরাৎ তুমুল বাত্যা আসিবে তাহার সংশয় নাই। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইতেছে এবং অনন্ত পর্ব্বত ও পাদপশ্রেণী হইতে গভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে। দুই একটী স্তিমিত মেঘগর্জ্জন শুনা যাইতেছে, এবং যুবকের শুষ্ক ওষ্ঠে দুই এক বিন্দু বৃষ্টি-জলও পতিত হইল। এখন যাইবার সময় নহে, আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও অপেক্ষা করা উচিত, কিন্তু যুবকের চিন্তা করিবার সময় ছিল না। তিনি যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন তাহাতে বিলম্ব সহে না, তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন তিনি কোন আপত্তি শুনেন না, যুবকেরও বিলম্ব বা আপত্তি করার অভ্যাস নাই। পুনরায় বর্ষা হস্তে লইয়া লম্ফ দিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায় বেগে অশ্বচালন করিয়া সেই

নিঃশব্দ পর্ব্বত-প্রদেশের সুপ্ত প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া চলিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আরম্ভ হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতা চমকিত হইল। মেঘের গর্জ্জনে সেই অনন্ত পর্ব্বত-প্রদেশ যেন শত বার শব্দিত হইল। অচিরাৎ কোটী-রাক্ষসবল বিদ্রূপ করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে পবন প্রবাহিত হইয়া যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতকেও সমূলে আলোড়িত করিতে লাগিল। শত পর্ব্বতের অসংখ্য পাদপশ্রেণী হইতে কর্ণভেদী শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, জলপ্রপাত ও পর্ব্বত-তরঙ্গিণীর জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ-আলোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই ঘোর বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল, ও মধ্যে মধ্যে বজ্রশব্দে জগৎ কম্পিত ও স্তব্ধ হইতে লাগিল। ত্বরায় মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িয়া, পর্ব্বত অরণ্য ও উপত্যকা প্লাবিত করিল, জলপ্রপাত ও তরঙ্গিণী সমুদয়কে স্ফীত কায় ও উচ্ছলিত করিয়া তুলিল।

অশ্বারোহী কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ না হইয়া সাবধানে চলিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে বোধ হইল যেন অশ্ব ও অশ্বারোহী বায়ু-বেগে পর্ব্বত হইতে সজোরে নীচে নিক্ষিপ্ত হইবে। বায়ুপীড়িত বৃক্ষশাখার সজোর আঘাতে অশ্বারোহীর উষ্ণীষ ছিন্ন হইল, তাঁহার ললাট হইতে দুই এক বিন্দু রুধির পড়িতে লাগিল। তথাপি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে অপেক্ষা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং যুবক মুহূর্ত্তমাত্রও চিন্তা না করিয়া যত দূর সাধ্য সতর্ক-ভাবে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন

দুই তিন দণ্ড মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়াতে ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল, অচিরাৎ বৃষ্টি থামিয়া গেল। অস্তাচলচূড়া-বলম্বী সূর্য্যের আলোকে সেই পর্ব্বতরাশি ও নবস্নাত বৃক্ষ সমূহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল।

যুবক দুর্গে উপস্থিত হইয়া একবার অশ্ব থামাইলেন ও সিক্ত কেশগুচ্ছ পুনরায় সুন্দর, প্রশস্ত ললাট হইতে অপসৃত করিয়া নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যতদূর দেখা যায়, দুইতিন সহস্র হস্ত উন্নত পর্ব্বতশিখর-গুলি শোভা পাইতেছে, ও সেই পর্ব্বত-সমূহের পার্শ্বে, মস্তকে, চারিদিকে, নবস্নাত নিবিড় হরিদ্বর্ণ অনন্ত পাদপশ্রেণী সূর্য্যা-লোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত দশগুণ স্ফীতকায় হইয়া বর্দ্ধিত গৌরবে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নৃত্য করিতেছে, ও সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মিতে বড় সুন্দর ক্রীড়া করিতেছে। পর্ব্বত ও শিখ-রের উপর সূর্য্যরশ্মি নানাবর্ণ ধারণ করিয়াছে, জলপ্রপাতের উপর রামধনু খেলা করিতেছে, আকাশে প্রকাণ্ড ধনু নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে, ও বহুদূরে বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া মেঘরাশি বৃষ্টিরূপে গলিত হইতেছে।

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভায় মুগ্ধ রহিলেন; পরে সূর্য্যের দিকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র দুর্গের উপর উঠিতে লাগি-লেন। অচিরে আপন পরিচয় দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তখন সূর্য্য অস্ত যাই-তেছে, অমনি ঝনঝনা শব্দে দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বন্ধ করিয়া যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—অধিক সকালে

পৌঁছেন নাই; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে অদ্য রাত্রি প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত করিতে হইত।

যুবক। সেই একমুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই; ভবানীর প্রসাদে প্রভুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা রাখিব, অদ্যই কিল্লাদারের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।

দ্বাররক্ষক। কিল্লাদারও আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। যুবক তৎক্ষণাৎ কিল্লাদারের প্রাসাদে যাইলেন, ও সম্যক্ অভিবাদন করিয়া নিজ কটিদেশ হইতে বন্ধন খুলিয়া কতকগুলি লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। কিল্লাদার মাউলী জাতীয় একজন শিবজীর বিশ্বস্ত যোদ্ধা, তিনি লিপিগুলির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দূতের দিকে না চাহিয়াই মনোনিবেশ পূর্ব্বক সেইগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধের আধুনিক অবস্থা, কিরূপে কিল্লাদার শিবজীর বিশেষরূপে সহায়তা করিতে পারেন, ও কোন্ বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, লিপি পাঠে সমস্ত অবগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই লিপি পাঠ করিয়া কিল্লাদার অবশেষে পত্রবাহকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবকের বালকোচিত উদার মুখমণ্ডল ও আনয়নবিলম্বী গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ দেখিয়া কিল্লাদার একবার চকিত হইলেন। লিপির দিকে দেখিলেন, আবার বালক বা যুবার দিকে মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় উঠাইলেন। অবশেষে বলিলেন,—হাবিলদার! তোমার নাম রঘুনাথজী? তুমি জাতিতে রাজপুত?

রঘুনাথজী বিনীতভাবে শির নামাইয়া প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কিল্লাদার। তুমি আকৃতি ও বয়সে বালক মাত্র। কিন্তু বিবেচনা করি কার্য্যকালে পরাঙ্মুখ নহ।

রঘুনাথজী। যত্ন ও চেষ্টা মাত্র মনুষ্যসাধ্য, বোধ হয় তাহাতে প্রভু আমার ত্রুটি দেখেন নাই। সিদ্ধি ভবানীর ইচ্ছাধীন।

কিল্লাদার। তুমি সিংহগড় হইতে তোরণ দুর্গে এত শীঘ্র আসিলে কিরূপে?

রঘুনাথজী। প্রভুর নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

কিল্লাদার এই উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, কার্য্য-সাধনে তোমার যেরূপ যত্ন তোমার আকৃতিই তাহার পরিচয় দিতেছে। রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও সিক্ত, ও ললাটের ঈষৎ ক্ষত দেখা যাইতেছিল।

পরে কিল্লাদার সিংহগড়ের ও পুনার সমস্ত অবস্থা, মহারাষ্ট্রীয়, মোগল ও রাজপুতসেনার অবস্থা ও সংখ্যা, তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথজী যতদূর পারিলেন উত্তর দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন,—তবে কল্য প্রাতে আমার নিকট আসিও, আমার পত্রাদি প্রস্তুত থাকিবে। আর প্রভু শিবজীকে আমার নাম করিয়া জানাইও যে, তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই বিষম কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন সে হাবিলদার কার্য্যের অনুপযুক্ত নহে। প্রশংসাবাক্যে রঘুনাথ মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

রঘুনাথজী বিদায় পাইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথকে এরূপ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এই যে, কিল্লাদার শিবজীকে অতিশয় গূঢ় রাজকীয় সংবাদ ও কতকগুলি গূঢ় মন্ত্রণা পাঠাইবার মানস করিতেছিলেন। সে গুলি লিপির দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, লিপি শত্রুহস্তে পড়িতে পারে। রঘুনাথজীকে সেগুলি বাচনিক বলা যাইতে পারে কি না, অর্থবলে বা কোন উপায়ে শত্রুর বশবর্ত্তী হইয়া গূঢ় মন্ত্রণা শত্রুর নিকট প্রকাশ করা রঘুনাথের পক্ষে সম্ভব কি না, কিল্লাদার তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন। রঘুনাথ নয়নপথের বহির্ভূত হইলে পর কিল্লাদার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—শিবজী এ বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, উপযুক্ত কার্য্যে যথার্থই উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরযূবালা।

সজনি ! ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥
আধ আঁচল খসি, আধবদনে হাসি আধই নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি, তব ধরি দগধে অনঙ্গ।
একে তনু গোরা কনয় কটোরা অতনু কাঁচল উপাম।
হরি হরি কহ মন, জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পসারল কাম ॥
দশন মুকুতাপাঁতি অধর মিলায়ত মৃদু মৃদু কহ তাহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে সে দুঃখ রহ, হেরি হেরি না পুরাল আশা ॥

বিদ্যাপতি

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকট বিদায় পাইয়া ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এই দুর্গজয়ের অল্পদিন পরই শিবজী ভবানীর একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ও অম্বরদেশীয় অতি উচ্চকুলোদ্ভব এক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া দেবসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না দিয়া কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতেন না।

রঘুনাথ যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত আপন কৃষ্ণকেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে একটী যুদ্ধগীত মৃদুস্বরে গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন।

যখন মন্দিরের নিকটে আসিলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। পশ্চিমদিকের আকাশের স্তিমিত আলোকে শ্বেত মন্দির সুন্দর শোভা পাইতেছে, মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র উদ্যান প্রায় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। মন্দিরের পুরোহিত তখন বাটীতে নাই, সুতরাং রঘুনাথ উদ্যানে একটী প্রস্তরের উপর বসিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে সেই উদ্যানে একজন বালিকা ফুল তুলিতে আসিলেন। রঘুনাথ দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইলেন, কেননা বালিকা এ দেশের নহে, পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলেন বালিকা রাজপুত। বহুদিন পরে একজন স্বদেশীয়া রমণীকে দেখিয়া রঘুনাথের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। ইচ্ছা

হইল রাজপুত বালিকার নিকটে যাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু রঘুনাথ সে ইচ্ছা দমন করিলেন, বৃক্ষতলে সেই প্রস্তরের উপর বসিয়া ক্ষণেক সেই বালিকার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যত দেখিতে লাগিলেন, রঘুনাথের হৃদয় আরও সেই দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

বালিকা অনুমান ত্রয়োদশ বর্ষীয়া। তাঁহার রেসম-বিনিন্দিত সুমার্জ্জিত অতি কৃষ্ণকেশপাশ গণ্ডস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, এবং উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও ভ্রমর-বিনিন্দিত চক্ষুর্দ্বয় কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়াছে। ভ্রূযুগল যেন তুলি দ্বারা লিখিত, কি সুন্দর বক্রভাবে ললাটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ওষ্ঠদ্বয় সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ, হস্ত ও বাহু সুগোল, এবং সুবর্ণের বলয় ও কঙ্কণ দ্বারা সুশোভিত। কন্যার ললাটে আকাশের রক্তিমাচ্ছটা পতিত হইয়া সেই তপ্ত কাঞ্চন বর্ণকে সমধিক উজ্জ্বল করিতেছে। কণ্ঠ ও ঈষদুন্নত বক্ষঃস্থলের উপর একটী কণ্ঠমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। রঘুনাথ অনিমেষলোচনে সেই সায়ংকালের স্তিমিত আলোকে সেই অপূর্ব্বদৃষ্টা রাজপুতকন্যার দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয় পূর্ব্বে অননুভূত আনন্দ-স্রোতে সিক্ত হইতেছিল।

কন্যা ফুল তুলিয়া গৃহে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন অনতিদূরে একজন দীর্ঘকায় রাজপুত যুবক তাঁহার দিকে অনিমেষলোচনে দেখিতেছেন। ঈষৎ লজ্জায় কন্যার মুখ রঞ্জিত হইল, তিনি মুখ অবনত করিলেন। আবার চাহিয়া দেখিলেন, যুবক তখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছে, কোষে খড়্গ, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্ষা। যুবক অনিমেষলোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বহুদিন পরে একজন দেশীয় যোদ্ধাকে এই মহারাষ্ট্র দুর্গে দেখিয়া রাজপুতবালা প্রথমে বিস্মিত হইলেন, যুবকের আকৃতি ও উজ্জ্বল সৌন্দর্য দেখিয়া তিনি চকিত হইলেন, মুখমণ্ডল নত করিয়া ফুলের সাজি লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন রঘুনাথ যেন চেতন্য প্রাপ্ত হইলেন। মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আমরা পাঠককে পুরোহিতের পরিচয় দিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অম্বরদেশীয় উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম জনার্দ্দন দেব। তিনি অম্বরের প্রসিদ্ধ রাজা জয়সিংহের একজন সভাসদ্ ছিলেন, পরে শিবজীর বহু অনুরোধে, জয়সিংহের অনুমত্যনুসারে শিবজীর সর্ব্বপ্রথম বিজিত তোরণদুর্গে আগমন করেন। তাঁহার পুত্রকন্যা কেহই ছিল না, কিন্তু স্বদেশ ত্যাগের অচিরকাল পূর্ব্বেই তিনি এক ক্ষত্রিয়কন্যার লালনপালনের ভার লইয়াছিলেন। কন্যার পিতা জনার্দ্দনের আশৈশব পরমবন্ধু ছিলেন। কন্যার মাতাও জনার্দ্দনের স্ত্রীকে ভগিনী সম্বোধন করিতেন। কন্যার পিতামাতার কাল হওয়ায় নিঃসন্তান জনার্দ্দন ও তাঁহার গৃহিণী ঐ শিশু ক্ষত্রিয়বালার লালনপালনভার লইলেন, ও তোরণদুর্গে আসিয়া সেই শিশুকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন।

পরে জনার্দ্দনের স্ত্রীর কাল হইলে কন্যা সরযূ ভিন্ন বৃদ্ধের স্নেহের দ্রব্য আর কেহ রহিল না, সরযূবালাও জনার্দ্দনকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন ও ভালবাসিতেন। কালক্রমে সরযূবালা নিরুপমা লাবণ্যবতী হইয়া উঠিলেন, সুতরাং দুর্গের সকলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ জনার্দ্দনকে কণ্বমুনি ও তাঁহার পালিত নিরুপমা লাবণ্যময়ী ক্ষত্রিয়বালাকে শকুন্তলা বলিয়া পরিহাস করিতেন। জনার্দ্দনও কন্যার সৌন্দর্য্য ও স্নেহে পরিতুষ্ট হইয়া রাজস্থান হইতে নির্ব্বাসনের দুঃখ বিস্মৃত হইলেন।

দেবালয়ে রঘুনাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর জনার্দ্দন দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছে, অবয়ব দীর্ঘ ও এখনও বলিষ্ঠ, চক্ষুর্দ্বয় শান্তিরসপূর্ণ, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। জনার্দ্দনের বর্ণ গৌর, এবং স্কন্ধ হইতে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। পূজকের পবিত্র মন ও সরল হৃদয় তাঁহার মুখ দেখিলেই বোধগম্য হইত। জনার্দ্দন ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রঘুনাথ সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সংক্ষেপে মিষ্টালাপ করিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন ও জনার্দ্দন শিবজীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ যতদূর পারিলেন যুদ্ধের বিবরণ বলিলেন, ও শিবজীর প্রনাম জানাইয়া পূজকের হস্তে কয়েকটী সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন,—প্রভুর প্রার্থনা যে তিনি এক্ষণে মোগলদিগের সহিত রণে নিযুক্ত হইয়াছেন আপনি তাঁহার জয়ের জন্য ভবানীর নিকটে পূজা করিবেন, দেবীপ্রসাদ ভিন্ন মনুষ্যচেষ্টা বৃথা।

জনার্দ্দন তাঁহার নৈসর্গিক স্থির গম্ভীর-স্বরে উত্তর করিলেন,—সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষার জন্য মাদৃশ লোকের চিরকালই যত্ন করা বিধেয়, সেই ধর্ম্মের প্রহরীস্বরূপ শিবজীর বিজয়ের জন্য অবশ্যই পূজা দিব। মহাত্মাকে জানাইও সে বিষয়ে ত্রুটি করিব না।

রঘুনাথ। দেবীপদে প্রভুর আর একটী আবেদন আছে। তিনি ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার ফলাফল কথঞ্চিৎ পূর্ব্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন। ভবাদৃশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এ বিষয়ে অবশ্যই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।

জনার্দ্দন ক্ষণেক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—রজনীযোগে দেবীপদে শিবজীর বাসনা জানাইব, কল্য প্রাতে উত্তর জানিতে পারিবে।

রঘুনাথ ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে জনার্দ্দন বলিলেন,—তোমাকে ইতিপূর্ব্বে এই দুর্গে দেখি নাই, অদ্য কি এই প্রথম এস্থলে আসিয়াছ?

রঘুনাথ। অদ্যই আসিয়াছি।

জনার্দ্দন। দুর্গে কাহারও সহিত পরিচয় আছে? থাকিবার স্থান আছে?

রঘুনাথ। পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্য প্রাতেই চলিয়া যাইব।

জনার্দ্দন। কি জন্য অনর্থক ক্লেশ সহ্য করিবে?

রঘুনাথ। প্রভুর অনুগ্রহে কোন ক্লেশ হইবে না, আমাদিগের সর্ব্বদাই এইরূপে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়।

জনার্দ্দন। বৎস! যুদ্ধসময়ে ক্লেশ অনিবার্য্য, কিন্তু অন্য ক্লেশ সহনের কোন আবশ্যকতা নাই। আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি কর, আমার পালিতকন্যা তোমার খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিবে! পরে রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়া কল্য শিবজীর নিকটে দেবীর আজ্ঞা লইয়া যাইবে।

রঘুনাথজীর বক্ষঃস্থল সহসা স্ফীত হইল, তাঁহার হৃদয়ে যেন কে স্বজোরে আঘাত করিল। এ যাতনা না আনন্দের উদ্বেগ? জনার্দ্দনের পালিতকন্যা কে? তিনি কি সেই পুষ্পোদ্যানে দৃষ্টা লাবণ্যময়ী রাজপুতবালা?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কণ্ঠমালা।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।
ভারতচন্দ্র রায়।

রজনী প্রায় এক প্রহর হইলে সরযূবালা পিতার আদেশে অতিথির খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিলেন। রঘুনাথ আসন গ্রহণ করিলেন, সরযূ পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে অদ্যাবধি আহূত ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে কোন এক জন রমণী আসিয়া ভোজন করাইবার রীতি আছে।

রঘুনাথ আহার করিতে বসিলেন কিন্তু রঘুনাথের হৃদয় আজি চাঞ্চল্য পরিপূর্ণ ও অস্থির। সরযূ যত্ন করিয়া অনেক প্রকার আহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথ অদ্য কি খাইলেন ঠিক জানেন না। জনার্দ্দন ঔৎসুক্য সহকারে রাজস্থানের কথা কহিতে লাগিলেন, রঘুনাথ সময়ে সময়ে উত্তর দেন, সময়ে সময়ে একটু অন্যমনস্ক হয়েন।

আহার শেষ হইল। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত আধারে সরযূ মিষ্ট সরবৎ আনিয়া দিলেন, রঘুনাথ পাত্রধারিণীর দিকে সোদ্বেগ চিত্তে চাহিলেন, যেন তাঁহার হৃদয় সেই দৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়া সেই কন্যার দিকে ধাবমান হইল। চারি চক্ষুর মিলন হইল, সরযূর মুখমণ্ডল লজ্জায় ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল, মুখ অবনত করিয়া সরযূ ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। রঘুনাথও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অধোবদন হইলেন।

হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য সরযূ জল আনিয়া দিলেন। রঘুনাথ বর্ব্বর নহেন, এবার তিনি মুখ অবনত করিয়া রহিলেন, কেবল সরযূর সুন্দর সুবর্ণ বলয়-বিজড়িত সুগোল বাহুমাত্র দেখিতে পাইলেন। একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রঘুনাথের শয্যারচনা হইল। রঘুনাথ শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করিয়া নক্ষত্রালোকে সেই পুষ্পোদ্যানে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

সেই গম্ভীর অন্ধকারে নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অল্পবয়স্ক যোদ্ধা কি চিন্তা করিতেছেন? নিশার ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় মনুষ্য, জীব, জন্তু, সমগ্র জগৎ সুপ্ত হইয়াছে। দুর্গে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের শব্দ শুনা যাইতেছে, ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব সেই নিস্তব্ধ দুর্গে ও চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে প্রতিহত হইতেছে। এ গভীর অন্ধকার রজনীতে

রঘুনাথ অনম্র হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?

রঘুনাথ অদ্য কেন সেই উদ্যানে পদচারণ করিতেছেন তাহা রঘুনাথ জানেন না। এতদিন রঘুনাথ বালক ছিলেন, অদ্য যেন সহসা তাঁহার শান্ত, নীল, জীবনাকাশের উপর একটী নূতন আলোক উদিত হইল, তাঁহার সুপ্ত চিন্তা ও বেগবতী মনোবৃত্তি সহসা জাগরিত হইল। শত বার সেই রাজপুতবালার আনন্দময়ী মূর্ত্তি তাঁহার মনে আসিতে লাগিল, সেই আলেখ্যলিখিত ভ্রূযুগল, সেই পুষ্পবিনিন্দিত মধুময় ওষ্ঠ, সেই নিবিড় কেশপাশ, সেই সুগোল বাহুযুগল, সেই আয়ত স্নেহপূর্ণ নয়ন, সেই চিত্তহারী অতুল লাবণ্য! রঘুনাথ! এ সুন্দরী কি তোমার হইবে? তুমি একজন সামান্য হাবিলদার মাত্র, জনার্দ্দন অতি উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত, তাঁহার পালিত কন্যা রাজাদিগেরও প্রার্থনীয়! কি জন্য এরূপ আশায় হৃদয় বৃথা ব্যথিত করিতেছ? রঘুনাথ! এ বৃথা তৃষ্ণায় কেন হৃদয় দগ্ধ করিতেছ?

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী হয়, শীঘ্র আমাদের নৈরাশ হয় না, অসাধ্যও আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও সম্ভব বোধ হয়। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর দণ্ডায়মান হইলেন, আপন হৃদয়ের উপর উভয় বাহু স্থাপন করিয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, মনে মনে বলিলেন,—

"ভগবন্, সহায় হও, অবশ্য কৃতকার্য্য হইব! যশ, মান, খ্যাতি, মনুষ্যসাধ্য, কিজন্য আমার অসাধ্য হইবে? আমার শরীর কি অন্য অপেক্ষা ক্ষীণ? বাহু কি অন্য অপেক্ষা দুর্ব্বল? দেবগণ আমার সহায় হও, আমি যুদ্ধে পিতার নাম রক্ষা করিব, রাজপুতের উচিত সম্মান লাভ করিব। তাহার পর? যদি কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে সরয়! আমি তোমার অযোগ্য হইব না। তখন সরয়ূ! তোমাকে গল্পচ্ছলে অদ্যকার এই সকল কথা বলিব, তখন তোমার সুন্দর হস্তদ্বয় আমার এই কম্পিত হস্তদ্বয়ে স্থাপন করিব, তখন ঐ লাবণ্যময় দেহলতা এই উদ্বিগ্ন হৃদয়ে ধারণ করিব, তখন ঐ সুন্দর বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠদ্বয়"——রঘুনাথ! রঘুনাথ! উন্মত্ত হইও না।

তখন রঘুনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে গৃহের দিকে ফিরিলেন। সহসা দেখিলেন একটী কণ্ঠমালা পড়িয়া রহিয়াছে,—দুইটী করিয়া মুক্তা, পরে একটী করিয়া পলা,—রঘুনাথ সে মালা চিনিলেন। সেই মালা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সরযূ কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় অসাবধানতা বশতঃ ঐ স্থানে ফেলিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ভগবন্! একি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ দান করিলেন?

মালাটী হৃদয়ে ধারণ করিয়া রঘুনাথ নিদ্রা গেলেন, পরদিন প্রাতে রঘুনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জনার্দ্দনদেবের নিকট ভবানীর আজ্ঞা জানিলেন,—"ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধে জয়, স্বধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজয়।"

দুর্গ ত্যাগের পূর্ব্বে রঘুনাথ একবার সরযূর সহিত দেখা করিলেন। সরযূ যখন পুনরায় উদ্যানে ফুল তুলিতে আসিয়া

ছেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথও তথায় যাই-লেন। হৃদয়ের উদ্বেগ কথঞ্চিৎ দমন করিয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে রঘুনাথ বলি-লেন,—ভদ্রে! কল্য নিশিযোগে এই কণ্ঠমালাটী এই স্থানে পাইয়াছি, সেইটী দিতে আসিয়াছি, অপরিচিতের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযূ ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, সেই কমনীয় উদার মুখমণ্ডল, সেই কেশাবৃত উন্নত ললাট, সেই উজ্জ্বল নয়নদ্বয়, সেই তরুণ যোদ্ধা! রমণীর গৌর মুখমণ্ডল পুনরায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ পুনরায় ধীরে ধীরে বলি-লেন,—যদি অনুমতি করেন, তবে এই সুন্দর মালাটী উহার অভ্যস্ত স্থানে পরাইয়া দি। এই অনুগ্রহটী আমাকে প্রদান করুন, ভগবান্ আপনাকে সুখে রাখিবেন।

সরযূ সলজ্জনয়নে একবার রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, সে বিশাল আয়ত নয়নের ক্ষণদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় কম্পিত হইল। তৎক্ষণাৎ রঞ্জিতমুখী লজ্জায় আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। সম্মতির লক্ষণ পাইয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, কন্যার পবিত্র শরীর স্পর্শ করিলেন না।

ক্ষণেক পর রঘুনাথ ধীরে ধীরে বলি-লেন,—তবে অতিথিকে বিদায় দিন।

সরযূ এবার লজ্জা ও উদ্বেগ সংযম করিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, আবার ধীরে ধীরে ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া অতি মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কহি-লেন,—আপনার নিকট অনুগৃহীত রহিলাম, পুনরায় যদি দুর্গে আইসেন, ভরসা করি পুনরায় পিতার এই মন্দিরে অবস্থান করিবেন।

পিপাসার্ত্ত চাতকের পক্ষে প্রথম বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায়, পথভ্রান্ত পথিকের পক্ষে ঊষার প্রথম রক্তিমাচ্ছটার ন্যায়, সরযূর প্রথমোচ্চারিত এই অমৃত কথাগুলি রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত করিল! তিনি উত্তর করিলেন,—ভদ্রে, আমি পরের দাস, যুদ্ধ আমার ব্যবসা, পুনরায় কবে আসিতে পারিব, কখনও আসিতে পারিব কি না, জানি না। কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন আপনার দেবনিন্দিত মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইব না।

সরযূ উত্তর দিতে পারিলেন না, রঘুনাথ দেখিলেন সেই আয়ত নয়ন দুইটী ছল্ ছল্ করিতেছে, তাঁহার আপনার নয়নও শুষ্ক ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সায়েস্তাখাঁ।

কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন?
নবীনচন্দ্র সেন।

যদিও কয়েক বৎসর অবধি শিবজীর ক্ষমতা, রাজ্য এবং দুর্গসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন নাই। সেই বৎসর সায়েস্তাখাঁ আমীর উল্ উমরা খেতাব প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া

শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। সায়েস্তাখাঁ সেই বৎসরেই পুনা, চাকনদুর্গ ও অন্য কয়েক স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর অর্থাৎ এই আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে সায়েস্তাখাঁ শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লীর সম্রাটের আদেশানুসারে মাড়ওয়ায়ের রাজা প্রসিদ্ধনামা যশোবন্তসিংহও এই বৎসরে (১৬৬৩ খৃঃ) বহুসৈন্য লইয়া সায়েস্তাখাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল ও সায়েস্তাখাঁ স্বয়ং দাদাজী কানাইদেবের গৃহে, অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাল্যকালে মাতার সহিত বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। সায়েস্তাখাঁ শিবজীর চাতুরী বিশেষরূপে জানিতেন, সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে, অনুমতিপত্র বিনা কোন মহারাষ্ট্রীয় পুনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শিবজী নিকটবর্ত্তী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সে সময়ে যুদ্ধব্যবসায়ে অধিক পরিপক্ক হয় নাই, দিল্লীর শিক্ষিত সেনার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নহে, সুতরাং শিবজী কৌশল ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দুরাজ্য বিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষভাগে এক দিন সায়ংকালে পরাক্রান্ত মোগল সেনাপতি সায়েস্তাখাঁ আপন আমত্য ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সভায় বসিয়াছেন। কিরূপে শিবজীকে পরাজয় করিবেন তাহারই পরামর্শ হইতেছিল। দাদাজী কানাইদেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহে এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে। জানালার ভিতর দিয়া সায়ংকালের শীতল বায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে।

আনওরী নামে সায়েস্তাখাঁর একজন চাটুকার বলিল,—আমিরের সেনার সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন মহা বাত্যার সম্মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে, অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করিবে।

চাঁদখাঁ নামক একজন প্রাচীন সেনা কয়েক বৎসর অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—আমি বোধ করি তাহাদের ঐ দুইটী ক্ষমতাই আছে।

সায়েস্তাখাঁ। কেন?

চাঁদখাঁ। গত বৎসর কতিপয় পার্ব্বতীয় মহারাষ্ট্রীয় যখন চাকন দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি চেষ্টা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে বহিস্কৃত করিয়া দুর্গ জয় করিয়াছে, তাহা জাঁহাপনার স্মরণ আছে। একটী দুর্গ হস্তগত করিতে অনেক মোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সর্ব্বস্থানে আমাদের সৈন্য থাকাতেও নিতাইজী আসমান দিয়া আহম্মদনগর ও আরাঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইয়া দেশ ছারখার করিয়া আসিয়াছে!

সায়েস্তাখাঁ। চাঁদখাঁর বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পর্ব্বত ইন্দুরকে

ভয় করেন? পূর্ব্বে তাঁহার এরূপ ভয় ছিল না।

চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

আনওরী। জাহাঁপনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইন্দুরবিশেষ, তাহারা যে পর্ব্বত-ইন্দুরের ন্যায় গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে আমি অস্বীকার করি না।

চাঁদখাঁ। পর্ব্বত-ইন্দুর পুনার ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা!

সায়েস্তাখাঁ। এখানে দিল্লীর সহস্র সহস্র নখায়ুধ বিড়াল আছে, ইন্দুরে সহসা কিছু করিতে পারিবে না।

সভাসদ্ সকলেই "কেরামৎ" "কেরামৎ" বলিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষয়ে এইরূপ অনেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইবে তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকন দুর্গ হস্তগত হওয়া অবধি সায়েস্তাখাঁ দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—এই প্রদেশ দুর্গপরিপূর্ণ, যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয়, তবে কত দিনে যে দিল্লীশ্বরের কার্য্যসিদ্ধ হইবে, কখনও সিদ্ধ হইবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই।

চাঁদখাঁ। জাহাঁপনা! দুর্গই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল, উহারা সম্মুখ রণ করিবে না, অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই। কেননা দেশ পর্ব্বতময়, উহাদিগের সেনা এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন্ দিক্ দিয়া অন্য স্থানে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ পাইব না। কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।

সায়েস্তাখাঁ। কেন? মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী সেনা নাই, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়সেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না?

চাঁদখাঁ। যুদ্ধ হইলে অবশ্যই মোগলের জয়, ধরিতে পারিলে আমরা মহারাষ্ট্রীয় সেনা বিনাশ করিব তাহার সংশয় নাই, কিন্তু এই পর্ব্বত-প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ, অশ্বারোহী বর্ম্মাবৃত ও বহু-অস্ত্রসমন্বিত, সমভূমিতে, সম্মুখক্ষেত্রে তাহাদের তেজ দুর্দ্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত, কিন্তু এই পর্ব্বতপ্রদেশে তাহাদিগের যাতায়াতের ব্যাঘাত জন্মে। ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ যেন ছাগের ন্যায় তুঙ্গশৃঙ্গে লম্ফ দিয়া উঠে ও হরিণের ন্যায় উপত্যকা ও সুরাখের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। জাহাঁপনা আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন সহসা সেই স্থান অবরোধ করুন, এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবজী বন্দী হইবে, দিল্লীশ্বরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জন্য অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা করিলেই বা কি হইবে? দেখুন, নিতাইজী অনায়াসে আমাদের নিকট দিয়া যাইয়া আহম্মদনগর ও আরাঙ্গাবাদ ছারখার

করিয়া আসিল, রুস্তম জমান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কি করিল?

সায়েস্তাখাঁ সক্রোধে বলিলেন,—রুস্তম জমান বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নিতাইজীকে পলাইতে দিয়াছে, আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদখাঁ, তুমিও সম্মুখ যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীশ্বরের সেনাগণের মধ্যে কি কেহই সাহসী নাই?

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আবার আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া একবিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন, পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—পরামর্শ দিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই, সেনাপতি যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, যেরূপ হুকুম হইবে, তামীল করিতে এ দাস পরাঙ্মুখ হইবে না।

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে, সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। সায়েস্তাখাঁ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে আনিবার আজ্ঞা দিলেন। সভাস্থ সকলে এই দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

ক্ষণেক পর মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ন্যায়শাস্ত্রীর বয়স এক্ষণও চত্বারিংশ বৎসর হয় নাই, অবয়ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় ঈষৎ খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গভীর বুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ তিলক চন্দন, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর তূলার কুর্ত্তিতে আবৃত, সুতরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মস্তকে প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, এরূপ প্রকাণ্ড যে বদনমণ্ডল যেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। সায়েস্তাখাঁ সাদরে দূতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

সায়েস্তাখাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সিংহগড়ের সংবাদ কি?

মহাদেওজী একটী সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন,—

> সন্তি নদ্যো দণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটীবনে
> সরযূ-বিচ্ছেদশোকং রাঘবস্তু কথং সহেৎ।

অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটীবনে শত শত নদী আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরযূ নদীর বিচ্ছেদদুঃখ ভুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ এক্ষণও শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত, সে সন্তাপ কি তিনি ভুলিতে পারেন?

সায়েস্তাখাঁ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হাঁ, তোমার প্রভুকে বলিও, প্রধান দুর্গ আমি হস্তগত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার যুদ্ধ করা বিফল, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলে বরং এখনও আশা আছে।

ব্রাহ্মণ ঈষদ্ধাস্য করিয়া পুনরায় একটী সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন,

> ন শব্দোহপি স্বাভিপ্রায়ং জ্ঞাপয়িতুং চাতকঃ।
> জানাতু তৎ বারিধরস্তোষয়তি যাচকং॥

অর্থাৎ চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেঘকে জানাতে পারে না, কিন্তু মেঘ সেই অভিলাষ বুঝিয়া আপনার দয়াবশতঃই তাহা পূর্ণ করে। মহজ্জনের যাচককে দিবার এইরূপ রীতি। প্রভু শিবজী এক্ষণে পুনা ও চাকন হারাইয়া সন্ধি

প্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহল্লোক তাঁহার মনের অভিলাষ জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া যাহা দান করিবেন তাহাই শিরোধার্য্য।

সায়েস্তাখাঁ আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—পণ্ডিতজী, তোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরিতুষ্ট হইলাম বলিতে পারি না, তোমাদিগের সংস্কৃত ভাষা কি সুমধুর ও ভাবপরিপূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন ?

মহাদেওজী বলিলেন,—

কেশরিণঃ প্রতাপেন ভয়বিদগ্ধ চেতসঃ।
ত্রাহি দেব ত্রাহি রাজ ইতি ব্রুবন্তি ভূচরাঃ

অর্থাৎ দিল্লীশ্বরের সৈন্যের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা কেবল ত্রাহি ত্রাহি এই শব্দ করিতেছি।

সায়েস্তাখাঁ এবার আহ্লাদ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! আপনার শাস্ত্রালোচনায় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন তবে শিবজী আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন কৈ ?

ব্রাহ্মণ তখন গম্ভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শনপত্র বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সায়েস্তাখাঁ সেইটী দেখিলেন। পরে বলিলেন,—হাঁ, নিদর্শনপত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে কি কি প্রস্তাব করিবার আছে বলুন।

মহাদেওজী। প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে যখন প্রথমেই আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা।

সায়েস্তাখাঁ। ভাল।

মহাদেওজী। সুতরাং সন্ধির জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছেন। সায়েস্তাখাঁ। ভাল।

মহাদেওজী। এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন তাহা জানিতে তিনি উৎসুক। জানিলে সেইগুলি পালন করিতে যত্নবান হইবেন।

সায়েস্তাখাঁ। প্রথম দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার। তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন ?

মহাদেওজী। তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই। মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিবেন তাহাই আমি তাঁহার নিকট জানাইব, তিনি সেইগুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন।

সায়েস্তাখাঁ। ভাল, প্রথম কথা আমি বলিয়াছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার। দ্বিতীয়, দিল্লীশ্বরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে। তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কয়েকটী দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে।

মহাদেওজী। সে কোন্ কোন্‌টী ?

সায়েস্তাখাঁ। তাহা দুই এক দিনের মধ্যে পত্র দ্বারা জানাইব। চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাখিবেন তাহাও দিল্লীশ্বরের অধীনে জায়গীরস্বরূপ ভোগ করিবেন, তাহার জন্য কর দিতে হইবে। এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি অসম্মত তাহা যেন আমি দুই চারি দিনের মধ্যে জানিতে পারি।

মহাদেওজী। যেরূপ আদেশ করিলেন সেইরূপ করিব। এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে তখন যতদিন সন্ধিস্থাপন

না হয় ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিতে পারে ?

সায়েস্তাখাঁ। কদাচ নহে। ধূর্ত্ত কপটাচারী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না, এমত ধূর্ত্ততা নাই যে তাহাদিগের অসাধ্য। যতদিন সন্ধি একেবারে স্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদিগের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার, আমাদিগের অনিষ্ট করিও।

"এবমস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। একজন মোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—দূত মহাশয়, কি দেখিতেছেন ?

দূত উত্তর করিলেন,—এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন তাহাই দেখিতেছি। এটীও তোমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, বোধ হয় একে একে সমস্ত দুর্গগুলিই তোমরা লইবে। হা ! ভগবন্ !

প্রহরী হাস্য করিয়া বলিল,—সে জন্য আর বৃথা খেদ করিলে কি হইবে, আপন কার্য্যে যাও।

ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বহু জনাকীর্ণ পুনানগরীর লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শুভকার্য্যের পুরোহিত।

অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে,
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণ।

নবীনচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনার বহু পথ অতিবাহন করিলেন, যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই একটী দোকানে দ্রব্য ক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন। প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটী গলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে সুপ্ত।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন। আকাশ অন্ধকারময়, কেবল দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে সুপ্ত, জগৎ নিস্তব্ধ। ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, তাঁহার বোধ হইল যেন পশ্চাতে তিনি পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু সে পদশব্দ আর শুনিতে পাইলেন না।

পুনরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পর পুনরায় বোধ হইল যেন পশ্চাতে কে অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইল। এই গভীর নিশীথে কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে ? শত্রু না মিত্র ? শত্রু হইলে কি

তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে? গ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে নিঃশব্দে তূলা-নির্ম্মিত কুর্ত্তির আস্তিনের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন, একটী পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। গভীর অন্ধকারের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, কৈ কেহই নাই, সকলে সুপ্ত, নগর শব্দশূন্য ও নিস্তব্ধ!

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ পুনরায় আলোকপূর্ণ বাজারে ফিরিয়া গেলেন। তথায় অনেক দোকান, নানাজাতীয় বিস্তর লোক এখনও ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার তথা হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে দ্রুতবেগে অন্যান্য গলির ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তথায় নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, শব্দমাত্র নাই, চারিদিকে পথ, ঘাট, কুটীর, অট্টালিকা সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার দ্বারা সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়াছে। সহসা একটী চীৎকার শব্দ শ্রুত হইল, ব্রাহ্মণের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষণেক পর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, সে নাগরিক প্রহরী, পাহারা দিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাদেও যে গলিতে লুক্কায়িত ছিলেন সেই গলিতেই প্রহরী আসিল। গলি অতি সঙ্কীর্ণ, মহাদেওজী পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী ধীরে ধীরে এদিক্ ওদিক্ চাহি[illegible] চাহিতে সেই স্থানে আসিল, মহাদেও যে দণ্ডায়মান ছিলেন সেই দিকে [illegible]। মহাদেওজীর হৃদয় দুরুদুরু করিতে লা[illegible], তিনি শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হস্তে সেই ছুরিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না, ধীরে ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল। মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন।

পরে নিকটবর্ত্তী একটী দ্বারে আঘাত করিলেন, সায়েস্তাখাঁর একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনা বাহির হইয়া আসিল। দুইজনে অতি সংগোপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুষ্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; তথায় দুইজনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ। সমস্ত প্রস্তুত?

সেনা। প্রস্তুত।

ব্রাহ্মণ। অনুমতি পত্র পাইয়াছ?

সেনা। পাইয়াছি।

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইল। মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া ছুরিকাহস্তে সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন। অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না, ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে সেনাকে বলিলেন,—রিক্তহস্তে আসিয়াছ?

সেনা বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ভাল, সতর্ক থাকিও। বিবাহ কবে?

সেনা। কল্য।

ব্রাহ্মণ। অনুমতি পাইয়াছ?

সেনা। হাঁ।

ব্রাহ্মণ। কতজন লোকের?

সেনা। বাদ্যকর দশ জন, ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন, ইহার অধিক অনুমতি পাইলাম না।

ব্রাহ্মণ। এই যথেষ্ট, কোন্ সময়ে?

সেনা। রজনী এক প্রহর।

ব্রাহ্মণ। ভাল, এই কুদি হইতে বরযাত্রা আরম্ভ হইবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ। বাদ্যকরেরা সজোরে বাদ্য করিবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ। জ্ঞাতি কুটুম্ব যত পারিবে জড় করিবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ তখন অল্প হাস্য করিয়া বলিলেন,—আমি সেই শুভকার্য্যের পুরোহিত! সে শুভকার্য্যের ঘটা সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইবে।

সহসা সজোরে নিক্ষিপ্ত একটী তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল। সে তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুর্ত্তির নীচে লোহা-বর্ম্মে লাগিয়া তীর পড়িয়া গেল!

তৎপরেই একটী বর্শা। বর্শার আঘাতে ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায় উঠিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, নিষ্কোষিত অসিহস্তে একজন দীর্ঘ মোগল যোদ্ধা,—তিনি চাঁদখাঁ!

অদ্য সভাতে সেনাপতি সায়েস্তাখাঁ চাঁদখাঁকে ভীরু বলিয়াছেন। যুদ্ধ-ব্যবসায়ে চাঁদখাঁর কেশ শুক্ল হইয়াছিল, এ অপবাদ কেহ তাঁহাকে কখনও দেয় নাই। মনে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, অন্যকে তাহা কি জানাইবেন, মনে মনে স্থির করিলেন, কার্য্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, নচেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ ত্যাগ করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে বিশেষ করিয়া জানিতেন, শিবজীর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্য দুর্গ, তাঁহার অপূর্ব্ব ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্যস্থাপনে অভিলাষ, হিন্দু-স্বাধীনতাস্থাপনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এসমস্ত চাঁদখাঁর অগোচর ছিল না। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধপ্রারম্ভেই যে শিবজী পরাজয় স্বীকার ও সন্ধি যাচ্ঞা করিবেন এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শন পত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার গুপ্ত অভিসন্ধিই বা কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদখাঁর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা শুনিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হয় তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সন্দেহের কথা সায়েস্তাখাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার সহ্য করিবেন? কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন, এই ভণ্ড দূতকে ধরিব। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, পথে পথে, গলিতে গলিতে, অদৃশ্যভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রাহ্মণ চাঁদখাঁর নয়নবহির্ভূত হইতে পারেন নাই।

সেনার সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয় তাহা শুনিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দূতকে বিনাশ

করিয়া সেনাকে সেনাপতিসদনে লইয়া যাইয়া প্রতিপত্তি লাভের সঙ্কল্প করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—সায়েস্তাখাঁ! যুদ্ধ-ব্যবসায়ে বৃথা এ কেশ শুক্ল করি নাই, আমি ভীরুও নহি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারীও নহি। অদ্য যে ষড়যন্ত্রটী ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দিব, তাহার পর বোধ হয় এ প্রাচীন দাসের কথা তুমি অবহেলা করিবে না। কিন্তু আশা মায়াবিনী।

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদখাঁ তীর ও বর্শা ব্যর্থ দেখিয়া লম্ফ দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও খড়্গ দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। খড়্গ বর্ম্মে লাগিয়া সেবারও প্রতিহত হইল।

"কুক্ষণে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে,"—এই বলিয়া মহাদেওজী আপন আস্তিন গুটাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন। নিমেষমধ্যে বজ্রমুষ্টি চাঁদখাঁর বক্ষঃস্থলে অবতীর্ণ হইল, চাঁদখাঁর মৃতদেহ ধরাতলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ সূক্ষ্ম অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন,—সায়েস্তাখাঁ! মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভবানীর কল্যাণে দ্বিতীয় ফল কল্য ফলিবে।

যোদ্ধার কর্ত্তব্য কার্য্যে যে সময়ে চাঁদখাঁ জীবনদান করিলেন, সেনাপতি সায়েস্তাখাঁ সে সময়ে বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, শিবজীকে বশীকরণবিষয়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় সেনা এই সমস্ত ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিল,—প্রভু কি করিলেন? কল্য এ বিষয়ে গোল হইবে, আমাদের সমুদয় সঙ্কল্প বৃথা হইবে।

ব্রাহ্মণ। কিছুমাত্র বৃথা হইবে না। আমি জানিয়াছি চাঁদখাঁ অদ্য সভায় অপমানিত হইয়াছেন, এখন কয়েকদিন সভায় না যাইলেও কেহ সন্দেহ করিবে না। এই মৃতদেহ ঐ গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, আর স্মরণ রাখিও, কল্য রজনী এক প্রহরকালে।

সেনা। রজনী এক প্রহরকালে।

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানগর ত্যাগ করিলেন। তিন চারি স্থানে প্রহরিগণ তাঁহাকে ধরিল, তিনি সায়েস্তাখাঁর স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র দেখাইয়া নিরাপদে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

রাজা যশোবন্তসিংহ

কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এসকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পর পর সদা।

মধুসূদন দত্ত।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত রাজা যশোবন্তসিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া রহিয়াছেন। হস্তে গণ্ডস্থলস্থাপন করিয়া এই গভীর নিশীথেও তিনি কি চিন্তা করিতেছেন। সম্মুখে কেবল একটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছে, শিবিরে অন্য লোকমাত্র নাই। সংবাদ আসিল মহারাষ্ট্রীয় দূত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। যশোবন্ত তাঁহাকে

আনয়ন করিতে কহিলেন, তাঁহারই জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী শিবিরে আসিলেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণেক যশোবন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কি চিন্তা করিতেছিলেন। মহাদেও নিঃশব্দে রাজপুতের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছিলেন। পরেযশোবন্ত বলিলেন,—আমি আপনার প্রভুর পত্র পাইয়াছি। তাহাতে যাহা লিখিত আছে অবগত হইয়াছি, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব আছে?

মহাদেও। প্রভু আমাকে কোন প্রস্তাব করিতে পাঠান নাই, খেদ করিতে পাঠাইয়াছেন।

যশোবন্ত। কেবল পুনা ও চাকন দুর্গ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে মাত্র, এই জন্য খেদ?

মহাদেও। দুর্গনাশে তিনি ক্ষুব্ধ নহেন, তাঁহার অসংখ্য দুর্গ আছে।

যশোবন্ত। মোগল-যুদ্ধস্বরূপ বিপদে পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন?

মহাদেও। বিপদে পড়িলে খেদ করা তাঁহার অভ্যাস নাই।

যশোবন্ত। তবে কি জন্য খেদ করিতেছেন?

মহাদেও। যিনি হিন্দুরাজ-তিলক, যিনি ক্ষত্রিয়কুলাবতংস, যিনি সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাকে অদ্য ম্লেচ্ছের দাস দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

যশোবন্তের মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত। মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—উদয়পুরের রাণার বংশে যিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাড়ওয়ারের রাজচ্ছত্র যাঁহার মস্তকের উপর ধৃত হইয়াছে, রাজস্থান যাঁহার সুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সিপ্রাতীরে যাঁহার বাহুবিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহাকে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করে, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে, যাঁহার জয়ের জন্য হিন্দুমাত্রেই, ব্রাহ্মণমাত্রেই জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, অদ্য তাঁহাকে মুসলমানের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রাজন্! আমি সামান্য দূতমাত্র, আমি কি বলিতেছি জানি না, অপরাধ হইলে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু এ যুদ্ধসজ্জা কেন? এ সৈন্যসামন্ত কেন? এ সমস্ত বিজয়পতাকা কি জন্য উড্ডীন হইতেছে? স্বাধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য? হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করিবার জন্য? ক্ষত্রিয়োচিত যশোলাভের জন্য? আপনি ক্ষত্রকুলবতংস! আপনি বিবেচনা করুন, আমি জানি না।

যশোবন্ত অধোবদনে রহিলেন। মহাদেও আরও বলিতে লাগিলেন,—আপনি রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুত-পুত্র, পিতাপুত্রে যুদ্ধ সম্ভবে না, স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। আপনি আজ্ঞা করুন আমরা পালন করিব। রাজপুতের গৌরবই অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব, রাজপুতের যশোগীত আমাদিগের রমণীগণ এখনও গাইয়া থাকে, রাজপুতদিগের উদাহরণ দেখিয়া আমা-

দিগের বালকগণ শিক্ষিত হয়। ক্ষত্রকুল-তিলক! রাজপুত-শোণিতে আমাদিগের খড়্গ রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বে যেন মহারাষ্ট্র নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়, আমরা যেন বর্শা ও খড়্গ ত্যাগ করিয়া পুনরায় লাঙ্গল ধারণ করিতে শিখি!

যশোবন্তসিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—দূতপ্রধান! তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু আমি দিল্লীশ্বরের অধীন, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া আসিয়াছি, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব।

মহাদেও। এবং শত শত স্বধর্ম্মীকে নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তক ছেদন করিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে ক্ষত্রিয় শোণিতস্রোত মিশাইবে, শেষে ম্লেচ্ছ সম্রাটের সম্পূর্ণ জয় হইবে!

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু উদ্বেগ সম্বরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কর্কশভাবে বলিলেন,—কেবল দিল্লীশ্বরের জয়ের জন্য যুদ্ধ নহে, আমি তোমার প্রভুর সহিত কিরূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিদ্রোহাচারী, চতুর শিবজী অদ্যকার অঙ্গীকার অনায়াসে কল্য ভঙ্গ করে।

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—মহারাজ। সাবধান, অলীক নিন্দা আপনাকে সাজে না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাক্য দান করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিয়াছেন? কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? দেশে শত শত গ্রাম, শত শত দেবালয় আছে, অনুসন্ধান করুন, শিবজী সত্য পালন করিতে, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, দেবদেবীর পূজা দিতে কবে পরাঙ্মুখ? তবে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ! জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে কোন্ দেশে সখ্যতা? বল্লনথ যখন সর্পকে ধারণ করে, সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে। মৃত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবা মাত্র জর্জ্জরিত-শরীর নাগরাজ সময় পাইয়া দংশন করে। এটী বিদ্রোহাচরণ, না স্বভাবের রীতি? কুক্কুর যখন খরগসকে ধরিবার চেষ্টা করে, খরগস প্রাণরক্ষার জন্য কত যত্ন করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া সহসা অন্যদিকে যায়। এটী চাতুরী, না স্বভাবের রীতি? যাবতীয় জীবজন্তুকে জগদীশ্বর যে প্রাণরক্ষার যত্ন ও উপায় শিখাইয়াছেন, মনুষ্যকে কি তিনি সে উপায় শিখান নাই? আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি হরণ করিয়াছে, হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ বল, মান, দেশ-গৌরব ও ধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা ও সত্যসম্বন্ধ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি, স্বধর্ম্ম ও জাতিগৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা, সে উপায় কি নিন্দনীয়? জীবন রক্ষার্থ পলায়নপটু মৃগের শীঘ্রগতি কি বিদ্রোহ? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পক্ষী যে অপহারককে অন্যদিকে লইয়া যাইতে যত্ন করে,

সেটী কি নিন্দনীয়? ক্ষত্রিয়রাজ! দিনে দিনে মুসলমানদিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয় চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দুপ্রবর! আপনি হিন্দু-জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন না।—মহাদেওজীর জ্বলন্ত নয়নদ্বয় প্লাবিত হইল।

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন। বলিলেন,—দূতপ্রবর! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি না, যদি অন্যায় বলিয়া থাকি মার্জ্জনা করিবেন। আমি কেবল এই মাত্র বলিতেছিলাম যে, রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহারা সাহস ও সম্মুখরণ ভিন্ন অন্য উপায় জানে না। মহারাষ্ট্রীয়েরাও কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না?

মহাদেও। মহারাজ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্ব্বত বা মরুবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ব্ব রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইহার কোন্‌টী আছে? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণশিক্ষা। আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনারা পুরাতন রীত্যনুসারে যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্দ্ধর্ষ তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্য রাজপুত সেনার সম্মুখে দিল্লীশ্বরের সেনা পলায়ন করে। আমাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব? পূর্ব্বরীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্য নাই, যাহারা আছে তাহারা কখনও রণ দেখে নাই। যখন দিল্লীশ্বর কাবুল, পঞ্জাব, অযোধ্যা, বিহার, বঙ্গ, বীরপ্রসবিনী রাজস্থানভূমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ বৃহৎ ও অনিবার্য্য অশ্ব-অশ্ব ও রণ-গজ প্রেরণ করেন, যখন তাঁহার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা সহস্র সহস্র শকটে আনিয়া স্তূপীকৃত করেন, তখন দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিবে? তাহাদিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদর্শী সেনা নাই, সেরূপ অশ্ব গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই। অরিতগতি ও পর্ব্বতযুদ্ধ ভিন্ন তাহাদিগের আর কি উপায় আছে? ক্ষত্রিয়রাজ। জীবনপ্রারম্ভে দরিদ্রজাতির এইরূপ আচরণ ভিন্ন উপায় নাই। জগদীশ্বর করুন মহারাষ্ট্রীয়জাতি দীর্ঘজীবী হউক, তাহাদিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সংস্থান হইলে, দুই তিন শত বৎসরের রণশিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অসাধারণ গুণ অনুকরণ করিবে।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন, হস্তে ললাট স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাদেও দেখিলেন তাঁহার বাক্যগুলি নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্দুগৌরবসাধনে সন্দেহ করিতেছেন কেন? হিন্দুধর্ম্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন, শিবজীরও ইহা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা নাই। মুসলমান-শাসন ধ্বংসকরণ, হিন্দুজাতির গৌরবসাধন স্থানে স্থানে দেবালয় স্থাপন, সনাতন

ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎসাদি রক্ষা করণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হয়েন, তবে স্বহস্তে এই কার্য্য সাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজস্ব গ্রহণ করুন, মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ করুন দুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উদ্‌ঘাটিত হইবে, প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণ বলবান্‌, সহস্রগুণ দূরদর্শী, সহস্রগুণ উপযুক্ত, শিবজী সন্তুষ্টচিত্তে আপনার একজন সেনাপতি হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংসসাধন করিবেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।

এই প্রস্তাবে উচ্চাভিলাষী যশোবন্তের নয়ন যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন,—মাড়ওয়ার ও মহারাষ্ট্র অনেক দূর, এক রাজার অধীনে থাকিতে পারে না।

মহাদেও। তবে আপনার উপযুক্ত পুত্র থাকিলে তাঁহাকেই এই রাজ্য দিন নচেৎ কোন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিন। শিবজী ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে কার্য্য করিবে, কিন্তু কদাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না।

যশোবন্ত। এই বিপদ্‌কালে আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এ দেশ রাখিতে পারিবে এমত আত্মীয় নাই।

মহাদেও। কোন ক্ষত্রিয় সেনাপতিকে নিযুক্ত করুন। হিন্দুধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, শিবজী সানন্দচিত্তে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।

যশোবন্ত। সেরূপ সেনাপতিও নাই।

মহাদেও। তবে যিনি এই মহৎ কার্য্যসাধন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার আশীর্ব্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের গৌরবসাধন করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্রিয়যোদ্ধাকে সহায়তা করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে এরূপ দেবতা নাই, যিনি এজন্য আপনাকে প্রশংসাবাদ না করিবেন।

যশোবন্ত। দ্বিজবর, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু দিল্লীশ্বর আমাকে স্নেহ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে অন্যরূপ আচরণ করিব? সে কি ভদ্রোচিত?

মহাদেও। দিল্লীশ্বর যে হিন্দুগণকে কাফের বলিয়া জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন, সে কার্য্য কি ভদ্রোচিত? দেশে দেশে যে হিন্দুমন্দির, হিন্দুদেবদেবীর অবমাননা করিতেছেন, সে কি ভদ্রোচিত? কাশীর পবিত্র মন্দির চূর্ণ করিয়া তাহার প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সে কি ভদ্রোচিত?

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন,—দ্বিজবর! আর বলিবেন না যথেষ্ট হইয়াছে! অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র। অদ্যাবধি শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন। সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে এত দিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন সে মহাত্মা কোথায়?

একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।

ব্রাহ্মণবেশধারী দূত তখন ব্রাহ্মণবেশ ত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মণের উষ্ণীষের নীচে যোদ্ধার শিরস্ত্রাণ দৃষ্ট হইল, তুলার কুর্ত্তির নীচে লোহ-বর্ম্ম প্রকাশিত হইল! মহারাষ্ট্রীয় বীর ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাজন্! ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম সে দোষ গ্রহণ করিবেন না। এ দাস ব্রাহ্মণ নহে, মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয়;—নাম মহাদেওজী নহে, দাসের নাম শিবজী!

রাজা যশোবন্তসিংহ বিস্ময় ও হর্ষোৎফুল্ল লোচনে সেই খ্যাতনামা মহারাষ্ট্র যোদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিলেন, চকিত হইয়া সেই দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, দাক্ষিণাত্যের বীরশ্রেষ্ঠ, শিবজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর গাত্রোত্থান করিয়া সানন্দে ও সজল নয়নে সেই পরম শত্রুকে আলিঙ্গন করিলেন। শিবজীও সম্মান ও প্রণয়ের সহিত খ্যাতনামা রাজপুত বীরকে আলিঙ্গন করিলেন।

সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইল, যুদ্ধের সমস্ত কথা ঠিক হইল, তৎপরে শিবজী বিদায় লইলেন। বিদায় লইবার সময়ে কহিলেন,—মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া কল্য কোন ছলে পুনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।

যশোবন্ত। কেন, কল্য তুমি পুনা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে?

মহারাষ্ট্রীয়বীর হাস্য করিয়া বলিলেন,—না, একটী বিবাহ কার্য্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্য্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।

যশোবন্ত। ভাল, দূরেই থাকিব। বিবাহকার্য্যের মন্ত্রাদি স্বায়েস্তাখাঁ মহাশয়ের এক্ষণে স্মরণ আছে কি?

শিবজী। আছে বৈকি! আমার শাস্ত্রবিদ্যা দেখিয়া দিল্লীর সেনাপতি সায়েস্তাখাঁ বিস্মিত হইয়াছেন। কল্য তিনি অন্যরূপ বিদ্যা দেখিবেন।

যশোবন্ত দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পরে বিদায়ের সময়ে বলিলেন,—তবে যুদ্ধবিষয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল সেইরূপ কার্য্য করিবেন।

শিবজী। সেইরূপ কার্য্য করিবার জন্য প্রভু শিবজীকে বলিব।

যশোবন্ত। হাঁ, বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেইরূপ কার্য্য করিতে আপনার প্রভুকে বলিবেন। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে যশোবন্তসিংহ শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

—:০:—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শিবজী।

অস্থির উচ্ছিষ্ট প্রাসি পুষ্ট কলেবর?
অম্বর প্যাকরঙ্গঃ; শোণিত মস্তকে?
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমর বী স্মরের স্রোতে,
ভাসিব অনন্ত ।নত্যের সংগ্রামে,
যেবরক্ত যত ..না হবে নিঃশেষ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা যাইতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহগড়ে প্রবেশ করিলেন। উষ্ণীষ ও তুলার

কুর্ত্তি ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মস্তকের লৌহ শিরস্ত্রাণ বীরের বর্ম্ম ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোষে "ভবানী" নামক প্রসিদ্ধ খড়্গ। বক্ষঃস্থল বিশাল, শরীর ঈষৎ খর্ব্ব বটে, কিন্তু সুবদ্ধ, সুদৃঢ়বদ্ধ ও পেশীগুলি বর্ম্মের নীচে হইতেও দেখা যাইতেছে। পেশোয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল সানন্দে তাঁহাকে আহ্বান করি বলিলেন,—ভবানীর য় হউক! আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে ফিরিয়া আসিলেন।

শিবজী। আপনার আশীর্ব্বাদে কোন্‌ বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি?

মুরেশ্বর। সমস্ত হইয়াছে?

শিবজী। সমস্ত।

মুরেশ্বর। অদ্য রাত্রি বিবাহ?

শিবজী। অদ্যই।

মুরেশ্বর। সায়েস্তাখাঁ কিছু জানেন না? তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদখাঁ কিছু জানেন না?

শিবজী। সায়েস্তাখাঁ ভীত শিবজীর নিকট হইতে সন্ধিপ্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতেছেন; যোদ্ধা চাঁদখাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না।

মুরেশ্বর। রাজা যশোবন্ত?

শিবজী। আপনি পত্রে যে সমস্ত দেখাইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল। আমি যাইয়াই দেখিলাম তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং অনায়াসেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইল।

মুরেশ্বর। ভবানীর জয় হউক! আপনি এক রাত্রিতে একাকী যে কার্য্যসাধন করিলেন, তাহা সহস্রের অসাধ্য। যে অসমসাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভাবিলে এখনও হৃৎকম্প হয়। প্রভো, এরূপ কার্য্যে আর প্রবৃত্ত হইবেন না, আপনার অমঙ্গল হইলে মহারাষ্ট্রের কি থাকিবে?

শিবজী। মুরেশ্বর! বিপদ্‌ ভয় করিলে অদ্যাবধি জায়গীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদ্‌ ভয় করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সাধন হইবে? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকি ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন যেন মহারাষ্ট্র দেশ স্বাধীন হয়।

মুরেশ্বর। বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার জয় অনিবার্য্য, স্বয়ং ভবানী সহায়তা করিবেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শত্রুশিবিরে, একাকী ছদ্মবেশে?

শিবজী। এত শিবজীর অভ্যস্ত কার্য্য! কিন্তু অদ্য সত্যই অন্য একটী মহা বিপদে পতিত হইয়াছিলাম।

মুরেশ্বর। কি?

শিবজী। এমন মূর্খকেও আপনি সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন? যে আপনার নাম স্বাক্ষর করিতে পারেন না, সে শ্লোক স্মরণ রাখিবে?

মুরেশ্বর। কেন, কি হইয়াছিল?

শিবজী। আর কিছু নহে, সায়েস্তাখাঁর সভায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় সমস্ত শ্লোকগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মুরেশ্বর। তাহার পর?

শিবজী। দুই একটী মনে ছিল। তদ্দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইল।

শিবজীর সহিত আমাদিগের এই প্রথম পরিচয়; এই স্থলে তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এই পরিচ্ছেদের

অবশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম শাহজী; পিতামহের নাম মল্লজী। আমরা প্রথম অধ্যায়ে ফুলতন দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্বলকর বংশের কথা বলিয়াছি, সেই বংশের যোগপাল রাওনায়কের ভগিনী দীপাবাইকে মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অনেক দিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ায় আহম্মদনগরনিবাসী শাহশরীফ নামক একজন মুসলমান পীরের নিকট মল্লজী অনেক অনুরোধ করেন, এবং পীরও মল্লজীর সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহারই কিছু পরে দীপাবাইয়ের গর্ভে একটী সন্তান হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের নামানুসারে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন।

সে সময়ে যাদবরাও নামক আহম্মদনগরে প্রসিদ্ধনামা একজন সেনাপতি ছিলেন; তিনি দশ সহস্র অশ্বারোহীর নেতা, এবং প্রশস্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে হুলির দিনে মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে লইয়া যাদবরাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাহজীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, যাদবরাওয়ের কন্যা জীজীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, সুতরাং বালকবালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যাদবরাও সন্তুষ্ট হইয়া আপন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কেমন তুই এই বালকটীকে বিবাহ করিবি?" পরে অন্যান্য লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দুইজনে কি সুন্দর যোড় মিলিয়াছে!" এই সময়েই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে ফাগ নিক্ষেপ করায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"বন্ধুগণ, সাক্ষী থাকিও, যাদবরাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অদ্য প্রতিশ্রুত হইলেন।" সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। যাদবরাও উচ্চবংশজ, শাহজীর সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে কখনই বাসনা করেন নাই, কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

পরদিন যাদবরাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কল্য বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী যাইবেন না বলিয়া পাঠাইলেন। যাদবরাও সেরূপ স্বীকার করিলেন না, সুতরাং মল্লজী আসিলেন না। যাদবরাওয়ের গৃহিণী যাদবরাও হইতেও বংশমর্য্যাদার অধিক অভিমানিনী, কথিত আছে যে যাদবরাও রহস্য করিয়া আপন দুহিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে বিলক্ষণ দুই চারি কথা শুনাইয়া দিলেন। মল্লজী সরোষে একটী গ্রামে চলিয়া গেলেন ও প্রকাশ করিলেন যে ভবানী সাক্ষাৎ অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছেন,—মল্লজী! তোমার বংশে একজন রাজা হইবেন, তিনি শম্ভুর ন্যায় গুণান্বিত হইবেন, মহারাষ্ট্রদেশে, ন্যায়বিচার পুনঃস্থাপন করিবেন, এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শত্রুদিগকে দূরীভূত করিবেন। তাঁহার সময় হইতে কাল গণনা

হইবে, ও তাঁহার সন্তানসন্ততি সপ্তবিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন।

সে যাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে তাঁহার শ্যালক যোগপালও তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অচিরে মল্লজী আহম্মদনগরের সুল্‌তানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি হইলেন ও রাজা খেতাব প্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণী ও চাকন দুর্গ এবং তৎপার্শ্বস্থ দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জায়গীরস্বরূপ পুনা ও সোপানগর পাইলেন। তখন আর যাদবরাওয়ের কোন আপত্তি রহিল না। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে মহাসমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল, আহম্মদনগরে সুলতান স্বয়ং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মল্লজীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীশ্বর আক্‌বরশাহ আহম্মদনগর রাজ্য দিল্লীর অধীনে [illegible]ার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। আকবরশাহ কতক পরিমাণে জয়লাভ করিলেন. [illegible]বং তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট্ জাহাঙ্গীরও সেই উদ্যমে ব্যাপৃত রহিলেন। এই যুদ্ধকালে শাহজী সুষুপ্ত ছিলেন না। ১৬২০ খৃঃ অব্দে (জাহাঙ্গীরের শাসনকালে) তিনি আহম্মদনগরে প্রধান সেনাপতি মালীক অম্বরের অধীনে ছিলেন, ও একটী মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সম্রাট্ শাহজিহান সেনাপতি শাহজীকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি করিয়া অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সম্রাট্‌দিগের অন্তকার অনুগ্রহ কাল থাকে না; তিন বৎসর পর সম্রাট্ শাহজীর কতকগুলি জায়গীর কাড়িয়া লইলেন। শাহজী বিরক্ত হইয়া বিজয়পুরের সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, ও মৃত্যু পর্য্যন্ত বিজয়পুরের সুল্‌তানের অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পতনোন্মুখ আহম্মদনগর রাজ্যের স্বাধীনতার জন্যও শাহজী দিল্লীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান শত্রুহস্তে পতিত হইলে শাহজী সেই বংশের আর একজনকে সুল্‌তান করিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কতকগুলি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে দেশ শাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন, ও সুল্‌তানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্ শাহজিহান এই সমস্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার প্রভু বিজয়পুরের সুল্‌তানকে দমন করিবার জন্য বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুল্‌তান বা শাহজীর সাধ্য নহে; কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর সন্ধিস্থাপন হইল; আহম্মদনগর রাজ্য বিলুপ্ত হইল (১৬৩৭)। শাহজী বিজয়পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন, এবং সুল্‌তানের আদেশানুসারে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন। সুতরাং বিজয়পুরের উত্তরে পুনার নিকট তাঁহার যেরূপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণ কর্ণাট দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন

জীজীবাইয়ের গর্ভে শম্ভুজী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, জীজীর পিতা যাদবরাও পুরাতন দেবগড়ের হিন্দুরাজার বংশ হইতে অবতীর্ণ, এরূপ জনশ্রুতি আছে। একথা যদি যথার্থ হয়, তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভূত সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খৃঃঅব্দে শাহজী টুকাবাই নাম্নী আর একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অভিমানিনী জীজীবাই তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পুত্র শিবজীকে লইয়া পুনার জায়গীরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। শাহজী টুকাবাইকে লইয়া কর্ণাটেই থাকিতেন ও তাহার গর্ভে বেনকাজী নামে একটী পুত্র হইল।

শাহজীর দুইজন অতি বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী ছিলেন। তন্মধ্যে দাদাজী কানাইদেব পুনার জায়গীর এবং জীজী ও শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

১৬২৭ খৃঃঅব্দে স্বর্ণীদুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। এই দুর্গ পুনা হইতে অনুমান ২৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। শিবজীর তিন বৎসর বয়সের সময় শাহজী টুকাবাইকে বিবাহ করিলেন, সুতরাং জীজীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ জন্মিল। জীজী সপুত্র পুনায় আসিয়া দাদাজী কানাইদেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন। শিবজীর বাসার্থে দাদাজী পুনানগরে একটী বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে সেই গৃহে সায়েস্তাখাঁকে দেখিয়াছি।

মাতাপুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, ও বাল্যকালাবধি শিবজী দাদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই, কিন্তু অল্প বয়সেই ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার, বর্শা নিক্ষেপ, নানারূপ মহারাষ্ট্রীয় খড়্গ ও ছুরিকা চালন, এবং অশ্বারোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়মাত্রেই অশ্বচালনায় তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন। এইরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষায় বালকের দেহ শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলবান হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যায় শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না, যখন অবসর পাইতেন, দাদাজীর চরণোপান্তে বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্বের গল্প শ্রবণ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। শুনিতে শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক হইত, হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দৃঢ়ীভূত হইত, সেই পূর্ব্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইত, ধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিত। এইরূপ কথা শুনিতে শিবজীর এরূপ আগ্রহ ছিল যে, অনেক বৎসর পর যখন তিনি দেশে খ্যাতি ও রাজ্য লাভ করিলেন, তখন পর্য্যন্ত কোন স্থানে কথা হইবে শুনিলে, বহু বিপদ্ ও বহু কষ্ট সহ্য করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেন। *

এইরূপে দাদাজীর যত্নে শিবজী অল্পকালমধ্যেই স্বধর্ম্মানুরক্ত ও অতিশয় মুসলমানবিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগার হইবার জন্য নানারূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন। আপনার ন্যায় উৎসাহী যুবকদিগকে চারিদিকে জড় করিতে লাগিলেন। তিনি পর্ব্বতপরিপূর্ণ কঙ্কণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। সেই পর্ব্বত কিরূপে উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে,

কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা করা যায়, এ সকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত। কখন কখন কয়েকদিন ক্রমাগত এই পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে যাপন করিতেন, কোনও দুর্গ, কোনও পথ, কোনও উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল না। শেষে কিরূপে দুই একটী দুর্গ হস্তগত করিবেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া বৃদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন। তিনি অনেক প্রবোধবাক্য দ্বারা বালককে সেপথ হইতে আনয়ন করিয়া যাহাতে জায়গীর সুচারুরূপে রক্ষিত হয়, তাহাই শিখাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন, কিন্তু যে পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাউলীজাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহাদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার যৌবনসুহৃদ্‌গণের মধ্যে যশজী-কঙ্ক, তন্নজী-মালশ্রী ও বাজী-ফাসলকর নামক তিন জন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইহাদের সহায়তায় ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে তোরণদুর্গের কিল্লাদারকে কোনরূপে বশবর্ত্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই তোরণদুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে, এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়ঃক্রম উনবিংশ বর্ষ মাত্র। ইহারই পরবৎসর তোরণদুর্গের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটী তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের উপর শিবজী একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম রাজগড় রাখিলেন।

বিজয়পুরের সুলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন, ও এই সমস্ত উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়পুরের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শাহজী এ সমস্ত বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন। এইরূপ আচরণে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা তাহা অনেক বুঝাইলেন। তাঁহার পিতা বিজয়পুরের অধীনে কার্য্য করিয়া কিরূপ বিপুল অর্থ, জায়গীর, ক্ষমতা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইলেন। শিবজী পিতৃ সদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবেন, মিষ্টবাক্য দ্বারা উত্তর দান করিলেন, কিন্তু আপন কার্য্যে নিরস্ত হইলেন না। ইহার কিছু দিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিবজীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনেন। বৃদ্ধ পুনরায় ভর্ৎসনা করিবেন এই বিবেচনা করিয়া শিবজী তথায় যাইলেন, কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মৃত্যুশয্যায় যেন দাদাজীর দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি শিবজীকে সস্নেহে বলিলেন,—"বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর, ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি এবং কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয় কলুষিতকারীদিগকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে

দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুসরণ কর।” এই বলিয়া বৃদ্ধ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। শিবজীর হৃদয়ে এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দশগুণ স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়ঃক্রম বিংশ বর্ষ মাত্র।

সেই বৎসরেই চাকন ও কন্দানা দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন, ও কান্দানার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া সিংহগড় নাম রাখেন। আখ্যায়িকায় চাকন এ সিংহগড়ের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুকাবাইয়ের ভ্রাতা বাজী, সোপা দুর্গের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনীতে আপন মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিয়া তাঁহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরেই পুরন্দর দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে ভ্রাতৃকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার সহায়তা করিবার ছলে আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই আচরণে তিন ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতারক্ষারূপ আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য ভ্রাতৃগণ হইতে সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না। শিবজীর মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহাদিগের নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যক নাই। ১৬৪৮ খৃঃঅব্দে শিবজীর কর্ম্মচারী আবাজী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ জয় করিলেন। তখন বিজয়পুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন ও আদেশ করিলেন যে, নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে সেই কারাগৃহের দ্বার প্রস্তর দ্বারা একেবারে রুদ্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারিবৎসর কাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দীস্বরূপ রহিলেন।

জৌলীর রাজা চন্দ্ররাওকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমানের অধীনতা-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। চন্দ্ররাও যখন তাহা একেবারে অস্বীকার করিলেন, তখন শিবজী নিজ লোক দ্বারা সেই রাজা ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া, সহসা রাত্রিযোগে আক্রমণ করত সেই দুর্গ হস্তগত করেন। তিনি সমস্ত জৌলীপ্রদেশ অধিকার করিলেন এবং ঐ বৎসরেই প্রতাপগড় নামক একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহার দুই বৎসর পর শিবজী মুরেশ্বর ও ত্রিমূল পিঙ্গলীকে পেশোয়া করেন এবং সমস্ত কঙ্কণপ্রদেশ জয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্যসংগ্রহ করিলেন।

এবার বিজয়পুরের সুলতান শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস করিলেন। ১৬৫৯ খৃঃঅব্দে আবুল ফাজেল নামক একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি গর্ব্বিত-

ভাবে প্রকাশ করিলেন যে শীঘ্রই অকিঞ্চিৎকর বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করি স্থলতানের পাদপদ্মের নিকট উপস্থিত করিবেন।

এত সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব; শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আবুল ফাজেল গোপীনাথ নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিবজী সদনে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপগড় দুর্গের নিকট সভামধ্যে দূতের সহিত সাক্ষাৎ ও নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল, রজনী যাপনার্থে গোপীনাথের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করা হইল।

রজনীযোগে শিবজী গোপীনাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর অসাধারণ বাক্পটুতা ছিল, তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন, —আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। আমি যাহা করিয়াছি সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, হিন্দুধর্ম্মের জন্য করিয়াছি। স্বয়ং ভবানী আমাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দু-দেব ও দেবালয়ের নিগ্রহকারীদিগের দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও স্বধর্ম্মের শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন করুন এবং আপন জাতীয় ও দেশীয় লোকের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করুন।

গোপীনাথ এই সমস্ত বাক্যে তুষ্ট হইয়া শিবজীর সহায়তা করিতে স্বীকার করিলেন; পরামর্শ স্থির হইল যে কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবুল ফাজেলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক।

কয়েকদিন পর প্রতাপগড় দুর্গের নিকটেই সাক্ষাৎ হইল। আবুল ফাজেলের পঞ্চদশ শত সেনা দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রহিল, তিনি স্বয়ং একমাত্র সহচরের সহিত শিবিকারোহণে নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবজী সেই দিন বহু যত্নে প্রাতে স্নান পূজাদি সমাপন করিলেন। স্নেহময়ী মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ সাজ্ঞা করিলেন; তুলার কুর্ত্তি ও উষ্ণীসের নীচে লৌহবর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন; অবশেষে শিবজী দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ও বাল্যসহচর তন্নজী মালশ্রীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজেলের নিকটে আসিলেন। সহসা আলিঙ্গনচ্ছলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা মুসলমানকে ভূতলশায়ী করিলেন! তৎক্ষণাৎ শিবজীর সেনা আবুল ফাজেলের সেনাকে পরাস্ত করিল এবং শিবজী অনেক দুর্গ হস্তগত করিয়া বিজয়পুরের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া, আসিলেন।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আরও তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে ১৬৬২ খৃঃঅব্দে শাহজী মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন, শিবজী পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অভিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন, ও পিতা বসিতে আদেশ করিলেও তিনি পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন না। কয়েক দিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেন, ও সন্ধিসংস্থাপন

করিয়া দিলেন। শিবজী পিতা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, শাহজীর জীবদ্দশায় বিজয়পুরের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করেন নাই। তাহার পরও যখন যুদ্ধ হয়, সে সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না।

১৬৬২ খৃঃঅব্দে এই সন্ধিস্থাপন হয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই বৎসরেই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কঙ্কণদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সেনা ছিল। শিবজীর বয়স তখন পঞ্চত্রিংশ বৎসর।

নবম পরিচ্ছেদ।

শুভকার্য্য সম্পাদন।

> যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর,
> জ্বলুক গগন ব্যাপী অনন্ত বহ্নিতে।
> জ্বলুক সে দেবতেজ স্বর্গ সংবেষ্টিয়া,
> অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রদীপ্ত শিখায়,
> দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে
> পুত্র পরম্পরা দগ্ধ চির শোকানলে।
>
> হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূর্য্য অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, সিংহগড় দুর্গের ভিতর সৈন্যগণ নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে, এরূপ নিঃশব্দে যে দুর্গের বাহিরের লোকও দুর্গের ভিতর কি হইতেছে, তাহা জানিতে পারে নাই।

দুর্গের একটী উন্নত স্থানে কয়েকজন মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সেই দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর। পূর্ব্বদিকে সুন্দর নীরানদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্তকালের নব পুষ্পপত্র ও দূর্ব্বাদলে সুশোভিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বহুদূর পর্য্যন্ত সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনানগরী সুন্দর শোভা পাইতেছে, যোদ্ধৃগণ প্রায় সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অদ্য রজনীতে সেই নগরীতে কি বিষম ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, যতদূর দেখা যায়, অনন্ত পর্ব্বত অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। কিন্তু বোধ করি যোদ্ধৃগণ এই চমৎকার পর্ব্বতদৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন না, অন্য চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসমসাহসিক কার্য্যে একেবারে বহুকালের বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে পারে, বা এককালে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহার প্রাক্কালে মুহূর্ত্তের জন্য অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ হয়। অদ্য সায়েস্তাখাঁ ও মোগল-সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথবা অসমসাহসে মহারাষ্ট্র-সূর্য্য একেবারে চির অন্ধকারে অস্ত যাইবে, এইরূপ চিন্তা অগত্যা যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে উদ্রেক হইতে লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন না, তথাপি যখন নিঃশব্দে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন কাহারও মনোগত ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিংশ বা

পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী শত্রু-সেনার মধ্যে যাইয়া আক্রমণ করিবেন, এরূপ ভীষণ কার্য্যে শিবজী কখনও লিপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। কেনই বা যোদ্ধাদিগের ললাট মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা মেঘাচ্ছন্ন না হইবে?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদর্শী পেশোয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে যুদ্ধ-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে শিবজীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগড়ের চমৎকার দুর্গ তিনিই নির্ম্মাণ করেন। চারি বৎসরাবধি পেশোয়াপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই পদের যোগ্যতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল ফাজেলকে শিবজী হত্যা করিলে পর মুরেশ্বরই তাঁহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, পরে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হওনাবধি তিনিই পদাতিক সৈন্যের সরনোবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদ্‌কালে স্থির ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী, মুরেশ্বর অপেক্ষা কার্য্য-দক্ষ কর্ম্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর কেহ ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব নামে তথায় দ্বিতীয় একজন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম নীলপন্ত স্বর্ণদেব, কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত করেন, এবং সম্প্রতি রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্তও অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি পবনগড় হস্তগত করেন, এবং শিবজীর কর্ম্মচারী মধ্যে একজন প্রধান ও অতিশয় কার্য্যদক্ষ ছিলেন।

অশ্বারোহীর সরনোবৎ অর্থাৎ সেনা-পতি নিতাইজী সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি কিরূপে মোগল-সৈন্যের সম্মুখ দিয়া যাইয়া আরঙ্গাবাদ ও আহম্মদনগর ছারখার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা সায়েস্তাখাঁর সভায় চাঁদখাঁর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা কর্ত্তাজী গুজ্জর নামক একজন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে শিবজীর তিনজন প্রধান মাউলী বাল্য-সুহৃদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বাজী ফাসলকরের তিন বৎসর পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। তন্নজী মালশ্রী ও যশজী-কঙ্ক অদ্য সিংহ-গড়ে উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালের সৌহার্দ্দ্য, যৌবনের বিষম সাহস, ইঁহারা এখনও ভুলেন নাই। ইঁহারা শিবজীকে প্রাণসম ভালবাসিতেন, শতবার রজনী-যোগে মাউলী-সৈন্য লইয়া শিবজীর সহিত শত পর্ব্বতদুর্গ নিঃশব্দে আরোহণ করিয়া সহসা অধিকার করিয়াছিলেন।

সূর্য্য অস্ত গেল। সন্ধ্যার ছায়া যেমন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধৃমণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান, এমত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখ-মণ্ডল গম্ভীর ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক, ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। বস্ত্রের নীচে তিনি বর্ম্ম ও অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, অদ্য নিশির অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া-

ছেন। যোদ্ধার নয়ন উজ্জ্বল, দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত।

শিবজী ধীরে ধীরে বলিলেন,—সমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ বিদায় দিন।

মুরেশ্বর। তবে স্থির করিয়াছেন, অদ্য রজনীতে স্বর্ণদেব কি অন্নজী কি আমাকে সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাত্মন্! বিপদ্‌কালে কবে আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি?

শিবজী। পেশোয়াজী! ক্ষমা করুন, আর অনুরোধ করিবেন না। আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিদিত নাই, কিন্তু অদ্য ক্ষমা করুন। ভবানীর আদেশে আমি অদ্য বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য আমিই এই কার্য্য সাধন করিব, নচেৎ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জ্জন দেব। আশীর্ব্বাদ করুন জয়লাভ করিব; কিন্তু যদি অমঙ্গল হয়, যদি অদ্যকার কার্য্যে নিধন প্রাপ্ত হই, তথাপি আপনারা তিনজন থাকিলে মহারাষ্ট্রের সকলেই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুদ্ধিবলে দেশ থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দুগৌরব কে রক্ষা করিবে? যাত্রাকালে আর অনুরোধ করিবেন না।

পেশোয়া বুঝিলেন আর অনুরোধ করা বৃথা, সুতরাং আর কিছু বলিলেন না। তখন অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে শিবজী পেশোয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য; আশীর্ব্বাদ করুন যেন আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অবশ্যই ফলিবে। আবাজী! অন্নজী! আশীর্ব্বাদ করুন, আমি কার্য্যে প্রস্থান করি।

মুরেশ্বর, আবাজী ও অন্নজী সজল-নয়নে মহারাষ্ট্র-বীরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপর শিবজী তাঁহার মাউলী সুহৃদদ্বয় তন্নজী ও যশজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বাল্যসুহৃদ্! বিদাও দেও।

তন্নজী। প্রভো! কি অপরাধে আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন? কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গজয়ের সময় আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম? পূর্ব্বকাল স্মরণ করিয়া দেখুন, কঙ্কণদেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত? শৈলচূড়ে, উপত্যকায়, পর্ব্বত-গহ্বরে, তরঙ্গিণীতীরে কে আপনার সহিত দিবায় শিকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত? যশজী, মৃত বাজী আর এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কার্য্যে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই। অনুমতি করুন অদ্য প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, আমাদের এস্থানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই। আমাদের এরূপ বুদ্ধিবল নাই যে, রাজকার্য্যে কোন সাহায্য করি। আপনার বাল্যসুহৃদ্‌কে বঞ্চিত করিবেন না।

শিবজী দেখিলেন, তন্নজীর চক্ষে জল। মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই শীঘ্র রণসজ্জা করিয়া লও।

তৎপরে শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দুঃখিনী জীজী একাকী একটী

ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, পুত্রের অন্ধকার বিপদে রক্ষাপ্রার্থনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে শিবজী আসিয়া বলিলেন,—মাতঃ! আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।

জীজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন,—বৎস! আইস একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি। কবে তোমার এ বিপদ্‌রাশি শেষ হইবে, কবে এ দুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে।

শিবজী। মাতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদে কবে কোন বিপদ্ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি? কোন যুদ্ধে জয়ী না হইয়াছি?

জীজী। বৎস! দীর্ঘ-জয়ী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া মাতা সস্নেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন; এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল; এক্ষণ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুর্দ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল। উদ্বেগকম্পিতস্বরে শিবজী বলিলেন,—স্নেহময়ী জননি! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চিরজীবন পূজা করি, আপনার আশীর্ব্বাদে সকল বিপদ্ তুচ্ছ জ্ঞান করি!

বৃদ্ধা জীজী বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়কালে বলিলেন,—বৎস! হিন্দুধর্ম্মের জয়সাধন কর, স্বয়ং দেবরাজ শম্ভু তোমার সাহায্য করিবেন। আমার পিতৃকুল দেবগড়ের অধিপতি ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বন ছিলেন। বাছা আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমিও মহারাষ্ট্র দেশে রাজা হও, দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বন হও।

সমস্ত সেনা সজ্জিত। শিবজী নিঃশব্দে অশ্বারোহণ করিলেন, নিঃশব্দে সৈন্যগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অল্পবয়স্ক যোদ্ধা শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নমাইল; তাঁহাকে চিনিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—রঘুনাথজী হাবিলদার! এ সময়ে তোমার কি প্রার্থনা?

রঘুনাথ। প্রভু, যে দিন তোরণদুর্গ হইতে পত্রাদি আনিয়াছিলাম সে দিন প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

শিবজী। অদ্য এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ?

রঘুনাথ। এই পুরস্কার চাই যে ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে যাইতে দিন। যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পুনানগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত যাইতে আদেশ করুন।

শিবজী। রাজপুতবালক! কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক এ সঙ্কটে আসিতেছ? অল্প বয়সে কেন প্রাণ হারাইতে উৎসুক হইয়াছ?

রঘুনাথ। রাজন্! আপনার সঙ্গে যাইলে প্রাণ হারাইব এরূপ আশঙ্কা করি না। যদি হারাই, আমার জন্য আক্ষেপ করিবে জগতে এরূপ কেহই নাই। আর যদি প্রভুকে কার্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল।

রঘুনাথের সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছগুলি ভ্রমরবিনিন্দিত নয়নের উপর পড়িয়াছে, বালকের সরল উদার মুখমণ্ডলে যোদ্ধার স্থিরপ্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে।

অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এইরূপ কথা শুনিয়া ও উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট হইলেন, ও সঙ্গে পুনার ভিতর যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শির নত করিয়া পরে লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটী দীপ জ্বলিলে বা সৈন্যেরা শব্দ করিলে পুনায় তাঁহার এই কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল। শিবজী, তন্নজী ও যশজী ২৫ জন মাত্র মাউলী লইয়া পুনার নিকটে একটী বৃহৎ বাগানে পঁহুছিয়া তথায় লুক্কায়িত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই আম্রকাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতল বায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্ম্মর শব্দ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পথিক একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া যাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্ম্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনার গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, দীপাবলী নির্ব্বাণ হইল, নিস্তব্ধ নগরে কেবল প্রহরিগণ এক একবার উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল, ও সময়ে সময়ে শৃগালের রব বায়ুপথে আসিতে লাগিল।

ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল। সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার চাহিয়া দেখিলেন। বহুলোকে দীপাবলী লইয়া বাদ্য করিতে করিতে প্রশস্ত পথ দিয়া আসিতেছে ;—এই বরযাত্রা!

বরযাত্রা নিকটে আসিল। পুনার চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পথ লোকে সমাকীর্ণ, ও নানা বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চ রব হইতেছে। অনেক অশ্বারোহী, অধিকাংশ পদাতিক।

শিবজী নিঃশব্দে বাল্যসুহৃদ্ তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র। "হয়ত এই শেষ বিদায়"—এই ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও নয়নে বাষ্প হইল, কিন্তু বাক্য অনাবশ্যক। নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রিদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন।

যাত্রিগণ সায়েস্তাখাঁর বাটীর নিকট দিয়া যাইল, বাটীর কামিনীগণ গবাক্ষে আসিয়া সেই বহুলোকসমারোহ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যাত্রিগণ চলিয়া গেল, কামিনীগণও শয়ন করিতে গেলেন, যাত্রীদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ জন খাঁ সাহেবের গৃহের নিকট লুক্কায়িত রহিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। ক্রমে বরযাত্রার গোল থামিয়া গেল।

রজনী আরও গভীর হইল। সায়েস্তাখাঁর রন্ধনগৃহের উপর একটী গবাক্ষ ছিল, তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল। খাঁ সাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে

নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পরে আর একখানি সরিল, ঝুর ঝুর করিয়া বালুকা পড়িল। নারীগণ তখন সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসিলেন, ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজন পরে আর একজন, পরে আর একজন যোদ্ধা পিপীলিকা সারের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিতেছে! তখন চীৎকার শব্দ করিয়া যাইয়া সায়েস্তা খাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদায় অবগত করিলেন।

শিবজী সন্ধিপ্রার্থনার মিনতি করিতেছেন, খাঁ সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন, শিবজী পুনা হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন!

পলায়নার্থে এক দ্বারে আসিলেন, দেখিলেন বর্ম্মধারী মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা! অন্য দ্বারে আসিলেন, তাহাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময়ে সভয়ে শুনিলেন, "হর হর মহাদেও" বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাজপুরী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই হত ও আহত হইয়াছিল। তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পঞ্চবিংশ জন মাউলীকে চারিদিকে বেষ্টন করিল।

শীঘ্রই ভীষণরবে সেই প্রাসাদ পরিপূরিত হইল। প্রাসাদের নির্ব্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ চীৎকার করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, অন্ধকারে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে। কবাটের ঝনঝনা শব্দ, আক্রমণকারীদিগের মুহুর্মুহুঃ উল্লাসরব, এবং আক্রান্ত ও আহতদিগের আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্ষা হস্তে লম্ফ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন, "হর হর মহাদেও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, মোগল প্রহরীগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্ষাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া সায়েস্তা-খাঁর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল। শিবজী দেখিলেন সম্মুখে মৃত চাঁদখাঁর বিক্রমশালী পুত্র শমশের খাঁ! পিতা অপমানিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি পুত্র সেই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও অগ্রগণ্য। শিবজী এক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইলেন, কোষে খড়্গ রাখিয়া বলিলেন,—যুবক, তোমার পিতার রক্তে এক্ষণও আমার হস্ত কলুষিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দাও।

শমশের খাঁ উত্তর করিলেন না। শমশের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলন্ত। শিবজী আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বেই শমশেরের উজ্জ্বল খড়্গ আপন মস্তকোপরি দেখিলেন।

শিবজী মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতা ভবানীর নাম লইলেন, সহসা দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে একটী বর্ষা আসিয়া খড়্গধারী শমশেরকে ভূতল-

শায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন, রঘুনাথজী হাবিলদার!

শিবজী। হাবিলদার! এ কার্য্য আমার স্মরণ থাকিবে। কেবল এইমাত্র বলিয়া শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক্ষ দিয়া রজ্জুঅবলম্বন করিয়া সায়েস্তাখাঁ পলাইলেন। কয়েক জন মাউলী সেই গবাক্ষমুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খড়্গের আঘাত করিয়াছিল তাহা সায়েস্তাখাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটী অঙ্গুলী ছেদন হইল, কিন্তু সায়েস্তাখাঁ আর পশ্চাতে না দেখিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার পুত্র আবদুল ফতেখাঁ ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইল। তখন শিবজী দেখিলেন ঘর, প্রাঙ্গণ, বারাণ্ডা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রহরিগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, স্ত্রীলোক ও পলাতকগণের আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইতেছে, মাউলীগণ মোগলদিগের ধ্বংসসাধনার্থ চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের অস্পষ্ট আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্তপ্রণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে, সকল যুদ্ধেই, তিনি জয়লাভ করিলে পর বৃথা প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন, এবং শত্রুরও সেরূপ প্রাণনাশ যাহাতে না হয় সে জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেন। শিবজী আদেশ করিলেন,—আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, ভীরু সায়েস্তাখাঁ আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না, এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনায়াসে পুনা হইতে বহির্গত হইয়া সিংহগড়ের দিকে ধাবমান হইলেন, প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া মশাল জ্বালিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক মশাল জ্বলিল। পুনা হইতে সায়েস্তাখাঁ দেখিতে পাইলেন মহারাষ্ট্র সেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল।

পর দিন প্রাতে ক্রুদ্ধ মোগলগণ সিংহগড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গড়ের কামানের গোলায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। কর্ত্তাজী গুজর ও তাঁহার অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহিগণ বহুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গেল।

অল্প বিপদে সাহসী যোদ্ধার আরও যুদ্ধ পিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সায়েস্তাখাঁ সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি আরংজীবকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহাতে নিজ সৈন্যের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন, ও যশোবন্ত অর্থে বশীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাচরণ করিতেছে এইরূপ জানাইলেন। আরংজীব দুই জনকেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং নিজপুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে পাঠাইলেন, পরে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য যশোবন্তকে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকার্য্য হইল না। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ায় শিবজী সিংহগড়েই শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া পরে রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন, ও নিজনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। আমরা এখন এই নবভূপতির নিকট বিদায় লইব।

পাঠক! বহুদিবস হইল তোরণ দুর্গ হইতে আসিয়াছি; চল এই অবসরে

একবার সেই দুর্গে যাইয়া কি হইতেছে দেখি।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশা।

যদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে,
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরুদুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ!

মধুসূদন দত্ত।

যে দিন রঘুনাথ তোরণদুর্গে আসিয়াছিলেন, যে দিন তাঁহার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই দিন প্রথম প্রেমের আনন্দময়ী লহরীতে একটী বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল। উদ্যানে সন্ধ্যার সময় সরযূর দৃষ্টি সহসা সেই তরুণ স্বদেশীয় যোদ্ধার উপর পতিত হইল, বালিকা সহসা চমকিত হইলেন। আবার চাহিলেন, আবার সেই উদার বদনমণ্ডল; সেই উন্নত তরুণ যুদ্ধবেশধারী অবয়ব দেখিলেন, পরে ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর যাইলেন।

রজনীতে সরযূ সেই স্বদেশীয় তরুণ যোদ্ধাকে ভোজন করাইতে যাইলেন। পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেব-বিনিন্দিত অবয়বের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন লজ্জাবৃত-বদনা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে একটী নূতন ভাব উদয় হইল। রঘুনাথ তাঁহার দিকে সোদ্বেগ দৃষ্টি করিলেন কেন? রঘুনাথ কি স্বদেশীয় বালিকার প্রতি একটু স্নেহের সহিত নয়নক্ষেপ করিয়াছেন? তরুণ যোদ্ধার কি সরযূর প্রতি একটু মমতা জন্মিয়াছে?

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে দেখিলেন, আবার হৃদয় একটু উদ্বিগ্ন হইল। পরে যখন রঘুনাথের আনন্দনীয় বাক্যগুলি শুনিলেন, রঘুনাথ যখন সরযূর গলায় কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, বালিকার শরীর শিহরিয়া উঠিল, হৃদয় আনন্দে ও উদ্বেগে প্লাবিত হইল। যখন বিদায় লইয়া যোদ্ধা অশ্বারূঢ় হইয়া চলিয়া গেলেন, সরযূ গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহী অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বালিকা নিস্পন্দে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। দিবালোকে পর্ব্বতমালা অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, তাহার উপর যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বতবৃক্ষ সমুদ্রের লহরীর মত বায়ুতে দুলিতেছে। উপরে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছ জল একটী নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে। নীচে সুন্দর উপত্যকায় গ্রামের কুটীর দেখা যাইতেছে, সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রে সমস্ত দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া পর্ব্বতকন্যা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, ও মেঘবিবর্জ্জিত সূর্য্য এই সুন্দর দৃশ্যের উপর দিয়া আপন আলোক-হিল্লোল আনন্দে গড়াইয়া দিতেছে। কিন্তু সরযূ এ সমস্ত দেখিতেছিলেন না, তাঁহার মন এ সমস্ত দৃশ্যে ন্যস্ত ছিল না।

সরযূ অদ্য সমস্ত দিন একটু অন্যমনস্কা

রহিলেন। সায়ংকালে পিতার ভোজনের সময় নিকটে বসিলেন, স্বহস্তে পিতার শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে আপন শয়নাগারে যাইলেন। নিস্তব্ধ রজনীতে সরযূ উঠিয়া ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষপার্শ্বে যাইয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া চন্দ্রালোক দেখিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

এস, তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনুঃ,
ত্যজি রথ পদব্রজে এস মোর পাশে।

মধুসূদন দত্ত।

জনার্দ্দন স্বভাবতঃই সরলস্বভাব লোক ছিলেন, সমস্ত দিন শাস্ত্রানুশীলন বা দেব-পূজায় রত থাকিতেন, প্রভাতে সায়ংকালে কিল্লাদারের নিকট সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, কদাচ বাটীতে থাকিতেন। পালিত কন্যাকে অতিশয় ভালবাসিলেন, ভোজনের সময় কন্যাকে নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহার হইত না, রজনীতে কখন কখন শাস্ত্রের গল্প বলিতেন, সরযূ বসিয়া শুনিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রায়ই আপন কার্য্যে রত থাকিতেন; বালিকার মনে একদিন একটী নূতন ভাব উদয় হইল, বৃদ্ধ জনার্দ্দন কেমন করিয়া জানিবেন ?

বালিকার হৃদয়ে একদিন সহসা যে ভাব উদয় হয়, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না, একদিন সন্ধ্যাকালে সরযূর হৃদয়ে সহসা যে ভাবের উদ্রেক হইল, তাহা দুই চারি দিবসের মধ্যে অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তথাপি নারীর হৃদয়ে এরূপ ভাব একেবারে লীন হয় না, মধ্যে মধ্যে সেই তরুণ যোদ্ধার কথা সরযূর হৃদয়ে জাগরিত হইত। বিশেষ সরযূ জন্মাবধি একাকিনী, জনার্দ্দন ভিন্ন তিনি ভালবাসিবার লোক কাহাকেও কখন দেখেন নাই, কাহাকেও জানিতেন না, সুতরাং বাল্যকাল অবধিই ধীর, শান্ত, চিন্তাশীল। প্রথম যৌবনে যে রূপ দেখিয়া একদিন সরযূর হৃদয় আলোড়িত হইল, সায়ংকালে, প্রভাতে ও গভীর রজনীতে সেই রূপটী সময়ে সময়ে সরযূর হৃদয়ে জাগরিত হইত।

কল্পনা মায়াবিনী! সরযূ যখন দিনান্তে একাকিনী গবাক্ষ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন, অথবা নিশিথে চন্দ্রালোকে সেই পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতেন, তখন কতরূপ কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইত! সেই তরুণ যোদ্ধা এতদিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, দুর্গ হস্তগত করিয়াছেন, শত্রু ধ্বংস করিতেছেন, বিক্রম ও বাহুবলে বীরনাম ক্রয় করিতেছেন, সরযূর কথা কি এক একবার তাঁহার মনে জাগরিত হয়? পুরুষের মন! নানা কার্য্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। জীবন আশাপূর্ণ, নানা আশায় অতিবাহিত হয়, আশা ফলবতী হউক আর নাই হউক, জীবন সর্ব্বদা উল্লাসপূর্ণ থাকে। রাজদ্বারে, যুদ্ধক্ষেত্রে শোকগৃহে বা নাট্যশালায়, নানা কার্য্যে, নানা চিন্তায় পূর্ণ থাকে, তাহারা কি এক চিন্তা চির কাল হৃদয়ে ধারণ করে? তথাপি মায়াবিনী আশা সরযূকে কাণে কাণে বলিয়া দিত,—বোধ হয় কখন কখনু

সরযূর কথা সেই তরুণ যোদ্ধার হৃদয়ে জাগরিত হয়।

আবার চিন্তা আসিত ;—তরুণ যোদ্ধা কি এখনও এ তোরণ দুর্গের কথা ভাবেন? এ কালে এ বয়সে কি তাঁহার মন স্থির আছে? হায়! নদীর ঊর্ম্মি পার্শ্বস্থ পুষ্পটীকে লইয়া ক্ষণকাল খেলা করে, পুষ্প আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহার পর ঊর্ম্মি কোথায় চলিয়া যায়, পুষ্পটী শুকাইয়া যায়, কিন্তু জল আর ফেরে না! তথাপি মায়াবিনী আশা সরযূর কাণে কাণে বলিয়া দিত,—বোধ হয় একদিন সেই তরুণ যোদ্ধা তোরণ দুর্গে ফিরিয়া আসিবেন। নিশীথে সেই যখন উন্নত দুর্গ ও চারিদিকে পর্ব্বতমালা চন্দ্রের সুধাকিরণে নিস্তব্ধে সুপ্ত হইত, তখন নীল আকাশ ও শুভ্র চন্দ্রের দিকে চাহিতে চাহিতে বালিকার হৃদয়ে কত কল্পনা উদয় হইত, কে বলিবে? বোধ হইত যেন সেই পর্ব্বত-পথ দিয়া একজন নবীন অশ্বারোহী আসিতেছেন, অশ্ব শ্বেতবর্ণ, আরোহীর গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ললাট ও নয়ন ঈষৎ আবৃত করিয়াছে। যেন দুর্গে আসিয়া অশ্বারোহী অবতরণ করিলেন, যেন তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ-খচিত শিরস্ত্রাণ, বলিষ্ঠ সুগোল বাহুতে সুবর্ণের বাজু, দক্ষিণহস্তে দীর্ঘ বর্শা। যেন যোদ্ধা আবার আহার করিতে বসিলেন, সরযূ তাঁহাকে ভোজন করাইতেছেন। অথবা রজনীতে সেই ছাদে সরযূ সেই যোদ্ধার নিকট সলজ্জ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, যোদ্ধার যেন আনন্দের সহিত সরযূর নিকট যুদ্ধকথা বর্ণনা করিতেছেন।

কল্পনার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্র-হিল্লোলের ন্যায় একটীর পর আর একটী আইসে, তাহার পর আর একটী। সরযূ আবার ভাবিলেন, যেন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তরুণ সেনাপতি বহু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, বড় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সরযূকে ভুলেন নাই। যেন পিতা তাঁহার সহিত সরযূর বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, যেন ঘর লোকে পরিপূর্ণ, চারিদিকে দীপ জ্বলিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত কি হইতেছে সরযূ জানেন না, ভাল দেখিতে পাইতেছেন না। যেন সরযূ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সেই দেব প্রতিমূর্ত্তির নিকট বসিলেন। যেন যুবকের হস্তে আপন স্বেদাক্ত কম্পিত হস্তটী রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই জীবিতেশ্বরকে পাইলেন। আনন্দে বালিকা হৃদয় স্ফীত হইল, সরযূ! সরযূ! পাগলিনী হইও না।

আবার কল্পনা আসিল। রঘুনাথ খ্যাতাপন্ন হয়েন নাই, রঘুনাথ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্তু সরযূকে বিবাহ করিয়াছেন। পর্ব্বতের নীচে ঐ যে সুন্দর উপত্যকা দেখা যাইতেছে, যেখানে শান্তবাহিনী নদী চন্দ্রালোকে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, যেখানে হরিদ্বর্ণ সুন্দর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চন্দ্রালোকে সুপ্ত রহিয়াছে, ঐ রমণীয় স্থানে অনেক গুলি কুটীরের মধ্যে যেন একটী ক্ষুদ্র কুটীর সরযূর! যেন দিবাবসানে সরযূ সহস্তে রন্ধন কার্য্য সমাপন করিয়াছেন, যেন যত্ন পূর্ব্বক জীবিতনাথের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটীর সম্মুখে সুন্দর দূর্ব্বার উপর বসিয়া রহিয়াছেন। যেন দূর ক্ষেত্রের দিকে চাহিতেছেন, যেন সেই দিক্ হইতেই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুটীরাভিমুখে

আসিতেছেন। সরযূর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, যেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া সরযূকে একটী নূতন কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন। পুলকে বালিকার হৃদয় আবার স্ফীত হইল, সরযূ! সরযূ! পাগলিনী হইও না।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস, তিন মাস অতীত হইল, বৎসর অতিবাহিত হইল কিন্তু সরযূর কল্পনালহরী শেষ হইল না। যে স্বদেশীয় তরুণ যোদ্ধাকে সরযূ এই বিদেশে একদিন সযত্নে খাওয়াইয়াছিলেন তাঁহার কমনীয় মুখ খানি কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে বালিকার মনে জাগরিত হইত! যে দীর্ঘকায় পুরুষ সযত্নে সরযূবালার গলায় প্রিয় কণ্ঠহার পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আনন্দনীয় রূপ ও দেবতুল্য আকৃতি কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই সরযূর হৃদয়ে উদিত হইত! কল্পনা কি মায়াবিনী?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পুনর্ম্মিলন।

——চেতন পাইয়া
মিলি মুদে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে!

মধুসূদন দত্ত।

কল্পনা মায়াবিনী নহে, সরযূবালার চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে, বালিকার আশা বিশ্বাসঘাতিনী নহে।

একদিন সন্ধ্যার সময় সরযূ পুনরায় সেই পুষ্পোদ্যানে পুষ্প তুলিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে কি মনে করিয়া হৃদয়ের সেই কণ্ঠহারের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সরযূর রূপ পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধ ও আনন্দনীয়, সরযূর মুখমণ্ডলও পূর্ব্ববৎ কমনীয় ও শান্ত। তথাপি এক বৎসরে সে রূপে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, নব আশা নব উল্লাসে সে মুখমণ্ডল অধিকতর কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে। নূতন জ্যোতিঃতে সে চক্ষুর্দ্বয় আলোকিত হইয়াছে, নূতন উদ্বেগ ও নূতন লাবণ্যে সে শরীর টলমল করিতেছে, সরযূর হৃদয়, মন, দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সরযূ বালিকা নহেন, প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। রূপবতী, চিন্তাবতী, যৌবন-সম্পন্না সরযূবালা পুষ্প তুলিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই কণ্ঠমালার দিকে দেখিয়া কি চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে দ্বার-দেশে একজন তরুণ রাজপুত যোদ্ধা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। পুষ্প তুলিতে তুলিতে রাজপুতকুমারী সেই দিকে চাহিলেন,—সহসা শিহরিয়া উঠিলেন,—সে দিক্ হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না।

রাজপুত যোদ্ধাও সেই পুষ্পোদ্যানে সেই রাজপুতবালাকে পুনরায় দেখিতে পাইলেন। এক দিন নিশাপে যাঁহার রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন, এক দিন প্রভাতে যাঁহার পবিত্র কণ্ঠে প্রিয় কণ্ঠমালা পরাইয়া দিয়াছিলেন, যুদ্ধে ও সঙ্কটে, শিবিরে ও সৈন্য মধ্যে যাঁহার চিন্তা মধ্যে মধ্যে যোদ্ধার হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছে, নিশীথে, স্বপ্নযোগে যাঁহার কমনীয় লজ্জা-রঞ্জিত মুখখানি সর্ব্বদাই যোদ্ধার সম্মুখে উদয় হইয়াছে, অদ্য বহুদিন পর সেই আনন্দনীয় রূপলাবণ্য, সেই লজ্জারঞ্জিত মুখখানি দেখিয়া রঘুনাথ ক্ষণেক বাক্যশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

চন্দ্র! রঘুনাথ ও সরযুর উপর সুধাবর্ষণ কর, তুমি নিশীথে জাগরণ করিয়া সকল দেখিতে পাও, কিন্তু জগতে এরূপ দৃশ্য আর দেখ নাই। তরুণ বয়সে যখন মন প্রথম প্রণয়োল্লাসে উৎক্ষিপ্ত হয়, যখন নবজাত চন্দ্রকরের ন্যায় নবজাত প্রণয়ের আনন্দ-হিল্লোল মানস-জগতে গড়াইতে থাকে, যখন যৌবনের প্রথম প্রণয়ে সমস্ত জগৎ সিক্ত করে, আকাশও মেদিনী প্লাবিত করে, তখনই যেন এ জগতে ইন্দুপুরী অবতীর্ণ হয়! ক্ষণেক পর সরযূবালা অবনতমুখী হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, ও পিতাকে এই রঘুনাথজীর আগমনের সংবাদ দিলেন। জনার্দ্দন দেবও বহু সম্মান সহকারে শিবজীর দূতকে আহ্বান করিলেন।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ পুরোহিতের সম্মুখে উপবেশন করিয়া সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করাইলেন। সায়েস্তাখাঁ পরাস্ত হইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, শিবজী রাজ-গড়ে যাইয়া রাজ-উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, দেশশাসনের সুন্দর বন্দোবস্ত করিতেছেন। কিন্তু দিল্লীর সম্রাট্ শিবজীকে জয় করিবার জন্য অম্বরাধিপতি মহাপরাক্রান্ত রাজা জয়সিংহকে প্রেরণ করিতেছেন, তাহা শুনিয়া মহারাষ্ট্ররাজ চিন্তিত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্ররাজ সম্ভবতঃ রাজা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন, এবং সেই কার্য্য সম্পাদনার্থ অম্বর দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ জনার্দ্দন দেবকে স্মরণ করিয়াছেন। রাজার আজ্ঞায় রঘুনাথ পুরোহিতকে লইতে আসিয়াছেন, শিবিকাদি প্রস্তুত আছে। যদি পুরোহিত মহাশয়ের সুবিধা হয়, দুই চারি দিনের মধ্যেই রাজগড় গমন করিলে ভাল হয়, রাজা এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন।

ঘরের একপার্শ্বে সরযূবালা আহারের আয়োজন করিতেছিলেন, পাঠককে বলা বাহুল্য যে এ কথাগুলি সমস্ত সরযুর কাণে উঠিল। পিতা রাজধানীতে যাইবেন? রাজাদেশে এই তরুণ যোদ্ধা আমাদিগকে লইতে আসিয়াছেন?—সরযূর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, হস্ত হইতে জলের পাত্র পড়িয়া গেল, লজ্জাবনতমুখী পুলকিত-গাত্রী সরযূবালা ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তখন রঘুনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে জনার্দ্দন দেবের সহিত কি কথা কহিতে লাগিলেন। আপনার দেশের কথা কহিলেন, জাতিকুলের পরিচয় দিলেন, পিতামাতার পরিচয় দিলেন, জনার্দ্দনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। জনার্দ্দনও রঘুনাথের উন্নত কুলের পরিচয় পাইয়া এবং যুবকের বীর্য্য সৌন্দর্য্যগুণ ও বিনয় আলোচনা করিয়া তুষ্ট হইলেন, এবং রঘু-নাথকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। রঘুনাথের আহারের সময় হইয়াছে, সরযু সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। বৃদ্ধ জনার্দ্দন গাত্রোত্থান করিয়া হৃষ্টচিত্তে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বৎস রঘুনাথ, এখন আহার করিতে বইস। আজ তোমার পরিচয় পাইয়া বড় তুষ্ট হইলাম, তোমার বংশ আমার অপরিচিত নহে, তোমার গুণও বংশোচিত। মা, সরযুকে আমি কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তোমাকেও আজি পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আর যদি ভগবান করেন, এই যুদ্ধশেষে তোমার ন্যায় উপযুক্ত পাত্রে সরযুকে সমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া এই মানবলীলা সম্বরণ

করিব। জগদীশ্বর তোমাকে ও মা সরযূকে সুখে রাখুন।

এই কথা শুনিয়া রঘুনাথের চক্ষুতে জল আসিল, ধীরে ধীরে পুরোহিতের চরণতলে প্রণত হইয়া কহিলেন,—পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ দরিদ্র সৈনিক আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে। রঘুনাথ দরিদ্র হাবিলদার মাত্র, এক্ষণে তাহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই। কিন্তু জগদীশ্বর সহায় হউন, পিতা আশীর্ব্বাদ করুন, রঘুনাথ এ অমূল্য রত্ন লাভ করিতে যত্নবান্ হইবে।

এ আনন্দময়ী কথা সরযূবালার কাণে পঁহুছিল, বায়ু-তাড়িত পত্রের ন্যায় তাঁহার দেহলতা কম্পিত হইতেছিল।

সে দিন রঘুনাথ কিছুই আহার করিতে পারিলেন না, আরক্তমুখী সরযূও ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাজগড় যাত্রা।

দেখিনু প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে ভুবনে।
মধুসূদন দত্ত।

যাত্রার আয়োজন করিতে পাঁচ সাত দিন বিলম্ব হইল। রঘুনাথ পুরোহিতের আলয়েই অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় সরযূকে উদ্যানে ফুল তুলিতে দেখিতেন, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে সরযূর প্রিয় হস্ত হইতে আহার গ্রহণ করিতেন। এ পাঁচ সাত দিনের মধ্যে রঘুনাথ সাহস করিয়া সরযূর সহিত কথা কহিতে পারিলেন না। সরযূকে দেখিলেই রঘুনাথের হৃদয় সজোরে আঘাত করিত, কুমারীও অবগুণ্ঠন টানিয়া সরিয়া যাইতেন।

তোরণ দুর্গ হইতে রাজগড় যাত্রা কালে সরযূর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে একজন অশ্বারোহী চলিত, পর্ব্বত-পথে, বা জঙ্গলে, বৃক্ষশূন্য ময়দানে বা নদীতীরে, সে অশ্বারোহী মুহূর্ত্তের জন্যও শিবিকা হইতে দূরে যাইত না। নিশীথে যখন সরযূ সহচরীর সহিত সামান্য কোন মন্দিরে, দোকানে বা ভদ্র-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, রজনীতে সময়ে সময়ে একজন অনিদ্র যোদ্ধা বর্শা হস্তে তথায় পদচালন করিত।

নারী মাত্রেই এ সকল বিষয় বুঝিতে পারে, এ সকল বিষয় দেখিতে পায়। পুরুষের যত্ন, পুরুষের আগ্রহ, পুরুষের হৃদয়ের আবেগ নারীর চক্ষুতে গোপন থাকে না। সরযূ শিবিকার ভিতর হইতে সেই অবিশ্রান্ত অশ্বারোহীকে দেখিতেন, নিশীথে সেই অনিদ্র যোদ্ধাকে দেখিতেন। সেই দেব-বিনিন্দিত আকৃতি দেখিতে দেখিতে সরযূর নয়ন ঝলসিত হইল, সেই দুর্দ্দমনীয় আগ্রহচিহ্ন দেখিয়া সরযূর হৃদয় আনন্দ, প্রেম ও উদ্বেগে প্লাবিত হইল।

সন্ধ্যার সময় যখন সরযূ সেই যোদ্ধাকে ভোজন করাইতে আসিতেন, মৌনাবলম্বী যোদ্ধার দর্শনে সরযূ অবনতমুখী হইতেন, ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিতেন না। প্রাতঃকালে শিবিকায় আরোহণের সময় যখন সরযূ সেই যোদ্ধাকে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট দেখিতেন,

তাঁহার ম্লান মুখমণ্ডল হইতে সরযূ সহজে নয়ন ফিরাইতে পারিতেন না।

কয়েক দিন এইরূপে ভ্রমণানন্তর সকলে রাজগড়ে উপস্থিত হইলেন। জনার্দ্দন সন্ধ্যার সময় দুর্গের নীচে একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়-রাজের নিকট সমাচার পাঠাইলেন, রাজার অনুমতি হইলে পরদিবস দুর্গে প্রবেশ করিবেন।

সেই দিন রজনীতে আহারাদি প্রস্তুত করিতে কিছু বিলম্ব হইল। জনার্দ্দন কিছু জলযোগ করিয়া শয়ন করিতে যাইলেন, রাত্রি এক প্রহরের সময় সরযূবালা রঘুনাথকে ভোজন করাইলেন।

ভোজনান্তে রঘুনাথ অন্যদিনের ন্যায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন না, ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর যেখানে সরযূ একাকী বসিয়াছিলেন, তথায় ধীরে ধীরে যাইয়া নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন। হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া স্থিরস্বরে কহিলেন,—দেবি, এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন।

রঘুনাথের উচ্চারিত এই কথাগুলি যেন তৃষিতের পক্ষে বারি ধারার ন্যায় সরযূর কাণে লাগিল। সরযূর হৃদয় নাচিয়া উঠিল, সরযূ আরক্ত মুখ নত করিয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান হইলেন।

রঘুনাথ পুনরায় বলিলেন,—দেবি বিদায় দিন, কল্য আপনারা রাজপ্রাসাদে যাইবেন, এ দরিদ্র সৈনিক পুনরায় নিজ কার্য্যে যাইতে বাসনা করে।

এ কথা শুনিয়া সরযূ লজ্জা বিস্মৃত হইলেন, নয়ন দ্বয়ে জল মুছিয়া নারীর মমতাপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—আপনি আমাদিগের জন্য যে যত্ন করিয়াছেন, পিতার জন্য, আমার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য ভগবান্ আপনাকে যুদ্ধে জয়ী করুন, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। আমরা সে যত্নের কি প্রতিদান করিতে পারি?

রঘুনাথ বিনীত স্বরে উত্তর দিলেন,—রাজাদেশে আপনাদিগকে রাজগড়ে নিরাপদে আনিতে পারিয়াছি এটী আমার পরম ভাগ্য, ইহাতে আমার কিছু গুণ নাই। তথাপি দরিদ্র সৈনিকের যত্নে যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে,—তবে,—এ দরিদ্র সৈনিককে বিস্মৃত হইবেন না।

কথাটী সরযূ বুঝিলেন, মুখখানি অবনত করিলেন। রঘুনাথ তখন সাহস পাইয়া, লজ্জা বিস্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—এ দরিদ্র সৈনিক যদি উচ্চ আশা করিয়া থাকে, আপনি অপরাধ লইবেন না। আপনার পিতা প্রসন্ন চক্ষুতে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, ভরসা করি আপনিও আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইবেন না। যদি ভগবান্ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, যদি জীবনের চেষ্টা ও আশা ফলবতী হয়, তবে একদিন মনের কথা বলিব, সে পর্য্যন্ত এ দরিদ্র সৈন্যকে এক একবার স্মরণ পথে স্থান দিবেন।

বিনীত ভাবে বিদায় লইয়া রঘুনাথ চলিয়া গেলেন। সরযূ একদণ্ড কাল সেই পথ চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। দ্বিপ্রহর রজনীর সময় একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন,—সৈনিক শ্রেষ্ঠ! তুমি চিরকাল এ দাসীর স্মরণ পথে জাগরিত থাকিবে, ভগবান্ সাক্ষী থাকিবেন।

—:০:—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাজা জয়সিংহ।

নরকুলোত্তম তুমি—
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে।
মধুসূদন দত্ত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আরংজীব সায়েস্তাখাঁ ও যশোবন্তসিংহ উভয়কেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, ও নিজ পুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন। এবং তাঁহার সহায়তার জন্য যশোবন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন। তাঁহারাও বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায় সম্রাট্ অবশেষে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া অম্বরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার সহিত দিলওয়ারখাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দের চৈত্রমাসের শেসযোগে জয়সিংহ পুনায় উপস্থিত হইলেন। সায়েস্তাখাঁর ন্যায় নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া না থাকিয়া তিনি দিলওয়ারখাঁকে পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন, এবং স্বয়ং সিংহগড় বেষ্টন করিয়া রাজগড় পর্য্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

শিবজী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ, বিশেষ জয়সিংহের নাম, সৈন্যসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল না। সেরূপ পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধ হয় সম্রাট্ আরংজীবের আর কেহই ছিলেন না। তাৎকালিক ফারসী ভ্রমণকারী বের্ণীয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের ন্যায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান্, দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না। শিবজী প্রথম হইতেই ভগ্নোদ্যম হইলেন, ও বার বার জয়সিংহের নিকট সন্ধিপ্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ প্রথমে এ সমস্ত প্রস্তাব বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে শিবজীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী দূতবেশে জয়সিংহের নিকট আসিলেন, ও রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন, যে শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুরতা করিতেছেন না, তিনিও ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রোচিত সম্মান তিনি জানেন! শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের এই সত্যবাক্য রাজা জয়সিংহ বিশ্বাস করিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—দ্বিজবর! আপনার বাক্যে আমি আশ্বস্ত হইলাম। রাজা শিবজীকে জানাইবেন যে, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, পরন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, সেজন্য আমি বাক্যদান করিতেছি। আপনার প্রভুকে বলিবেন, আমি রাজপুত, রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না।

ইহার কয়েক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবেরে সভার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন, একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল,—মহারাজের জয় হউক! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।

সভাসদ্ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে শিবিরের বাহিরে যাইলেন। বহু সমাদর-

পূর্ব্ব তাঁহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরাভ্যন্তরে আনিলেন ও রাজ-গদিতে আপনার দক্ষিণদিকে বসাইলেন।

শিবজীও এইরূপ সমাদর পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক মিষ্টালাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন,—রাজন! আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এই শিবির আপন গৃহের ন্যায় বিবেচনা করিবেন।

শিবজী। রাজন্! এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালনে বিমুখ? রঘুনাথ-পন্ত দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি।

জয়সিংহ। হাঁ রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ আছে! রাজন্! আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা করিব, দিল্লীশ্বর আপনার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, রাজ-পুতের কথা অন্যথা হয় না।

এইরূপে ক্ষণেক কথোপকথনের পর সভাভঙ্গ হইল, শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিল না। তখন শিবজী কপট আনন্দ-চিহ্ন ত্যাগ করিলেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, জয়সিংহ দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে জল।

জয়সিংহ। রাজন্! আপনি যদি আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন, সে খেদ নিষ্প্রয়োজন। আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজ-পুত বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। অদ্যই রজনীতে আমার অশ্বশালা হইতে অশ্ব বাছিয়া লউন, পুনরায় প্রস্থান করুন। আপনি নিরাপদে আসিয়াছেন, নিরাপদে যাইবেন, আমার আদেশে কোনও রাজপুত আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কদাচ বিস্মৃত হইব না।

শিবজী। মহারাজ! ভবাদৃশ লোকের নিকট পরাজয়স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল অবধি যে হিন্দুধর্ম্মের জন্য, যে হিন্দুগৌরবের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সে মহৎ উদ্যম, সে উন্নত উদ্দেশ্য শেষ হইল, সেই চিন্তায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু সে বিষয়েও মন স্থির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়াছিলাম, সেজন্যও এখন খেদ করিতেছি না।

জয়সিংহ। তবে কিজন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন?

শিবজী। বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরব-গীত গাইতে ভালবাসিতাম, অদ্য দেখিলাম যে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি মাহাত্ম্য, সত্য, ধর্ম্ম থাকে তবে রাজপুত-শরীরে আছে। এ রাজপুত কি যবনের অধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজা জয়সিংহ কি যবন আরংজীবের সেনাপতি?

জয়সিংহ। ক্ষত্রিয়রাজ! সেটী প্রকৃত দুঃখের কারণ। কিন্তু রাজপুতেরা সহজে অধীনতা স্বীকার করেন নাই, যত দিন সাধ্য দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, বিধির নির্ব্বন্ধে পরাধীন হইয়াছে। মেওয়ারের বীর-প্রবর প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ অসাধ্য-সাধনেরও যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ততিও

দিল্লীর করপ্রদ, এ সমস্ত বোধ হয় মহাশয় অবগত আছেন।

শিবজী। আছি। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাঁহাদের সহিত আপনাদিগের এত দিনের বৈরভাব, তাঁহাদের কার্য্যে আপনি এরূপ যত্নশীল কি জন্য ?

জয়সিংহ। যখন দিল্লীশ্বরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্যদান করিয়াছি। যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি তাহা করিব।

শিবজী। সকলের নিকট সকল সময় কি সত্য পালনীয় ? যাঁহারা আমাদের দেশের শত্রু, ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী, তাঁহাদের সহিত সত্য সম্বন্ধ কি ?

জয়সিংহ। আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? রাজপুতকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? রাজপুতের ইতিহাস পাঠ করুন, তাহারা বহুশত বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, কখনও সত্য লঙ্ঘন করে নাই। কখন জয়লাভ করিয়াছে, অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়াছে, কিন্তু জয়ে পরাজয়ে, সম্পদে বিপদে সর্ব্বদা সত্যপালন করিয়াছে। এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু সত্যপালনের গৌরব আছে। দেশে, বিদেশে, মিত্রমধ্যে, শত্রুমধ্যে, রাজপুতের নাম গৌরবান্বিত ! ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ টোডরমল্ল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, মানসিংহ কাবুল হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন, কেহ কখনও ন্যস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, মুসলমান সম্রাটের নিকট যত সত্য করিয়াছিলেন তাহা পালন করিতে ক্রটী করেন নাই। মহারাষ্ট্ররাজ ! রাজপুতের কথাই সন্ধিপত্র, অনেক সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের কথা লঙ্ঘন হয় নাই !

শিবজী। মহারাজ যশোবন্তসিংহ হিন্দুধর্ম্মের একজন প্রধান প্রহরী, তিনি মুসলমানের জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

জয়সিংহ। যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী, সন্দেহ নাই। তাঁহার মাড়ওয়ারদেশ মরুভূমিময়, তাঁহার মাড়ওয়ারী সেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই। যদি যশোবন্ত সেই মরুভূমিতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেনার সাহায্যে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষার যত্ন করিতেন, আমি তাঁহাকে সাধুবাদ করিতাম। যদি জয়ী হইয়া আরংজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিতেন, আমি তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া সম্মান করিতাম। অথবা যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে সেই মরুভূমে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম। কিন্তু যে দিন তিনি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের কার্য্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহা লঙ্ঘন করা ক্ষত্রোচিত কার্য্য হয় নাই, যশোবন্ত কলঙ্কে আপন যশোরাশি ম্লান করিয়াছেন। তিনি সিপ্রানদীতীরে আরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়া অবধি আরংজীবের অতিশয় বিদ্বেষী, নচেৎ তিনি এ গর্হিত কার্য্য করিতেন না।

চতুর শিবজী দেখিলেন, জয়সিংহ যশোবন্তসিংহ নহেন। ক্ষণেক পর আবার বলিলেন,—হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টা কি

গর্হিত কার্য্য? হিন্দুকে ভ্রাতা মনে করিয়া সহায়তা করা কি গর্হিত কার্য্য?

জয়সিংহ। আমি তাহা বলি নাই। যশোবন্ত কেন আরংজীবের কার্য্য ত্যাগ করিয়া জগতের সাক্ষাতে, ভগবানের সাক্ষাতে আপনার সহিত যোগ দিলেন না? আপনি যেরূপ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ করিলেন না কি জন্য? সম্রাটের কার্য্যে থাকিয়া গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করা কপটাচরণ। ক্ষত্রিয়রাজ! কপটাচরণ ক্ষত্রোচিত কার্য্য নহে।

শিবজী। তিনি আমার সহিত প্রকাশ্যে যোগ দিলে দিল্লীশ্বর অন্য সেনাপতি পাঠাইতেন, সম্ভবতঃ আমরা উভয়ে পরাস্ত ও হত হইতাম।

জয়সিংহ। যুদ্ধে মরণ ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য। কপটাচরণ ক্ষত্রিয়ের অবমাননা।

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল, তিনি বলিলেন,—রাজপুত! মহারাষ্ট্রীয়েরাও মৃত্যু ভয় করে না, যদি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিলে আমার উদ্দেশ্য-সাধন হয়, হিন্দু-স্বাধীনতা হিন্দু-গৌরব পুনঃ স্থাপিত হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্ত্তে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারি। অথবা রাজপুত, আপনি অবার্থ বর্শা ধারণ করুন, এই হৃদয়ে আঘাত করুন, সহাস্যবদনে প্রাণত্যাগ করি। কিন্তু যে হিন্দু-গৌরবের বিষয় বাল্যকালে স্বপ্ন দেখিতাম, যাহার জন্য শত যুদ্ধ যুঝিলাম, শত শত্রুকে পরাস্ত করিলাম, এই বিংশ বৎসর পর্ব্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে, শত্রুমধ্যে দিবসে, সায়ংকালে গভীর নিশীথে, চিন্তা করিয়াছি, সে গৌরব ও স্বাধীনতার আশা ত্যাগ করিতে হৃদয়ে ব্যথা লাগে। যুদ্ধে প্রাণ দিলে কি সে স্বাধীনতা রক্ষা হইবে?

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে উত্তর করিলেন,—সত্য-পালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্য-লঙ্ঘন হইবে? বীরের শোণিতে যদি স্বাধীনতা-বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তবে বীরের চাতুরীতে হইবে?

শিবজী পরাস্ত হইলেন। অনেকক্ষণ পর পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন,—মহারাজ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করি, আপনার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা আমি কখনও দেখি নাই, আমি আপনার পুত্র তুল্য, একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃতুল্য সৎপরামর্শ দিন। আমি বাল্যকালে যখন কঙ্কণ-প্রদেশের অসংখ্য পর্ব্বত ও উপত্যকায় ভ্রমণ করিতাম, আমার হৃদয়ে চিন্তা আসিত, স্বপ্ন উদিত হইত। ভাবিতাম যেন সাক্ষাৎ ভবানী আমাকে স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য আদেশ করিতেছেন, যেন দেবালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে, ব্রাহ্মণদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, ধর্ম্মবিরোধী মুসলমানদিগকে দূর করিতে দেবী সাক্ষাৎ উত্তেজনা করিতেছেন. আমি বালক ছিলাম, সেই স্বপ্নে ভুলিলাম, সদর্পে খড়্গ গ্রহণ করিলাম, বীরশ্রেষ্ঠদিগকে জড় করিলাম, দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলাম! যৌবনেও সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি, হিন্দুনামের গৌরব, হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য, হিন্দুস্বাধীনতা সংস্থাপন! সেই স্বপ্ন বলে দেশ জয় করিয়াছি, শত্রু জয় করিয়াছি, রাজ্য বিস্তার করিয়াছি, দেবালয় স্থাপন করিয়াছি! ক্ষত্রিয়রাজ! আমার এ উদ্দেশ্য কি মন্দ? এ স্বপ্ন কি অলীক

স্বপ্নমাত্র? আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন।

বহুদূরদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাজন্! আপনার উদ্দেশ্য অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আমি জানি না, আপনার স্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর কিছুই আমি জানি না। শিবজী! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমার নিকটে অবিদিত নাই, আমি, শত্রুর নিকট, মিত্রের নিকট আপনার উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছি, পুত্র রাম সিংহকে আপনার উদাহরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছি, রাজপুত স্বাধীনতার গৌরব এখনও বিস্মৃত হয় নাই। আর শিবজী! আপনার স্বপ্নও স্বপ্ন নহে, চারিদিকে যত দেখি, মনে মনে চিন্তা করি, বোধ হয় মোগল রাজ্য আর থাকে না, যত্ন, চেষ্টা, সকলই বিফল! মুসলমান-রাজ্য কলঙ্করাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, বিলাসপ্রিয়তায় জর্জ্জরিত হইয়াছে, হিন্দুর প্রতি অত্যাচারে শাপগ্রস্ত হইয়াছে, পতনোন্মুখ গৃহের ন্যায় আর দাঁড়াইতে পারে না। শীঘ্র কি বিলম্বে এই প্রাসাদতুল্য মোগল রাজ্য বোধ হয় ধূলিসাৎ হইবে, তাহার পর পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অঙ্কুরিত হইতেছে, মহারাষ্ট্রীয় জীবন-স্রোতে বোধ হয় ভারতবর্ষ প্লাবিত হইবে। শিবজী! আপনার স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ভবানী আপনাকে মিথ্যা উত্তেজনা করেন নাই।

উৎসাহে আনন্দে শিবজীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে ভবাদৃশ মহাত্মা সেই পতনোন্মুখ মোগল-প্রাসাদের একমাত্র স্তম্ভস্বরূপ রহিয়াছেন কি জন্য?

জয়সিংহ। সত্যপালন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, যাহা সত্য করিয়াছি তাহা পালন করিব। কিন্তু অসাধ্য-সাধন হয় না, পতনোন্মুখ গৃহ পতিত হইবে!

শিবজী। ভাল, সত্যপালন করুন, কপটাচারী আরংজীবের নিকটও আপনার ধর্ম্মাচরণ দেখিয়া দেবতারাও বিস্মিত হইয়া আপনার সাধুবাদ করিবেন। কিন্তু আমি আরংজীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি যদি বাহুবলে স্বদেশের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পাই, আরংজীবকে পরাস্ত করিতে পারি, তাহা কি নিন্দনীয়?

জয়সিংহ। মহারাজ! চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিন্দনীয়, বিশেষতঃ মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরবরশ্মি আসিয়াছে, বোধ হয় তাহাদের প্রতাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে, বোধ হয় তাহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবে। কিন্তু শিবজী! অদ্য আপনি যে শিক্ষা দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ ভুলিবে না। আমার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না, অদ্য আপনি নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, কল্য তাহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, অদ্য আপনি চতুরতা দ্বারা জয়লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ কখনই শিখিবে না। যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যগুরু, গুরুর ন্যায় ধর্ম্ম শিক্ষা দিন। অদ্য আপনি মন্দ শিক্ষা দিলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। বৃদ্ধ বহুদর্শী রাজপুতের কথা গ্রহণ করুন, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সম্মুখ-রণ শিক্ষা দিন, চতুরতা বিস্মৃত হইতে বলুন।

আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ! আপনার মহৎ উদ্দেশ্যে আমি শতবার ধন্যবাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? মহারাষ্ট্রের শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কার্য্যের ফল বহুকাল ব্যাপী, বহুদেশব্যাপী হইবে!"

এই মহৎবাক্য শুনিয়া শিবজী ক্ষণেক স্তম্ভিত রহিলেন, শেষে বলিলেন, —আপনি গুরুর গুরু, আপনার উপদেশগুলি শিরোধার্য্য। কিন্তু অদ্য আমি আরংজীবের অধীনতা স্বীকার করিলাম, শিক্ষা কবে দিব?

জয়সিংহ। জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই। অদ্য আমার জয় হইল, কল্য আপনার জয় হইতে পারে। অদ্য আপনি আরংজীবের অধীন হইলেন, ঘটনাক্রমে কল্য স্বাধীন হইতে পারেন।

শিবজী। জগদীশ্বর তাহাই করুন, কিন্তু আপনি আরংজীবের সেনাপতি থাকিতে আমার স্বাধীন হওয়ার আশা বৃথা। স্বয়ং ভবানী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

জয়সিংহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—শরীর ক্ষণভঙ্গুর এ বৃদ্ধ শরীর কতদিন থাকিবে? কিন্তু যতদিন থাকিবে, সত্য-পালনে বিরত হইবে না।

শিবজী। আপনি দীর্ঘজীবী হউন।

জয়সিংহ। শিবজী! এক্ষণে বিদায় দিন, আমি আরংজীবের পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে আরংজীবের অধীনে কার্য্য করিতেছি, যতদিন জীবিত থাকিব, দিল্লীর এ বৃদ্ধ সেনা বিদ্রোহাচরণ করিবে না। কিন্তু ক্ষত্রিয়প্রবর! নিশ্চিন্ত থাকুন, মহারাষ্ট্রের গৌরব ও হিন্দুর প্রাধান্য অনিবার্য্য! বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করুন, মোগলরাজ্য আর থাকে না, হিন্দু-তেজ আর নিবারিত হয় না। অচিরে দেশে দেশে হিন্দুর গৌরবনাম, আপনার গৌরব নাম প্রতিধ্বনিত হইবে।

শিবজী অশ্রুপূর্ণলোচনে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—ধর্ম্মাত্মন্! আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, আপনার কথাই যেন সার্থক হয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না, আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পুনরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়প্রবর! আর একদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, আর এক দিন পিতার চরণোপান্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গবিজয়।

চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ নির্ঘোষে।

মধুসূদন দত্ত।

শীঘ্রই সন্ধি স্থাপন হইল। শিবজী মোগলদিগের নিকট হইতে যে যে দুর্গ জয় করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া দিলেন, বিলুপ্ত আহম্মদনগর রাজ্যের মধ্যে যে দ্বাত্রিংশৎ দুর্গ অধিকার বা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও বিংশটী ফিরাইয়া দিলেন, অবশিষ্ট দ্বাদশটীমাত্র আরংজীবের অধীনে জায়গীর স্বরূপ রাখিলেন। যে প্রদেশ তিনি সম্রাট্‌কে দিলেন তাহার বিনিময়ে বিজয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ কতক প্রদেশ সম্রাট্ শিবজীকে

দান করিলেন, ও শিবজীর অষ্টমবর্ষীয় বালক শম্ভুজী পাঁচ হাজারীর মন্সবদার পদ প্রাপ্ত হইলেন।

শিবজীর সহিত যুদ্ধসমাপ্তির পর রাজা জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া সেই প্রদেশ দিল্লীশ্বরের অধীনে অনিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। শিবজীর পিতা বিজয়পুরের সহিত শিবজীর যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন, শিবজী তাহা লঙ্ঘন করেন নাই, কিন্তু শিবজীর বিপদ্‌কালে বিজয়পুরের সুলতান সন্ধি বিস্মরণ হইয়া শিবজীর রাজ্য আক্রমণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। সুতরাং শিবজী এক্ষণে জয়সিংহের পক্ষা বলম্বন করিয়া বিজয়পুরের সুলতান আলী আদিলশাহের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, এবং আপন মাউলী সৈন্য দ্বারা বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সদ্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং পরস্পরের মধ্যে অতিশয় স্নেহ জন্মাইল। উভয়ে সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন ও যুদ্ধে পরস্পরের সহায়তা করিতেন। বলা বাহুল্য যে, শিবজীর একজন তরুণ হাবিলদার সর্ব্বদাই জয়সিংহের একজন পুরোহিতের সদনে যাইতেন। নাম বলিবার কি আবশ্যক আছে?

সরলস্বভাব পুরোহিত জনার্দ্দন ক্রমে রঘুনাথকে পুত্রবৎ দেখিতে লাগিলেন, সর্ব্বদাই গৃহে আহ্বান করিতেন। রঘুনাথও অবসর পাইলেই সেই সরল স্বভাব পুরোহিতের নিকট আসিতেন, তাঁহার নিকট রাজস্থানের সংবাদ পাইতেন, রাজা জয়সিংহের কথা শুনিতেন, স্বদেশের কথা শুনিতেন। কখন কখন বা রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বসিয়া যুদ্ধের কথা কহিতেন, পর্ব্বত-দুর্গ আক্রমণের কথা, শত্রু-শিবির আক্রমণের কথা, জঙ্গল বা গিরিচূড়ায় ভীষণ যুদ্ধের কথা বর্ণনা করিতেন। এ সকল কথা বলিতে বলিতে যোদ্ধার নয়ন প্রজ্বলিত হইত, স্বর কম্পিত হইত, মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিত।

বৃদ্ধ জনার্দ্দন সভয়ে যুদ্ধবার্ত্তা শুনিতেন, পার্শ্বের ঘরে নীরবে বসিয়া সরযূবালা সেই জলন্ত কথাগুলি শুনিতেন, নীরবে অশ্রুজল ত্যাগ করিতেন, নীরবে ভগবানের নিকট সেই তরুণ যোদ্ধাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন। রজনী দ্বিপ্রহরের সময় কথা সাঙ্গ হইত, সরযূবালা আহার আনিয়া দিতেন, যতক্ষণ রঘুনাথ আহার করিতেন, সরযূ নীরবে সেই দেবমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন না। জোৎস্নাতে যদি যোদ্ধা মৃদুস্বরে বিদায় চাহিতেন, বা অন্য দুই একটী কথা কহিতেন, বেপথুমতী উদ্বিগ্না সরযূবালা তাহার উত্তর দিতে পারিতেন না। লজ্জায় তাঁহার গণ্ডস্থল আরক্ত বর্ণ হইত, নয়ন দুইটী মুদিত হইত, অবগুণ্ঠন টানিয়া সরযূ সরিয়া যাইতেন, সহচরীকে দিয়া উত্তর পাঠাইয়া দিতেন।

কিন্তু উত্তরের আবশ্যক কি? সরযূর নয়নের ভাষা রঘুনাথ বুঝিতেন, রঘুনাথের নয়নের ভাষা সরযূ বুঝিতেন। উভয়ের জীবন, মন, প্রাণ, প্রথম প্রণয়ের অনির্ব্বচনীয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত হইতেছিল, উভয়ের হৃদয় প্রথম প্রণয়ের উদ্বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল।

অল্পদিন মধ্যে বিজয়পুরের অধীনস্থ

অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটী দুর্গম পর্ব্বতদুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, পূর্ব্বে কাহাকেও তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজের সৈন্যেরাও পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের নিকটেই তাঁহার শিবির ছিল, সায়ংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, এক প্রহর রজনীর সময় গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে, রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করিবেন। নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসমেত দুর্গাভিমুখে গমন করিলেন।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর রুদ্রমণ্ডল দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, এক্ষণে যুদ্ধকালে সেই পথ রুদ্ধ হইয়াছে। অন্যান্য দিকে উঠা অতিশয় কষ্টসাধ্য, পথ নাই, কেবল জঙ্গল ও শিলারাশি পরিপূর্ণ। শিবজী সেই কঠোর দুর্গম স্থান দিয়া সেনাগণকে পর্ব্বত আরোহণ করিতে আদেশ দিলেন, তাঁহার মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন পর্ব্বত-বিড়ালের ন্যায় বৃক্ষ ধরিয়া শৈল হইতে শৈলান্তরে লম্ফ দিতে দিতে পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোথাও বৃক্ষের ডাল ধরিয়া লম্বমান হইয়া, কোথাও লম্ফ দিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাষ্ট্রীয় সেনা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্য এরূপ পর্ব্বত আরোহণে সমর্থ কি না সন্দেহ।

অর্দ্ধেক পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন, উপরে দুর্গপ্রাচীরের উপর কতকগুলি মশালের আলোক জ্বলিল। চিন্তাকুল হইয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, শত্রুরা কি তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছেন? নচেৎ প্রাচীরের উপর এরূপ আলোক জ্বলিল কেন? আলোকের কিরণ দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে, যেন দুর্গবাসিগণ শত্রুকে প্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক জ্বালিয়াছে, যেন অন্ধকারে আবৃত হইয়া কেহ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে। শিবজী নিজ সৈন্যগণকে আরও সতর্কভাবে বৃক্ষ ও শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। নিঃশব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড়বৃক্ষ, সেখানে ঝোপ, যেখানে শৈলরাশি সেই সেই স্থান দিয়া বুকে হাঁটিয়া উঠিতে লাগিল। শব্দমাত্র নাই, অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবজী সেই পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর মহারাষ্ট্রীয়গণ একটী পরিষ্কার স্থানের নিকট আসিয়া পড়িল, উপর হইতে আলোক তথায় স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সেস্থান দিয়া সৈন্য যাইলে উপর হইতে দেখা যাওয়ার অতিশয় সম্ভাবনা। শিবজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন, বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিলেন। সম্মুখে দেখিলেন প্রায় শত হস্ত পরিমাণ স্থানে বৃক্ষমাত্র নাই, পরে পুনরায় বৃক্ষশ্রেণী রহিয়াছে। এই শত হস্ত কিরূপে যাওয়া যায়? পার্শ্বে দেখিলেন, যাইবার কোন

উপায় নাই, নীচে দেখিলেন, অনেক দূর আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে যাইয়া অন্য-পথ অবলম্বন করিলে দুর্গে আসিবার পূর্ব্বেই প্রাতঃকাল হইতে পারে। শিবজী ক্ষণেক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে বাল্যকালের সুহৃদ্ বিশ্বাসী মাউলী যোদ্ধা তন্নজী-মালশ্রীকে ডাকাইলেন, দুইজনে সেই বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক অতি মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর তন্নজী চলিয়া যাইল, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া আসিল। শিবজীর নিকট আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কি কহিল, শিবজী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন,—তাহাই হউক, অন্য উপায় নাই।

বৃষ্টির জল অবতরণে এক স্থান ধৌত ও ক্ষত হইয়া প্রণালীর ন্যায় হইয়াছিল। দুই পার্শ্ব উচ্চ, মধ্যস্থল গভীর, সেই প্রণালী দিয়া বুকে হাঁটিয়া যাইলে সম্ভবতঃ দুই পার্শ্বে উচ্চ পাড় থাকায় শত্রুরা দেখিতে পাইবে না, এই পরামর্শ স্থির হইল। সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই প্রণালীর মধ্য দিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শত শত শিলাখণ্ডের উপর দিয়া নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে সহস্র সেনা নিঃশব্দে পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। অচিরাৎ উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল, শিবজী মনে মনে ভবানীকে ধন্যবাদ করিলেন।

সহসা তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন সেনা হত হইল, শিবজী দেখিলেন তাহার বক্ষঃস্থলে তীর লাগিয়াছে! আর একটী তীর, আর একটী, আরও বহুসংখ্যক তীর! শত্রুগণ জাগরিত হইয়া রহিয়াছে, শিবজীর সৈন্য প্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার সময় তাহারা দেখিতে পাইয়াছে, এবং সেই দিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে।

শিবজীর সমস্ত সৈন্য বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীরনিক্ষেপ থামিয়া গেল, কিন্তু শিবজী বুঝিলেন শত্রুরা তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াছে। তিনি দুর্গদিকে চাহিয়া দেখিলেন, এখন অনেকগুলি আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে প্রহরিগণ এদিক্ ওদিক্ যাইতেছে। তখন তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবলমাত্র পঞ্চাশ হস্ত দূরে। বুঝিলেন সৈন্যগণ সতর্ক হইয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ বিনা অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবার নহে!

শিবজীর চিরসহচর তন্নজী এ সমস্ত দেখিল; ধীরে ধীরে বলিল,—রাজন্! এখনও নামিয়া যাইবার সময় আছে, অদ্য দুর্গ হস্তগত না হয় কল্য হইবে, কিন্তু অদ্য চেষ্টা করিলে সকলের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা। শিবজী গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—জয়সিংহের নিকট যাহা বলিয়াছি তাহা করিব, অদ্য রুদ্রমণ্ডল লইব অথবা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিব।

শিবজী নিস্তব্ধে সেই বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুকে ভুলাইবার জন্য একশত সৈন্যকে দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া গোল করিতে আদেশ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল, সেই দিক্ হইতে শিবজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ প্রহরী ও সৈন্য সকল

সেই দিকে ধাবমান হইল, এদিকে প্রাচীরোপরি যে আলোক জ্বলিতেছিল তাহা নিবিয়া যাইল! তখন শিবজী বলিলেন,—মহারাষ্ট্রীয়গণ! শত যুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখিয়াছ, অদ্য আর একবার সেই পরিচয় দাও। তন্নজী! বাল্যকালের সৌহৃদ্যের পরিচয় অদ্য প্রদান কর।

প্রভুবাক্যে সকলের হৃদয় সাহসে পরিপূরিত হইল, নিঃশব্দে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে অগ্রসর হইল, অচিরে দুর্গপ্রাচীরের নিকট পৌঁছিল। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, জগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু সেই পর্ব্বত-বৃক্ষের ভিতর দিয়া মর্ম্মরশব্দে প্রবাহিত হইতেছে।

রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীর হইতে শিবজী বিংশ হস্ত দূরে আছেন, এমন সময় দেখিলেন প্রাচীরের উপর একজন প্রহরী, বৃক্ষের ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এই দিকে আসিয়াছে। একজন মাউলী নিঃশব্দে একটী তীর নিক্ষেপ করিল, হতভাগ্য প্রহরীর মৃত শরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত হইল।

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, দুই জন, দশ জন, শত জন, ক্রমে দুই তিন শত জন সৈনিক প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল। শিবজী রোষে ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিলেন, আর লুক্কায়িত থাকিবার উপায় দেখিলেন না, সৈন্যকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন।

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের "হর হর মহাদেও" যুদ্ধনাদ গগনে উত্থিত হইল, একদল প্রাচীর উলঙ্ঘন করিবার জন্য দৌড়িয়া গেল, আর একদল বৃক্ষের ভিতর থাকিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে প্রাচীরারোহী মুসলমানদিগকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। মুসলমানেরাও শত্রুর আগমনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া "আল্লাহু আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহ পরিপূর্ণ হইয়া প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া আসিয়া বৃক্ষমধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিল।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও বৃক্ষমধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রাচীরের উপরিস্থ মুসলমানেরা বর্ষাচালনে আক্রমণকারিদিগকে হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ তীরসঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাশি রাশি মৃতদেহে প্রাচীরপার্শ্ব পরিপূর্ণ হইল; যোদ্ধৃগণ সেই মৃতদেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়াই খড়্গ বা বর্ষাচালন করিতে লাগিল। শত শত মুসলমান বৃক্ষের ভিতর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, প্রবলপ্রতাপ আফগানেরাও যুদ্ধে অপটু নহে, রক্তস্রোত সেই পর্ব্বত দিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। বৃক্ষের অন্তরালে, ঝোপের ভিতর, শিলারাশির পার্শ্বে, শত শত মহারাষ্ট্রীয়গণ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীর সঞ্চালন করিতে লাগিল, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া সেই অবারিত তীরশ্রেণী মুসলমান-সংখ্যা ক্ষীণতর করিতে লাগিল।

সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর হইতে "শিবজীকি জয়" এইরূপ বজ্রনাদ

উত্থিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া, রক্তাপ্লুত বর্ষার উপর ভর দিয়া, একজন রাজপুত যোদ্ধা এক লম্ফে রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন। তথায় পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতাকাধারী প্রহরীকে খড়্গাচালনে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ব্ব যোদ্ধা বজ্রনাদে "শিবজীকি জয়" শব্দ করিয়াছিলেন। সেই যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবিলদার!

হিন্দু ও মুসলমান এক মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে তারকালোকে সেই দীর্ঘমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিল। যোদ্ধার লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ তারকালোকে চকমক্ করিতেছে, হস্ত ও বাহুদ্বয় রক্তে আপ্লুত, বিশাল বক্ষের উপর দুই একটী তীর লাগিয়া রহিয়াছে, দীর্ঘহস্তে রক্তাপ্লুত দীর্ঘ বর্ষা, উজ্জ্বল নয়ন গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশে আবৃত। পোতের সম্মুখে ঊর্ম্মিরাশির ন্যায় শত্রুরা এই যোদ্ধার দুই পার্শ্বে মুহূর্ত্তের জন্য সচকিত হইয়া সরিয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল যেন স্বয়ং রণদেব দীর্ঘ বর্ষা হস্তে আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ক্ষণকালমাত্র সকলে নিস্তব্ধ রহিল, পরে আফগানগণ শত্রু প্রাচীরে উঠিয়াছে দেখিয়া চারিদিক্ হইতে বেগে আসিতে লাগিল, রঘুনাথকে চারিদিকে শত্রুদল কৃষ্ণমেঘের ন্যায় আসিয়া বেষ্টন করিল। রঘুনাথ খড়্গ ও বর্ষা চালনে অদ্বিতীয়, কিন্তু শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের জীবন সংশয়।

তখন মাউলীগণ রঘুনাথের বিক্রম দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সেই প্রাচীরের দিকে ধাবমান হইল, ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল! দশ, পঞ্চাশ, দুই, তিন শত জন সেই প্রাচীরের উপর বা উভয় পার্শ্বে আসিয়া জড় হইল, ছুরিকা ও খড়্গাঘাতে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পথ পরিষ্কার করিল, মহানাদে দুর্গ পরিপূরিত করিল! সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত দুই তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা সম্ভব নহে, তাহারা মহারাষ্ট্রীয়ের গতিরোধ করিতে পারিল না।

তখন শিবজী ও তন্নজী প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া দুর্গের ভিতরদিকে ধাবমান হইতেছেন; সৈন্যগণ বুঝিল, আর এ স্থানে যুদ্ধের আবশ্যক নাই, সকলেই প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গের ভিতর দিকে ধাবমান হইল।

শিবজী বিদ্যুৎগতিতে কিল্লাদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, সে প্রাসাদ অতিশয় কঠিন ও সুরক্ষিত। শিবজীর আদেশ অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই প্রাসাদ বেষ্টন করিল ও বাহিরের প্রহরী সকলকে হত করিল। শিবজী তখন বজ্রনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন,—দ্বার খুলিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ দাহ করিব! নির্ভীক পাঠান উত্তর করিলেন,—অগ্নিতে দাহ হইব, কিন্তু কাফেরের সম্মুখে দ্বার খুলিব না।

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়গণ মশাল আনিয়া দ্বারে জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল। উপর হইতে কিল্লাদার ও তাঁহার সঙ্গিগণ তীর নিক্ষেপ দ্বারা প্রাসাদে অগ্নিদান নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন। অনেক মহারাষ্ট্রীয় মশাল হস্তে ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু অগ্নি জ্বলিল।

প্রথমে দ্বার, গবাক্ষ, পরে কড়িকাষ্ঠ, পরে সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল। সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণ-নাদে আকাশের দিকে উত্থিত হইল, ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল। বহুদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতে ও উপত্যকা হইতে সেই আলোক দৃষ্ট হইল, সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল শিবজীর দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে

বীরের যাহা সাধ্য পাঠান কিল্লাদার রহমৎখাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে বীরের ন্যায় মরিতে বাকী ছিল। যখন গৃহ অগ্নি পূর্ণ হইল, রহমৎখাঁ ও সঙ্গিগণ লম্ফ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। এক এক জন এক এক মহাবীরের ন্যায় খড়্গচালনা করিতে লাগিলেন, সেই খড়্গ-চালনায় বহু মহারাষ্ট্রীয় হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেষ্টন করিল, তাহারা শত্রুর মধ্যে একে একে হত হইতে লাগিল। এক জন, দুইজন, দশজন হত হইল। রহমৎখাঁ আহত ও ক্ষীণ, কিন্তু তখনও সিংহবীর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া খড়্গ উত্তোলিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের আশা নাই, এরূপ সময় উচ্চৈঃস্বরে শিবজীর আদেশ শ্রুত হইল,—"কিল্লাদারকে বন্দী কর, বীরের প্রাণসংহার করিও না।" ক্ষীণ আহত আফগানের হস্ত হইতে শিবজীর সেনাগণ খড়্গ কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাসাদের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে, এমন সময় শিবজী দেখিলেন দুর্গের অপর দিকে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় প্রায় পাঁচশত আফগানসৈন্য সজ্জিত হইয়া পর্ব্বতে উঠিতেছে। শিবজী দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে যে একশত সেনাকে অপর পার্শ্বে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারা সেই দিকে গোল করাতে দুর্গের অধিকাংশ সেনা সেই দিকেই গিয়াছিল। চতুর মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্ষণেক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পর্ব্বতের তল পর্য্যন্ত সেই একশত মহারাষ্ট্রীয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, অপর দিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র গ্রাম, পর্ব্বত ও উপত্যকা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিয়া পুনরায় দুর্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। শিবজী অসংখ্যক সেনাকে পরাস্ত করিয়া দুর্গজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিলেন, পাঁচশত যোদ্ধা দ্রুতবেগে সেই পর্ব্বতদুর্গ আরোহণ করিতেছে। দেখিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল।

সুতীক্ষ্ণ নয়নে দেখিলেন, দুর্গের মধ্যে কিল্লাদারের প্রাসাদই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান; চারিদিকে প্রস্তরময় প্রাচীর, অগ্নিতে সে প্রাচীরের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। প্রাসাদের দ্বার ও গবাক্ষ জ্বলিয়া গিয়াছে, কোথায়ও বা ঘর পড়িয়া প্রস্তর স্তূপাকার হইয়াছে। তীক্ষ্ণনয়ন শিবজী মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিলেন, অধিক সংখ্যক সৈন্যের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার স্থল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর হইতে পারে না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে মনে সমস্ত ধারণা করিলেন। তন্নজী ও দুইশত সেনাকে সেই প্রাসাদে সন্নিবেশিত করিলেন, প্রাচীরের পার্শ্বে তীরন্দাজ রাখিলেন, দ্বার ও গবাক্ষের পার্শ্বে তীরন্দাজ রাখিলেন, ছাদের উপর বর্শাধারী যোদ্ধগণকে সন্নিবেশিত করিলেন। কোথাও প্রস্তর পরিষ্কার করিলেন, কোথাও অধিক প্রস্তর একত্র করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। তখন হাস্য করিয়া তন্নজীকে কহিলেন,—তন্নজী, শত্রুরা যদি এই প্রাসাদ আক্রমণ করে, তুমি ইহা রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু শত্রুকে এই স্থানে আসিতে দিবার পূর্ব্বেই বোধহয় পরাস্ত করা যাইতে পারে, তাহারা এখনও পর্ব্বত আরোহণ করিতেছে, এই সময়ে আক্রমণ করা উচিত। তন্নজী দুইশত সৈন্য সহিত এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমি একবার উদ্যোগ করিয়া দেখি।

তন্নজী। তন্নজী এস্থানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহারাষ্ট্রীয়ও এ স্থানে অবস্থিতি করিবে না! ক্ষত্রিয়রাজ! আপনি এই প্রাসাদ রক্ষা করুন, সমস্ত সুশৃঙ্খলা করুন। আগন্তুক শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিতে আপনার ভৃত্যেরা কি সক্ষম নহে?

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—তন্নজী! তোমার কথাই ঠিক! আমি সম্মুখে শত্রু দেখিয়া যুদ্ধ-লুব্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার পরামর্শই উৎকৃষ্ট, এই স্থানেই আমার থাকা কর্ত্তব্য। আমার হাবিলদারদিগের মধ্যে কে দুইশত মাত্র সেনা লইয়া ঐ আফগানদিগকে অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পরিবে?

পাঁচ সাত, দশ জন হাবিলদার একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে গোল করিয়া উঠিল। রঘুনাথ তাহাদের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শিবজী ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাহিয়া, পরে রঘুনাথকে দেখিয়া বলিলেন,—হাবিলদার! তুমি ইহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ, কিন্তু ঐ বাহুতে তুমি অসুরবীর্য্য ধারণ কর, অদ্য তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি রঘুনাথ! তুমিই অদ্য দুর্গবিজয় আরম্ভ করিয়াছ, তুমিই শেষ কর।

রঘুনাথ নিঃশব্দে ভূমি পর্য্যন্ত শির নমাইয়া দুইশত সেনার সহিত বিদ্যুৎগতিতে নয়নের বহির্গত হইলেন। শিবজী তন্নজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ঐ হাবিলদার রাজপুতজাতীয়, উহার মুখমণ্ডল ও আচরণ দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু হাবিলদার কখনও বংশের বিষয় একটী কথাও বলে না, আপন অসাধারণ সাহস সম্বন্ধে একটী গর্ব্বিত বাক্যও উচ্চারণ করে না। একদিন পুনায় রঘুনাথ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, অদ্য রঘুনাথই দুর্গবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিল। আমি এ পর্য্যন্ত কোনও পুরস্কার দিই নাই, কল্য রাজসভায় রাজা জয়সিংহের সম্মুখে রাজপুত হাবিলদারকে উচিত পুরস্কার দিব।

রঘুনাথজী যে কার্য্যের ভার লইলেন, তাহা সম্পন্ন করিলেন। আফগানগণ এখনও পর্ব্বত আরোহণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রাচীরের উপর হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ বর্শা নিক্ষেপ করিল, পরে "হর হর মহাদেও"

ভীষণনাদে যুদ্ধের উপক্রম করিল। সে যুদ্ধ হইল না। প্রাচীরের উপর মশালের আলোকে অসংখ্যক শত্রু দেখিয়া আফগানগণ দুর্গ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য জানিয়া পুনরায় পর্ব্বত অবতরণ করিয়া পলাইল। মাউলীগণ পশ্চাদ্ধাবন করিল, উন্মত্ত মাউলীদিগের অবারিত ছুরিকা ও খড়্গাঘাতে আফগানগণ নিপতিত হইতে লাগিল।

রঘুনাথ তখন উচ্চৈঃস্বরে আদেশ দিলেন,—পলাতককে যাইতে দাও, হত্যা করিও না, শিবজীর আদেশ পালন কর। যুদ্ধ শেষ হইল, আফগানগণ পর্ব্বত অবতরণ করিয়া পলাইল।

তখন রঘুনাথ দুর্গের প্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রহরী সংস্থাপন করিলেন, গোলা বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘরে আপন প্রহরী সন্নিবেশিত করিলেন, দুর্গের সমস্ত ঘর সমস্ত স্থান হস্তগত করিয়া সুরক্ষার আদেশ দিয়া শিবজীর নিকট যাইয়া শির নমাইয়া সমস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন।

যখন উষার রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইল, প্রাতঃকালের সুমন্দ শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, তখন সমস্ত দুর্গ শব্দশূন্য নিস্তব্ধ। যেন এই সুন্দর শান্ত পাদপমণ্ডিত পর্ব্বতশেখর যোগী ঋষির আশ্রম, যেন যুদ্ধের পৈশাচিক রব কখনও এস্থানে শ্রুত হয় নাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিজেতার পুরস্কার।

ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে য'য়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা বায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত।
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরদিন অপরাহ্ণে সেই দুর্গোপরি অপরূপ সভা সন্নিবেশিত হইল। রৌপ্য-বিনির্ম্মিত চারি স্তম্ভের উপর রক্তবর্ণের চন্দ্রাতপ, নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত রাজগদীর উপর রাজা জয়সিংহ ও রাজা শিবজী উপবেশন করিয়া আছেন। চারি পার্শ্বে সৈন্যগণ বন্দুক লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই বন্দুকের কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের পতাকা অপরাহ্ণের বায়ুহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। চারিদিকে শত শত লোক দিল্লীশ্বরের, জয়সিংহের ও শিবজীর জয়নাদ করিতেছে।

জয়সিংহ সহাস্যবদনে শিবজীকে বলিলেন—আপনি দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অবধি তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছেন। এ উপকার দিল্লীশ্বর কখনই বিস্মৃত হইবেন না, আপনার সকল চেষ্টায় জয় হইয়াছে।

শিবজী। যেখানে জয়সিংহ সেইখানেই জয়!

জয়সিংহ। বোধ করি আমরা শীঘ্রই বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিব, আপনি

এক রাত্রির মধ্যে এই দুর্গ অধিকার করিবেন তাহা আমি কখনই আশা করি নাই!

শিবজী। মহারাজ! দুর্গ-বিজয় বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছি। তথাপি যেরূপ অনায়াসে দুর্গ লইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, সেরূপ পারি নাই।

জয়সিংহ। কেন?

শিবজী। মুসলমানদিগকে সুপ্ত পাইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম সকলে জাগ্রৎ ও সসজ্জ! পূর্ব্বে কখনও দুর্গজয় করিতে আমার এত সৈন্য হত হয় নাই।

জয়সিংহ। বোধ করি এক্ষণ যুদ্ধের সময় বলিয়া রজনীতে সর্ব্বদাই শত্রুরা সসজ্জ থাকে।

শিবজী। সত্য, কিন্তু এত দুর্গ জয় করিয়াছি, কোথাও সৈন্যগণকে এরূপ প্রস্তুত দেখি নাই।

জয়সিংহ। শিক্ষা পাইয়া ক্রমেই সতর্ক হইতেছে। কিন্তু সতর্কই থাকুক আর নাই থাকুক, রাজা শিবজীর গতি রোধ করা অসাধ্য, শিবজীর জয় অনিবার্য্য!

শিবজী। মহারাজের প্রসাদে দুর্গ জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কল্য রজনীর ক্ষতি জীবনে পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণকারীর মধ্যে দুই তিন শত জনকে আমি আর এ জীবনে দেখিব না, সেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেনা বোধ হয় আর পাইব না। শিবজী ক্ষণেক শোকাকুল হইয়া রহিলেন। পরে বন্দিগণকে আনয়নের আদেশ করিলেন।

রহমৎখাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত, কল্যকার যুদ্ধের পর কেবল দুই এক শত বন্দীরূপে আছে। অন্য সমস্ত হত বা পলায়ন করিয়াছে। বন্দীদিগের হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বদ্ধ, তাহারা সভাসম্মুখে উপস্থিত হইল।

শিবজী আদেশ করিলেন,—সকলের হস্ত খুলিয়া দাও। আফগান সেনাগণ! তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা স্বাধীন। ইচ্ছা হয় দিল্লীশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হও, নচেৎ আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট চলিয়া যাও, আমার আদেশে কেহ তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না।

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না। সকল যুদ্ধে, সকল দুর্গবিজয়ের পর, তিনি বিজিতদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়াপ্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন, তাঁহার বন্ধুগণ কখন কখন তাঁহাকে এজন্য দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। শিবজীর সদাচরণে বিস্মিত হইয়া আফগানগণ অনেকেই দিল্লীশ্বরের বেতনভোগী হইতে স্বীকার করিল।

পরে শিবজী কিল্লাদার রহমৎখাঁকে আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারও হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বদ্ধ, তাঁহার ললাটে খড়্গের আঘাত, বাহুতে তীর বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হইয়াছে! বীর সদর্পে সভা-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সদর্পে শিবজীর দিকে চাহিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া স্বয়ং আসন ত্যাগ করিয়া খড়্গের দ্বারা হস্তের রজ্জু কাটিয়া ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—বীরবর! যুদ্ধের নিয়মা-

নুসারে আপনার হস্তদ্বয় বদ্ধ হইয়াছিল, আপনি এক রজনী বন্দীরূপে ছিলেন, আমার সে দোষ মার্জ্জনা করুন। আপনি এক্ষণে স্বাধীন। জয় পরাজয় ভাগ্যক্রমে ঘটে, কিন্তু আপনার ন্যায় যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইয়াছি।

রহমৎখাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তাহাতেও তাঁহার স্থির গর্ব্বিত নয়নের একটী পত্রও কম্পিত হয় নাই, কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ ভদ্রতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধসময়ে শত্রুমধ্যে কেহ কখনও রহমৎখাঁর কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অদ্য বৃদ্ধের দুই উজ্জ্বল চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। রহমৎখাঁ মুখ ফিরাইয়া তাহা মোচন করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—ক্ষত্রিয়রাজ! কল্য নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত হইয়াছিলাম, অদ্য আপনার ভদ্রাচরণে তদধিক পরাস্ত হইলাম। যিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধীশ্বর, যিনি পাদশাহের উপর পাদশাহ, জমীন ও আসমানের সুলতান, তিনি এইজন্য আপনাকে নূতন রাজ্য বিস্তারের ক্ষমতা দিয়াছেন।

জয়সিংহ। পাঠান-সেনাপতি, আপনারও উচ্চপদের যোগ্যতা আপনি প্রমাণ করিয়াছেন। দিল্লীশ্বর আপনার ন্যায় সেনা পাইলে আরও পদবৃদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বরকে কি লিখিতে পারি যে আপনার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইতে সম্মত হইয়াছেন?

রহমৎখাঁ। মহারাজ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন যাঁহার কার্য্য করিয়াছি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না। যতদিন এ হস্ত খড়্গ ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জন্য ধরিবে।

শিবজী। তাহাই হউক! আপনি অদ্য রাত্রি বিশ্রাম করুন, কল্য প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিয়া দিবে।

রহমৎখাঁ। ক্ষত্রিয়প্রবর আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন, আমি অভদ্রাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না। আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, সকলে প্রভুভক্ত নহে। কল্য দুর্গাক্রমণের গোপনানুসন্ধান আমি পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেইজন্যই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সসজ্জ ও প্রস্তুত ছিল। অনুসন্ধানদাতা আপনারই একজন সেনা; ইহার অধিক বলিতে পারি না, সত্য লঙ্ঘন করিব না। এই বলিয়া রহমৎখাঁ ধীরে ধীরে প্রহরিগণের সহিত প্রাসাদাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একেবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল" শরীর কাঁপিতে লাগিল; তাঁহার বন্ধুগণ বুঝিলেন এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া বৃথা; তাঁহার সৈন্যগণ বুঝিল অদ্য প্রমাদ উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদবস্থায় দেখিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া পরে সৈন্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,— এই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে, তোমরা কখন্ জানিয়াছিলে?

সৈন্যগণ উত্তর দিল,—এক প্রহর রজনীতে।

জয়সিংহ। তাহার পূর্ব্বে কেহই এ কথা জানিতে না?

সৈন্যগণ। রজনীতে কোন একটী দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে তাহা জানিতাম না।

জয়সিংহ। ভাল, কোন সময়ে তোমরা দুর্গে পৌছিয়াছিলে?

সৈন্যগণ। অনুমান দেড় প্রহর রজনীর সময়।

জয়সিংহ। উত্তম এক প্রহর হইতে দেড় প্রহর মধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে? কেহ অনুপস্থিত ছিল না? যদি হইয়া থাকে প্রকাশ কর। একজনের দোষের জন্য সহস্র জনের গ্লানি অনুচিত; তোমরা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে রাজা শিবজীর অধীনে যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বিদ্রোহী থাকে তাহাকেও আনিয়া দাও। যদি সে কল্য রজনীর যুদ্ধে মরিয়া থাকে তার নাম কর, অন্যায় সন্দেহে কেন সকলের নাম কলুষিত হইতেছে?

সৈন্যগণ তখন কল্যকার কথা স্মরণ করিতে লাগিল, পরস্পরে কথা কহিতে লাগিল, শিবজীর ক্রোধ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া শিবজী বলিলেন,—মহারাজ! অদ্য যদি সেই কপট যোদ্ধাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন, আমি চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব।

চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাজন্! কল্য এক প্রহর রজনীর সময় যখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমার অধীনস্থ একজন হাবিলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। যখন দুর্গতলে পঁহুছিলাম তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন।

শিবজী। সে কে, এখনও জীবিত আছে?

বিদ্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ! শিবজীর ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে, সভাতলে একটী সূচীকা পড়িলে বোধ হয় তাহার শব্দ শুনা যায়। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—"রঘুনাথজী হাবিলদার!"

সকলে নির্ব্বাক্, বিস্ময়স্তব্ধ!

চন্দ্ররাও একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চন্দ্ররাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতিতে ঈর্ষার ন্যায় ভীষণ বলবতী প্রবৃত্তি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠে দন্ত স্থাপন করিয়া চন্দ্ররাওকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে বলিলেন,—রে কপটাচারি। বৃথা এ কপট অভিযোগ করিতেছিস্! তোর নিন্দা রঘুনাথের যশোরাশি স্পর্শ করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু মিথ্যা নিন্দুকের শাস্তি সৈন্যেরা দেখুক।

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লৌহবর্ষা উত্তো-

লন করিয়াছেন, সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—মহারাজ! প্রভু চন্দ্ররাওয়ের প্রাণসংহার করিবেন না, তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার দুর্গতলে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

আবার সভাস্থল নিস্তব্ধ, সকলে নির্ব্বাক্ বিস্ময়স্তব্ধ!

শিবজী ক্ষণকাল প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি রঘুনাথ তুমি এই কার্য্য করিয়াছ? তুমি যে প্রাচীর লঙ্ঘনের সময় একাকী দুর্দ্দমনীয় তেজে অগ্রসর হইয়াছিলে, তুমি যে দুইশত মাত্র সেনা লইয়া পাঁচশত আফগানকে দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত হটাইয়া দিয়াছিলে, তুমি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিল্লাদারকে পূর্ব্বে আক্রমণ সংবাদ দিয়াছিলে?

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—প্রভু, আমি সে দোষে নির্দ্দোষী।

দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুণ যোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিষ্কম্প হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটী পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না। সভাস্থ সকলে এবং চারিদিকে অসংখ্য লোক রঘুনাথের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে, রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত, তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে স্ফীত হইতেছে! কল্য যেরূপ অসংখ্য শত্রুমধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অদ্য তদপেক্ষা অধিক সঙ্কট মধ্যে যোদ্ধা সেইরূপ বীর, সেইরূপ অবিচলিত।

শিবজী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—তবে কি জন্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন!

রঘুনাথকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া শিবজীর সন্দেহ বৃদ্ধি হইল, নয়নদ্বয় পুনরায় রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন,—কপটাচারিন্! এই জন্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলে। কিন্তু কুক্ষণে শিবজীর নিকট ছলনা চেষ্টা করিয়াছিলে।

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিতস্বরে বলিলেন,—রাজন্! ছলনা ও কপটাচরণ আমার বংশের রীতি নহে, বোধ হয় প্রভু চন্দ্ররাও তাহা জানিতে পারেন।

রঘুনাথের স্থিরভাব শিবজীর ক্রোধে আহুতিস্বরূপ হইল, তিনি কর্কশভাবে বলিলেন,—পাপিষ্ঠ! পরিত্রাণ চেষ্টা বৃথা! ক্ষুধার্ত্ত সিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন করিতে পার, কিন্তু শিবজীর জ্বলন্ত ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ নাই।

রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—আমি মহারাজের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করি না, মনুষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না, জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জ্জনা করুন।

ক্ষিপ্তপ্রায় শিবজী বর্শা উত্তোলন করিয়া বজ্রনাদে আদেশ করিলেন,—বিদ্রোহাচরণের শাস্তি প্রাণদণ্ড।

রঘুনাথ সেই বজ্রমুষ্টিতে তীক্ষ্ণ বর্শা দেখিলেন, তখনও সেই অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে, বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।

শিবজী আর সহ্য করিতে পারিলেন

না, অব্যর্থ মুষ্টিতে সেই বর্ষা কম্পিত হইতেছে, এরূপ সময়ে রাজা জয়সিংহ তাঁহার হস্তধারণ করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে বিকৃত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি জয়সিংহের প্রতিও সমুচিত সম্মান বিস্মৃত হইয়া কর্কশস্বরে কহিলেন,—হস্ত ত্যাগ করুন। রাজপুতদিগের কি নিয়ম জানি না, জানিতে চাহি না, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সনাতন নিয়ম, বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড। শিবজী সেই নিয়ম পালন করিবে।

জয়সিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—ক্ষত্রিয়রাজ! অদ্য যাহা করিবেন, কল্য তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না। এই যোদ্ধার অদ্য প্রাণদণ্ড করিলে চিরকাল সেজন্য অনুতাপ করিবেন! যুদ্ধব্যবসায়ে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, আমার মত গ্রহণ করুন, এ যোদ্ধা বিদ্রোহী নহে। কিন্তু সে বিচারে এক্ষণে আবশ্যক নাই; আপনি আমার সুহৃদ, সুহৃদের নিকট আমি এই রাজপুত যোদ্ধার প্রাণ ভিক্ষা করিতেছি। আমাকে ভিক্ষা দান করুন।

শিবজী জয়সিংহের ভদ্রতা দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন,—তাত! আমার পরুষবাক্য মার্জ্জনা করুন, আপনার কথা কখনও অবহেলা করিব না, কিন্তু শিবজী বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে তাহা কখনও মনে ভাবে নাই। হাবিলদার! রাজা জয়সিংহ তোমার জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিদ্রোহীর মুখদর্শন করিতে চাহে না।

রঘুনাথ সভাস্থল ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় শিবজী পুনরায় বলিলেন,—অপেক্ষা কর। দুই বৎসর হইল তোমার কোষের ঐ অসি আমিই তোমাকে দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীর হস্তে আমার অসির অবমাননা হইবে না। প্রহরিগণ! অসি কাড়িয়া লও, পরে বিদ্রোহীকে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দাও।

রঘুনাথের যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, রঘুনাথ সে সময়ে অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু প্রহরিগণ যখন অসি কাড়িয়া লইতেছিলেন তখন তাঁহার শরীর কম্পিত হইল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইল। কিন্তু তিনি সে উদ্বেগ সংযম করিলেন, শিবজীর দিকে একবার চাহিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত শির নমাইয়া নিঃশব্দে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জগৎ আবৃত করিতেছে, একজন পথিক একাকী নিঃশব্দে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করিলেন। প্রান্তর পার হইলেন, একাকী গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেটী পার হইয়া আর একটী প্রান্তরে আসিলেন। অন্ধকার গভীরতর হইল, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে, তাহার পর আর কেহ সে পথিককে দেখিতে পাইল না।

—:○:—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

চন্দ্ররাও জুমলাদার।

আমা হইতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ,
হৃদে জ্বলে হলাহল।————

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

চন্দ্ররাও জুমলাদারের সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অসাধারণ বীর্য্য, অসাধারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাঁহার বয়স রঘুনাথ অপেক্ষা ৫। ৬ বৎসর অধিকমাত্র, কিন্তু দূর হইতে দেখিলে সহসা তাঁহাকে ৪০ বৎসরের লোক বলিয়া বোধ হয়। প্রশস্ত ললাটে এই বয়সেই দুই একটী চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, মস্তকের কেশ দুই একটী শুক্ল। নয়ন ক্ষুদ্র ও অতিশয় উজ্জ্বল। চন্দ্ররাওকে যাঁহারা বিশেষ করিয়া জানিতেন, তাঁহারা বলিতেন যে চন্দ্ররাওয়ের তেজ ও সাহস যেরূপ দুর্দ্দমনীয়, গভীর দূরদর্শী চিন্তা এবং ভীষণ অনিবার্য্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাও সেইরূপ। সমস্ত মুখমণ্ডলে এই দুইটী ভাব বিশেষরূপে ব্যক্ত হইত। দেহ যেন লৌহনির্ম্মিত, যাঁহারা চন্দ্ররাওয়ের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় ক্রোধ, গভীর বুদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা কখনই সেই অল্পভাষী স্থিরপ্রতিজ্ঞ জুমলাদারের সহিত বিবাদ করিতেন না। এ সমস্ত ভিন্ন চন্দ্ররাওয়ের আর একটী গুণ বা দোষ ছিল, তাহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না। বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার হৃদয় দিবারাত্র জ্বলিত। অসাধারণ বুদ্ধিসঞ্চালনে তিনি আত্মোন্নতির পথ আবিষ্কার করিতেন, অতুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবলম্বন করিতেন, খড়্গহস্তে সেই পথ পরিষ্কার করিতেন। শত্রু হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দ্দোষী হউক, অপরাধী হউক বা পরম উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে যিনি পড়িতেন, উচ্চাভিলাষী চন্দ্ররাও নিঃসঙ্কোচে পতঙ্গবৎ তাঁহাকে পদদলিত করিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিতেন। অদ্য বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিষ্কার করিলেন। এরূপ অসাধারণ পুরুষের পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের বংশবৃত্তান্তও কিছু কিছু জানিতে পারিব।

চন্দ্ররাও তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেন না। রাজা যশোবন্তসিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতিসিংহ চন্দ্ররাওকে বাল্যকালে লালনপালন করিয়াছিলেন! অনাথ বালক গজপতির গৃহের কার্য্য করিত, গজপতির পুত্রকন্যাকে যত্ন করিত, অথবা গজপতির সহিত যুদ্ধে যুদ্ধে ফিরিত।

যখন চন্দ্ররাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষমাত্র তখন গজপতি তাঁহার গভীর চিন্তা, দুর্দ্দমনীয় তেজ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজপুত্র রঘুনাথের ন্যায় চন্দ্ররাওকে ভালবাসিতেন ও এই কোমল বয়সেই আপন অধীনে সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত করেন।

সৈনিকের ব্রতধারণ করিয়া অবধিই চন্দ্ররাও দিন দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধৃগণও বিস্মিত হইত। যুদ্ধে যে স্থানে অতিশয় বিপদ্,—যে স্থানে শত্রু ও মিত্রের শব রাশীকৃত হইতেছে, যে স্থানে ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যেস্থানে বিজেতার হুঙ্কারে ও আর্ত্তের আর্ত্তনাদে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে,—তথায় অন্বেষণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের অল্পভাষী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালককে তথায় পাইবে। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যে স্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইয়া রজনীতে গীত বাদ্য করিতেছে, হাস্য ও আমোদ করিতেছে, চন্দ্ররাও তথায় নাই। অল্পভাষী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরে অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিয়াছে, অথবা কুঞ্চিত ললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সায়ংকালে পদচারণ করিতেছে। চন্দ্ররাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইল, তিনি এক্ষণে অজ্ঞাত রাজপুত শিশু নহেন। তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছে, গজপতিসিংহের অধীনস্থ সমস্ত সেনার মধ্যে চন্দ্ররাও এক্ষণে একজন অসাধারণ তেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। মর্য্যাদাবৃদ্ধির সহিত চন্দ্ররাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও গর্ব্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

একদিন একটী যুদ্ধে চন্দ্ররাও গজপতিকে পরম বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। গজপতি যুদ্ধের পর চন্দ্ররাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন,—চন্দ্ররাও! অদ্য তোমার সাহসেই আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে; ইহার পুরস্কার তোমাকে কি দিতে পারি?

চন্দ্ররাও মুখ অবনত করিয়া বিনীতভাবে রহিলেন।

গজপতি সস্নেহে বলিলেন,—মনে ভাবিয়া দেখ, যাহা ইচ্ছা হয় প্রকাশ করিয়া বল। অর্থ, ক্ষমতা, পদবৃদ্ধি, চন্দ্ররাও! তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই।

তখন চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইয়া বলিলেন,—রাজপুত বীর কখনও অঙ্গীকার অন্যথা করেন না জগতে বিদিত আছে। বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ দিন।

সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ! গজপতির মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইল, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক নিষ্কোষিত হইল। কিন্তু সে ক্রোধ কথঞ্চিৎ সংযম করিয়া গজপতি উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—, অঙ্গীকার পালনে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তোমার মহারাষ্ট্রদেশে জন্ম, রাজপুতদুহিতাদিগের মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর সহিত পর্ব্বতকন্দরে ও জঙ্গল মধ্যে থাকিবার অভ্যাস নাই। অগ্রে লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ কর, জঙ্গলকুটীরের পরিবর্ত্তে দুর্গ প্রস্তুত কর, দস্যুর পরিবর্ত্তে যোদ্ধার নাম গ্রহণ কর, তৎপরে রাজপুতদুহিতার বিবাহ কামনা জানাইও। এখন অন্য কোন্ বাঞ্ছা আছে?

চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—অন্য কোন বাঞ্ছা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে প্রভুকে জানাইব।

সভা ভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল, উদারচেতা গজপতি, চন্দ্ররাওয়ের প্রতি ক্রোধ অচিরাৎ বিস্মৃত হইলেন, সে দিনকার কথা বিস্মৃত হইলেন।

চন্দ্ররাও সে কথা বিস্মৃত হইলেন না, সেই দিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপন শিবিরে পদচারণ করিতে লাগিলেন। শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা অপেক্ষা দুর্ভেদ্য অন্ধকার চন্দ্ররাওয়ের হৃদয় ও ললাটে বিরাজ করিতেছিল।

দুই দণ্ডের পর চন্দ্ররাও একটী দীপ জ্বালিলেন, একখানি পুস্তকে সযত্নে কি লিখিলেন। পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার বন্ধ করিলেন। ঈষৎ বিকট হাস্য মুখমণ্ডলে দেখা গেল। তাঁহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—চন্দ্র কি লিখিতেছ? চন্দ্ররাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—কিছু নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি তাহাই লিখিতেছি।

বন্ধু চলিয়া গেল, চন্দ্ররাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেটী যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্ররাও একটী ঋণের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নির্ব্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরংজীবের সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী সন্নিধানে মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতিসিংহ হত হয়েন, "মাধবীকঙ্কণ" নামক উপন্যাসের পাঠক তাহা অবগত আছেন।

গজপতির অনাথ বালক ও বালিকা মাড়ওয়ার হইতে পুনরায় মেওয়ার প্রদেশে সূর্য্যমহল নামক দুর্গে যাইতেছিল। রঘুনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নয় বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল একমাত্র পুরাতন ভৃত্য। পথিমধ্যে একদল দস্যু সেই ভৃত্যকে হত্যা করিয়া বালকবালিকাকে মহারাষ্ট্র দেশে লইয়া যাইল। বালক অল্পবয়সেই তেজস্বী, রজনীযোগে দস্যুদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে দস্যুপতি বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্ররাও!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্ররাওয়ের মনোরথ কতক পরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে কিছু অর্থ আনিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ জায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্র দেশে একজন সমাদৃত সম্ভ্রান্ত লোক হইলেন। চন্দ্ররাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ অবিশ্বাস করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত গজপতিসিংহের একমাত্র দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন, সকলে দেখিতে পাইল। তাঁহার সাহস ও বিক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জুমলাদারের পদ দিলেন, তাঁহার বিপুল অর্থ ও জায়গীর দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সমাদর করিলেন। দিনে দিনে চন্দ্ররাওয়ের যশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এমন সময় কুক্ষণে বালক রঘুনাথ তাঁহার উন্নতির পথে আসিয়া পড়িল। জুমলাদার অচিরে পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীবাই।

স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার বেদ বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অন্যজন,
কেহ নহে সুখ মোক্ষদাতা॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ দস্যুবেশী চন্দ্ররাও দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজস্থান হইতে মহারাষ্ট্রদেশে নীত হইয়াছিলেন। একদিন রজনীযোগে তিনি পলায়ন করেন, পর্ব্বতকন্দরে, বনমধ্যে, প্রান্তরে, বা গৃহস্থের বাটীতে কয়েক দিন লুক্কায়িত থাকেন, সুন্দর অনাথ অল্পবয়স্ক বালককে দেখিয়া কেহই মুষ্টিভিক্ষা দিতে পরাঙ্মুখ হইত না।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর রঘুনাথ নানা স্থানে নানা কষ্টে অতিবাহিত করিল। সংসারস্বরূপ অনন্ত সাগরে অনাথ বালক একাকী ভাসিতে লাগিল! নানা দেশে পর্য্যটন করিল, নানা লোকের নিকট ভিক্ষা বা দাসত্বরৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিল। পূর্ব্ব গৌরবের কথা, পিতার বীরত্ব ও সম্মানের কথা বালকের মনে সর্ব্বদাই জাগরিত হইত, কিন্তু অভিমানী বালক সে কথা, সে দুঃখ কাহাকেও বলিত না। কখন কখন দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিলে নিঃশব্দে প্রান্তরে বা পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি উপবেশন করিয়া একাকী প্রাণ ভরিয়া রোদনকরিত, পুনরায় চক্ষের জল মোচন করিয়া স্বকার্য্যে যাইত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব হৃদয়ে যেন আপনিই জাগরিত হইতে লাগিল। অল্পবয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন কখন প্রভুর শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ করিত, প্রভুর অসি কোষে ঝুলাইত! সন্ধ্যার সময় প্রান্তরে বসিয়া দেশীয় চারণদিগের গান উচ্চৈঃস্বরে গাইত, নৈশ পথিকেরা পর্ব্বত-গুহায় সংগ্রামসিংহ বা প্রতাপের গীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স তখন রঘুনাথ শিবজীর কীর্ত্তি, শিবজীর উদ্দেশ্য, শিবজীর বীর্য্যের কথা চিন্তা করিতেন। রাজস্থানের ন্যায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দক্ষিণদেশে হিন্দু-রাজ্য বিস্তার করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট যাইয়া একটী সামান্য সেনার কার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অদ্বিতীয়, কয়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন, একটী হাবিলদারী পদে নিযুক্ত করিলেন, ও তাহার কয়েক দিবস পরেই তোরণদুর্গে পাঠাইলেন। পথে রঘুনাথের সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম রঘুনাথ সিংহ; কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে হাবিলদারী কার্য্য পাওয়া অবধি সকলে তাঁহাকে রঘুনাথজী হাবিলদার বলিয়া ডাকিত।

রঘুনাথ হাবিলদারী পদ পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। রঘুনাথের শিবজীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্ররাও জুমলাদারের অধীনে একজন হাবিলদারের মৃত্যু হয়,

তাহারই পর রঘুনাথ প্রাপ্ত হয়েন। রঘুনাথ চন্দ্ররাওকে পিতার পুরাতন ভৃত্য ও আপন বাল্যসুহৃৎ বলিয়া চিনিলেন, তাঁহাকে দস্যু বা ভগিনীপতি বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং তিনি সানন্দে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইলেন। চন্দ্ররাও রঘুনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অল্পভাষী জুমলাদারের ললাট অদ্য পুনরায় কুঞ্চিত হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বিক্রমের যশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল, চন্দ্ররাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। চন্দ্ররাওয়ের স্থির প্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইত না, গভীর মন্ত্রণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অদ্য রঘুনাথজী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিদ্রোহী কপটাচারী বলিয়া শিবজীর কার্য্য হইতে দূরীভূত হইলেন।

চন্দ্ররাও ও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী যাইলেন। পাঠক! চল আমরাও একবার বড়লোকের বাটী সভয়ে প্রবেশ করি।

জুমলাদার বাটী আসিলে, বহির্দ্বারে নহবৎ বাজিতে লাগিল, অসংখ্য দাস দাসী সম্মুখে আসিল, অনেক প্রতিবেশি সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, অচিরে চন্দ্ররাওয়ের আগমন বার্ত্তা সমগ্র দেশে রাষ্ট্র হইল। জুমলাদারের বাটীর অন্তঃপুরে ধুমধাম পড়িয়া গেল, সেই ধুমধামের মধ্যে শান্ত নয়ন ক্ষীণাঙ্গী লক্ষ্মীবাই নীরবে স্বামীর অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই যথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপা, শান্ত, ধীর, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা; বাল্যকালে পিতার আদরের কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোমল বয়সে বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে অল্পভাষী কঠোরস্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বৃক্ষ হইতে উৎপাটিত কোমল পুষ্পের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে দুটা কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে? বালিকা পূর্ব্বকথা স্মরণ করিত, পিতার কথা স্মরণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথা স্মরণ করিত, আর গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিত।

শোকে পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের হৃদয় ও মন সহিষ্ণু হয়। বালিকা দুই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন, স্বামীর সেবায় রত হইলেন। হিন্দু রমণীর পতি ভিন্ন আর কি গতি আছে? স্বামী যদি সহৃদয় ও সদয় হয়েন নারী আনন্দে ভাসিয়া তাঁহার সেবা করেন, স্বামী নির্দ্দয় ও বিমুখ হইলেও নারীর পতিসেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? কিন্তু যদিও চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে অভিমান, জিঘাংসা ও উচ্চাভিলাষ বিরাজ করিত, তথাপি তিনি অসহায় নারীর প্রতি নির্দ্দয় ছিলেন না। নম্রমুখী, নম্রহৃদয়া লক্ষ্মীবাইয়ের পরিচর্য্যায় চন্দ্ররাও তুষ্ট হইতেন; যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হইলে পতিপরায়ণা লক্ষ্মীবাইয়ের নিকটে আসিয়া শান্তি লাভ করিতেন; লক্ষ্মীবাইয়ের স্নিগ্ধ কথাগুলি শুনিয়া তাঁহাকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিতেন। লক্ষ্মীবাই তখন জগতের মধ্যে আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন, স্বামীর সামান্য যত্নে তিনি পুলকিত হইতেন, স্বামীর একটী মিষ্ট কথায় তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইত।

যে পুষ্পচারাটীকে উদ্যান হইতে আনিয়া গৃহমধ্যে অন্ধকারে রাখা যায়, সে চারাটী গৃহমধ্যস্থ একটী আলোকরেখার দিকে কত পুলকের সহিত ধায়!

এইরূপে সংসার-কার্য্য ও পতিসেবায় এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, ধীর শান্ত লক্ষ্মী যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি শান্ত, নিরুদ্বেগ! লক্ষ্মী পূর্ব্বের কথা প্রায় ভুলিয়া গেলেন, অথবা যদি সায়ংকালে কখন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত, বাল্যকালের সুখ বাল্যকালের ক্রীড়া ও প্রাণের ভ্রাতা রঘুনাথের কথা মনে হইত, যদি নিঃশব্দে দুই এক বিন্দু অশ্রু সেই সুন্দর রক্তশূন্য গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া যাইত, লক্ষ্মী সে অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া পুনরায় গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

অদ্য চন্দ্ররাও আহারে বসিয়াছেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম এক্ষণে সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়, কিন্তু ঈষৎ ক্ষীণ। ভ্রূযুগল কি সুন্দর ও সুচিক্কণ, যেন সেই পরিষ্কার শান্ত ললাটে তুলী দ্বারা অঙ্কিত। শান্ত, কোমল, কৃষ্ণ নয়ন দুটীতে যেন চিন্তা আপনার আবাসস্থান করিয়াছে। গণ্ডস্থল সুন্দর, সুচিক্কণ কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ; সমস্ত শরীর শান্ত ও ক্ষীণ। যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকশিত রহিয়াছে, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা, উন্মত্ততা কৈ? আহা! রাজস্থানের এই অপূর্ব্ব পুষ্পটী মহারাষ্ট্রে সৌন্দর্য্য ও সুঘ্রাণ বিতরণ করিতেছে, কিন্তু জীবনাভাবে ঈষৎ শুষ্ক। লক্ষ্মীবাইয়ের চারু নয়ন, সুদীর্ঘ কেশভার, কোমল বাহুদ্বয় ও কোমল দেহলতায় মুক্তার লাবণ্য আছে, কিন্তু হীরকের উজ্জ্বল কিরণ নাই।

এক দিন চন্দ্ররাও লক্ষ্মীকে জানাইয়াছিলেন যে, তোমার ভ্রাতা আমার অধীনে হাবিলদার হইয়াছে ও যশোলাভ করিয়াছে। কথাটী সাঙ্গ হইলে চন্দ্ররাওয়ের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া লক্ষ্মীর মনে সন্দেহ হইয়াছিল।

আর একদিন স্বামীর দুই একটী মিষ্টবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর পদযুগলের নিকট বসিয়া বলিলেন,—দাসীর একটী নিবেদন আছে কিন্তু বলিতে ভয় করে।

চন্দ্ররাও শয়ন করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন, নম্রমুখীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—কি বল না। তোমার নিকট আমার অদেয় কি আছে?

লক্ষ্মী বলিলেন,—আমার ভ্রাতা বালক, অজ্ঞান।

চন্দ্ররাওয়ের মুখ গম্ভীর হইল।

লক্ষ্মী সে আপনার ভৃত্য, আপনারই অধীন।

চন্দ্ররাও। না, সে আমা অপেক্ষাও সাহসী বলিয়া পরিচিত।

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন, তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে, —চন্দ্ররাও রঘুনাথের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ! ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন,—বালক যদিও দোষ করে, আপনি না মার্জ্জনা করিলে কে করিবে?

চন্দ্ররাওয়ের ললাটে আবার সেই মেঘচ্ছায়া দেখা গেল। লক্ষ্মী স্বামীকে

জানিতেন, সে কথা আর উল্লেখ করিলেন না।

তাহার পর চন্দ্ররাও অদ্য প্রথম বাটী আসিয়াছেন। রঘুনাথের যাহা ঘটিয়াছে লক্ষ্মী তাহা জানেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় চিন্তাকুল। তিনি মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী নিদ্রিত হইলে ভৃত্যদিগের নিকট ভ্রাতার সংবাদ লইবেন মনে স্থির করিয়াছিলেন।

চন্দ্ররাওয়ের আহার সমাপ্ত হইল, তিনি শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষ্মী তাম্বুল হস্তে তথায় যাইলেন। দেখিলেন স্বামীর ললাট চিন্তাযুক্ত। লক্ষ্মী তাম্বুল দিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্ররাও সতর্কভাবে দ্বাররুদ্ধ করিলেন।

ধীরে ধীরে একটী গুপ্তস্থান হইতে চন্দরাও বাক্স বাহির করিলেন, সেটী খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন, দেখিতে হিসাবের পুস্তক। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে গজপতি কর্ত্তৃক যে দিন সভায় অবমানিত হইয়াছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে একটী ঋণের কথা লিখিয়াছিলেন, সেই পাত খুলিলেন, সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে ;—

"মহাজন..................গজপতি ;
ঋণ......................অবমাননা ;
পরিশোধ..............তাঁহার শোণিতে,
তাঁহার বংশের অবমাননায়।"

একবার, দুইবার এই অক্ষরগুলি পড়িলেন, ঈষৎ হাস্য সেই বিকট মুখমণ্ডলে দেখা দিল, সেইস্থানে লিখিলেন—

"অদ্য পরিশোধ হইল।"

তারিখ দিয়া পুস্তক বন্ধ করিলেন।

দ্বার উদঘাটন করিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী ভক্তিভাবে স্বামীর নিকটে আসিলেন। চন্দ্ররাও লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—অনেক দিনের একটী ঋণ অদ্য পরিশোধ করিয়াছি।

লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঈশানী-মন্দিরে।

হেরিয়া অদূরে
সাগর, ফলে তার চণ্ডীর দেউল।

মধুসূদন দত্ত।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চন্দ্ররাওয়ের বাটী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটী মন্দির ছিল। অনতিউচ্চ একটী পর্ব্বত-শৃঙ্গে সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির সম্মুখে প্রস্তররাশি সোপানরূপে খোদিত ছিল, নীচে একটী পর্ব্বততরঙ্গিণী কুল্ কুল্ শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল হইতে অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্যজলে স্নাত হইয়া সোপানারোহণ পূর্ব্বক ঈশানীর পূজা দিত, অদ্য পর্য্যন্তও মন্দিরের গৌরব বা যাত্রীসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ বহু পুরাতন বৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাভাগেও সেই বিশাল বৃক্ষশ্রেণী ঈষৎ অন্ধকার করিত, সেই সুস্নিগ্ধ

য়াতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্যময় সুস্নিগ্ধ স্থান দেখিলেই বোধ হয় যেন তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদ্রেক হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণ-বেদ বা দেবমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপবৃন্দ শ্রবণ করে নাই। বহু যুদ্ধ ও আহবে মহারাষ্ট্রদেশ ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কেহই এই ক্ষুদ্র প্রশান্ত পর্ব্বতমন্দির বিগ্রহের রবে কলুষিত করে নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় উদ্বেগ-পরিপূর্ণ, প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উন্মত্ততার অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। রোষে, জিঘাংসায়, বিষাদে, অদ্য রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ হইতেছিল

অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না। রঘুনাথ উন্মত্ত প্রায়! এ ভীষণ চিন্তার আশু উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনাশক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে। প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক! এই বিষম সংসারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে! উন্মত্ততাই কত শত হতভাগার আরোগ্য! কত সহস্র হতভাগা এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না!

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন। আহা! সেই সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শান্ত নিশীথে শান্ত কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ-গগন-মণ্ডলে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল। সেই পুণ্য কথা শান্ত নৈশ কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপকেও যেন সচেতন করিতে লাগিল। শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতূহলে পান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানব-হৃদয় শান্তি-রসে বিগলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুন্দর বঙ্গদেশে, তুষারপূর্ণ পর্ব্বতবেষ্টিত কাশ্মীরে, বীরপ্রসূ রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র-ভূমিতে, সাগর প্রক্ষালিত কর্ণাট ও দ্রাবিড়ে কত সহস্র বৎসর অবধি এই গীত ধ্বনিত হইতেছে! যেন চিরকালই এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ শিক্ষা কখনই বিস্মৃত না হই। গৌরবের দিনে এই অনন্ত গীত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, হস্তিনা অযোধ্যা, মিথিলা, কাশী, মগধ, উজ্জয়িনী, প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও যশে প্লাবিত করিয়াছিল। দুর্দ্দিনে এই গীত গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ ধর্ম্মরক্ষার্থ হৃদয়ের শোণিত দিয়াছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরাকালের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্ব্বল হিন্দুদিগের আশ্বাসের স্থল এই পূর্ব্ব গীত মাত্র, যেন বিপদে বিষাদে, দুর্ব্বলতায় আমরা পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত না হই, যতদিন জাতীয় জীবন থাকে

যেন হৃদয়-স্বপ্ন এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে।

নব্য পাঠক! তুমি ইলিয়ড ও ইনিয়দ পাঠ করিয়াছ, দান্তে ও সেক্সপীয়র, গেতে ও হিউগো পাঠ করিয়াছ, সাদী ও ফরদৌসী পাঠ করিয়াছ, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর, হৃদয়ের অন্তরে কোন্ কথাগুলি সরলভাবপূর্ণ বোধ হয়? হৃদয় কোন্ কথায় অধিকতর আলোড়িত, প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মাচার্য্যের অপূর্ব্ব বীরত্বকথা! দুঃখিনী সীতার অপূর্ব্ব পতিব্রতা-কথা! হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, এ কথা যেন হিন্দুজাতি কখনও বিস্মৃত না হয়!

পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

শান্তকাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সঙ্গীত রঘুনাথের উত্তপ্ত ললাটে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শান্তি সেচন করিতে লাগিল। হতভাগার উন্মত্ততা ক্রমে হ্রাস পাইল, সেই মহৎ কথার নিকট আপনার শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র বোধ হইল! ক্রমে চিন্তাহারিণী নিদ্রা রঘুনাথকে অঙ্কে গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শ্রান্ত অবসন্ন-শরীর সেই বৃক্ষমূলে শায়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছেন? দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন যশোবিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছেন? হায় রঘুনাথের জীবনের সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে, সে চিন্তা শেষ হইয়াছে। মরীচিকা-পূর্ণ সংসারের সে মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন? দুর্গ জয় করিতেছেন? যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন? রঘুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, এই অন্ধকার রজনীতে শ্রান্ত বন্ধুহীন যুবকের হৃদয়ে বহু দিনের কথা পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতির ন্যায় জাগরিত হইতেছে! শোকভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা ও সুখ আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বন্ধুহীন জনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সেই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীর্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দূর সূর্য্যমহলে ক্রীড়া করিতেন, হাস্য-ধ্বনিতে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শান্ত, ধীর প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল, আহা! সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর জীবনে দেখিতে পাইবেন? আজি সে সোণার সংসার কোথায়, সে প্রফুল্ল সুখের জগৎ কোথায়, সে হৃদয়ের সহোদরা কোথায়? নিদ্রিতের

মুদিত নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু ভূমিতে পড়িয়া পড়িল।

মুদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর পুনি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন মুদিত করিলেন। কি দেখিলেন? হইল বসিয়া যেন লক্ষ্মী স্বয়ং ভ্রাতার শিরোদেশ আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতল হস্ত ভ্রাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতেছেন, সহোদরার স্নেহপূর্ণ নয়ন যেন সহোদরের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আহা! বোধ হইল যেন শোকে বা চিন্তায় লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখখানি ঈষৎ শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটী সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, স্নিগ্ধ, কিন্তু চিন্তার আবাসস্থান!

রঘুনাথ নয়ন মুদিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিলেন, বলিলেন,—ভগবন্‌, অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন বৃথা আশায় হৃদয় ব্যথিত করিতেছ? আমি যেন উন্মত্ত না হই।

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিমুক্ত হইল। রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন, এ স্বপ্ন নহে, তাঁহার প্রাণের সহোদরাই তাঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন।

রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটী আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না; নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সেই তরুণ যোদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কি এজীবনে আবার দেখিতে পাইলাম? অশ্রু দুঃখ দূর হউক, লক্ষ্মী! তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এ জীবনে আর কিছু চাহে না।

লক্ষ্মীও শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিলেন। আহা! এ ক্রন্দনে যে সুখ, জগতে কি বস্তু আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে, যাহা অভাগাগণ সে সুখের নিকট তুচ্ছ জ্ঞান না করে?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেকক্ষণ বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন। বহুদিনের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, সুখের লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয়ে উথলিতে লাগিল, থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় উভয়ের হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ভগিনীর ন্যায় এ জগতে আর স্নেহময়ী কে আছে, ভ্রাতৃস্নেহের ন্যায় আর পবিত্র স্নেহ কি আছে? আমরা সে ভালবাসা বর্ণন করিতে অশক্ত, পাঠক, ক্ষমা কর।

অনেকক্ষণ পরে দুই জনের হৃদয় শান্ত হইল। তখন লক্ষ্মী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলিলেন,—ঈশানীর ইচ্ছায় কত অনুসন্ধানের পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম, আহা, আজ আমার কি পরম সুখ, দুঃখিনীর কপালে কি এত সুখ ছিল? ভাই, এই শীতল বাতাসে আর থাকিলে তোমার অসুখ হইবে, চল মন্দিরের ভিতর

যাই, আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।

ভ্রাতা ভগিনী মন্দির-অভ্যন্তরে আসিলেন, লক্ষ্মী একটী স্তম্ভের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, শ্রান্ত রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ লক্ষ্মীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্ব্বকথা কহিলেন।

ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন। দস্যু হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া অনাথ বালক কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। কখন মহারাষ্ট্রীয় কৃষকদিগের সহিত চাস করিতেন, কখন গো বৎস বা মেষপাল রক্ষা করিতেন, মেষের সঙ্গে পর্ব্বতে, উপত্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন, বা নির্জ্জনে বসিয়া চারণদিগের গীত গাইতেন। কখন সায়ংকালে নদীকূলে একাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই গীত গাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছেন, কখন প্রত্যূষে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন। পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ-প্রদেশে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছেন, অবশেষে এক জন মহারাষ্ট্রীয় সেনানীর অধীনে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত রঘুনাথের যুদ্ধ-ব্যবসায়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অবশেষে মহানুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন। আজি তিন বৎসর হইল সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন তিনি কার্য্যে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু প্রভু শিবজীর অযথা সন্দেহে অপমানিত হইয়া দেশে দেশে নিরাশ্রয় ভ্রমণ করিতেছেন! এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য নাই, পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণ দান করিয়া এ অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

ভ্রাতার দুঃখকাহিনী শুনিতে শুনিতে স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অবারিত অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি নিজের শোক সহ্য করিতে পারেন, ভ্রাতার দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন। যখন সে কথা শেষ হইল, কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়া আপনার কি পরিচয় দিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্ররাওয়ের নাম করিলেন না, ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন,—মহারাষ্ট্রদেশে আসিবার অনতিকাল পরেই একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র জায়গীরদার তাঁহাকে বিবাহ করেন। নারী স্বামীর নাম করে না, কি গগনের শশধরের নামই তাঁহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা ও গৌরবজ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষ্মী সুখে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অনুগ্রহ করেন, সে অনুগ্রহে দাসী সুখে আছেন। এ জীবনে তাঁহার আর কোন বাসনা নাই, কেবল প্রাণের ভাইকে সুখে থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়। রঘুনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য কতক চেষ্টা করিতেছেন! অদ্য সেই কামনায় মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়া-

মুদিত ... লেন, সহসা মন্দির পার্শ্বে বৃক্ষমূলে ...ণের ভাইকে পুনরায় পাইলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার হৃদয়ের শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের ব্যথা জানিতেন। লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সান্ত্বনা করিতে জানিতেন। সহিষ্ণু হইয়া নিজ দুঃখ সহ্য করা, সান্ত্বনা দিয়া পরের দুঃখ দূর করা, এই নারীর ধর্ম্ম।

অনেক প্রকার প্রবোধবাক্য দিয়া ভ্রাতার মন শান্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—আমাদিগের জীবনই এইরূপ, সকল দিন সমান থাকে না। ভগবান্ যে সুখ দেন তাহা আমরা ভোগ করি, যদি একদিন দুঃখ পাই তাহা কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব? মানবজন্মই দুঃখময়, যদি আমরা দুঃখ সহ্য না করিব তবে কে করিবে? সুদিন দুর্দ্দিন সকলেরই আছে, দুর্দ্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম করিয়া নিজ শোক বিস্মৃত হই। তিনিই এক দিন পিত্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন। ভাই! এ নৈরাশ দূর কর, এরূপ অবস্থায় থাকিলে শরীর কত দিন থাকিবে? আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে মনুষ্য-জীবন কত দিন থাকে?

রঘুনাথ। থাকিবার আবশ্যক কি? যে দিন বিদ্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না কি জন্য?

লক্ষ্মী। তোমার ভগিনী লক্ষ্মীকে চিরদুঃখিনী করিবে এই কি ইচ্ছা? দেখ ভাই, আমার আর এ জগতে কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎসংসারে কেহ নাই। তুমিও কি দুঃখিনী লক্ষ্মীর প্রতি সমস্ত মমতা ভুলিলে? বিধাতা কি এ হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ হইলেন?

রঘুনাথ। লক্ষ্মী! তুমি আমাকে ভালবাস তাহা জানি, তোমাকে যেদিন কষ্ট দিব সেদিন যেন ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু ভগিনি! এজীবনে আর আমার সুখ নাই, তুমি স্ত্রীলোক সৈনিকের শোক বুঝিবে কিরূপে? জীবন অপেক্ষা আমাদিগের সুনাম প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা কলঙ্ক ও অপযশ সহস্রগুণে কষ্টকর! সেই কলঙ্কে রঘুনাথের নাম কলঙ্কিত হইয়াছে!

লক্ষ্মী। তবে সেই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় কেন বিমুখ হও? মহানুভব শিবজীর নিকট যাও, তাঁহার ক্রোধ দূর হইলে তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনিবেন, তোমার দোষ নাই, বুঝিবেন।

রঘুনাথ উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিলেন, পিতার অভিমান, পিতার দর্প, পুত্রে বর্ত্তমান। তিনি প্রাণ থাকিতে এরূপ আবেদন করিবেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী ভ্রাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া পুনরায় বলিলেন,—মার্জ্জনা কর, আমি স্ত্রীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর নিকট যাইতে অসম্মত হও, কার্য্যদ্বারা কেন আপন যশ রক্ষা কর না? পিতা বলিতেন, "সেনার সাহস ও প্রভু-ভক্তি কার্য্যে প্রকাশ হয়।" যদি বিদ্রোহী

বলিয়া তোমাকে কেহ সন্দেহ করিয়া থাকে, অসিহস্তে কেন সে সন্দেহ খণ্ডন কর না?

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন প্রজ্বলিত হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে?

লক্ষ্মী। শুনিয়াছি শিবজী দিল্লী যাইতেছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে পারে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয় দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে। আমি স্ত্রীলোক, আমি কি জানিব বল? কিন্তু তোমার পিতার ন্যায় সাহস, তাঁহারই ন্যায় বীর প্রতিজ্ঞা করিলে তোমার কোন উদ্দেশ্য না সফল হইতে পারে?

রঘুনাথের যদি অন্য চিন্তার সময় থাকিত তবে বুঝিতেন, কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানব-হৃদয়শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞা নহেন। যে ঔষধি আজি রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে শোকসন্তাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্ববৎ উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার নয়ন ও মুখমণ্ডল সহসা নব গৌরব ধারণ করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, —লক্ষ্মী! তুমি স্ত্রীলোক, কিন্তু তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য নহে, ভগবান্ সহায় হউন, রঘুনাথ বিদ্রোহী নহে। ভীরু নহে, একথা এখনও প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বালিকা, তোমার নিকট এ সমস্ত কহি কেন, তুমি আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে?

লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিলেন, ভাবিলেন,—রোগ-নির্ণয় করিলাম আমি, ঔষধি দিলাম আমি, তথাপি কিছু বুঝি না? প্রকাশ্যে বলিলেন—ভাই! তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তোমার মনের উদ্দেশ্য আমি কিরূপে বুঝিব? যাহাই হউক তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী যতদিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ণমনোরথ হও জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিবে।

রঘুনাথ। আর লক্ষ্মী! আমি যত দিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা কখনও বিস্মৃত হইব না।

অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন, আমার আর একটী কথা আছে, কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।

রঘুনাথ। লক্ষ্মী! আমার নিকট তোমার কি কথা বলিতে ভয় হয়? আমি তোমার সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয়?

লক্ষ্মী। চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার বোধ হয় তোমার অপকার করিয়াছেন।

রঘুনাথের হাস্য দূর হইল, মুখ রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু সে উদ্বেগ দমন করিয়া রঘুনাথ কহিলেন,—চন্দ্ররাও রাজার নিকটে যে কথা কহিয়াছিলেন তাহা অযথার্থ নহে। তিনি আমার অন্য কোন অপকার করিয়াছেন কি না তাহা আমি জানি না।

লক্ষ্মী। তিনি যাহাই করিয়া থাকেন, ভাই, প্রতিশোধ কখন তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।

রঘুনাথ নিরুত্তর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী পুনরায় বলিলেন,—ভ্রাতার নিকট পূর্ব্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই; একটী কথা বলিলাম, ভাই আমাকে যদি ভালবাস এ কথাটী রাখিও।

সে অনুরোধে রঘুনাথের হৃদয় গলিয়া

ছিলে। তিনি ভগিনীর হাত দুইটী ধরিয়া প্রাণে, —লক্ষ্মী, আমার মনে মনে সন্দেহ রাওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, কিন্তু তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। এই ঈশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি চন্দ্ররাওয়ের কোন অনিষ্ট করিব না। আমি তাহার দোষ মার্জ্জনা করিলাম, জগদীশ্বর তাহাকে মার্জ্জনা করুন।

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন,—জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন।

পূর্ব্বদিকে প্রভাতের আলোকচ্ছটা দেখা যাইল। লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া সস্নেহে ভ্রাতার নিকট বিদায় হইলেন, বলিলেন,—আমার সঙ্গে বাটীর অন্য লোক মন্দিরে আসিয়াছে, এখনও সকলে নিদ্রিত আছে, এইক্ষণে আমি না যাইলে জানিতে পারিবে। এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন।

পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন,—এই বলিয়া সস্নেহে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথও মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক! চল আমরা হতভাগিনী সরযূর নিকট বিদায় লইয়া আসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সীতাপতি গোস্বামী

যাও যুদ্ধে, তোমা অগ্র করি অভিষেক,

*　　　*　　　*

যাও যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণদিনে রঘুনাথের যাইতে কি জন্য বিলম্ব হইয়াছিল পাঠক মহাশয় অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। সে দিন যুদ্ধে কে রক্ষা পাইবে কেহ জানিত না, যুদ্ধে গমন করিবার পূর্ব্বে রঘুনাথ প্রাণভরে একবার সরযূকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, সাশ্রুনয়নে সরযূ রঘুনাথকে বিদায় দিয়াছিলেন।

এক দিন, দুই দিন অতিবাহিত হইল, রঘুনাথের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আশা প্রথমে কাণে কাণে বলিতে লাগিল,—রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, রঘুনাথ রাজ-সম্মানিত হইয়াছেন, বিজয়ী রঘুনাথ শীঘ্র উল্লাসিত-হৃদয়ে আবার আসিতেছেন, পরম কুতূহলের সহিত পিতার নিকট যুদ্ধ কথা কহিবেন। কিন্তু রঘুনাথ আর আসিলেন না, সেদিনকার যুদ্ধ কথা বর্ণনা করিলেন না।

সহসা বজ্রের ন্যায় সংবাদ আসিল, রঘুনাথ বিদ্রোহী, বিদ্রোহাচরণজন্য অবমানিত হইয়া দূরীভূত হইয়াছেন। প্রথম

মুহূর্ত্তে সরযূ চকিতের ন্যায় রহিলেন, কথার অর্থ তাঁহার বোধগম্য হইল না। ক্রমে ললাট রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। দাসীকে বলিলেন,—কি বলিলি, রঘুনাথ বিদ্রোহী? রঘুনাথ মুসলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন,? কিন্তু তুই নির্ব্বোধ, তোকে কি বলিব, সম্মুখ হইতে দূর হ!

ক্রমে যুদ্ধ হইতে একে একে অনেক সৈন্য আসিতে লাগিল, সকলে বলিতে লাগিল, "রঘুনাথ বিদ্রোহী!" সরযূর সখীগণ সরযূকে এই কথা বলিলেন; বৃদ্ধ জনার্দ্দনও সাশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন,—কে জানে সেই সুন্দর উদারমূর্ত্তি বালকের মনে এরূপ ক্রূরতা ছিল? সরযূ সমস্ত শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। জগৎ শুদ্ধ লোক রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিতেছে, সরযূর হৃদয় কহিল, জগৎ মিথ্যাবাদী, রঘুনাথের চরিত্রে দোষ স্পর্শে না।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর এক দিন সন্ধ্যার সময় সরযূ সরোবর তীরে যাইলেন। দেখিলেন সরোবরের কূলে সেই নৈশ অন্ধকারে জটাজূটধারী দীর্ঘকায় একজন গোস্বামী বসিয়া রহিয়াছেন। সরযূ ঈষৎ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, যত গোস্বামীর দিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তেজঃপূর্ণ অবয়ব দেখিয়া সরযূর হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল।

গোস্বামী সরযূর দিকে চাহিলেন. ক্ষণেক স্থিরভাবে দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—ভদ্রে! এ গোস্বামীর নিকট কি তোমার কোনও প্রয়োজন আ[illegible] মহূৎ কিন্তু কোনও বিশেষ অভীষ্টে আমার নিকট আসিয়াছ? রমণী, তোমার ললাটে দুঃখ চিহ্ন দেখিতেছি কেন? চক্ষুতে জল কেন?

সরযূ উত্তর করিতে পারিলেন না। গোস্বামী পুনরায় বলিলেন,—বোধ হয় আমি তোমার উদ্দেশ্য অবগত আছি, বোধ হয় কোন বন্ধুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ।

সরযূ তখন কম্পিতস্বরে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার শক্তি অসাধারণ, যদি অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু বলেন, তবে বাধিত হই। সেই বন্ধু বিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

গোস্বামী। জগতে সকলে তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া জানে।

সরযূ। প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই।

গোস্বামী। মহারাজ শিবজী তাঁহাকে বিদ্রোহী জানিয়াই দূর করিয়া দিয়াছেন।

সরযূর মুখ রক্তবর্ণ হইল, আরক্ত নয়নে কহিলেন,—তপস্বী প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করিব, কিন্তু রঘুনাথ বিদ্রোহী বিশ্বাস করিব না! গোস্বামিন্, আমি বিদায় হই!

গোস্বামীর নয়ন জলপূর্ণ হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে।

সরযূ। নিবেদন করুন।

গোস্বামী। মনুষ্যহৃদয় অবগত হওয়া মনুষ্যগণনার অসাধ্য, রঘুনাথের হৃদয়ে কি ছিল জানিবার একমাত্র উপায় আছে। প্রণয়িনীর হৃদয় প্রণয়ীর হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ; যদি রঘুনাথের যথার্থ প্রণয়িনী কেহ থাকে, তাঁহার নিকট গমন কর,

র হৃদয়ের ভাব কি জিজ্ঞাসা কর,
র হৃদয়ের চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে।
গেল। বলিলে সরযু আকাশের দিকে চাহিয়া বলি-লেন,—জগদীশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ করি, তুমি আমার হৃদয়ে এতক্ষণে শান্তি দান করিলে। সেই উন্নতচরিত্র যোদ্ধার প্রণয়িনী হইবার যে আশা করে, জীবন থাকিতে রঘুনাথের সত্যতায় তাহার স্থির বিশ্বাস বিচলিত হইবে না।

ক্ষণেক পর গোস্বামী আবার বলি-লেন,—ভদ্রে! তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমিই সেই যোদ্ধার প্রকৃত প্রণয়িনী। আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করি, সম্ভবতঃ রঘুনাথের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাহাকে কিছু বক্তব্য আছে? আমার নিকট লজ্জার কারণ নাই, আমি সংসারের বহি-র্ভূত।

সরযু ঈষৎ লজ্জিত হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—প্রভুর সহিত তাঁহার সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

গোস্বামী। কল্য রজনীতে ঈশানী মন্দিরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনিই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

সরযু। তিনি আপাততঃ কি করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কি বলিয়া-ছেন?

গোস্বামী। নিজ বাহুবলে, নিজ কার্য্যগুণে, অন্যায় অপযশ তিরোহিত করি-বেন, অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণদান করি-বেন।

সরযু। ধন্য বীর প্রতিজ্ঞা! যদি তাঁহার সহিত পুনরায় আপনার সাক্ষাৎ হয়, বলিলেন, সরযু রাজপুতবালা, বন অপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে! বলি-বেন, সরযু যত দিন জীবিত থাকিবে, রঘুনাথকে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই যশোগীত গাইবে। ভগবান্ অবশ্যই রঘু-নাথের যত্ন সফল করিবেন।

গোস্বামী। ভগবান্ তাহাই করুন! কিন্তু ভদ্রে! সত্যের সর্ব্বদা জয় হন না। বিশেষতঃ রঘুনাথ যে দুরূহ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ সংশয়ও আছে।

সরযু। রাজপুতের সেই ধর্ম্ম! আপনি তাঁহাকে জানাইবেন, যদি কর্ত্তব্যসাধনে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়, সরযুবালা তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে!

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে সরযু জিজ্ঞাসা করিলেন,—রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলিয়া-ছিলেন?

গোস্বামী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলি-লেন—আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বিদ্রোহী বলিয়া জগৎ তাঁহাকে ঘৃণা করিবে, আপনি কি তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন? জগৎ যাহার নাম উচ্চারণ করিবে না? আপনি কি তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন। ঘৃণিত, অবমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে কি সরযুবালা মনে রাখিবেন?

সরযু বলিলেন,—প্রভু! তাঁহাকে জানাইবেন, সরযু রাজপুতবালা, অবিশ্বা-সিনী নহে।

গোস্বামী। জগদীশ্বর! তবে আর তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট নাই। লোকে যদি মন্দ বলে, তিনি জানিবেন, একজন এখনও রঘুনাথকে বিশ্বাস করে! এক্ষণে বিদায়

দিন, আমি এই কথাগুলি বলিলে রঘুনাথের হৃদয়ে শান্তিসেচন হইবে!

সজলনয়নে সরযূ বলিলেন,—তাঁহাকে আরও বলিবেন, তিনি অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদি-পুরুষ, তিনি তাঁহার সহায় হইবেন!

উভয়ে পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন। সরযূ বলিলেন,—প্রভু! আমার হৃদয় শান্ত করিয়াছেন, প্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

গোস্বামী বলিলেন, "সীতাপতি গোস্বামী!"

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল! সেই অন্ধকারে একজন গোস্বামী একাকী রায়গড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতেছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রায়গড় দুর্গ।

ধিক্ দেব, ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে,
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি?

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর, শিবজীর তদানীন্তন রাজধানী রায়গড়ে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটী সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবজীর প্রধান প্রধান সেনাপতি, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী, পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। পরাক্রান্ত যোদ্ধা, ধীশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রী, শীর্ণতনু শুক্লকেশ দূরদর্শী ন্যায়শাস্ত্রী, সভা সুশোভিত করিয়াছেন। যুদ্ধব্যয় মন্ত্রং বুদ্ধিসঞ্চালনে, বা বিদ্যাবলে ইঁহারা কিন্তু শিবজীর চিরসহায়তা করিয়াছেন, শিবজীর ন্যায় ইঁহাদেরও হৃদয় স্বদেশানুরাগে পূর্ণ। কিন্তু অদ্য সভাস্থল নীরব, শিবজী নীরব, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ অদ্য মহারাষ্ট্রীয় গৌরব-লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন!

অনেকক্ষণ পর শিবজী মুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পেশওয়াজী! আপনি তবে এই পরামর্শ দিতেছেন, সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার অধীন জায়গীরদার হইয়া থাকিব?

মুরেশ্বর। মনুষ্যের যাহা সাধ্য আপনি তাহা করিয়াছেন, বিধির নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করিতে পারে?

শিবজী। স্বর্ণদেব! যখন আপনি আমার আদেশে এই সুন্দর প্রশস্ত রায়গড় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজার রাজধানী স্বরূপ নির্ম্মাণ করেন, না জায়গীরদারের আবাসস্থান বলিয়া নির্ম্মাণ করেন?

আবাজী স্বর্ণদেব ক্ষুণ্ণস্বরে উত্তর করিলেন,—ক্ষত্রিয়রাজ! ভবানীর আদেশে এক দিন স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ভবানীর আদেশে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অবিধেয়। ঈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন।

অন্নজী দত্তও কহিলেন,—যাহা অনিবার্য্য তাহা হইয়াছে, অধুনা আপনার দিল্লীগমনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করুন।

শিবজী। অন্নজী! আপনার কথা

গেল। [illegible] যে আশা, যে চেষ্টা হৃদয়ে বলিলে[illegible] যদি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে [illegible]পাটিত হয় না। ঐ যে উন্নত পর্ব্বত-শ্রেণী চন্দ্রালোকে দৃষ্ট হইতেছে, বাল্যকালে ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে করিতে বা উপত্যকায় ভ্রমণ করিতে করিতে হৃদয়ে কত স্বপ্নের আবির্ভাব হইত! পুনরায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, পুনরায় হিন্দুরাজা হিমালয় হইতে সাগরকূল পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ শাসন করিবেন! ঈশানি! যদি এ আশা অলীক স্বপ্নমাত্র তবে এরূপ স্বপ্নে কেন বালকের হৃদয় চঞ্চল করিয়াছিলে?

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে নীরব, সভায় শব্দমাত্র নাই। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরের এক প্রান্তে ঈষৎ অন্ধকার স্থান হইতে একটী গম্ভীর স্বর শ্রুত হইল,—ঈশানী প্রবঞ্চনা করেন না! মনুষ্যের যদি অধ্যবসায় ও বীরত্ব থাকে, ঈশানী সহায়তাদানে কুণ্ঠিত হইবেন না!

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, নবীন গোস্বামী সীতাপতি!

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, বলিলেন,—গোসাইজী! তুমি আমার হৃদয়ে বাল্য-উৎসাহ পুনরুদ্রেক করিতেছ, বাল্য-কথা পুনরায় স্মরণ করাইতেছ! তাত, দাদাজী কানাইদেব মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, "বৎস! তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তদপেক্ষা মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয় কলুষিতকারীকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।" বিংশতি বৎসর পরে অদ্য দাদাজীর গম্ভীর-স্বর আমার কর্ণকুহরে শব্দিত হইতেছে, দাদাজী কি প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন?

পুনরায় সেই গোস্বামী সেই গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—কানাইদেব প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ অনুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত ফললাভ হইবে। পথিমধ্যে যদি আমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া উদ্দেশ্য হারাইয়া নিরস্ত হই, সে কি দাদাজী কানাইদেবের প্রবঞ্চনা, না আমাদের ভীরুতা?

"ভীরুতা" শব্দ উচ্চারণমাত্র সভাতে গোলযোগ উপস্থিত হইল, বীরদিগের কোষে অসি ঝন্‌ঝনা শব্দ করিল।

গোস্বামী পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—রাজন! গোস্বামীর বাচালতা ক্ষমা করুন, যদি অন্যায় কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি ক্ষমা করুন। কিন্তু মদীয় উপদেশ সত্য কি অলীক, ক্ষত্রিয়রাজ, আপন বীরহৃদয়কে জিজ্ঞাসা করুন। যিনি জায়গীরদারের পদবী হইতে রাজপদবী গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, যিনি পর্ব্বতে, উপত্যকায়, গ্রামে, অটবীতে বীরত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কি সে বীরত্ব বিস্মরণ হইবেন, সে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিবেন? বালসূর্য্যের ন্যায় যে হিন্দুরাজ্যের জ্যোতিঃ চারিদিকে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিস্তৃত হইতেছে, সে সূর্য্য কি অকালে অস্ত যাইবে? রাজন্! হিন্দু-গৌরব-লক্ষ্মী আপনাকে

বরণ করিয়াছেন, আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন? আমি ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী মাত্র, আমার পরামর্শ দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং বিবেচনা করুন।

সভাস্থ সকলে নীরব, শিবজী নীরব, কিন্তু তাঁহার নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

অনেক ক্ষণ পরে শিবজী গোস্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—গোস্বামিন্! আপনার সহিত অল্পদিনই আমার পরিচয় হইয়াছে, আপনি দেব কি মনুষ্য জানি না, কিন্তু দৈববাণী হইতেও আপনার কথা হৃদয়ে গভীরতর অঙ্কিত হইতেছে! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; হিন্দু-সেনাপতির তুমুল প্রতাপ, তীক্ষ্ণ রণ-কৌশল, অসংখ্য রাজপুতসেনা, তাহার সহিত যুদ্ধ করে এরূপ সৈন্য আমাদের কোথায়?

সীতাপতি। রাজপুতগণ বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণও দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না। জয়সিংহ রণপণ্ডিত, কিন্তু শিবজীও ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই পরাজয় হয়। পুরুষসিংহ! বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া, দৈবকে সংহার করিয়া, কার্য্যসাধন করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই যে আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে এমন দেবতা নাই যিনি আপনার সহায়তা না করিবেন!

শিবজী। মানিলাম, কিন্তু হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া রুধির-স্রোতে দেশ প্লাবিত করিবে, সে কি মঙ্গল, সে কি পুণ্যকর্ম্ম?

সীতাপতি। সে পাপে কে পাতকী? যিনি স্বজাতির জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করেন, তিনি, না যিনি মুসলমানদলায়ে, অর্থভুক্ হইয়া স্বজাতির বৈরাচরণ করেন, তিনি?

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন, প্রায় একদণ্ড কাল নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভীষণ চিন্তালহরীতে আলোড়িত হইতেছিল, কে বলিবে? একদণ্ড কাল পর ধীরে ধীরে মস্তক উঠাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"সীতাপতি! অদ্য জানিলাম মহারাষ্ট্র দেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, এখনও পরাধীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধের দিনে আপনা অপেক্ষা বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সাহসী সহযোগী আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন এখনও আইসে নাই। আমি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছি না, স্বধর্ম্মী-নাশ আশঙ্কা করিতেছি না, অন্য একটী কারণে আপাততঃ যুদ্ধে বিমুখ হইতেছি, শ্রবণ করুন।

"যে মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াছি তাহা সাধনার্থ অনেক ষড়যন্ত্র, অনেক গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছি। ম্লেচ্ছগণ আমায় সহিত সন্ধিবাক্য রাখে নাই, আমিও তাহাদিগের সহিত সন্ধি রাখি নাই।

"অদ্য হিন্দু ধর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ, হিন্দু-প্রতাপের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ "সত্যনিষ্ঠ জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি, শিবজী সে সন্ধি লঙ্ঘন করিতে অপারক! মহানুভব রাজপুতের সহিত যে সন্ধি করিয়াছি শিবজী জীবন থাকিতে তাহা লঙ্ঘন করিবে না

"ধর্ম্মাত্মা এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্যলঙ্ঘনে হইবে।'

হত্যা কথা অদ্যাপি আমি বিস্মৃত হই নাই, সে কথা অদ্য বিস্মরণ হইব না।

"সীতাপতি! চতুর আরংজীব যদি আমাদের সন্ধির কথা লঙ্ঘন করেন, তখন আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, তখন শিবজী দুর্ব্বল হস্তে খড়্গ ধরিবে না। কিন্তু সত্যপরায়ণ জয়সিংহের সহিত এই সন্ধি লঙ্ঘন করিতে শিবজী অপারক।"

সভাসদ্ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর অন্নজী বলিলেন,—মহারাজ! আর একটী কথা আছে—আপনি কি দিল্লী যাওয়া স্থির করিয়াছেন?

শিবজী। সে বিষয়েও আমি জয়সিংহকে বাক্যদান করিয়াছি।

অন্নজী। মহারাজ! আরংজীবের চতুরতা জানেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবেন? তিনি আপনাকে কি মনোরথে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন না?

শিবজী। অন্নজী! জয়সিংহ স্বয়ং বাক্যদান করিয়াছেন যে, দিল্লীগমনে আমার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না।

অন্নজী। কপটাচারী আরংজীব যদি আপনাকে বন্দী করেন বা হত্যা করেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিবেন?

শিবজী। সন্ধি লঙ্ঘনের ফল আরংজীব অবশ্যই ভোগ করিবেন। দত্তজী! মহারাষ্ট্রভূমি বীরপ্রসবিনী, আরংজীব এরূপ আচরণ করিলে মহারাষ্ট্র দেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইবে সাগরের জলে তাহা নিবারিত হইবে না, আরংজীব ও সমস্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে! পাপের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে।

শিবজীকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কেহ নিষেধ করিলেন না। ক্ষণেক পর শিবজী বলিলেন,—পেশোয়াজী মুরেশ্বর! আবাজী স্বর্ণদেব! অন্নজী দত্ত! আপনাদিগের ন্যায় প্রকৃত বন্ধু আমার অতি বিরল, আপনাদিগের ন্যায় কার্য্যক্ষম বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্রদেশে বিরল। আমার অবর্ত্তমানে মহারাষ্ট্রদেশ আপনারা তিনজনে শাসন করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার আদেশের ন্যায় সকলে পালন করিবে, এরূপ আজ্ঞা দিয়া যাইব।

মুরেশ্বর, স্বর্ণদেব ও অন্নজী শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মালশ্রী তখন বলিলেন, —ক্ষত্রিয়রাজ! আমার একটী আবেদন আছে। বাল্যকাল হইতে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অনুমতি করুন, আপনার সহিত দিল্লী যাত্রা করি।

সজল নয়নে শিবজী বলিলেন,— মালশ্রী! তোমার নিকট আমার অদেয় কিছুই নাই, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

সীতাপতি ক্ষণেক পর বলিলেন,— রাজন! তবে আমাকে বিদায় দিন, আমাকে ব্রতসাধনার্থ বহু তীর্থে যাইতে হইবে। জগদীশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।

শিবজী। নবীন গোস্বামিন্! কুশলে তীর্থযাত্রা করুন! যুদ্ধের সময় আপনাকে পুনর্ব্বার স্মরণ করিব, আপনা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আমি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। আপনার ~~এত~~ অল্প বয়সেই এরূপ তেজঃ, সাহস ও বীরত্ব আমি আর কাহারও দেখি নাই।

পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া

অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—কেবল আর এক জনকে দেখিয়াছিলাম!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

চাঁদ কবির গীত।

চলেছে চাহিয়া দেখ,
যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।
* * *
জন্মিবে পুরুষগণ
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতি পৃষ্ঠে আঁকিয়া।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬৬৬ খৃঃ অব্দের বসন্তকালে পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক মাত্র লইয়া শিবজী দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ বিশ্রাম করিতেছে, শিবজী চিন্তিত মনে এদিক্ ওদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন? মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য্য হইয়াছে? এখনও কি প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই? এরূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মহৎ হৃদয় আলোড়িত করিতেছে। যোদ্ধার মুখমণ্ডল ও ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত, বিপদ্‌কালে ও যুদ্ধকালে কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিন্তাঙ্কিত দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার তেজস্বী উগ্রস্বভাব নয় বৎসরের বালক শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন! রঘুনাথ পন্ত ন্যায়শাস্ত্রী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পর শিবজী মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ন্যায়শাস্ত্রী, আপনি কখনও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন?

ন্যায়শাস্ত্রী। বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম।

শিবজী। দূরে ঐ বহুবিস্তীর্ণ প্রাচীরের ন্যায় কি দেখা যাইতেছে বলিতে পারেন? আপনি অনন্যমনা হইয়া ঐ দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কি জন্য?

ন্যায়শাস্ত্রী। মহারাজ! দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা পৃথুরায়ের দুর্গপ্রাচীর দেখা যাইতেছে।

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—এই সে পৃথুরায়ের দুর্গ। এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল! এই স্থানে দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা রাজ্যশাসন করিতেন? ন্যায়শাস্ত্রী, স্বপ্নের ন্যায় সেদিন গত হইয়াছে! দিবসের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, শীতকালে বিলুপ্ত পত্র কুসুম বসন্তে আবার দেখা যায়, আমাদের গৌরবদিন কি আর দেখা দিবে না?

ন্যায়শাস্ত্রী। ভগবানের প্রসাদে সকলই হইতে পারে। ভগবান্ করুন আপনার বাহুবলে যেন আমরা পুনরায় গৌরব লাভ করিতে পারি।

শিবজী। ন্যায়শাস্ত্রী! বাল্যকালে কঙ্কণপ্রদেশের কথকদিগের যে কথা শুনিতাম, চাঁদ কবির যে গীত শুনিতাম, তাহা

সত্য। কি আপনার মনে পড়ে? ঐ ভগ্ন দুর্গপ্রাসাদ-পূর্ণ ও বহুজনাকীর্ণ ছিল, পতাকা ও তোরণ-শোভিত একটী বিস্তীর্ণ নগর ছিল! রাজ-সভায় যোদ্ধৃবর্গবেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন, বাহিরে যতদূর দেখা যায়, পথে, ঘাটে, বাটীতে, প্রাঙ্গণে ও নদীতীরে নাগরিকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে! বহুবিস্তীর্ণ বাজারে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, উদ্যানে লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সরোবর হইতে ললনাগণ কলস করিয়া জল লইয়া যাইতেছে, প্রাসাদ সম্মুখে সেনাগণ জসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে অশ্ব, হস্তী, রথ, দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বাদ্যকর সনান্দে বাদ্য করিতেছে! প্রভাতের সূর্য্য এই অপরূপ দৃশ্যের উপর সুন্দর রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে মহম্মদ ঘোরীর দূত রাজসভায় প্রবেশ করিল। সে কথা কি আপনার মনে পড়ে?

ন্যায়শাস্ত্রী। রাজন্! চাঁদ কবির কথা মনে আছে, কিন্তু আপনি আর একবার সে কথা বলুন। আপনার মুখে সে কথা বড় মিষ্ট লাগিতেছে।

শিবজী। মুসলমান-দূত পৃথুরায়কে বলিল,—মহারাজ? মহম্মদ ঘোরি আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন, তাহাতে আপনার কি মত?

মহানুভব পৃথুরায় উত্তর করিলেন;—যবে সূর্য্যদেব আকাশে অন্য একটী সূর্য্যকে স্থান দিবেন, পৃথুরায় সেই দিন স্বীয় রাজ্যে অন্য রাজাকে স্থান দিবেন।

মুসলমান-দূত পুনরায় বলিল,—মহারাজ! আপনার শ্বশুর মহাশয় মহম্মদ ঘোরীর সহিত সন্ধি করিয়াছেন, আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্রিত দেখিতে পাইবেন।

পৃথুরায় উত্তর করিলেন,—শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম জানাইবেন ও বলিলেন, আমিও স্বয়ং যাইতেছে, অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিব।

অবিলম্বে চোহান সৈন্য ঐ প্রশস্ত দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তিরৌরীর যুদ্ধে যবন ও রাঠোর সৈন্য পৃথুরায়ের সম্মুখে বায়ু-তাড়িত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল, আহত ঘোরী ... পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল!

রঘুনাথ! সে দিন গিয়াছে, এক্ষণে চাঁদ কবির গীত কে গাইবে, কে শ্রবণ করিবে? তথাপি এস্থানে দণ্ডায়মান হইলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্মরণ করিলে, স্বপ্নের ন্যায় নব নব আশা মনে উদয় হয়। এই বিশাল কীর্ত্তিক্ষেত্র চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না, ভারতের গৌরবের দিন এখনও উদিত হইবে। জগদীশ্বর রুগ্নকে আরোগ্যবান করেন, দুর্ব্বলকে বলবান্ করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারত-সন্তানকে তিনি এখনও উন্নত করিতে পারেন।

—:০:—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—::০::—

রামসিংহ।

বাপের সদৃশ বীর সমান সমান।

কাশীরাম দাস।

শিবজী ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজী শিবিরে উপবেশন করিয়া আছেন, এমত সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল,—মহারাজ! জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ অন্য এক জন সৈনিকের সহিত সম্রাট্ আদেশে মহারাজকে দিল্লীতে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন। উভয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।

শিবজী। সাদরে লইয়া আইস।

উগ্রস্বভাব শম্ভুজী বলিলেন,—পিতঃ! আপনাকে আহ্বান করিতে আরংজীব কেবল দুইজন মাত্র দূত পাঠাইয়াছেন?

শিবজী আরংজীবকৃত এই অবমাননায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। ক্ষণেক পরেই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত যুবক পিতার ন্যায় তেজস্বী ও বীর, পিতার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী যুবকের মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অকপট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আরংজীবের কোন কু-অভিসন্ধি আছে কি না, দিল্লী-প্রদেশে বিপদ্ আছে কি না, কথাচ্ছলে জানিবার প্রয়াস করিলেন। রামসিংহ পিতার নিকট শিবজীর বীর্য্য ও প্রতাপের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন সবিস্ময়নয়নে মহারাষ্ট্রবীরপুরুষের দিকে অবলোকন করিলেন। শিবজী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও যথোচিত সম্মানপুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন।

ক্ষণেকপর রামসিংহ কহিলেন,—মহারাজকে পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই কিন্তু পিতার নিকট আপনার যশোবার্ত্তা বিস্তর শুনিয়াছি, অদ্য আপনার ন্যায় স্বদেশপ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ বীরপুরুষকে দেখিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল।

শিবজী। আমারও অদ্য পরম সৌভাগ্য। আপনার পিতার তুল্য বিচক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজস্থানেও বিরল। দিল্লী আগমনের সময় যে তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।

রামসিংহ। রাজন্! দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সম্রাট আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কখন্ নগর প্রবেশ করিতে অভিলাষ করেন?

শিবজী। প্রবেশ সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?

অকপটস্বরে রামসিংহ উত্তর করিলেন,—আমার বিবেচনায় এইক্ষণেই প্রবেশ করা বিধেয়, বিলম্ব হইলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, গ্রীষ্ম দুঃসহনীয় হইবে।

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। আপনি দিল্লীতে অধুনা বাস করিতেছেন, আপনার নিকট কোনও সংবাদ অবিদিত নাই। আমার পক্ষে দিল্লীপ্রবেশ কতদূর বুদ্ধির কার্য্য তাহা আপনি অবশ্যই জানেন।

উদারচেতা রামসিংহ শিবজীর মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলি-

লেন,—ক্ষমা করুন, আমি আপনার উদ্দেশ্য পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি আপনার অবস্থায় হইলে চিরকাল পর্ব্বতে বাস করিতাম, নিজের অসির উপর নির্ভর করিতাম, অসির তুল্য প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি অজ্ঞমাত্র, পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তখন আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাঁহার পরামর্শ কখনও ব্যর্থ হয় না।

শিবজী বুঝিলেন, দিল্লীতে তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার জন্য কোনও কল্পনা হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে, রামসিংহ তাহা জানেন না। তখন পুনরায় বলিলেন,—হাঁ! আপনার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন, আমার আসিবার সময় তিনি আরও বাক্যদান করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় আপনি অবগত আছেন।

রামসিংহ। আছি, দিল্লী আগমনে আপনার কোনও বিপদ্ হইবে না, কোনও অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে বাক্যদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি আমাকেও আদেশ করিয়াছেন।

শিব। তাহাতে আপনার মত কি?

রাম। পিতার আদেশ অবশ্য পালনীয়, রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন হয় না। পিতার বাক্য যাহাতে লঙ্ঘন না হয়, আপনি নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারেন, সে বিষয়ে দাসের যত্নের কোনও ত্রুটী হইবে না।

শিবজীর মন নিরুদ্বেগ হইল। আর সন্দেহ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব। বিলম্ব করিলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, চলুন এইক্ষণেই দিল্লী প্রবেশ করি!

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন।

সমস্ত পথ পুরাতন মুসলমান-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম মুসলমানেরা দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরায়ের পুরাতন দুর্গের নিকট আপনাদিগের রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম সম্রাটদিগের মসজীদ, প্রাসাদ ও সমাধিমন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট সেই স্থানে হয়; জগদ্বিখ্যাত কুতুবমিনার এইস্থানে নির্ম্মিত। কালক্রমে নূতন নূতন সম্রাট আরও উত্তরে নূতন নূতন প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল। শিবজী যাইতে যাইতে কত প্রাসাদ, কত মসজীদ ও মিনার, কত স্তম্ভ ও সমাধিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেন তাহা গণনা করিতে পারিলেন না। রামসিংহ শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন ও নানা স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের গুণের পরিচয় পাইলেন, উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী স্থির করিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ্ হয়, একজন প্রকৃত বন্ধু পাইব।

পথিমধ্যে লোদীবংশীয় সম্রাটদিগের প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক রাজার স[মাধি]র উপর এক একটী গম্বুজ ও অট্টা[লি]কা নির্ম্মিত হইয়াছে। আফগানদিগের গৌরবসূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন এই স্থানে দিল্লী ছিল, আরও উত্তরে সরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর হুমায়ুনের প্রকাণ্ড সমা-

মন্দির। তাহার পরে "চৌষট্ খম্বা," অর্থাৎ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত চতুঃষষ্টিস্তম্ভ যুক্ত প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা! তাহার পশ্চাতে অসংখ্য গোরস্থান। পৃথুরায়ের দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে শিবজীর বোধ হইল যেন সেই পথেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। একটী প্রাসাদ বা অট্টালিকা সেই ইতিহাসের এক একটী পত্র, এক একটী গোরস্থান এক একটী অক্ষর, করাল কাল সেই ইতিহাসলেখক, নচেৎ এরূপ অক্ষরে ইতিহাস কেন লিখিত হইবে?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন। দিল্লীর প্রাচীরের নিকট আসিলে রামসিংহ সগর্ব্বে একটী মন্দির দেখাইয়া বলিলেন,—রাজন্! এই যে মন্দির দেখিতেছেন, পিতা জ্যোতিষগণনার্থ ঐ মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহুদেশের পণ্ডিতেরা ঐ মন্দিরে আসিয়া রজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।

শিবজী। আপনার পিতা যেরূপ ধীর সেইরূপ বিজ্ঞ, জগতে এরূপ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন লোক অতি বিরল। শুনিয়াছি পুণ্য কাশীধামেও তিনি ঐরূপ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দিল্লীর প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় শিবজীর ঈষৎ হৃদ্‌কম্প হইল, তিনি অশ্ব থামাইলেন। একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন, একবার মনে চিন্তার উদয় হইল যে, এমনও স্বাধীন আছি, পরক্ষণেই বন্দী হইতে পারি। তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মপরায়ণ জয়সিংহের নিকট যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল, জয়সিংহের পুত্রের উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন, নিজ কোষে "ভবানী" নামক অসির দিকে দর্শন করিয়া দিল্লীদ্বার প্রবেশ করিলেন।

স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা সেই মুহূর্ত্তে বন্দী হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীনগর।

ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা;
নাচিছে নর্ত্তকী বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক। * * *
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফলফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতী;
জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে।

মধুসূদন দত্ত।

দিল্লী অদ্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। আরংজীব স্বয়ং জাঁকজমক-প্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজকার্য্য সাধনার্থ সময়ে সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। অদ্য শিবজী দরিদ্র মহারাষ্ট্র দেশ হইতে বিপুল অর্থশালী মোগল রাজধানীতে আসিয়াছেন, মোগলদিগের ক্ষমতা, সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্য দেখিলে শিবজী আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিত বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অদ্য প্রচুর জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে দিল্লীনগরী, উৎসবের দিনে কুল-ললনার ন্যায়, অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছে!

শিবজী ও রামসিংহ একত্রে রাজপথ

অতিবাহন করিতে লাগিলেন। পথ দিয়া অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন করিতেছে; নগর লোকারণ্য হইয়াছে! বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্য-দ্রব্য রাশি করিয়া রাখিয়াছে, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব্ব খাদ্যসামগ্রী ও অপর্য্যাপ্ত গৃহানুকরণ দ্রব্য দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কোথাও গৃহের-উপর নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছদ গৃহস্থেরা বারাণ্ডায় বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গবাক্ষ দিয়া কুলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র যোদ্ধাকে দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা, হস্তী ও অশ্ব, রাজা মন্সবদার, সেখ, আমীর ও ওমরাহগণ সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেছে। অশ্বারোহিগণ তীব্র বেগে যেন নগর কাঁপাইয়া যাইতেছে; সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া শুণ্ড নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্র গমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া যাইতেছে; শিবিকাবাহকগণ হুহুঙ্কার শব্দে যেন আরোহীর পদমর্য্যাদা প্রচার করিয়া চলিয়া যাইতেছে! শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড়!

যাইতে যাইতে রামসিংহ দূরে তিনটী শ্বেত গুম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন,—ঐ দেখুন জুম্মা মস্‌জীদ্! সম্রাট্ শাহজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি এরূপ মস্‌জীদ্ জগতে আর নাই।

শিবজী বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে দেখিলেন, রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত মস্‌জীদের প্রাচীর বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া শোভা পাইতেছে, তাহার উপর সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত তিনটী গুম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার যেন গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে!

এই অপরূপ মস্‌জীদের সম্মুখেই রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পশ্চাতে যমুনা নদী সম্মুখে বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য। সেই স্থানের ন্যায় সমারোহপূর্ণ আর একটী স্থান ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কি না, সন্দেহ। দুর্গের প্রাচীরের উপর শত শত নিশান বায়ুপথে উড়িতেছে, যেন জগতে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে। দুর্গদ্বারে একজন প্রধান মন্সবদারের প্রশস্ত শিবির, মন্সবদার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। দুর্গের বাহিরে সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বন্দুকের কিরিচশ্রেণী সূর্য্যালোকে ঝকমক্ করিতেছে, প্রত্যেক কিরিচ হইতে রক্তবস্ত্রের নিশান বায়ুমার্গে উড়িতেছে। দুর্গসম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গ-প্রাচীর হইতে মস্‌জীদ-প্রাচীর পর্য্যন্ত সমস্ত পথ শব্দপূর্ণ ও লোকপূর্ণ! অশ্বারোহী, গজারোহী, ও শিবিকারোহী, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদাভিষিক্ত পুরুষগণ, বহুলোক-সমন্বিত হইয়া বহু সমারোহে সর্ব্বদাই দুর্গদ্বারের ভিতর যাইতেছেন বা বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ-শোভায় নয়ন ঝলসিত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে। সকল শব্দকে নিমগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে দুর্গের মধ্য হইতে কামানের শব্দ নগর কম্পিত করিতেছে, ও রাজাধিরাজ আলম-

গীর অর্থাৎ জগতের অধিপতির ক্ষমতাবার্ত্তা জগৎসংসারে প্রচার করিতেছে। বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে অনেকক্ষণ এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অবশেষে শিবজী রাম-সিংহের সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী যাহা দেখিলেন তাহাতে আরও বিস্মিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ "কারখানায়" অসংখ্য শিল্পকারগণ রাজ—ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে;—অপূর্ব্ব সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বস্ত্র, মল্‌মল্, মসলিন বা ছিট; বহুমূল্য গালিচা, চন্দ্রাতপ, তাম্বু বা পরদা; সুন্দর পরিধেয় উষ্ণীষ, শাল বা গাত্রাবরণ; অপরূপ সুবর্ণ ও মণিমাণিক্যের বেগম-পরিধেয় অলঙ্কার; সুন্দর চিত্র, সুন্দর কারুকার্য্য, সুন্দর শ্বেত প্রস্তরের গৃহানুকরণ দ্রব্য; রাশি রাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ বা বিবিধবর্ণ প্রস্তরের নানারূপ খেলনা-দ্রব্য;—কত বর্ণনা করিব! ভারতবর্ষে যত অপূর্ব্ব শিল্পকার ছিল, সম্রাট্-আদেশে তাহারা মাসিক বেতন পাইয়া প্রতিদিন দুর্গে কার্য্য করিতে আসিত। সম্রাট্ রাজ-কার্য্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের জন্য যে কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করিতেন, বিলাসপ্রিয়া বেগমগণ যতরূপ অপূর্ব্ব দ্রব্য আদেশ করিতেন, প্রাসাদবাসীদিগের যত প্রকার সামগ্রী প্রয়োজন হইত, তৎসমস্তই এই স্থানে প্রস্তুত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া "দেওয়ান আম" নামক উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তর বিনির্ম্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সম্রাট্ সচরাচর এই স্থানে সভা অধিবেশন করিতেন, কিন্তু অদ্য যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গৌরব দেখাইবার জন্যই, সুন্দর শ্বেত প্রস্তরবিনির্ম্মিত নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং জগতে অতুল্য "দেওয়ান খাস" নামক প্রাসাদে সভা অধিবেশন করিয়াছিলেন। শিবজী সেই স্থানে যাইয়া দেখিলেন, প্রাসাদের ভিতর রত্নমাণিক্য-বিনির্ম্মিত সূর্য্যরশ্মি-প্রতিঘাতী ময়ূর-সিংহাসনের উপর সম্রাট্ আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন, সম্রাটের চারিদিকে রৌপ্য-বিনির্ম্মিত রেল, রেলের বাহিরে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মন্সবদার, ওমরাহ ও সেনাপতিগণ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। রামসিংহ শিবজীর পরিচয় দান করিয়া রাজ-সদনে উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অদ্য দিল্লীনগরের অসাধারণ শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য অনুমান করিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আসিয়া সেই বিষয় আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। যিনি বিংশতি বৎসর যুদ্ধ করিয়া আপনার ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সম্প্রতি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, যিনি মহারাষ্ট্রদেশ হইতে সম্রাট্‌কে দর্শন করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, সম্রাট্ তাঁহাকে কিরূপে আহ্বান করিলেন? শিবজী অদ্য একজন সামান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় নম্রভাবে রাজ-সদনে দণ্ডায়মান! শিবজীর ধমনীতে উষ্ণ শোণিত বহিতে লাগিল, কিন্তু এক্ষণে তিনি নিরুপায়! সামান্য রাজকর্ম্মচারীর ন্যায় সম্রাট্‌কে "তসলীম" করিয়া রীতিমত "নজর" দান করিলেন। আরংজীবের

দূর উদ্দেশ্য সাধন হইল,—জগৎ-সংসার জানিল, শিবজী জানিল, শিবজী ও আরংজীব সমকক্ষ নহেন, দাসের প্রভুর সহিত, ক্ষীণের বলিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করা মূর্খতা!

এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আরংজীব "নজর" গ্রহণ করিয়া কোনও বিশেষ সমাদর না করিয়া শিবজীকে "পাঁচ হাজারী" অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র সেনার সেনা-পতিদিগের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নয়ন তখন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন,—শিবজী পাঁচ হাজারী? সম্রাট্ যখন মহারাষ্ট্রে যাইবেন, দেখিবেন শিবজীর অধীনে কত জন পাঁচ হাজারী আছে। দেখিবেন, তাহারা দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করে না!

আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন হইলে সভাভঙ্গ হইল। সম্রাট্ গাত্রোত্থান করিয়া পার্শ্বস্থ উচ্চ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত বেগম-মহলে গেলেন। তখন নদীর স্রোতের ন্যায় দুর্গ হইতে অসংখ্য লোকস্রোত নির্গত হইতে লাগিল। যে যাহার আবাসস্থানে যাইল, সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ দিল্লীনগরে অচিরে লোকস্রোত লীন হইয়া গেল।

শিবজীর আবাসের জন্য একটী বাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রোষে, অভিমানে, সন্ধ্যার সময় শিবজী সেই বাটীতে আসিলেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ আসিল যে, অদ্য সম্রাটের সম্মুখে শিবজী রুষ্ট হইয়া, যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সম্রাট্ তাহা শুনিয়াছেন। সম্রাট্ শিবজীকে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভবিষ্যতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন না, রাজসভায় স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুঝিলেন, ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। ব্যাধে যেরূপ সিংহকে ধরিবার জন্য জাল পাতে, ক্রূর দুষ্টবুদ্ধি আরংজীব সেইরূপ ধীরে ধীরে শিবজীকে বন্দী করিবার জন্য মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন! শিবজী মনে মনে ভাবিলেন,—এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব? হা সীতাপতি গোস্বামিন্! চিরযুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়াছিলে, তোমার গরীয়সী কথা এখনও আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে! আরংজীব! সাবধান! শিবজী এ পর্য্যন্ত তোমার নিকট সত্যপালন করিয়াছে, তাহার সহিত চতুরতা করিও না, কেননা শিবজীও সে বিদ্যায় শিশু নহেন। যদি কর ভবানী সাক্ষী থাকুন, মহারাষ্ট্রদেশে যে সমরানল প্রজ্বলিত করিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লীনগর, এই বিপুল মুসলমান সাম্রাজ্য একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে!

—:০:—

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নিশীথে আগন্তুক।

কে তুমি - ...
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ।

মধুসূদন দত্ত।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরং-জীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কখনও স্বাধীন না হয়, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য! শিবজী সম্রাটের এই কপটাচারণে যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী সর্ব্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবনা করিতেন। অনেক যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে, প্রথমে দেশ প্রত্যাগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়, অনুমতি না দিলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে

ন্যায়শাস্ত্রী পণ্ডিতপ্রবর ও বাক্‌পটুতায় অগ্রগণ্য, তিনি শিবজীর আবেদন রাজ-সদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। আবেদনপত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল। শিবজী মোগল-সৈন্যের সহায়তা করিয়া যে যে কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন, আরংজীব যে যে বিষয় অঙ্গীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল। তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে,—আমি যে কার্য্য সাধন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গলখন্দ-রাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে যতদূর সাধ্য সাহায্য করিব। অথবা যদি সম্রাট আমার সহায়তা গ্রহণ না করেন, অনুমতি দিলে আমি নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্ত্তন করি, কেননা হিন্দুস্থানের জলবায়ু আমার পক্ষে, আমার সঙ্গীগণ ও আমার সৈন্যগণের পক্ষে যৎ-পরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর, এদেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে।

রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী এইরূপ আবেদন পত্র সম্রাট্‌সদনে উপস্থিত করিলেন। সম্রাট্ উত্তর পাঠাইলেন, সে উত্তরে নানা কথা লিখা আছে, কিন্তু শিবজীর প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি নাই। শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর এক দিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবিরত বহিয়া যাইতেছে। কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্য্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে। কখন কখন দুই একজন শ্বেতাঙ্গ মোগল সদর্পে চলিয়া যাইতেছে, অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান সর্ব্বদাই

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে এবং দুই একজন কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীও কখন কখন দেখা যাইতেছে। পারস্য, আরব, তাতার ও তুরস্ক দেশ হইতে বণিক বা মসাফের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে, মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি রাজা বা মন্সবদার বহু-লোক সমন্বিত হইয়া মহাসমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শিবিকায় আরোহণ করিয়া যাইতেছে। সৈনিক পুরুষগণ হাস্যকৌতুক করিতে করিতে পথ অতিবাহন করিতেছে, বিক্রেতৃগণ আপন আপন পণ্যদ্রব্য মস্তকে লইয়া চীৎকার করিয়া যাইতেছে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সহস্র লোক সহস্র কার্য্যে জলের স্রোতের ন্যায় যাতায়াত করিতেছে!

ক্রমে এই জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল। নগরের অনন্ত কলরব ক্রমে ক্রমে থামিয়া গেল, দুই একটী বাটীর গবাক্ষভিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লাগিল, দূরস্থ অট্টালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। আকাশে দুই একটী তারা দেখা দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমাচ্ছটা আর নাই। শিবজী পূর্ব্বদিকে চাহিলেন, দেখিলেন, শান্ত বিস্তীর্ণ দিগন্তপ্রবাহিনী যমুনানদী সাংকালের নিস্তব্ধতায় অনন্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে!

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জুম্মা মস্‌জীদ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উত্থিত হইল, যেন সে গম্ভীর শব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উত্থিত হইতে লাগিল! শিবজী মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া সেই সায়ংকালীন সুদূর-উচ্চারিত গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পুনরায় চাহিলেন, কেবল জুম্মা মস্‌জীদের শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত গম্বুজগুলি সুনীল আকাশপটে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেবল প্রাসাদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত নগর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিস্তব্ধতায় স্তব্ধ।

রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তাসূত্র এখনও ছিন্ন হইল না, কেননা অদ্য পূর্ব্বকথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতে ছিল। বাল্যকালের সুহৃদ্বর্গ বাল্যকালের আশা ভরসা ও উদ্যম, সাহসী ও উন্নতচরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বাল্য-সুহৃদ্ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী! সেই বীরমাতা শিশু শিবজীকে মহারাষ্ট্রের জয়ের কথা বলিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা বালক শিবজীকে বীর-কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা শিবজীকে বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন!

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা, উন্নত কার্য্যপরম্পরা, দুর্গ-বিজয়, দেশ-বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ্, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ব্ব জয়লাভ, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ! শিবজী বিংশ বৎসর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, প্রতিবৎসরই অপূর্ব্ব বিজয়ে বা অসমসাহসী কার্য্যে অঙ্কিত ও সমুজ্জ্বল!

সে কার্য্যপরম্পরা কি ব্যর্থ? সে আশা কি মায়াবিনী? না এখনও ভবিষ্যৎ-আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহিয়াছে, এখনও ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্যের অব-

সান হইবে, হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তির মস্তকের উপর রাজচ্ছত্র উন্নত হইবে?

শিবজী এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে এক প্রহর রজনীর ঘণ্টা বাজিল, রাজপ্রাসাদের নাগরাখানা হইতে সে শব্দ উত্থিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর পরিব্যাপ্ত হইল, নৈশ নিস্তব্ধতার গম্ভীর শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইল। আকাশ-গর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয় নাই, এরূপ সময়ে শিবজী উন্মীলিত গবাক্ষদ্বারে একটী দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আকাশপটে যেন একটী দীর্ঘ নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি।

বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ধীরে ধীরে গবাক্ষ ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও ভ্রূযুগলের উপর হইতে নৈশ শিশির মোচন করিলেন।

শিবজী তীক্ষ্ণনয়নে দেখিলেন, আগন্তুকের মস্তকে জটাজুট, শরীরে বিভূতি, হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা বা কোনও প্রকার অস্ত্র নাই। তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট-প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে?

তীক্ষ্ণনয়নে অন্ধকার ঘরের ভিতরও শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন,—মহারাজের জয় হউক!

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চিনিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল, বিপদের সময় এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোস্বামীকে প্রণাম ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন, একটী দীপ জ্বালিলেন, পরে ঔৎসুক্য সহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—বন্ধুপ্রবর! রায়গড়ের সংবাদ কি? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন? এতদূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন? অদ্য নিশীথে গবাক্ষদ্বার দিয়া আমার নিকট আসিবারই বা অর্থ কি?

সীতাপতি। মহারাজ! রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল। আপনি যে সচীব-প্রবরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এবিষয় আমি বিশেষ জানি না, কেননা আপনি রায়গড় পরিত্যাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার ব্রতসাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেহয়, সেই প্রয়োজনেই মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি। প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাই কি, নিশাই কি?

শিবজী। তথাপি কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে গবাক্ষ দিয়া নিশীথে আসিতেন না। কি কারণ প্রকাশ করিয়া বলুন।

সীতাপতি। নিবেদন করিতেছি। কিন্তু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি, প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন?

শিবজী। শারীরিক কুশলে আছি, শত্রুমধ্যে মনের কুশল কোথায়?

সীতাপতি। প্রভুর সহিত ত সম্রাটে

সন্ধি আছে, আপনার শত্রু কোথায়?

শিবজী। সর্পের সহিত ভেকের সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী? সীতাপতি! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন, আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। যদি রায়গড়ে আপনার পরামর্শ শুনিতাম, তাহা হইলে কঙ্কণদেশের পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে স্বাধীন থাকিতে পারিতাম, খল সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া দিল্লীনগরে বন্দী হইতাম না।

সীতাপতি। প্রভু আত্মতিরস্কার করিবেন না, মনুষ্যমাত্রই ভ্রান্তির অধীন, এ জগৎ ভ্রমপরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দোষ মাত্র নাই, আপনি সন্ধি-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সদাচরণ প্রদর্শন করিয়া এস্থানে আসিয়াছেন, যিনি অসদাচরণ ও কপটাচরণে দোষী, জগদীশ্বর অবশ্য তাহাকেই দণ্ড দিবেন। প্রভু! খলতার জয় নাই, অদ্য আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে রুদ্ধ করিয়াছেন, সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন মহা-রাজ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়া-ছিলেন, মহারাষ্ট্র দেশে সেকথা এখনও কেহ বিস্মৃত হয় নাই; আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন, তবে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে!

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন,—সীতা-পতি! সে ভরসা এখনও লোপ হয় নাই। এখনও আরংজীব দেখিবেন মহা-রাষ্ট্র জীবন লোপ পায় নাই! কিন্তু হায়! যে সময়ে আমার বীরাগ্রগণ্য সৈন্যেরা মোগলদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে নিশ্চেষ্ট বন্দীস্বরূপ থাকিব?

সীতাপতি। যবে গগনসঞ্চারি-বায়ুকে আরংজীব জাল মধ্যে রুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন আপনাকে দিল্লীর প্রাচীর মধ্যে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে!

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—তবে বোধ করি আপনি কোন পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন!

সীতাপতি। প্রভু তীক্ষবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি, এরূপ সম্ভাবনা নাই।

শিবজী। সে উপায় কি?

সীতাপতি। অন্ধকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন। দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর কিন্তু পূর্ব্বদিকে একস্থানে সেই প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাষ্ট্রীয় বীরের অসাধ্য নহে। অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে আটজন মাল্লা আছে, নিমেষ মধ্যে মথুরায় পৌঁছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছেন, অনেক হিন্দু দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাত্মা পুরোহিত আছেন, তথা হইতে প্রভু অনায়াসে স্বদেশে যাইতে পারিবেন।

শিবজী। আমি আপনার উদ্যোগে তুষ্ট হইলাম, আপনি যে প্রকৃত বন্ধু তাহার আর একটী নিদর্শন পাইলাম। কিন্তু প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় যদি কেহ আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে পলায়ন দুঃসাধ্য, আরংজীবের হস্তে মৃত্যু নিশ্চয়?

সীতাপতি। প্রাচীরের যেস্থানে লৌহশলাকা দেওয়া আছে, তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশ জন তীরন্দাজ ছদ্মবেশে লুক্কায়িত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

শিবজী। ভাল, নৌকায় গমনকালে তীরস্থ কোন প্রহরী সন্দেহ-প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে ?

সীতাপতি। অষ্টজন ছদ্মবেশী নৌকাবাহক আপনারই অষ্টজন যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, তূণ পরিপূর্ণ। সহসা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

শিবজী। মথুরা পৌছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই ?

সীতাপতি। আপনার পেশওয়ার ভগিনীপতি মথুরায় আছেন, তিনি আপনার চির-পরিচিত ও বিশ্বস্ত তাহা আপনি জানেন। আমি অদ্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাঁহার পত্র পাঠ করুন।

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—আপনি পাঠ করিয়া শুনান।

সীতাপতি লজ্জিত হইলেন, তাঁহার তখন স্মরণ হইল যে শিবজী আপন নাম লিখিতেও জানিতেন না, কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই!

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। যাহা যাহা আবশ্যক, মুরেশ্বরের কুটুম্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন, পত্রে বিস্তীর্ণ লিখা আছে।

শিবজী বলিলেন,—গোস্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন যাগযোজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে কখনই বোধ হয় না, শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনা অপেক্ষা সুন্দররূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না! এখনও কথা একটী আছে। আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থ ও প্রিয়সুহৃদ্ অন্নজী মালশ্রী কোথায় থাকিবে? আমার বিশ্বস্ত সৈন্যগণই বা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে ?

সীতাপতি। আপনার পুত্র, প্রিয়সুহৃদ্ ও মন্ত্রীবর আপনার সহিত অদ্য রজনীতেই যাইতে পারে। আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই, আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।

শিবজী। সীতাপতি! আপনি আরংজীবকে জানে না; তিনি ভ্রাতৃদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

সীতাপতি। যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহারাষ্ট্র সেনা আপনার নিরাপদ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন না করিবে ?

শিবজী ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিলেন, পরে মহানুভব ধীরে ধীরে বলিলেন,—গোস্বামিন্! আমি আপনার চেষ্টা, আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাধিত রহিলাম, শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও

চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না, এরূপ ভীরুতার কার্য্য কখনও করিবে না। সীতাপতি! অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন!

সীতাপতি। অদ্য উপায় নাই!

শিবজী। তবে সময় দিন, শিবজীর এই প্রথম বিপদ্ নহে, উপায় উদ্ভাবনে শিবজী কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই।

সীতাপতি। সময় নাই! অদ্য রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন, নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ!

শিবজী। আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন জানি না, কিন্তু আপনার কথা যদি যথার্থই হয়, তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই। শিবজী আশ্রিত প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিত্রাণ করিবে না। গোস্বামিন! এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে;

সীতাপতি। প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, আর জীবকে শাস্তিদান করুন। সেই দূর মহারাষ্ট্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরতরঙ্গ প্রবাহিত করুন। অচিরে আরংজীবের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতুল জলে মগ্ন হইবে!

শিবজী। সীতাপতি! যিনি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা তিনি বিশ্বাসঘাতকতায় শাস্তি দিবেন, আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই। শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না।

সীতাপতি। প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন, কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না, কল্য আপনি বন্দী!

শিবজী। তাহাই হউক। শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, শিবজীর এ প্রতিজ্ঞা অবিচলিত।

সীতাপতি নীরব হইয়া রহিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন্ তাঁহার নয়নে জলবিন্দু।

তখন সস্নেহে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—গোস্বামিন্। দোষ গ্রহণ করিবেন না, আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে ভুলিব না। রায়গড়ে আপনার বীরপরামর্শ ও দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার এতদূর উদ্যোগ চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে! আপনি আমার সহিত অবস্থান করুন আপনার পরামর্শে শীঘ্র সকলেরই উদ্ধার সাধন করিব।

সীতাপতি। প্রভু! আপনার মিষ্ট বাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম, জগদীশ্বর জানেন আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অন্য অভিলাষ নাই। কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রতসাধনের জন্য নানা-স্থানে নানা কার্য্যে যাইতে হয়, এখানে অবস্থিত অসম্ভব।

শিবজী। এ কি অসাধারণ ব্রত জানি না, সীতাপতি! এ কি কঠোর ব্রতধারণ করিয়াছেন?

সীতাপতি। সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটী অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ!

শিবজী। ভাল, এ ব্রত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন?

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলি-

লেন,—আমার ললাটে একটী অমঙ্গল লিখিত আছে, আমার ইষ্টদেবতা, যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে পূজা করিয়াছি, যাঁহার নাম জপ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছি, বিধির নির্ব্বন্ধে তিনি আমার উপর বিমুখ। সেই অমঙ্গল খণ্ডনার্থ ব্রত ধারণ করিয়াছি।

শিবজী। এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কেই বা আপনাকে অমঙ্গল খণ্ডনার্থ এ বিষম ব্রত ধারণ করিতে বলিল?

সীতাপতি। কার্য্যবশতঃ আমি স্বয়ংই এটী জানিতে পারিলাম, ঈশানী-মন্দিরে একজন আমাকে এই ব্রতধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, সমস্ত আপনার নিকট নিবেদন করিব, যদি অকৃতার্থ হই, তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। যাঁহার পূজার্থ জীবন ধারণ করিতেছি, তিনি বিমুখ হইলে এ জীবনে আবশ্যক কি?

শিবজী। সীতাপতি! যাহা বলিলেন যথার্থ। যাঁহার জন্য প্রাণপণ করি, যাঁহার জন্য আত্মসমর্পণ করি, তাঁহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্ম্মভেদী দুঃখ আর নাই।

সীতাপতি। প্রভু! আপনি কি এ যাতনা কখন ভোগ করিয়াছেন?

শিবজী। জগদীশ্বর আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি একজন নির্দ্দোষী বীরপুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি। সে বালকের কথা মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।

সীতাপতি। সে হতভাগার নাম কি?

শিবজী বলিলেন,—রঘুনাথজী হাবিলদার!

ঘরের দীপ সহসা নির্ব্বাণ হইল।

শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সীতাপতি বলিলেন,—দীপ অনাবশ্যক, বলুন, শ্রবণ করিতেছি।

শিবজী। আর কি বলিব! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, সেই বালকবেশী বীরপুরুষ আমার নিকট আইসে ও সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার, সীতাপতি! আপনারই ন্যায় তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প, আপনার ন্যায় তাহার বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার ন্যায়ই দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব ও সাহস সর্ব্বদা বিরাজ করিত! আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি, আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরিত হয়।

সীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। সেই বালককে যেদিন প্রথম দেখিলাম, সেইদিন প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম, সেইদিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম, রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় আমার নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুরেখা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইত। এখনও বোধ হয় তাহার সেই বীর আকৃতি, সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন আমি দেখিতে পাইতেছি!

সীতাপতি। তাঁহার পর?

শিবজী। সেই বালক এক যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে দুর্গজয় হইয়াছিল, অনেক যুদ্ধে সে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল!

সীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য? আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরবিশ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম। শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটীও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই, যাইবার সময়ও আমার দিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল।

শিবজীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন,—তাহাতে আক্ষেপের কারণ কি? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম।

শিবজী। দোষী? রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কুক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম জানি না। রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম! মহানুভব জয়সিংহ পরে এবিষয় অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধপূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেইজন্যই বিলম্ব হইয়াছিল। নির্দ্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি সেই অবমাননায় রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে সে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছি।

শিবজীর কথা সমাপ্ত হইল, তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইল, তিনি অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন,—সীতাপতি!

কোনও উত্তর পাইলেন না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন, দেখিলেন, সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আরংজীব।

সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি বেটা হলি হতমূর্খ।
বল্লে কথা বুঝিস্ নাহি এই বড় দুঃখ॥

কৃত্তিবাস ওঝা।

পরদিন প্রায় এক প্রহর বেলার সময় শিবজীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি জাগরিত হইয়াই রাজপথে একটী গোলযোগ শুনিলেন। উঠিয়া গবাক্ষ দিয়া নিম্নদিকে চাহিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

দেখিলেন বাটীর পশ্চাতে দুই পার্শ্বে ও সম্মুখদ্বারে অস্ত্রহস্তে প্রহরীগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিশেষ পরিচয় না পাইলে প্রহরিগণ বাহিরের লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে যাইতে দিতেছে না। দেখিয়া সীতাপতির কথা স্মরণ হইল,—কল্য শিবজী পলাইতে পারিতেন, অদ্য তিনি আরংজীবের বন্দী!

তখন শিবজী বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জানিলেন যে, তিনি সম্রাটের

নিকট স্বদেশ যাইবার প্রার্থনা করিয়া অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল এবং সেই সন্দেহ প্রযুক্ত সম্রাট্ নগরের কোতওয়ালাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে শিবজীর বাটীর চতুর্দ্দিকে দিবারাত্র প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে কোথাও যাইলে সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিবজী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, সীতাপতি গোস্বামী আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই শিবজীর পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন, এবং রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। শিবজী মনে মনে সীতাপতিকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কপটাচারিতা এতদিনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। সম্রাট্ প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদর পূর্ব্বক পত্র লিখিয়া দিল্লীতে আহ্বান করিলেন, শিবজী আসিলে তাঁহাকে রাজসভায় অবমাননা করিলেন, পরে রাজসভায় যাইতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে প্রকৃত বন্দী করিলেন। কোন কোন সর্প গোমহিষাদি ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষ্যের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ক্রমে চুসিতে চুসিতে ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, ক্রূর আরংজীবও সেইরূপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে ধীরে ধীরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মানসচক্ষে অতীত ও বর্ত্তমান সমুদায় ঘটনা মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দ্রুতপদবিক্ষেপে সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন,—আরংজীব! শিবজীকে এখনও জান না, চতুরতায় আপনাকে অদ্বিতীয় মনে কর, কিন্তু শিবজীও সে বিদ্যায় বালক নহে। এই ঋণ এক দিন পরিশোধ করিব, সেদিন দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে!

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শিবজী বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পন্তকে ডাকাইলেন। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রী উপস্থিত হইলেন, নিঃশব্দে সম্মুখে উপবেশন করিলেন। শিবজী বলিলেন,—পণ্ডিতপ্রবর! আপনি আরংজীবের খেলা দেখিতেছেন, এই খেলা আমাদের খেলিতে হইবে, আপনার প্রসাদে শিবজী এ খেলায় অপরিপক্ক নহে। অদ্য আমরা বন্দী হইব, আমি কল্য রজনীতে ইহার সংবাদ পাইয়াছিলাম! কিন্তু অনুচরদিগকে পূর্ব্বে পরিত্রাণ না করিয়া আমার আত্ম-পরিত্রাণের ইচ্ছা নাই, সেই বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?

ন্যায়শাস্ত্রী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আপনার অনুচরদিগের স্বদেশগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করুন। এক্ষণে আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, আপনার অনুচরসংখ্যা যত হ্রাস হয় তাহাতে সম্রাট্ আহ্লাদিত ভিন্ন দুঃখিত হইবেন না। আমি বিবেচনা করি, অনুমতি চাহিলেই পাইবেন।

শিবজী। মন্ত্রিবর, আপনার পরামর্শই শ্রেয়ঃ, আমারও বোধ হয় ধূর্ত্ত আরংজীব এ বিষয়ে আপত্তি করিবে না।

সেই মর্ম্মে একখানি আবেদন পত্র প্রস্তুত হইল। শিবজী যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল, শিবজীর অনুচর সকল দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া সম্রাট আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগের যাইবার জন্য এক একখানি অনুমতি পত্র দান করিলেন। শিবজী কয়েকদিন মধ্যে সেই সমস্ত অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—মূর্খ! শিবজীকে বন্দী রাখিবে? এখন একজন অনুচরের বেশ ধরিয়া ইহার মধ্যে একখানি অনুমতি পত্র লইয়া দিল্লীত্যাগ করিলে কি করিতে পার? যাহা হউক অনুচরবর্গ এখন নিরাপদে যাউক, শিবজী আপনার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম।

পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা, বুদ্ধিকৌশল ও রণনৈপুণ্যে ভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিয়া, বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া, দিল্লীর ময়ূরসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, যিনি কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্যদেশ জয় পূর্ব্বক সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহাসঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি অসামান্য চতুরতা দ্বারা মহাবীর সুচতুর শিবজীকেও বন্দী করিয়াছিলেন, চল একবার সেই কপটাচারী অদূরদর্শী, আরংজীবের প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষণ করি।

রাজকার্য্য সমাধা হইয়াছে, আরংজীব "গোসলখানা" নামক একটী ঘরে উপবেশন করিয়া আছেন। সেটী মন্ত্রীদিগের সহিত গুপ্ত পরামর্শের স্থল, কিন্তু আরংজীব একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। কখন তাঁহার ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছে, কখন বা উজ্জ্বল নয়নে রোষ বা অভিমান বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা মন্ত্রণাসফলতা স্বনিত সন্তোষে তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত হাস্যরেখায় অঙ্কিত হইতেছে। সম্রাট কি করিতেছেন? আপন বুদ্ধিবলে সমস্ত হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর হইয়াছেন সেই কথা স্মরণ করিতেছেন? হিন্দুধর্ম্মের আরও অবমাননা অথবা রাজপুত বা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আরও পদদলিত করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন? শিবজীকে বন্দী করিয়া মনে মনে উল্লাসিত হইতেছেন? জানি না সম্রাটের কি চিন্তা, তাঁহার সভার মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও মন্ত্রীকে সন্দিগ্ধমনা আরংজীব কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না, মনের ভাব বলিতেন না। নিজের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে সকলকে পুত্তলিকার ন্যায় চালাইবেন, সমগ্রদেশ সুন্দর শাসন করিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য। বাসকী যেরূপ নিজ মস্তকে এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, বিশ্রাম চাহেন না, কাহারও সহায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসাধারণ মানসিক বলে সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্য একাকী বহন করিবার মানস করিয়াছিলেন, কাহারও পরামর্শ চাহিতেন না।

অনেকক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন, এরূপ সময় একজন সৈনিক তস্‌লীম করিয়া বলিল,—সম্রাটের জয় হউক। জাঁহাপনা! দানেশমন্দ নামক আপনার সভাসদ্ আপনার সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান

আছেন। সম্রাট দানেশমন্দকে আসিতে আজ্ঞা দিলেন, চিন্তারেখাগুলি ললাট হইতে অপসৃত করিলেন, মুখে সুন্দর হাস্য ধারণ করিলেন।

দানেশমন্দ আরংজীবের মন্ত্রী ছিলেন না, রাজকার্য্যে পরামর্শ দিতে সাহস করিতেন না, তবে তিনি পারস্য ও আরবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, সুতরাং সম্রাট তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন, কখন কখন কোন কোন কথায় বাক্যচ্ছলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। উদারচেতা দানেশমন্দ প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ দিতেন, এমন কি আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দারা যখন বন্দী হয়েন, দানেশমন্দ তাঁহার প্রাণরক্ষার পরামর্শই দিয়াছিলেন। এবম্বিধ পরামর্শ, কুটিল আরংজীবের মনোগত হইত না; আরংজীব তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি ও অদূরদর্শী বলিয়া মনে করিতেন, তথাপি তাঁহার বিদ্যা, ধন ও পদমর্য্যাদার জন্য সম্যক্ আদর করিতেন। সরল স্বভাব বৃদ্ধ দানেশমন্দ সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন।

দানেশমন্দ্। এ সময়ে জাহাঁপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা দাসের ধৃষ্টতা, কেননা, এ সময় সম্রাট রাজকার্য্যের পর বিশ্রাম করেন। তবে যে আসিয়াছি, কেবল আপনি অনুগ্রহ করেন এই নিমিত্ত। পারস্য কবি সুন্দর লিখিয়াছেন, 'সূর্য্যের দিকে জগতের সকল প্রাণী সকল সময়ে চাহিয়া দেখে, সূর্য্য কি তাহাতে বিরক্ত বা কিরণদানে বিরত হয়েন'?

সম্রাট সহাস্যবদনে বলিলেন,—দানেশমন্দ! অন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক, আপনি সর্ব্বসময়েই সমাদরের পাত্র।

ক্ষণেক এইরূপ দানেশমন্দ অন্য ক বুঝিতে পারিলেন, লেন,—জাহাঁপনা! উঠিলেন। ক্রত- সার্থক করিবেন! সমস্ত হি ভ্রমণ করিতে পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে র উপর দন্ত করিতেও বড় বিলম্ব নাই। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলি- লেন,—কেন সে বিষয়ে আমার কি উদ্যোগ দেখিলেন?

দানেশমন্দ্। দক্ষিণদেশের প্রধান শত্রু আপনার পদতলে।

আরংজীব। শিবজীর কথা বলিতেছেন? হাঁ ইন্দুর কলে পড়িয়াছে।

তৎক্ষণাৎ আপন মন্ত্রণা গোপনার্থে বলিলেন,—দানেশমন্দ্! আপনি আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই সম্মান করা আমার উদ্দেশ্য। শিবজী ধূর্ত্ত ও বিদ্রোহী হউক, যোদ্ধা বটে, তাহাকে সম্মানার্থই দিল্লীতে আনিয়াছিলাম। রাজসভায় সমুচিত সম্মান করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে এরূপ মূর্খ যে, রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং অন্য শাস্তি না দিয়া কেবল রাজসভায় আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন শুনিতেছি যে, দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক সন্ন্যাসী ও বিদ্রোহীর সহিত পরামর্শ করে, সুতরাং কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে না পারে এই জন্যই কোতওয়ালকে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়াছি। কয়েকদিন পর সম্মান পূর্ব্বক বিদায় দিব।

দানেশমন্দ্। সম্রাটের এ আদেশ

শিবজী। মন্ত্রিবর, লাম। আরংজীব। শ্রেয়ঃ, আমারও বো
বিষয়ে আপত্তি ক দানেশমন্দ, বলিলেন,—
সেই মর্ম্মে। মর্শ দিই আমার কি সাধ্য, প্রস্তুত হইল। পনা! যদি শিবজীর প্রতি ছিলেন, তচরণ না করিতেন, যদি তাহাকে চিরকালের জন্য বন্দী করিতেন, তাহা হইলে মন্দ লোকে নানারূপ অখ্যাতি করিত, বলিত যে, শিবজীকে আহ্বান করিয়া রুদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

আরংজীব ঈষৎ কোপ সঙ্গোপন করিয়া সেইরূপ হাস্যবদনে বলিলেন,—
ানেশমন্দ! মন্দলোকের কথায় দিল্লীশ্বরের ক্ষতিবৃ নাই, তবে সুবিচার ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার করিয়া শিবজীর জন্য তাহাকে সতর্ক করিয়া ি দয়া প্রকাশে তাহাকে সসম্মান বি দিব।

দানেশমন্দ। এরূপ সদাচারণেই জাহাঁপনার প্রপিতামহ আক্‌বরশাহ দেশ-শাসন করিয়াছিলেন, এরূপ সদাচরণে আপনারও খ্যাতি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

আরংজীব। সে কিরূপ?

দানেশমন্দ। সম্রাটের অগোচর কিছুই নাই। দেখুন, আকবর শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত সাম্রাজ্য শত্রুসঙ্কুল ছিল, রাজস্থানে, বিহারে, দাক্ষিণাত্যে, সর্ব্বস্থানেই বিদ্রোহী ছিল, দিল্লীর সন্নিকট স্থানও শত্রুশূন্য ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে সমস্ত সাম্রাজ্য নিঃশত্রু ও নির্ব্বিরোধ হইয়াছিল, যাহারা পূর্ব্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজপুতেরাই বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে। জয়সাধন কিরূপে হইয়াছিল? কেবল বাহুবলে? কেবল সাহসে? তৈমুরের বংশে কাহারও সাহস বা বাহুবলের অভাব নাই, তবে আর কেহ এরূপ জয়সাধন করিতে পারেন নাই কি জন্য? না জাহাঁপনা! কেবল সদাচরণেই এরূপ জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি শত্রুদিগের প্রতি সদাচরণ করিতেন, অধীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুরাও এবম্বিধ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিত। মানসিংহ, টোডরমল্ল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দুগণই মুসলমান সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছিলেন। উত্তম ব্যক্তিকেও অবিশ্বাস করিলে সে ক্রমে অধম হইয়া যায়, অধম কাফেরের প্রতিও সদাচরণ ও বিশ্বাস করিলে তাহারা ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয়, মানবের এই প্রকৃতি, শাস্ত্রের এই লিখন। আমাদের দক্ষিণদেশের যুদ্ধে শিবজী অনেক সহায়তা করিয়াছেন, জাহাঁপনা! তাঁকে সম্মান করিলে তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, দক্ষিণদেশে মোগল-সম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ থাকিবেন!

দানেশমন্দ কি জন্য সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক বোধ হয় এক্ষণে বুঝিয়াছেন। দিল্লীশ্বর শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্দী করায় জ্ঞানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ্ মাত্রই লজ্জিত হইয়াছিলেন। দানেশমন্দকে সম্রাট্ সমাদর করিতেন, তিনি কোনরূপে কথাচ্ছলে সম্রাটের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শিবজীর প্রতি ভদ্রাচরণ করিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে স্বদেশে

যাইতে দেন, দানেশমন্দ্ এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। দানেশমন্দ জানিতেন না যে, হস্ত দ্বারা প্রকাণ্ড ভূধরকে বিচলিত করা সম্ভব, কিন্তু পরামর্শ দ্বারা আরংজীবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্য গুলি বিচলিত করা যায় না।

দানেশমন্দের উদার সারগর্ভ কথাগুলি কুটিল আরংজীবের নিকট অতিশয় নির্ব্বোধের কথার ন্যায় বোধ হইল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—হাঁ, দানেশ-মন্দ্ যেরূপ শাস্ত্রবিশারদ, মানব হৃদয়ও সেইরূপ পাঠ করিয়াছেন দেখিতেছি। দক্ষিণদিকে শিবজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবে, রাজস্থানে ত বিদ্রোহিগণ স্তম্ভস্থাপন পূর্ব্বেই করিয়াছে। কাশ্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব ও বঙ্গদেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিব। এই চতুঃস্তম্ভের উপর মোগল-সাম্রাজ্য সুন্দর ও সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবে!

দানেশমন্দের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—সম্রাটের পিতা দাসকে অনুগ্রহ করিতেন, সম্রাট্ও যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, সেই জন্য কখন কখন মনের কথা বলি, নচেৎ জাঁহাপনাকে পরামর্শ দিই, এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই।

আরংজীব দানেশমন্দকে নির্ব্বোধ সরল ব্যক্তি জানিয়াও তাঁহার সেই সরলতার জন্য তাঁহাকে ভালবাসিতেন তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছেন দেখিয়া বলিলেন, —দানেশমন্দ্! আমার কথার দোষ গ্রহণ করিও না। আকবরশাহ বুদ্ধিমান্ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাফের ও মুসলমানকে সমানচক্ষে দেখিয়া তিনি কি ধর্ম্ম-সঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন? আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের সামান্য দৈনিক কার্য্য সম্পাদনকালেও দেখিতে পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ কার্য্য হয়, পরের হস্তে সেরূপ হয় না। এরূপ বিস্তীর্ণ সম্রাজ্য-শাসনকার্য্যও সেইরূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং সম্পাদন করিলে কি ভাল হয় না? নিজ বাহুবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতে সমর্থ হই কিজন্য ঘৃণিত কাফেরদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব? আরংজীব বাল্যকালাবধি নিজ অসির উপর নির্ভর করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা দেশশাসন করিবে, কাহারও সহায়তা চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।

দানেশমন্দ। জাঁহাপনা! স্বহস্তে দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ সাম্রাজ্য শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পাদিত হয়? বঙ্গদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে কি সর্ব্বসময়ে আপনি বর্ত্তমান থাকিতে পারেন? অন্য কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে কার্য্য কি রূপে সম্পাদিত হইবে?

আরংজীব। অবশ্য ভৃত্য নিযুক্ত করিব, কিন্তু তাহারা চিরকাল ভৃত্যের ন্যায় থাকিবে, যেন প্রভু হইতে না চাহে! অদ্য আমি যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিব, কল্য সে সেই ক্ষমতা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে; অদ্য যাহাকে অধিক বিশ্বাস করিব, কল্য সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে। এ অবস্থায় ক্ষমতা ও বিশ্বাস অন্যে ন্যস্ত না করিয়া আপনাতে রাখাই ভাল। দানেশমন্দ! তুমি যখন অশ্বে আরোহণ কর, অশ্বকে বল্গা ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর,

দিকে ফিরাও সেইদিকে যাইতে বাধ্য। সম্রাটেরও সেইরূপে শাসন করা চিত, কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, কাহা-ও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না। সমস্ত নিজ হস্তে রাখিবে, কর্ম্মচারী ও নাপতিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া হাদিগের নিকট কার্য্য গ্রহণ করিবে।

দানেশমন্দ্‌। প্রভু! মনুষ্য ত অশ্ব হ, তাহাদিগের মহত্ত্ব আছে, নিজ নিজ মান-জ্ঞান আছে।

আরংজীব। মনুষ্য অশ্ব নহে তাহা নি, সেই জন্যই অশ্বকে বল্গা দ্বারা চালাই, ষ্যকে উন্নতির আশা ও শাস্তির ভয়ের রা চালাই। যে উত্তম কার্য্য করিবে হাকে পুরস্কার দিব, যে অধম কার্য্য রিবে তাহাকে শাস্তি দিব। পুরস্কার শা ও শাস্তি ভয়ে সকলে কার্য্য করিবে, মতা, বিশ্বাস, মন্ত্রণা আরংজীব নিজহৃদয়ে নিজ বাহু বলে ন্যস্ত রাখিবে।

দানেশমন্দ্‌। প্রভু! পুরস্কার আশা শাস্তি ভয় ভিন্ন মনুষ্য-হৃদয়ে ত অন্য বও আছে। মনুষ্যের মহত্ত্ব আছে, চাভিলাষ আছে, নিজ সম্মানজ্ঞান আছে। শাস্তিভয়ে কার্য্য করে, সে কোনরূপে বল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিরস্ত থাকে, স্তু যাঁহাকে আপনি সম্মান করেন, সমাদর রেন, ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করেন, সে পনাকে সেই সমাদর ও বিশ্বাসের পযোগী প্রমাণ করিবার জন্য প্রভুকার্য্যে জের ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়াছে, রূপ উদাহরণও শাস্ত্রে দেখা যায়।

আরংজীব। দানেশমন্দ্‌! আমি তামার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ নহি; কবিতায় যাহা খে তাহা বিশ্বাস করি না। মানব প্রকৃতি আমার শাস্ত্র। মানবের মহত্ত্ব আমি অল্প দেখিয়াছি, শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অনেক দেখিয়াছি, সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজহস্তে ক্ষমতা রাখিতে শিখিয়াছি। সেই জন্য কাফেরদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিব, বিদ্রোহন্মুখ রাজপুত-দিগের উপর কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্র-দেশ নিঃশত্রু করিব, বিজয়পুর ও গলখন্দ জয় করিব, হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত একাকী শাসন করিব। কাহারও সহায়তা লইব না, আলমগীর নিজের নাম সার্থক করিবে।

উৎসাহে সম্রাটের নয়ন উজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি মনের গভীর অভীষ্ট কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, অদ্য কোথায় কথায় অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দানেশমন্দের উদার চরিত্র জানিতেন, তাঁহার নিকট দুই একটী কথা কহিলে কোনও হানি নাই, জানিতেন।

ক্ষণেক পর ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন,—সরলস্বভাব বন্ধু! অদ্য আমার অভীষ্ট ও মন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে?

তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরংজীব যদি আপনার গভীর মন্ত্রণা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সেই দিন সরল দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য বোধ হয় এত শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না!

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল,—রামসিংহ জাঁহাপনার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।

সম্রাট্ আদেশ করিলেন,—আসিতে দাও।

ক্ষণেক পর রাজা জয়সিংহের পুত্র রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহ। সম্রাট্‌কে এরূপ সময়ে সাক্ষাৎ করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অবিধেয়, কিন্তু পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ আসিয়াছে, প্রভুকে জানাইতে আসিলাম।

আরংজীব। আপনার পিতার নিকট হইতে আমরাও অদ্য পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত সংবাদ অবগত আছি।

রামসিংহ। তবে সম্রাট্ অবগত আছেন যে, পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া শত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্যের অল্পতাবশতঃ সে নগর এ পর্য্যন্ত হস্তগত করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ গলখন্দের সুলতান বিজয় পুরের সাহায্যার্থ নেকনাম খাঁ নামক সেনাপতিকে বহু সংখ্যক সৈন্য সমেত প্রেরণ করিয়াছেন।

আরংজীব। সমস্ত অবগত হইয়াছি।

রামসিংহ। চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু এ যুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রভুর নিকট আর অল্পসংখ্যক সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

আরংজীব। আপনার পিতা বীরাগ্রগণ্য! তিনি নিজের সৈন্যে বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিবেন না?

রামসিংহ। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, পিতা তাহা করিবেন। শিবজী পূর্ব্বে পরাস্ত হয়েন নাই, পিতা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছেন; বিজয়পুর পূর্ব্বে আক্রান্ত হয় নাই, পিতা সেই নগর আক্রমণ করিয়া[ছেন]; এখন আপনার নিকট অল্পমা[ত্র] সৈন্যসহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। তা[হা] হইলেই সমস্ত কার্য্য শেষ হয়, দক্ষিণদে[শে] মোগল-সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ়ীভূত হয়।

এরূপ অবস্থায় অন্য কোন সম্রাট্ সে[ই] সহায়তা প্রেরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যদেশ বিজয়কার্য্য সাধন করিতেন। আরংজী[ব] আপনাকে বহুদূরদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ম[নে] করিতেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণকরি[লেন না।] বলিলেন,—রামসিংহ! আপ[নার] পিতা আমাদের সুহৃদ্‌প্রবর, তাঁহা[র] বিপদের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম। তাঁহাকে পত্র লিখি[বেন] যে, তিনি নিজের অসাধারণ বাহুব[লে] জয়সাধান করিবেন, সম্রাট্ দিবানিশি এই রূপ আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু এখ[ন] দিল্লীতে সেনাসংখ্যা অতি অল্প, আ[মি] সহায়তা প্রেরণ করিতে অক্ষম।

রামসিংহ কাতরস্বরে বলিলেন,—জাঁহ[া]পনা! পিতা দিল্লীশ্বরের পুরাতন দা[স], আপনার কালে, আপনার পিতার কা[লে] অসংখ্য যুদ্ধে যুঝিয়াছেন, অনেক কার্য সাধন করিয়াছেন, দিল্লীশ্বরের কার্য্যসাধ[ন] ভিন্ন তাঁহার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই এই ঘোর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সাহা[য্য] দান না করিলে তিনি বোধ হয় সসৈ[ন্যে] নিধন প্রাপ্ত হইবেন।

বালক জানিত না যে তাহার কাত[র] স্বরে ও অশ্রুজলে আরংজীবের গভী[র] উদ্দেশ্য, গূঢ়মন্ত্রণা বিচলিত হয় না!

সে উদ্দেশ্য, সে মন্ত্রণা কি? রা[জা] জয়সিংহ অতিশয় ক্ষমতাশালী প্রতাপান্বি[ত] সেনাপতি, তাঁহার অসংখ্য সৈন্য, বিস্তী[র্ণ]

যশ, অনন্ত প্রতাপ! আজীবন তিনি নিষ্কলঙ্কে দিল্লীশ্বরের কার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোনও সেনাপতির বিধেয় নহে, সম্রাট্‌ জয়সিংহকে এতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ যুদ্ধে যদি জয়সিংহ সার্থকতা লাভ করিতে না পারিয়া অবমানিত হয়েন, তবে সে প্রতাপ ও যশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। যদি সসৈন্যে বিজয়পুর সম্মুখে নষ্ট হয়েন, দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের একটী কণ্টকোদ্ধার হইবে। উর্ণনাভের জালের ন্যায় আরংজীবের উদ্দেশ্যগুলি বহুবিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, অদ্য জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উদ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লীশ্বরের কার্য্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সেজন্য কি সূক্ষ্ম মন্ত্রণাজাল অদ্য ব্যর্থ হইবে?

জয়সিংহের উদারচিত্ত পুত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছেন বটে, বালকের রোদনের জন্য কি দূরদর্শী সম্রাট্‌ উদ্দেশ্য ত্যাগ করিবেন?

দয়া মায়া প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তি সমূহে আরংজীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজ হৃদয়েও স্থান দিতেন না। আত্মপথ পরিষ্কারার্থ অদ্য একটী পতঙ্গ সরাইয়া ফেলিলেন, কল্য একজন সহোদর ভ্রাতাকে হনন করিলেন, উভয় কার্য্য একই রূপ ধীর নিরুদ্বেগ, হৃদয়ে করিতেন! একদিন পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতস্পুত্র, আত্মীয়বর্গ সেই উন্নতিপথে পড়িয়াছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে মায়াবশতঃ জীবিত রাখেন নাই, জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারাকে ক্রোধবশতঃ হত্যা করেন নাই, সে সমস্ত বালকোচিত মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। পিতা জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা নাই, আপন উদ্দেশ্যসাধনে কোনও প্রতিবন্ধক হইবে না, তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা জীবিত থাকিলে উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে, জল্লাদ! তাঁহাকে সরাইয়া সম্রাট্‌ আলমগীরের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও!

মন্ত্রণাসাধনের জন্য অদ্য আবশ্যক যে জয়সিংহ সসৈন্যে হত হইবেন। তিনি ভাল কি মন্দ, বিশ্বাসী কি বিদ্রোহী, অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই, তিনি সসৈন্যে মরিবেন! এই পরিচ্ছেদবিবৃত সময়ের পর কয়েক মাসের মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ আসিল, অবমানিত, অকৃতার্থ জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! তখনকার ইতিহাস-লেখক কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন, সম্রাটের আদেশে বিষপ্রয়োগে জয়সিংহের মৃত্যু হয়।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামসিংহ বলিলেন,—প্রভু! আমার একটী যাচ্ঞা আছে।

আরংজীব। নিবেদন করুন।

রামসিংহ। শিবজী যখন দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে বাক্যদান করিয়াছিলেন যে, দিল্লীতে শিবজীর কোনও আপদ্‌ ঘটিবে না।

আরংজীব। আপনার পিতা সে কথা আমাদের অবগত করাইয়াছেন।

রামসিংহ। রাজপুতদিগের মধ্যে বাক্যদান করিয়া তাহা লঙ্ঘন হইলে অতিশয় নিন্দার বিষয়। পিতার প্রার্থনা ও দাসের প্রার্থনা যে, শিবজীর যে কোনও দোষ হইয়া থাকে, প্রভু ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দি·

আরংজীব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—সম্রাটের যাহা উচিত কার্য্য সম্রাট্ তাহা করিবেন, সে বিষয়ে আপনি চিন্তিত হইবেন না।

শিবজী নামে দ্বিতীয় একটী কীট সম্রাটের সেই বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালে পতিত হইয়াছেন, দানেশমন্দ্ ও রামসিংহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না!

জয়সিংহের যে দোষ, শিবজীরও সেই দোষ। শিবজীও সন্ধিস্থাপনাবধি প্রাণপণে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছেন, নিজ সৈন্য দ্বারা অনেক দুর্গ দিল্লীর অধীনে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তঁাহারও বিপুল ক্ষমতা। আরংজীব কোনও ভৃত্যের উপর বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারেন না, কাহাকেও বিশ্বাস করেন না।

যাহাকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহারা ক্রমে অবিশ্বাসের যোগ্য হয়। আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা ও রাজপুতেরা দিল্লীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিল, মোগলসাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া।

ঘুরে গেল জটাজুট।

মধুসূদন দত্ত।

শিবজীর অতিশয় সঙ্কটজনক পীড়া হইয়াছে,—সমগ্র দিল্লীনগরে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। দিবানিশি শিবজীর গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার রুদ্ধ, দিবানিশি চিকিৎসক আসিতেছেন। এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেহস্থল, অদ্য যেরূপ রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকা অসম্ভব। কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে যে, শিবজী আর নাই! রাজপথ দিয়া বহুসংখ্যক লোক গমনাগমন করিত ও সেই রুদ্ধ গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিত। অশ্বারোহী সৈনিক ও সেনাপতিগণ ক্ষণেক অশ্ব থামাইয়া প্রহরীদিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। শিবিকারোহী রাজা বা মন্সবদার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া একবার উঠিয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। শিবজী কিরূপ আছেন, তিনি উদ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন কি না, এইরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্ব্বসময়ে আন্দোলন করিত। আরংজীব সর্ব্বদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত ছিল তাহা পূর্ব্বমত রাখিলেন। লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয় আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, মনে মনে ভাবিতেন, যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন নিন্দা না হইয়াই অনায়াসে কণ্টকোদ্ধার হইবে।

সন্ধ্যাকাল সমাগত, এরূপ সময়ে একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান হাকিম শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিল,—কি উদ্দেশে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন? হাকিম উত্তর করিলেন,—সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতে আসি-

য়াছি। সসম্মানে প্রহরিগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার ভৃত্য সংবাদ দিল যে, সম্রাট্ একজন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ বিষপ্রয়োগের জন্য সম্রাট এ কাণ্ড করিতেছেন। তিনি ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও হিন্দু কবিরাজে আমার চিকিৎসা করিতেছে, আমি হিন্দু অন্যরূপ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সম্রাটের এই অনুগ্রহের জন্য আমার কোটী কোটী ধন্যবাদ জানাইবেন।

ভৃত্য এই আদেশ লইয়া ঘর হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই হাকিম অনাহূত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। শিবজীর হৃদয়ে ক্রোধসঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা সঙ্গোপন করিয়া তিনি অতি ক্ষীণ মৃদুস্বরে হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন, ও শয্যাপার্শ্বে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে হাকিমের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বয়স অনেক হইয়াছে, অতি শুক্ল শ্মশ্রু লম্বিত হইয়া উরঃস্থল আবৃত করিয়াছে, মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, হাকিমের স্বর ধীর ও গম্ভীর।

হাকিম বলিলেন,—মহাশয়! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়াছি, আপনি আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না। তথাপি মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম, আমি স্বধর্ম্মসাধন করিব।

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন এ বিপদ্ কোথা হইতে আসিল? কিছু বলিলেন না।

হাকিম। আপনার পীড়া কি?

কাতরস্বরে শিবজী বলিলেন,—জানি না এ কি ভীষণ পীড়া। শরীর সর্ব্বদাই অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বস্থানে বেদনা।

হাকিম গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—পীড়া অপেক্ষা জিঘাংসায় শরীর অধিক জ্বলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিক ক্লেশসম্ভূত। আপনার কি সেই পীড়া?

বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপরূপ হাকিমের দিকে চাহিলেন, মুখ সেইরূপ গম্ভীর, কোনও ভাব বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। শিবজী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। হাকিম তাঁহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন। শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেকক্ষণ অতিশয় মনোনিবেশপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন,—আপনার বচন যেরূপ ক্ষীণ, নাড়ী সেরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সজোরে সঞ্চালিত হইতেছে, পেশীগুলি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়বদ্ধ। আপনার এ সমস্ত কি প্রবঞ্চনামাত্র?

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপূর্ব্ব চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের মুখমণ্ডল গম্ভীর ও অকম্পিত, কোনও কপটভাব লক্ষিত হইল না। শিবজীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধসম্বরণ করিয়া পুনরায় ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অন্যান্য চিকিৎসকগণও সেইরূপ বলেন। এ মহৎ

পীড়া বাহ্যলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবননাশ করিতেছে।

হাকিম ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আলাফ্‌ক্লায়লা ও লায়লুন" নামক আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, তাহাতে এক সহস্র এক পীড়ার বিষয় নির্দ্দেশ আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটী বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়ার চিকিৎসার কথা লিখিত আছে। একটীর চিকিৎসা "বকুস্‌তনে আসিরী ইশারৎ কর্দ্দ।" কয়েদীগণ কায না করিবার জন্য যে পীড়া ভাণ করে, তাহার চিকিৎসা শিরশ্ছেদন। আর একটী পীড়ায় নাম "দিগরান্ দোজথ্‌ এখ্‌তিয়ার কুনন্দ।" যুবকগণ এই পীড়ার ভাণ করিয়া নরক পথগামী হয়,তাহার ঔষধি পাদুকা প্রহার। তৃতীয় এক প্রকার বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়া আছে, তাহার নাম "আয়েবহা বরগেরেক্‌তা জেরেবগল।" প্রবঞ্চকগণ নিজ প্রবঞ্চনা গোপনার্থ এই পীড়া ভাণ করে। তাহারও ঔষধি নির্দ্দেশ আছে, আমি সেই ঔষধি আপনাকে দিতেছি।

শিবজী এ সমস্ত শাস্ত্রকথা বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাকিম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর, শিবজীর মনের ভাব বুঝিয়াছেন, তাহা শিবজী বুঝিতে পারিলেন। ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সে ঔষধি কি?

হাকিম উত্তর করিলেন,—সে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধিও বটে, উৎকট বিষও বটে। "রব্বুল আলমিনার" নাম লইয়া তাহাই আপনাকে দিব, যদি রোগ যথার্থ হয় অব্যর্থ ঔষধিতে তৎক্ষণাৎ পীড়া আরোগ্য হইবে, যদি প্রতারণা হয় অব্যর্থ বিষে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে!

শিবজীর হৃৎকম্প হইল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু পড়িতে লাগিল! ঔষধিসেবনে অস্বীকৃত হইলে তাঁহায় প্রতারণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু!

হাকিম ঔসধি প্রস্তুত করিয়া আনিলেন, শিবজী বলিলেন,—মুসলমানের স্পৃষ্ট পানীয় আমি পান করিব না।

শিবজী। সজোরে হস্তসঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হাকিম কিছুমাত্র রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে বলিলেন,—এরূপ সজোরে হস্তসঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে।

শিবজী অনেকক্ষণ অতিকষ্টে ক্রোধসম্বরণ করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। সহসা উঠিয়া বসিলেন,—"রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি" এই বলিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের গুল্ফশ্মশ্রু সজোরে আকর্ষণ করিলেন।

বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই মিথ্যা শ্মশ্রু সমস্ত খসিয়া আসিল, চপেটাঘাতে উষ্ণীষ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাঁহার বাল্য সুহৃদ্ তন্নজী মালশ্রী খিল্ খিল্ করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল!

তন্নজী অনেকক্ষণ পর হাস্য সম্বরণ করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরে শিবজীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন,—প্রভু কি সর্ব্বদাই চিকিৎসককে এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন? তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশের চিকিৎসক নিঃশেষিত হইবে! বজ্রসম চপেটাঘাতে এখনও মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে!

শিবজী সহাস্যে বলিলেন,—বন্ধু, ব্যাঘ্রের সহিত খেলা করিলে কখন কখন আহত হইতে হয়। যাহা হউক, তোমাকে দেখিয়া কতদূর আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না, এ কয়দিনই তোমাকে প্রত্যাশা করিতেছিলাম। এখন সংবাদ কি বল।

তন্নজী। প্রভুর সমস্ত আদেশ সম্পাদিত করিয়াছি, একে একে নিবেদন করিতেছি। সম্রাট্ যে অনুমতিপত্র দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আপনার অনুচরবর্গ সকলেই নিরাপদে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে।

শিবজী। সেজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি। এখন আমার মন শান্ত হইল, আমি আপনার পলায়নের জন্য তত ভাবি না। গগনবিহারী পক্ষী সামান্য পিঞ্জর বদ্ধ হইয়া থাকে না।

তন্নজী। সেই সমস্ত অনুচর দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গোস্বামীর বেশ ধরিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছে, মথুরায় অনেক দেবালয়ের পুরোহিতগণও প্রত্যহ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি দিল্লী হইতে মথুরার পথ বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়াছি, যে যে স্থানে লোক সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও করিয়াছি।

শিবজী। চিরবন্ধু! তুমি যেরূপ কার্য্যদক্ষ অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারিব।

তন্নজী। দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে আপনি যেরূপ একটী তীব্রগতি অশ্ব রাখিতে বলিয়াছিলেন তাহাও রাখিয়াছি। যেদিন স্থির করিবেন সেইদিনে সমস্ত প্রস্তুত থাকিবে।

শিবজী। ভাল।

তন্নজী। রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পিতা আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। রামসিংহ পিতার ন্যায় সত্যপ্রিয় ও উদারচেতা, শুনিয়াছি স্বয়ং সম্রাটের নিকট যাইয়া আপনার জন্য সাশ্রুনয়নে আবেদন করিয়াছিলেন?

শিবজী। সম্রাট্ কি বলিলেন?

তন্নজী। বলিলেন, সম্রাটের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন।

শিবজী। বিশ্বাসঘাতক! কপটাচারী! এখনও একদিন শিবজী ইহার প্রতিশোধ দিবে।

তন্নজী। রামসিংহ সে বিষয়ে নিষ্ফল প্রযত্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু যুবক সরোষে আমার নিকট বলিল যে, রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না। অর্থ দ্বারা, সৈন্য দ্বারা, যেরূপে পারেন, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন, তাহাতে যদি তাঁহার প্রাণ যায় তাহাতেও স্বীকৃত আছেন।

শিবজী। পিতার উপযুক্ত পুত্র! কিন্তু আমি তাঁহাকে বিপদ্গ্রস্ত করিতে চাহিনা। আমি পলায়নের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি তাহা তুমি তাঁহাকে জানাইয়াছ?

তন্নজী। জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আপনার সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শিবজী। ভাল।

তন্নজী। এতদ্ভিন্ন দানেশমন্দ প্রভৃতি যাবতীয় আরংজীবের সভাসদ্‌কে মিষ্ট কথায়, বা অর্থ দ্বারা, আপনার পক্ষবর্ত্তী করিয়াছি। দিল্লীতে হিন্দু কি মুসলমান

এরূপ বড়লোক কেহ নাই, যিনি আপনার পক্ষবর্ত্তী নহেন। কিন্তু আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেন না।

শিবজী। তবে সমস্ত প্রস্তুত! আমি আরোগ্য লাভ করিতে পারি?

সহাস্যে তন্নজী বলিলেন,—আমার ন্যায় বিজ্ঞ হাকিম যখন আপনার পীড়ার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন পীড়া কি থাকিতে পারে? কিন্তু আপনার পানের জন্য সুন্দর মিষ্ট শরবৎ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সমস্তটা নষ্ট করিলেন?

শিবজী আর একপাত্র প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তন্নজী সেই পাত্র লইয়া পুনরায় শরবৎ প্রস্তুত করিলেন, শিবজী তাহা পান করিয়া, সহাস্যে বলিলেন,—চিকিৎসক! আপনার ঔষধি যেরূপ মিষ্ট সেইরূপ ফলদায়ী, আমার পীড়া একেবারে আরাম হইয়াছে!

শিবজীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় উষ্ণীষ ও শ্মশ্রু ধারণ করিয়া তন্নজী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—পীড়া কিরূপ দেখিলেন?

হাকিম উত্তর করিলেন,—পীড়া অতিশয় সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষধিতে অনেক উপশম হইয়াছে। বোধ করি অল্পদিনের মধ্যেই শিবজী এ ক্লেশ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন।

হাকিম শিবিকাযোগে চলিয়া গেলেন। একজন প্রহরী অন্যকে বলিল—হাকিম বড় ভাল, এত বৈদ্যে যে পীড়া আরাম করিতে পারিল না, হাকিম একদিনে তাহা আরাম করিলেন কিরূপে

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল,—হবে না কেন, এ যে রাজবাটীর হাকিম।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য।

এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হ'য়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে॥
হে বীর, কমলচক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার॥

কাশীরাম দাস।

উপরি উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, শিবজীর পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে। নগরে পুনরায় ধুমধাম পড়িয়া গেল, সকলেই সেই কথা কহিতে লাগিল। হিন্দুমাত্রেই এ কথা শুনিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিল, মহদাশয় মুসলমানগণ এই সংবাদ পাইয়া সুখী হইলেন। পথে, ঘাটে, দোকানে, মসজীদে, সকলেই এই কথা কহিতে লাগিল। আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

নগরে ধুমধাম পড়িয়া গেল। শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুদ্রা দান করিতে লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠাইতে লাগিলেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিলেন। বাজারে আর মিষ্টান্ন রহিল না, শিবজী রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর সমস্ত বড়লোকের বাটীতে পাঠাইতে লাগিলেন। পরিচিত সমস্ত লোকের নিকট ভেট পাঠাইতে লাগিলেন, এমন কি, প্রতি মসজীদে ও ফকীরগণের সেবার্থ প্রচুর

পরিমাণে মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন। সম্রাটের মনে যাহাই থাকুক, অন্য সকলেই শিবজীর এই বদান্যতা ও সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। "দিল্লীকালাড্ডুর" ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তাহাতে আর কেহ পস্তিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আরংজীব অতি শীঘ্রই পস্তিয়াছিলেন!

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া নিজের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধার সমস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন সাজাইয়া প্রেরণ করিতেন। সে আধার কখন কখন তিন চারি হাত দীর্ঘ হইত, আট কি দশ জন লোকে বহিয়া লইয়া যাইত। কয়েকদিন এইরূপে মিষ্টান্ন বিতরিত হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটী প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আধার শিবজীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিল,—এ কাহার বাটীতে যাইবে? বাহকেরা উত্তর করিল,—রাজা জয়সিংহ-সদনে।

প্রহরিগণ। তোমাদের প্রভু আর কতদিন মিষ্টান্ন পাঠাইবেন?

বাহকেরা। এই অদ্যই শেষ। একত্র মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণকে অশ্ব-গেল। করিয়াছিলাম, কতর্ক পথ যাইয়া বাহ্যে কার্য্যের জন্য অতি সঙ্গোপন স্থানে সংর দিতে পারি? সেই দুইটী আধার নাঙ্গীর সম্মুখে জানু চারিদিকে চাহিয়া দেখি বলিলেন,—রাজন্! কেবল সন্ধ্যার বায়ু ন, আমি অশ্বরক্ষকও যাইতেছে। বাহকেনহি, আমি আপনার করিল, একটী আধার হইতে শিবজী, অপরটী হইতে শম্ভুজী বাহির হইলেন। উভয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরাভিমুখে যাইলেন। সন্ধ্যার সময় লোক অতি অল্প, তথাপি রাজপথে দুই একজন লোক যখন নিকট দিয়া যায়, শম্ভুজীর হৃদয় ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পিত হইয়া উঠে। শিবজীর চিরজীবন এইরূপ বিপদপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে এ বিপদ্ কিছু নূতন নহে, তথাপি তাঁহারও হৃদয় উদ্বেগশূন্য ছিল না।

উভয়ে কম্পিতহৃদয়ে প্রাচীর পার হইলেন, একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল—কে যায়?

শিবজী উত্তর করিলেন,—গোস্বামী। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্!

প্রহরী। কোথা যাইতেছ?

শিবজী। মথুরা তীর্থস্থানে। কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

উভয়ে প্রাচীর পার হইলেন।

প্রাচীরের বাহিরে অনাতে উভয়ে প'-উচ্চপদাভিষিক্ত সেনমুখে বিমুগ্ধ হইলেন। সকল দুঃখের ব্রত অদ্য শেষ হইল, শিবজীর হৃদয়বেদনা অদ্য দূর হইল, বালকের ন্যায় উভয়ে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শিবজী বলিলেন,—হাঁ এই অশ্ব বটে। শিবজী অশ্বে আরোহণ করিলেন, পশ্চাতে শম্ভুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার দিকে চলিলেন। অশ্বরক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার নিশীথে পল্লী বা প্রান্তর দিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন। আকাশে নক্ষত্রগুলি মিটু মিটু করিতেছে, অল্প অল্প মেঘ এক একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণকলেবর যমুনা প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, পথ, ঘাট কর্দ্দম বা জলপূর্ণ। শিবজী উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন।

দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল। শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেস্থানে বৃক্ষ বা কুটীর নাই, অগত্যা পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তিনজন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী অভিমুখে আসিতেছেন, তাহাদিগের কোষে অসি। দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে পুনরায় উদ্ধা... ইদিকে অশ্ব প্রধাবিত তন্নজী গৃহ হইতে নি... উদ্বেগে দুরু

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা আসিয়া পীড়া কিরূপ দেখিলেন ?

হাকিম উত্তর করিলেন,—পীড়া অতিশয় সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষধিতে অনেক উপশম হইয়াছে। বোধ করি অল্পদিনের মধ্যেই শিবজী এ ক্লেশ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন।

হাকিম শিবিকাযোগে চলিয়া গেলেন। একজন প্রহরী অন্যকে বলিল—হাকিম বড় ভাল, এত বৈদ্যে যে পীড়া আরাম করিতে পারিল না, হাকিম একদিনে তাহা আরাম করিলেন কিরূপে

শিবজীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকেরা বলপ্রকাশ করিবে, বিবাদের সময় সহসা শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে, কেননা দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গমন করিলে সহস্র বিপদ! ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী সম্মুখে আসিয়া শিবজীর সহিত কথা কহিয়াছিল অপর দুইজন অস্পষ্টস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। কি পরামর্শ ?

একজন বলিল,—এ স্বর আমি জানি, আমি দক্ষিণদেশে সায়েস্তাখাঁর অধীনে অনেকদিন যুদ্ধ করিয়াছি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি পথিক গোস্বামী নহে।

অপরজন বলিল,—তবে কে ?

প্রথম। আমি সন্দেহ করি এ স্বয়ং শিবজী, দুইজন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর ঠিক একরূপ হয় না।

দ্বিতীয়। দূর মূর্খ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী হইয়াছে।

প্রথম। সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছিলাম যে, শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে, সহসা একদিন রজনীযোগে পুনা ...স করিয়া গিয়াছিল!

...ীয়। ভাল মস্তকের বস্ত্র তুলিয়া ...কল সন্দেহ দূর হইবে।

ব্রাহ্মণদি... লাগিলেন, ... লেন, চিকিৎ... কজন অশ্বারোহী আসিয়া করিলেন। বা... দূরে নিক্ষেপ করিলেন, শিবজী রাশি ...নিলেন, তিনি সায়েস্তা- দিল্লীর সমস্ত বড়লো... প্রধান সেনানী! লাগিলেন। পরিচিত...নরূপ অস্ত্র থাকিত, ভেট পাঠাইতে লা...জনকে হত করিবার মসজীদে ও ফকী

চেষ্টা করিতেন। রিক্তহস্তেও একজনকে মুষ্টিআঘাতে অচৈতন করিলেন, এমন সময় আর দুইজন অসিহস্তে নিকটে আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। আবার বন্দী হইলেন, বিদেশে বন্ধুশূন্য হইয়া আরংজীব কর্ত্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা করিতেছিলেন। শম্ভুজীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্ষু জলে আপ্লুত হইল।

সহসা একটী শব্দ হইল, শিবজী দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী তীরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটী তীর, আর একটী তীর; শিবজীর তিনজন শত্রুই ভূতলশায়ী! তিনজনই গতজীবন।

শিবজী পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে সেই অশ্বরক্ষক জানকীনাথ তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। বিস্মিত হইয়া জানকীনাথকে নিকটে ডাকিয়া জীবন রক্ষার জন্য শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সে নিকটে আসিলে শিবজী আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সে অশ্বরক্ষক নহে, অশ্বরক্ষকবেশে সীতাপতি গোস্বামী!

তখন সহস্রবার গোস্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—সীতাপতি! আপনি ভিন্ন শিবজীর বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধু আর কে আছে? আপনাকে অশ্বরক্ষক মনে করিয়া তুচ্ছ করিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন। আপনার এ কার্য্যের জন্য আমি কি উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি?

সীতাপতি শিবজীর সম্মুখে জানু গাড়িয়া করযোড়ে বলিলেন,—রাজন্! ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন, আমি অশ্বরক্ষকও নহি গোস্বামীও নহি, আমি আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথজী হাবিলদার! জ্ঞান হইয়া অবধি আপনার সেবা করিয়াছি, আজীবনকাল আপনার সেবা করিব, ইহা ভিন্ন অন্য কামনা নাই, অন্য পুরস্কার চাহি না। প্রভুর কাছে যদি না জানিয়া কখন কোন দোষ করিয়া থাকি, প্রভু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দোষ ক্ষমা করুন।

শিবজী চকিত হইয়া সেই বালক রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, হৃদয়ের উদ্বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সজল নয়নে রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,—রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার নিকট শিবজী শত অপরাধে অপরাধী, কিন্তু এই মহৎ আচরণে আমাকে যথেষ্ট দণ্ড দিয়াছ। তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তোমার অবমাননা করিয়াছিলাম, স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শিবজী যতদিন জীবিত থাকিবে তোমার গুণ বিস্মৃত হইবে না, প্রণয় ও যত্নে যদি এ মহৎ ঋণ পরিশোধ করা যায়, তবে পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিবে।

শান্ত নিস্তব্ধ রজনীতে উভয়ে পরস্পরের আলিঙ্গনসুখে বিমুগ্ধ হইলেন। রঘুনাথের ব্রত অদ্য শেষ হইল, শিবজীর হৃদয়বেদনা অদ্য দূর হইল, বালকের ন্যায় উভয়ে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে।

কি দারুণ বুকের ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরিতের কথা॥
সই! কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কাঁদিয়া জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে॥
শ্যাম বিনোদিনী, এ দুঃখে দুঃখিনী,
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, সে গতি হইয়া,
পরাণ সংশয় দেখি॥

চণ্ডীদাস।

নিশীথে সীতাপতি গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া রাজপুতবালা গৃহে আসিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরযূ দেখিলেন হৃদয় শূন্য! যে স্বদেশীয় যোদ্ধাকে প্রথম দর্শন করিয়াই সরযূ চকিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন, যাঁহাকে কয়েক মাস অবধি সরযূ হৃদয়েশ্বর বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে বৃদ্ধ জনার্দ্দন বিবাহের বাক্য দান করিয়াছিলেন, সে রঘুনাথের অদর্শনে আজি সরযূর হৃদয় শূন্য!

সে দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অতিবাহিত হইল, সরযূ হৃদয়ের ধন আর ফিরিয়া পাইলেন না। অন্ধকার নিশীথে কখন কখন বালিকা একাকী গবাক্ষপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিতেন। দিবসে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নীরবে সেই গবাক্ষ দিয়া পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া রঘুনাথ আর আসিলেন না!

কখন বা অপরাহ্নে একাকী সরযূ আম্রকাননে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত! তোরণ দুর্গের কথা, কণ্ঠমালার কথা, রায়গড়ে আগমনের কথা, বিদায়ের কথা। নীরবে সরযূর গণ্ডস্থল দিয়া এক এক বিন্দু অশ্রু বহিত। কখন কখন রজনীতে সহসা হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইত, ভাদ্রমাসের নদীর ন্যায় শোকপারাবার উথলিয়া উঠিত। তখন কেহ দেখিবার নাই, সরযূ প্রাণভয়ে কাঁদিতেন, শ্রাবণ মাসের ধারার ন্যায় নয়ন হইতে অজস্র বারিধারা বহিতে থাকিত। রজনী প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিত। বালিকা তখনও শোকে বিবশা হইয়া লুণ্ঠিত রহিয়াছে!

প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন করিতে উদ্যানে যাইতেন, প্রফুল্ল পুষ্পগুলি একে একে চয়ন করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করিতেন, আর কি চিন্তা করিতেন, কে বলিবে? চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের দিকে চাহিতেন, পুষ্পদলগত প্রাতঃশিশিরবিন্দুর সহিত দুই একটী পরিষ্কার স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু মিশাইয়া যাইত। সায়ংকালে বীণা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেন, আহা! সে শোকের গীত শুনিয়া শ্রোতৃদিগের নয়নেও জল আসিত। এরূপ চিন্তায় ক্রমে সরযূর শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল বিবর্ণ ধারণ করিল

নয়ন কালিমাবেষ্টিত হইল। সরলস্বভাব জনার্দ্দন এখনও সরযূর হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, কিন্তু সরযূর শরীরের অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন, কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

নারীর নিকট নারীর মনের কথা গুপ্ত থাকে না, সরযূ অনেক যত্নে শোক সঙ্গোপন করিলেও তাঁহার সখী ও দাসীগণ তাঁহার গুপ্তকথা কিছু কিছু অনুমান করিয়াছিল। তাহারা কথাচ্ছলে বৃদ্ধ জনার্দ্দনকে বলিল,—সরযূর বয়স হইয়াছে বিবাহ স্থির করুন। সরযূর কাণে একথা উঠিল! সরযূ বলিয়া পাঠাইলেন,—পিতাকে বলিও আমার বিবাহে রুচি নাই, চিরকাল অবিবাহিত থাকিয়া তাঁহারই পদসেবা করিব।

জনার্দ্দন সে কথা মানিলেন না, বিবাহের পাত্র স্থির করিতে লাগিলেন। রাজ-পুরোহিত দ্বারা পালিতা ভদ্র ক্ষত্রিয় কন্যার পাত্রের অভাব ছিল না, অবশেষে রাজা জয়সিংহের একজন প্রধান সেনানীর সহিত বিবাহ স্থির হইল। সরযূর কাণে একথা উঠিল, সরযূ শিহরিয়া উঠিলেন। লজ্জার মাথা খাইয়া পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—পিতাকে বলিও তিনি অন্য একজন সেনানীকে বাক্যদান করিয়াছিলেন, তিনিই আমার বাগদত্ত পতি। অন্য কাহারও সহিত বিবাহ হইলে ব্যভিচার দোষ ঘটিবে।

জনার্দ্দন একথা শুনিয়া রুষ্ট হইলেন, সরযূকে তিরস্কার করিলেন, আবার নিজের ঘরে গিয়া মনের দুঃখে কাঁদিলেন। অবশেষে কন্যার আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন, রাজা জয়-সিংহকে জানাইলেন। সরযূর কাণে একথা উঠিল। সরযূ তখন নিজে, পিতার পদে লুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিলেন,—পিতা ক্ষমা করুন, এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন, নচেৎ আপনার চিরপালিতা এই অভাগিনী কন্যাকে জন্মেরমত হারাই-বেন। জনার্দ্দন কন্যাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কিন্তু কন্যার কথা কে গ্রাহ্য করে, পাঁচ জন ভদ্রলোকে যেরূপ পরামর্শ দেয় সমাজে থাকিলে সেইরূপ কাজ করিতে হয়। বিবাহের দিন নিকটে আসিতে লাগিল, জনার্দ্দন অনেক বুঝাইলেন, অনেক কাঁদিলেন, অনেক তিরস্কার করিলেন। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিবাহের পূর্ব্বদিন সরযূকে বলিলেন,—পাপীয়সী, তোর জন্য কি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অব-মানিত হইব? তুই তোর পিতার নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিবি।

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে সরযূ উত্তর করিলেন,—পিতঃ! আমি অবোধ, যদি আপনার নিকট কখন কোনও দোষ করিয়া থাকি, মার্জ্জনা করুন। কিন্তু জগদীশ্বর আমার সহায় হউন, আমা হইতে আপনার অবমাননা হইবে না।

একথার অর্থ তখন জনার্দ্দন বুঝিলেন না, এ কথার অর্থ তাহার পরদিন বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন। বিবাহের দিন বিবাহের কন্যাকে কেহ আর দেখিতে পাইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে।

দুঃখে সুখে খুল্লনা শরৎকাল ভাবে।
আশ্বিনে আসিবেন প্রভু দেবীর উৎসবে॥
কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের প্রকাশ॥
গৃহে নাহি প্রাণনাথ করি বনবাস,

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

শরৎকালের প্রাতের কমনীয় আলোকে বেগবতী নীরানদী বহিয়া যাইতেছে, সূর্য্য-কিরণে জলের হিল্লোল্ হাস্য করিতে করিতে যাইতেছে। সেই সুন্দর নদীর উভয় পার্শ্বে সুন্দর শস্যক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, কৃষকের পূজায় যেন সন্তুষ্ট হইয়া মেদিনী সে হরিৎ পরিচ্ছদে হাস্য করিতেছে। উত্তর ও পূর্ব্বদিকে সেইরূপ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র অথবা সুদূরে দুই একটী গ্রাম দৃষ্ট হইতেছে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্ব্বতরাশির পর পর্ব্বতরাশি বাল সূর্য্য-কিরণে অপরূপ শোভা ধারণ করিতেছে।

সেই নদীকূলে শ্যামলক্ষেত্রবেষ্টিত একটী সুন্দর গ্রাম সন্নিবেশিত ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে একটী কৃষকের কুটী-রের নিকট একটী বালিকা নদীকূলে খেলা করিতেছে, নিকটে একজন দাসী দণ্ডায়-মান রহিয়াছে। কৃষকপত্নী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সম্ভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। প্রাঙ্গণে দুই একটী গোলাঘর রহিয়াছে, পার্শ্বে চারি পাঁচটী গরু বাঁধা রহিয়াছে, বাটীর ভিতর তিন চারিখানি ঘর, বাহিরে একখানি বড় ঘর। দেখি-লেই বোধ হয়, গৃহস্বামী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে একজন মাতব্বর লোক, ব্যবসা ও মহাজনী কার্য্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে।

বালিকা সপ্তমবর্ষীয়া ও শ্যামবর্ণা, চঞ্চল প্রফুল্ল ও উজ্জ্বলনয়না। একবার নদীকূলে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে একবার মাতা যে ঘরে রন্ধন করিতেছে তথায় দৌড়াইয়া যাইতেছে, এক একবার বা দাসীর নিকট আসিয়া তথায় হস্ত ধরিয়া কোন কথা কহিতেছে।

বালিকা বলিল,—দিদি, আয় না কাল্‌কের মত ঘাটে যাই, কাপড় দিয়া মাছ ধবিব।

দাসী। না দিদি, মা বারণ করিয়া-ছেন, ঘাটে যেও না।

বালিকা। মা টের পাবে না।

দাসী। না, ছি, মা যা বারণ করেন তা করিতে নাই, মার কথা কি অন্যথা করে।

বালিকা। আচ্ছা দিদি, মা কি তোরও মা হয়?

দাসী। হয় বৈ কি।

বালিকা। না, সত্য কাবয়া বল।

দাসী। সত্যই মা হয়।

বালিকা। না দিদি, তুই যে রাজ-পুতের মেয়ে, আমরা তো রাজপুত নাই।

দাসী। বালিকাকে চুম্বন করিল। বলিল,—তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?

বালিকা। জিজ্ঞাসা করি, তবে তুই মাকে মা বলিস্ কেন?

দাসী। যিনি আমাকে খাইতে পরিতে দিতেছেন, যিনি আমাকে থাকি-বার স্থান দিয়াছেন, যিনি আমাকে মেয়ের মত লালন পালন করেন তাঁকে মা বলিব

না ত কি বলিব? এ জগতে আমার অন্য স্থান নাই, মা আমাকে জগতে স্থান দিয়াছেন।

বালিকা। ছি দিদি, তোর চক্ষে জল কেন, তুই কথায় কথায় কাঁদিস কেন দিদি?

দাসী। না দিদি, কাঁদিব কেন?

বালিকা। তোর চক্ষে জল দেখ্‌লে আমার চক্ষে জল আসে।

দাসী বালিকাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিল,—তুমি যে আমাকে ভালবাস।

বালিকা! আর তুই আমাকে ভালবাসিস্?

দাসী। বাসি বৈ কি।

বালিকা। বরাবর ভালবাস্‌বি, কখনও আমাকে ভুল্‌বি নি?

দাসী। না আর তুমি, দিদি, তুমি আমাকে ভালবাস্‌বে, কখনও ভুলিবে না?

বালিকা। না।

দাসী। হাঁ, তুমি আমাকে একদিন ভুলিবে।

বালকা। কবে?

দাসী। যবে তোমার বর আসিবে

বালিকা। সে কবে?

দাসী। আর দুই এক বৎসরের মধ্যেই।

বালিকা। না দিদি, কখনও তোকে ভুলিব না, বরের চেয়ে তোকে অধিক ভালবাস্‌ব। আর তুই দিদি, তোর যখন বর আস্‌বে, তখন আমাকে ভুল্‌বিনি?

দাসীর চক্ষে পুনরায় জল আসিল, সে বলিল,—না কখনও ভুলিব না।

বালিকা। বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভালবাস্‌বি?

দাসী হাস্য করিয়া বলিল,—সমান সমান।

বালিকা। তোর বর কবে আস্‌বে দিদি?

দাসী। ভগবান্ জানেন। ছাড়, রান্নার বেলা হইয়াছে, আমি যাই।

পাঠককে বলা অনাবশ্যক যে, অনাথিনী সরযূবালা জগতে আর স্থান না পাইয়া একজন কৃষকের বাটীতে দাসীবৃত্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনী ছিল, নাম গোকর্ণনাথ। গোকর্ণের অন্তঃকরণ সরল ও স্নেহযুক্ত, নিরাশ্রয় রাজপুতকন্যাকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। গোকর্ণের গৃহিণীও স্বামীর উপযুক্ত, নিরাশ্রয় ভদ্র রাজপুতকন্যাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার ন্যায় লালনপালন করিতেন। সরযূও কৃতজ্ঞ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর যথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে দুইবেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার তত্ত্বাবধারণ করিতেন, সুতরাং কৃষক ও কৃষকপত্নীর কার্য্যের অনেক লাঘব হইল, তাঁহারাও দিন দিন সরযূর উপর অধিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

রঘুনাথের অবর্ত্তমানে যদি সরযূর কোথাও সুখের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার সরলা গৃহিণীর বাটীতে থাকিয়া সরযূ পরম সুখলাভ করিতে পারিতেন। গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইবে, কিন্তু চিরকাল নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সুবদ্ধ ও বলিষ্ঠ। গোকর্ণের একটী

পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটী ত্যাগ করিয়াছে। শেষ যে একটী কন্যা হইয়াছিল, পিতামাতা উভয়েই তাহাকে ভাল বাসিতেন। প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্য্যে বা অন্য কার্য্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরযূ গৃহের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন,—বাছা, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, এরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন? তোমার করিতে হইবে না, আমিই করিব। সরযূ সস্নেহে উত্তর করিতেন,—মা, তুমি আমাকে যেরূপ যত্ন কর, তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না, আমি জন্ম জন্ম তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও। স্নেহ-বাক্যে সরল-স্বভাব বৃদ্ধ গৃহিণীর নয়নে জল আসিত, চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতেন,—সরযূ! বাছা তোর মত মেয়ে আমি কখন দেখি নাই। তোর মত আমাদের জাতির একটী মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দি। পুত্র অনেক দিন গৃহ ত্যাগ করিয়াছে, সে কথা স্মরণ করিয়া প্রাচীনা ক্ষণেক রোদন করিলেন।

এইরূপে কয়েকমাস অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে গোকর্ণনাথ গৃহিণীর নিকট বসিয়া আছেন, একপ্রান্তে সরযূ বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণ বলিলেন,—গৃহিণী, শান্ত হও, আজ সুসংবাদ আছে।

গৃহিণী। আহা তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, বাছা ভীমজীর কোন সংবাদ পাইয়াছ?

গোকর্ণ। শীঘ্রই পাব। পুত্র শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল, অদ্য শুনিলাম শিবজী দুষ্ট বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে আসিতেছেন। আমাদের ভীমজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবেন।

গৃহিণী। আহা ভগবান্ তাহাই করুন, প্রায় এক বৎসর হইল বাছাকে না দেখিয়া যে মন কি অবস্থায় আছে তাহা ভগবান্ই জানেন।

গোকর্ণ। ভীমজী অবশ্যই আসিবে, সে রঘুনাথজী হাবিলদারের অধীনে কার্য্য করিত, রঘুনাথজীরও সম্বাদ পাইয়াছি।

সরযূর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, উদ্বেগে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তিনি গোকর্ণের কথা শুনিতে লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন,—যেদিন রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিয়া শিবজী দূর করিয়া দেন সেদিন পুত্র আমাদের কি বলিয়াছিল মনে আছে?

গৃহিণী। আমি মেয়ে মানুষ আমার কি অত মনে থাকে?

গোকর্ণ। পুত্র বলিয়াছিল,—পিতা, আমি হাবিলদারকে চিনি, তাঁহার ন্যায় বীর শিবজীর সৈন্যে আর নাই। কি ভ্রমে পতিত হইয়া রাজা তাঁহার অবমাননা করিলেন, পশ্চাৎ জানিবেন, তখন তিনি রঘুনাথের গুণ জানিতে পারিবেন। পুত্রের কথা এত দিনে সত্য হইল।

সরযূর হৃদয় উল্লাসে, উদ্বেগে দুরু দুরু করিতে লাগিল, তাঁহার মস্তক হইতে স্বেদ-বিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল।

গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন,—রঘুনাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিলেন, আপন বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে উদ্ধার করিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে আপন নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, শিবজী রঘুনাথের নিকট আপন দোষের

ক্ষমা চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, হাবিলদারের পদ হইতে একেবারে পাঁচহাজারী করিয়া দিয়াছেন। সহরে অন্য কথা নাই, হাটে বাজারে অন্য কথা নাই, গ্রামে অন্য কথা নাই, কেবল রঘুনাথের বীরত্ব কথা শুনিয়া সকলে জয় জয় নাদে ধন্যবাদ দিতেছে।

আনন্দে, উল্লাসে, সরযূ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নদর্শন।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে, জনমে, প্রাণনাথ হইও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সঁমপিয়া এক মন লইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়া দেখিলাম এতিন ভুবনে আর কেহ মোরকাছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহারকাছে ॥
একুলে ওকুলে গোকুলে দুকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ হইলাম ও দুটী কমল পায় ॥

চণ্ডীদাস ॥

সেই দিন অবধি সরযূর আকৃতি ফিরিল! বহুদিন পর আশা, আনন্দ ও উল্লাস আবার সেই হৃদয়ে স্থান পাইল। নয়ন দুইটী আবার হাসিল, ওষ্ঠ দুইটী আবার প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় পরিমল ধারণ করিল, ললাট ও সুন্দর গণ্ডস্থলে আবার লাবণ্য ফুটিল, রেশম বিনিন্দিত কেশগুলি আবার সেই সুন্দর মধুময়, লাবণ্যময় মুখখানিকে লইয়া খেলা করিতে লাগিল। প্রাতঃকালে সুমন্দ সমীরণের সহিত দূরবৃক্ষ হইতে কোকিল-রব আসিলে সরযূ উল্লাসিত হৃদয়ে সেই রব শুনিতেন; অপরাহ্নে গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া নয়ন দুইটী সূর্য্য উত্তাপ হইতে হস্ত দ্বারা আবরণ করিয়া নদীর অপর পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকিতেন। আবার সন্ধ্যার সময় দূরে বংশীধ্বনি হইলে চকিত মৃগের ন্যায় সহসা চমকিয়া উঠিতেন।

গোকর্ণের কন্যা পর্য্যন্ত সরযূর এই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল। একদিন সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে যাইবার সময় কন্যা জিজ্ঞাসা করিল,—দিদি, দিন দিন তোর রূপ কেমন ফুটে বেরচ্ছে।

সরযূ। কে বলিল।

বালিকা। বলিবে কে? আমি বুঝি দেখিতে পাই না?

সরযূ। না, ও তোমার দেখিবার ভুল।

বালিকা। হাঁ ভুল বৈকি? আর আগে মাথায় কিছু থাকিত না, এখন মধ্যে মধ্যে চুলের ভিতর ফুল গোঁজা হয় তা বুঝি দেখিতে পাই না?

সরযূ। দুর।

বালিকা। আর লুকাইয়া লুকাইয়া গলায় একটী কণ্ঠমালা পরা হয়, তাহাতে দুইটী করিয়া মুক্তা একটী করিয়া পলা, তা বুঝি আমি দেখতে পাই না?

সরযূ। দুর।

বালিকা। আর নদীর তীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া সুন্দর মুখ খানি জলে দেখা হয় তাহা বুঝি আমি দেখি না।

সরযূ। মিথ্যা কথা বলিও না।

বালিকা। আর গাছতলায় লুকাইয়া

মধ্যে মধ্যে কুহুস্বরে গান করা হয় তাহা বুঝি আমি শুনি না?

সরযূ এবার আসিয়া বালিকার মুখ চাপিয়া ধরিল।

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল,—আমি এসব কথা মাকে বলিয়া দিব।

সরযূ। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি বলিও না?

বালিকা। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বলিবে?

সরযূ। বলিব।

বালিকা। এর অর্থ কি? এ পুষ্প, এ কণ্ঠমালা, এ গীত কাহার জন্য? তোর চক্ষু দুইটী যে সদাই হাসিতেছে, তোর ওষ্ঠ দুইটী যে রক্তে ফেটে পড়িতেছে, তোর সমস্ত শরীর যে লাবণ্যে ঢল ঢল করিতেছে, এ কাহার জন্য?

সরযূ। তোমার মা তোমার খোঁপা বাঁধিয়া দেন, গহনা পরাইয়া দেন, সে কাহার জন্য?

বালিকা এবার একটু লজ্জিত হইল, বলিল,—মা বলিয়াছেন, আগামী বৎসর আমার বিবাহ হইবে, আমার বর আসিবে।

সরযূ। আমারও বর আসিবে।

বালিকা। সত্য?

সরযূর সহিত বালিকার কথা হইতেছিল এরূপ সময় একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী "হর হর মহাদেও" শব্দ উচ্চারণ করিয়া নদী তীরে উপনীত হইলেন, সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে তাঁহার বিভূতি-ভূষিত দীর্ঘ-শরীর বড় সুন্দর দেখাইল। বালিকা ভয়ে পলায়ন করিল, সরযূ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী সীতাপতি গোস্বামী!

সরযূর হৃদয় সহসা কম্পিত হইল, মনের আবেগে সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সরযূ সে আবেগ সংযম করিয়া লজ্জা বা ভয় ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া স্থির স্বরে বলিলেন,—প্রভু আপনি যে অভাগিনীকে একদিন জনার্দ্দনের প্রাসাদে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে অদ্য এই কুটীরে দাসীকার্য্যে নিযুক্ত দেখিতেছেন। পিতা কলঙ্কিনী বলিয়া আমাকে দূরীকৃত করিয়াছেন, কিন্তু ভগবান্ জানেন আমি বাগ্দত্ত পতির অনুচারিণী, ইহা ভিন্ন আমার অন্য দোষ নাই।

সন্ন্যাসীর নয়ন জলে পূর্ণ হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন, রঘুনাথের জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়াছ?

সরযূ। নারী যতদিন পতির নাম জপিতে পারে, তত দিন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করে না।

সন্ন্যাসীর বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতে লাগিল।

সরযূ আবার বলিলেন,—প্রভুর সহিত কি সেই দেবপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

গোস্বামী হইয়াছিল!

সরযূ। প্রভু তাঁহাকে দাসীর কথা জানাইয়াছিলেন?

গোস্বামী। জানাইয়াছিলাম।

সরযূ। কি জানাইয়াছিলেন?

গোস্বামী। আপনার একটী বাক্য, একটী অক্ষরও বিস্মৃত হই নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—সরযূ রাজপুতবালা, জীবন অপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে। সরযূ যত দিন জীবিত থাকিবে, রঘুনাথকে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই যশোগীত গাইবে।

সরযূ। ভাল!

গোস্বামী। আমি তাঁহাকে আরও জানাইয়াছিলাম, যদি কর্ত্তব্য সাধনে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়, সরযূ তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে।

সরযূ। ভাল।

গোস্বামী। আমি আরও তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, সরযূ তাঁহার উন্নত উদ্দেশ্য প্রতিরোধ করিবে না। রঘুনাথ অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি, জগতের আদিপুরুষ তিনি তাঁহার সহায় হইবেন।

উদ্বেগ-গদ্‌গদ্ স্বরে সরযূ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কি উত্তর প্রদান করিয়াছেন?

জলন্ত স্বরে গোস্বামী উত্তর করিলেন,—রঘুনাথ উত্তর দান করেন নাই, কেবল আপনার কথাগুলি হৃদয়ে ধারণ করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন!

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গোস্বামীর নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, সেই নদীতীরে ও বৃক্ষমধ্যে গোস্বামীর জলন্ত বাক্যগুলি বার বার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

"যিনি জগতের আদিপুরুষ তাঁহাকে প্রণাম করি"—এই বলিয়া সরযূবালা আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া যোড়করে প্রণাম করিলেন। গোস্বামীও জগতের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন।

অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, সন্ধ্যার সুশীতল সমীরণে উভয়ের শরীর শীতল হইল, নয়নের জল শুকাইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর গোস্বামী কহিলেন,—দেবতার প্রসাদে কার্য্যসিদ্ধি করিবার পর রঘুনাথ একটী কথা আমার দ্বারা আপনার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

সরযূ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি?

গোস্বামী। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এতদিন সরযূ তাঁহার দাসকে মনে রাখিবেন? আমি যাইলে সরযূ আমাকে চিনিতে পারিবেন?

সরযূ। এ জীবনে কি আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারি?

গোস্বামী। আপনার ভালবাসা তিনি জানেন, তথাপি নারীর মন সর্ব্বদাই চপল, কি জানি যদি ভুলিয়া গিয়া থাকেন।

গোস্বামীর চপলতা ও ঈষৎ হাস্য দেখিয়া সরযূ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, কহিলেন,—নারীর,—মন চপল তাহা আমি জানিতাম না।

গোস্বামী। আমিও জানিতাম না, কিন্তু অদ্য দেখিতেছি। সরযূ কিসে দেখিলেন?

গোস্বামী। যিনি আমার বাগ্দত্তা বধূ, তিনি আমাকে অদ্য ভুলিয়াছেন, দেখিয়াও আমাকে চিনিতে পারেন নাই

সরযূ। সে কোন্ হতভাগিনী?

গোস্বামী। তিনি সেই ভাগ্যবতী যাঁহাকে তোরণ দুর্গে জনার্দ্দনের গৃহের ছাদে প্রথম দর্শন করিয়া আমি মন প্রাণ হারাইয়াছিলাম! তিনি সেই ভাগ্যবতী যাঁহার কণ্ঠে এক দিন মুক্তামালা পরাইয়া দিয়া আমি জীবন চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলাম! তিনি সেই ভাগ্যবতী যিনি তোরণ-দুর্গে ও জয়সিংহের শিবিরে, যুদ্ধের সময় ও

সন্ধির সময়, সর্ব্বদাই আমার নয়নের মণির ন্যায় ছিলেন! তিনি সেই ভাগ্যবতী যাঁহার দর্শন আমার নয়নে সূর্য্যালোক, যাঁহার শব্দ আমার কর্ণে সঙ্গীত, যাঁহার স্পর্শ আমার শরীরে চন্দন প্রলেপ, যাঁহার প্রীতি আমার জীবনের জীবন! তিনি সেই ভাগ্যবতী যাঁহার নাম স্মরণ করিয়া, যাঁহার অনন্ত উৎসাহবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া, আমি দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলাম, যশের পথ পরিষ্কার করিয়াছি, অনন্ত বিপদ্-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি। বহুদিন পর, বহু বিপদ্ পার হইয়া, অদ্য সেই ভাগ্যবতীর চরণোপান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি কি আজ আমাকে চিনিতে পারিলেন?

সেই কোকিল-বিনিন্দিত স্বর সরযূর হৃদয় মন্থন করিল, তারকালোকে ছদ্মবেশ-ধারী সেই দীর্ঘকায় পুরুষশ্রেষ্ঠকে সরযূ চিনিতে পারিলেন। সরযূ হৃদয়ের আবেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার মস্তক ঘুরিতেছিল, নয়ন মুদিত হইয়াছিল। "রঘুনাথ! ক্ষমা কর"—এইমাত্র কহিয়া সরযূ রঘুনাথের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। পতনোন্মুখ প্রিয় দেহ রঘুনাথ নিজ অঙ্গে ধারণ করিলেন, সেই উদ্বেগপূর্ণ হৃদয় আপন হৃদয়ে স্থাপন করিলেন।

ক্ষণেকপর চৈতন্য লাভ করিয়া সরযূ নয়ন উন্মীলিত করিলেন, কি দেখিলেন? হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, চির প্রার্থিত পতি আজ সরযূবালাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছেন!

বহুদিন পর আজ সরযূর তপ্ত হৃদয় রঘুনাথের প্রশান্ত হৃদয় স্পর্শে শীতল হইল, সরযূর ঘনশ্বাস রঘুনাথের নিশ্বাসে মিশ্রিত হইল, সরযূর কম্পিত রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় জীবনের মধ্যে প্রথম বার রঘুনাথের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল!

সে সংস্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল! সেই প্রিয় প্রগাঢ় আলিঙ্গনে,সেই বারংবার ঘন চুম্বনে বালিকা কাঁপিতে লাগিল।

এ কি প্রকৃত না স্বপ্ন?

বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরযূ মনে মনে বলিলেন,—জগদীশ্বর! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ সুখনিদ্রা হইতে কখনও না জাগরিত হই!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবন নির্ব্বাণ।

হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অবশ্য বচন।
ধর্ম্ম অনুসারে জয় ঈশ্বর বাম।

কাশীরাম দাস।

মহারাষ্ট্রদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল! শিবজী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, পুনরায় আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, ম্লেচ্ছদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন! নগরে,গ্রামে পথে, ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল।

একদিকে রাজা জয় সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না। তিনি বার বার দিল্লীর সম্রাটের নিকট সহায়তার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহার সৈন্যসমেত বিনাশ ভিন্ন আরংজীবের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন তিনি

বিজয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আরঙ্গাবাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত আরংজীবের বিশ্বস্ত অনুচরের ন্যায় কার্য্য করিলেন। আরংজীব তাঁহার প্রতি অভদ্র আচরণ করিয়াছেন বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও সম্রাটের কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না। যখন নিশ্চয় দেখিলেন মহারাষ্ট্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে তখন পর্য্যন্ত যত দুর সাধ্য সম্রাটের ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করিলেন। লৌহগড়, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে সম্রাটের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, তদ্ভিন্ন যে যে দুর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন, যেন আর শত্রুরা ব্যবহার করিতে না পারে।

কিন্তু এ জগতে এরূপ বিশ্বস্ত কার্য্যের পুরস্কার নাই। জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া আরংজীব যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণ দেশের সেনাপতিত্ব হইতে অপসৃত করিয়া দিল্লীতে তলব করিলেন, যশোবন্তসিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ সেনাপতি আজীবন সাধ্যমতে দিল্লীতে কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন; শেষদশায় এ অবমাননায় তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল, তিনি পথেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন!

অবমানিত, পীড়িত, বৃদ্ধ জয়সিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন, এরূপ সময় একজন দূত সংবাদ দিলেন,—মহারাজ, একজন মহারাষ্ট্র সেনানী আপনার দর্শনাভিলাষী, তিনি আপনার চরণোপান্তে বসিয়া একদিন উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর একবার উপদেশ পাইবার জন্য আসিয়াছেন।

রাজা উত্তর করিলেন,—সম্মানপূর্ব্বক লইয়া আইস। যে মহাপুরুষ আসিয়াছেন, আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানি। তিনি আইসুন, আমি তাঁহাকে নির্ভয় দিতেছি।

ক্ষণেক পর একজন মহারাষ্ট্র ছদ্মবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন,—সুহৃদ্বর শিবজী! মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার আপনার সহিত দেখা হইল, চরিতার্থ হইলাম। উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা নাই দোষ গ্রহণ করিবেন না।

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন,—পিতঃ! যখন শেষ আপনার নিকট বিদায় লইয়াছিলাম, তখন আপনাকে এত শীঘ্র এরূপ অবস্থায় দেখিব, কখনও মনে করি নাই।

জয়সিংহ। রাজন্! মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে বিস্ময় কি? শিবজী, আমাদের শেষ যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আপনি মোগল-সাম্রাজ্যের গৌরব দেখিয়াছিলেন; এখন কি দেখিতেছেন?

শিবজী। মহারাজ সেই সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভরূপ ছিলেন, আপনাকে যখন এ অবস্থায় দেখিতেছি, তখন মোগলসাম্রাজ্যের আর আশা নাই।

জয়সিংহ। বৎস! তাহা নহে! রাজস্থান ভূমি বীরপ্রসবিনী, জয়সিংহ মরিলে অন্য জয়সিংহ হইবে, জয়সিংহের ন্যায় শত যোদ্ধা এখনও বর্ত্তমান আছেন। মাদৃশ একজন লোকের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

শিবজী। আপনার অমঙ্গল অপেক্ষা

সাম্রাজ্যের আর অধিক কি অনিষ্ট হইতে পারে?

জয়সিংহ। শিবজী! একজন যোদ্ধা যাইলে অন্য যোদ্ধা হয়, কিন্তু পাতকে যে ক্ষয়সাধন করে, তাহার পুনঃসংস্কার হয় না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যথায় পাপ ও কপটাচারিতা, তথায় অবনতি ও মৃত্যু। এক্ষণে প্রত্যক্ষ তাহা অবলোকন করুন।

শিবজী। নিবেদন করুন।

জয়সিংহ। যখন আপনাকে আমি দিল্লী পাঠাইয়াছিলাম, তখন আপনার হৃদয়ও দিল্লীশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, আপনার স্থির সঙ্কল্প ছিল, দিল্লীশ্বর যতদিন আপনাকে বিশ্বাস করিবেন, আপনি ততদিন বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আপনার প্রতি সদাচরণ করিলে সম্রাটের দক্ষিণ দেশে একজন পরাক্রান্ত বন্ধু থাকিত, কপটাচরণবশতঃ সেইস্থানে একজন দুর্দ্দমনীয় শত্রু হইয়াছে।

শিবজী। মহারাজ! আপনার বুদ্ধি অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, জগতে সকলে যথার্থই জয়সিংহকে বিজ্ঞ বলিয়া জানে।

জয়সিংহ। আমি আরংজীবের পিতার সময় হইতে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছি। বিপদে, যুদ্ধসময়ে, যতদূর সাধ্য, দিল্লীশ্বরের উপকার করিয়াছি। স্বজাতি বিজাতি বিবেচনা করি নাই, আত্মপর বিবেচনা করি নাই, যাঁহার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, জীবন পণ করিয়া তাঁহার কার্য্যসাধন করিয়াছি। বৃদ্ধকালে সম্রাট্ আমার প্রতি প্রথমে অসদাচরণ করিলেন, পরে অবমাননা করিলেন। তথাপি ঈশ্বরেচ্ছায় আমার কার্য্যে বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, আমি যে সমস্ত সৈন্য প্রধান প্রধান দুর্গে রাখিয়া যাইলাম, শিবজী, তাহারা বিনা যুদ্ধে আপনাকে দুর্গ হস্তগত করিতে দিবে না। কিন্তু এ আচরণে আরংজীব স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। অম্বরাধিপেরা দিল্লীশ্বরের চিরবিশ্বস্ত অনুচর ও সহায়, অম্বরের ভবিষ্যৎ রাজগণ দিল্লীর প্রধান শত্রু হইবে।

শিবজী। আপনি প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। আরংজীব আপন অসদাচরণে অম্বর ও মহারাষ্ট্র এই দুইটী দেশকে তাঁহার শত্রু করিয়াছেন।

জয়সিংহ। দুইটী উদাহরণ দিলাম, মহারাষ্ট্রদেশ ও অম্বরদেশ। সমস্ত ভারতবর্ষ এইরূপ। শিবজী! আরংজীব সমস্ত ভারতবর্ষে বিশ্বস্ত অনুচরের অবমাননা করিতেছেন, মিত্রদিগকে শত্রু করিয়াছেন। বারাণসী মন্দির বিনষ্ট করিয়া তথায় মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, রাজস্থানে হিন্দুদিগের অবমাননা করিতেছেন, সর্ব্বদেশে হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া কর-স্থাপন করিতেছেন।

ক্ষণেকপরে নয়ন মুদিত করিয়া জয়সিংহ অতি গম্ভীরস্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, যেন মৃত্যুশয্যায় মহাত্মার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল, সেই চক্ষুতে ভবিষ্যৎ দেখিয়াই যেন রাজর্ষি কহিতে লাগিলেন,—শিবজী! আমি দেখিতেছি যে, এই কপটাচারিতায় চারিদিকে যুদ্ধানল প্রজ্জলিত হইল, রাজস্থানে অনল জ্বলিল, মহারাষ্ট্রদেশে অনল জ্বলিল, পূর্ব্বদিকে অনল জ্বলিল! আরংজীব বিংশতি বৎসর যত্ন করিয়া সে অনল নির্ব্বাণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁহার অসামান্য কৌশল, তাঁহার অসাধারণ সাহস

ব্যর্থ হইল; বৃদ্ধ বয়সে পশ্চাত্তাপ করিয়া দিল্লীশ্বর প্রাণত্যাগ করিলেন! অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলিতেছে, চারিদিক্ হইতে ধূধূ শব্দে অগ্রসর হইতেছে, সেই অনলে মোগল-সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল! তাহার পর? তাহার পর মহারাষ্ট্রজাতির নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্রীয়গণ! অগ্রসর হও, দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে উপবেশন কর!

রাজার বচন রোধ হইল। চিকিৎসকেরা পার্শ্বে ছিলেন, তাঁহারা নানারূপ সন্দেহ করিতে লাগিলেন, গোপনে, অস্পষ্টস্বরে রোগের প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর মৃদুস্বরে, জয়সিংহ বলিলেন,—কপটাচারী আপনাকেই শাস্তিদান করে, সত্যমেব জয়তি।

শ্বাসরোধ হইল, শরীর হইতে প্রাণ বহির্গত হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত।

ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে।

মধুসূদন দত্ত।

রজনী এক প্রহর মাত্র আছে এরূপ সময়ে শিবজী রাজপুত-শিবির ত্যাগ করিলেন। প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই প্রধান প্রধান সেনানী ও অমাত্যদিগকে একত্র করিলেন। ক্ষণেক পরামর্শ করিলেন, পরে শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপনার সমস্ত সৈন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন।

"বন্ধুগণ! প্রায় এক বৎসর হইল, আমরা আরংজীবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলাম, আরংজীবের নিজের দোষে ও কপটাচারিতায় সে সন্ধি খণ্ডন হইয়াছে। অদ্য আমরা সে কপট আচরণের প্রতিশোধ দিব, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিব।

"যিনি আরংজীবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ঈশানীদেবী যাঁহার সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছিলেন, যাঁহার নিকট শিবজী বিনা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, কল্য নিশীথে সেই মহাত্মা রাজা জয়সিংহ আরংজীবের অসদাচরণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সৈন্যগণ! দিল্লীতে আমার কারারোধ, হিন্দুপ্রবর জয়সিংহের মৃত্যু, এ সমস্ত এক্ষণে আমরা পরিশোধ করিব।

"মৃত্যুশয্যায় রাজা জয়সিংহের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, তিনি দেখিলেন, মোগলদিগের ভাগ্যনক্ষত্র অবনতিশীল, মহারাষ্ট্রদিগের ভাগ্যনক্ষত্র উন্নতিশীল, দিল্লীর সিংহাসন ত্বরায় শূন্য! বন্ধুগণ! অগ্রসর হও, পৃথুরায়ের সিংহাসন আমরা অধিকার করিব।

"পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখিতে পাইতেছ, ও প্রভাতের রক্তিমাচ্ছটা। কিন্তু উহা আমাদের পক্ষে সামান্য প্রভাত নহে; মহারাষ্ট্রগণ! অদ্য আমাদের **জীবন প্রভাত।"**

সমস্ত সেনানী ও সৈন্যগণ এই মহৎ বাক্য শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল,—অদ্য আমাদের **জীবন প্রভাত।"**

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।
কাশীরাম দাস।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ একাকী নদীতীরে পদচারণ করিতেছিলেন। আপনার পদোন্নতি, সরযুর সহিত পুনর্মিলন, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ, হিন্দুদিগের ভাবী স্বাধীনতা, এরূপ নূতন নূতন বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে একজন ডাকিলেন,—"রঘুনাথ!"

রঘুনাথ পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চন্দ্ররাও জুম্‌লাদার। রোষে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু মন্দিরের প্রতিজ্ঞা তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই।

চন্দরাও বলিলেন। রঘুনাথ এ জগতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই, একজন মরিব।

রঘুনাথ রোষ সম্বরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন,—চন্দ্ররাও! কপটাচারী মিত্রহন্তা চন্দরাও! তোমার উপযুক্ত শাস্তি শিরশ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে ক্ষমা করিলেন, জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

চন্দরাও। বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নাই। তোমার আর অধিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথাগুলি শুন। জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শত্রু, আমি তোমার পরম শত্রু। বাল্যকালে তোমাকে আমি বিষচক্ষুতে দেখিতাম, সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার মস্তক আঘাত করিবার সঙ্কল্প মনে উদয় হইয়াছে। তাহা করি নাই, কিন্তু তোমার বিষয়নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশত্যাগী করিয়াছি, তোমাকে বিদ্রোহী বলিয়া অপমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি! চন্দরাওয়ের ভীষণ জিঘাংসা তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল। তোমার ভাগ্য মন্দ, পুনরায় উন্নতপদ লাভ করিয়া সৈন্যমধ্যে আসিয়াছ। চন্দরাওয়ের স্থির প্রতিজ্ঞা জীবনে কখন নিষ্ফল হয় নাই, এখনও হইবে না! অন্য উপায় ত্যাগ করিলাম, এই অসি দ্বারা তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিব, হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া এ ভীষণ পিপাসা নির্ব্বাণ করিব। ভীরু! অদ্য আমার হস্তে রক্ষা নাই।

রোষে রঘুনাথের নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতেছিল, কম্পিতস্বরে বলিলেন,—পামর! সম্মুখ হইতে দূর হ, নচেৎ আমি পবিত্র প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইব, তোর পাপের দণ্ড দিব।

চন্দরাও। ভীরু! এখনও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তবে আরও শোন। উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যে তীরে তোর পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, সে শত্রুনিক্ষিপ্ত নহে, চন্দ্ররাও, তোর পিতৃহন্তা!

রঘুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পাইলেন না, কর্ণে শুনিতে পাইলেন না, রোষে অসি নিষ্কোষিত করিয়া চন্দরাওকে আক্রমণ করিলেন। চন্দরাও ক্ষীণহস্তে অসিধারণ করেন নাই, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয়ের অসিতে উভয়ের ঢাল ক্ষত হইল, শরীরও ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল।

বর্ষার ধারার ন্যায় উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল। চন্দরাও বলে ন্যূন নহেন, কিন্তু রঘুনাথ দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর তিনি চন্দরাওকে পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে জানু স্থাপন করিলেন, পর বলিলেন,—পামর! অদ্য তোর পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত হইল, পিতার মৃত্যুর পরিশোধ হইল।

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্ররাও নির্ভীক, তিনি বিকট হাস্য হাসিয়া বলিলেন,—আর তোর ভগিনী বিধবা হইল, সে চিন্তা করিয়া সুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।

বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত কথা তখন রঘুনাথের মনে উপলব্ধি হইল! এই জন্য লক্ষ্মী স্বামীর নাম করেন নাই, এ জন্য চন্দরাওয়ের অনিষ্ট না হয়, প্রার্থনা করিয়াছিলেন! পিতৃহন্তা রক্তপিশাচ চন্দরাও বলপূর্ব্বক প্রাণের লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছে! রোষে রঘুনাথের নয়ন দিয়া অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার উন্নত অসি চন্দরাওয়ের হৃদয়ে স্থাপিত হইল না। তিনি ধীরে ধীরে চন্দরাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

উভয় যোদ্ধা পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টি করিয়া রোষে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চন্দরাও অসিযুদ্ধে পরাজিত হয়া ধূলি ও কর্দ্দমে ধূসরিত হইয়া বিকট অসুরের ন্যায় আরক্ত নয়নে রঘুনাথের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রঘুনাথ পিতার হত্যা কথা ও ভগিনীর অবমাননা কথা স্মরণ করিয়া রোষে, অভিমানে ও জিঘাংসায় বিদগ্ধচেতা, অথচ শাস্তিদানে অপারক হইয়া চিত্রার্পিত বৃত্রহন্তার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন সময় সহসা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সহসা একজন যোদ্ধা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উভয়ে সভয়ে দেখিলেন—শিবজী!

শিবজী কোনও কথা কহিলেন না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। আপনার সহচর চারিজন সৈন্যকে ইঙ্গিত করিলেন। সেই চারিজন সৈনিক নিঃশব্দে চন্দরাওয়ের নিকট আসিয়া তাহার হস্ত হইতে অসি ও চর্ম্ম কাড়িয়া লইয়া, তাহার হস্তদ্বয় পশ্চাতে বদ্ধ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গেল। শিবজী অদৃশ্য হইলেন, রঘুনাথ চকিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

পরদিন প্রাতে চন্দরাওয়ের বিচার। তিনি রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে; রঘুনাথকে কল্য অন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে। রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণের পূর্ব্বে শত্রু রহমৎখাঁকে চন্দরাওই গুপ্ত সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অদ্য তাহারই বিচার।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আফগান-সেনাপতি রহমৎখাঁ রুদ্রমণ্ডলে বন্দী হইলে পর শিবজী তাঁহাকে ভদ্রাচরণ পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎখাঁ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ যখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন তখন রহমৎখাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন, একটী যুদ্ধে অতিশয় আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হয়েন। জয়সিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আনাইয়া অনেক

যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে রোগ আরাম হইল না, তাহাতেই রহমৎ-খাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন জয়সিংহ রহমৎখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—খাঁ সাহেব! আপনার আর অধিক পরমায়ু নাই, আমার সমস্ত যত্ন ও চিকিৎসা বৃথা হইল। এক্ষণে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।

রহমৎখাঁ বলিলেন,—আমার মরণের জন্য আক্ষেপ নাই, কিন্তু আপনি শত্রু হইয়া আমার প্রতি যেরূপ সদাচরণ করিয়াছেন তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না, এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন, আপনার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই!

জয়সিংহ। রুদ্রমণ্ডল আক্রমণের পূর্ব্বে একজন শিবজীর সেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল। সে কে আমরা জানি না, আমার বোধ হয় একজন অন্যায়রূপে দণ্ডিত হইয়াছে।

রহমৎ। আমি জীবিত থাকিতে সে নাম প্রকাশ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। রাজপুত। আপনার ভদ্রাচরণে আমি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছি, কিন্তু পাঠান প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অশক্ত।

জয়সিংহ। যোদ্ধা! আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি কোনও নিদর্শন থাকে, তাহা আমাকে দিতে আপত্তি আছে?

রহমৎ। প্রতিজ্ঞা করুন, সে নিদর্শন আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে পাঠ করিবেন না।

জয়সিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন রহমৎখাঁ তাঁহাকে কতকগুলি কাগজ দিলেন। রহমতের মৃত্যুর পরে রাজা জয়সিংহ সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহী চন্দরাও।

চন্দরাও রহমৎখাঁকে স্বহস্তলিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা পড়িলেন, সে সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে কাগজ ছিল তাহাও পাঠ করিলেন, চন্দরাও পাঠানদিগের নিকট. যে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন তাহার প্রাপ্তিস্বীকার পর্য্যন্ত রাজা জয়সিংহ দেখিলেন। জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাঁহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচারকার্য্যে অধিক সময় আবশ্যক হইল না। শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন, যখন পাঠ সমাধা হইল তখন রোষে সমস্ত সেনানিগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দরাও বিদ্রোহী, স্বয়ং শত্রুদিগকে সংবাদ দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দ্দোষী নিষ্কলঙ্ক বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এ কথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন!

তখন শিবজী বলিলেন,—পাপাচারী বিদ্রোহী, তোর মৃত্যু সন্নিকট, তোর কিছু বলিবার আছে।

মৃত্যুর সময়ও চন্দরাও নির্ভীক, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় দর্প ও অভিমান এখনও পূর্ব্ববৎ। বলিলেন,—আমি আর কি বলিব? আপনার বিচার ক্ষমতা প্রসিদ্ধ! একদিন এই দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, অদ্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর একদিন আর একজনকে

দণ্ড দিবেন, তখন জানিবেন চন্দরাও এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানে না, এসমস্ত প্রমাণ জাল।

এই বিদ্রূপে শিবজী মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন,—জল্লাদ, চন্দরাও-য়ের দুই হস্ত ছেদন কর, তাহা হইলে আর ঘুষ লইতে পারিবে না। তাহার পর তপ্ত লৌহ দ্বারা ললাটে "বিশ্বাসঘাতক" অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।

জল্লাদ এই নৃশংস আদেশ পালন করিতে যাইতেছিলেন, এরূপ সময় রঘুনাথ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন,—মহারাজ! আমার একটী নিবেদন আছে।

শিবজী। রঘুনাথ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমরা অবশ্য শুনিব, কেননা এই পামর তোমারই প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল; তাহার কি প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর!

রঘুনাথ। মহারাজের অঙ্গীকার অলঙ্ঘ্য, আমি এই প্রতিহিংসা যাচ্ঞা করি যে, চন্দরাওয়ের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে;—অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্তি দিন্!

সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ!

শিবজী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল, তোমার অনুরোধে সেজন্য চন্দরাওকে ক্ষমা করিলাম। রাজবিদ্রোহাচরণের শাস্তি দিবার অধিকারী রাজা। সে শাস্তির আদেশ করিয়াছি, জল্লাদ, আপন কার্য্য কর।

রঘুনাথ। মহারাজের বিচার অনিন্দনীয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, চন্দরাওকে বিনা দণ্ডে মুক্তিদান করুন।

শিবজী। এ ভিক্ষাদানে আমি অসমর্থ, রঘুনাথ তোমাকে এবার ক্ষমা করিলাম, অন্যকে এতদূর ক্ষমা করিতাম না। শিবজীর আদেশের উপর কথা কহিও না।

রঘুনাথ। প্রভু দুই একটী যুদ্ধে এ দাস প্রভুর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল, প্রভুও দাসকে অভিলষিত পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। অদ্য সেই পুরস্কার চাহিতেছি, চন্দরাওকে বিনা দণ্ডে মুক্ত করুন।

রোষে শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতেছিল; গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—রঘুনাথ! রঘুনাথ! কখন কখন আমাদের উপকার করিয়াছিলে বলিয়া অদ্য আমাদিগের বিচার অন্যথা করিতে চাহ? রাজ-আদেশ অন্যথা হয় না; তুমিও আপনার বীরত্বের কথা আপনি বলিতে ক্ষান্ত হও!

এ তিরস্কার বাক্যে রঘুনাথের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে উত্তর করিলেন,—প্রভু! পুরস্কার চাহা দাসের অভ্যাস নাই। অদ্য জীবনের মধ্যে প্রথমবার—পুরস্কার চাহিয়াছি, প্রভু যদি এ পুরস্কার দানে অসম্মত হয়েন এ দাস দ্বিতীয় বার চাহিবে না। দাসের কেবল এইমাত্র ভিক্ষা, প্রভু সদয় হইয়া তাহাকে বিদায় দিন, রঘুনাথ সৈনিকের ব্রত ত্যাগ করিবে, পুনরায় গোস্বামী হইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিতে থাকিবে।

শিবজী ক্ষণেক নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। তখন একজন অমাত্য নিকটে আসিয়া কাণে কাণে জানাইল, চন্দরাও রঘুনাথের ভগিনীপতি, সেইজন্য

রঘুনাথ ভগিনীপতির প্রাণভিক্ষা করিতেছেন।

তখন বিস্ময়পূর্ণ হইয়া শিবজী চন্দ্রাওকে খালাস দিবার আদেশ করিলেন। শেষে বজ্রনাদে বলিলেন,—যাও চন্দ্রাও, শিবজীর রাজ্য হইতে বহিস্কৃত হও। অন্য দেশে যাও, অন্য আত্মীয় কুটুম্বকে বধ কর, অন্য মিত্রের সর্ব্বনাশ সাধন কর, শত্রুর নিকট উৎকোচ গ্রহণ, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহাচরণ করিতে করিতে পাপ জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সমাপ্ত কর।

চন্দ্ররাও ভীরু নহেন। ধীরে ধীরে ক্রোধ-জর্জ্জরিত শরীরে রঘুনাথের নিকট যাইয়া বলিলেন,—বালক! তোর দয়া আমি চাহি না, তোর দেওয়া জীবন আমি তুচ্ছ করি। পরক্ষণেই আপন ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া অভিমানী ভীষণ-প্রতিজ্ঞ চন্দ্ররাও জুমলাদার আপনার চিরনিষ্কৃতি সাধন করিলেন। জীবনশূন্য দেহ সভাস্থলে পতিত হইল!

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা ভগিনী।

> সুত পরিবার,
> কেবা বল কার,
> যেমত বৃক্ষের ছায়া।
> জলবিম্ব প্রায়,
> সকল মিছাময়,
> কেবল ভবের মায়া॥
>
> কীর্ত্তিবাস ওঝা

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইয়াছে; এক্ষণে উপন্যাস লিখিত ব্যক্তিদিগের বিষয় দুই একটী কথা বলিয়া বিদায় লইব।

বৃদ্ধ জনার্দ্দন পালিত কন্যাকে হারাইয়া বাতুলের ন্যায় হইয়াছিলেন, পুনরায় সরযূকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পুলকিত হৃদয়ে রঘুনাথকে আহ্বান করিলেন, সানন্দহৃদয়ে শুভদিনে কন্যা দান করিলেন। সরযূর সুখ কে বর্ণনা করিবে? চারি বৎসর যে দেবকান্তির জপ করিয়াছিলেন, সেই পুরুষদেব যখন সরযূকে কোমল হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সরযূর ওষ্ঠে যখন উষ্ণ ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তখন সরযূ উন্মাদিনী হইলেন।

আর রঘুনাথ?—রঘুনাথ তোরণদুর্গে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা অদ্য সার্থক হইল। সেই প্রিয় কণ্ঠমালা বার বার সরযূর হৃদয়ে দোলাইয়া দিলেন, সেই পুষ্প-বিনিন্দিত দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সেই বিশাল স্নেহপূর্ণ নয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জগৎ বিস্মৃত হইলেন!

সরযূ তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া "দিদি"কে বিস্মৃত হইলেন না। রঘুনাথের অনুরোধে শিবজী গোকর্ণকে একটী জায়গীর দান করিলেন, ও গোকর্ণের পুত্র ভীমজীকে উন্নীত করিয়া হাবিলদার পদে নিযুক্ত করিলেন।

সরযূ দিদিকে সর্ব্বদাই আপন গৃহে রাখিতেন ও বরের সহিত "সমান সমান" ভাল বাসিতেন, এবং কয়েক বৎসর পরে একটী সদ্বংশীয় সুচরিত্র পাত্র দেখিয়া দিদির বিবাহ দিলেন। বিবাহদিবসে সরযূ ও রঘুনাথ স্বয়ং উপস্থিত রহিলেন, সরযূ কন্যার কাণে কাণে বলিলেন,—দেখিও দিদি! যাহা

বলিয়াছিলে, সে কথা মনে রাখিও, বরের চেয়ে আমাকে ভাল বাসিবে!

রঘুনাথ আখ্যায়িকাবিবৃত সময়ের পর ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। যশোবন্তসিংহ যখন জানিতে পারিলেন যে রঘুনাথ তাঁহারই প্রিয় অনুচর গজপতিসিংহের পুত্র, তখন রঘুনাথকে স্বদেশে আহ্বান করিলেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে দেশে যাইতে দিলেন না, যতদিন জীবিত ছিলেন, রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন। পরে যখন ১৬৮০ খৃঃ অব্দের চৈত্র মাসে শিবজীর মৃত্যু হয়, তখন শিবজীর অযোগ্য পুত্র শম্ভুজী পিতার পুরাতন ভৃত্যদিগকে একে একে অবমানিত বা কারারুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ আর মহারাষ্ট্রে থাকিলে উপকার নাই দেখিয়া সরযূ ও জনার্দ্দনের সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সূর্য্যমহলের পুরাতন দুর্গে তিলকসিংহের প্রপৌত্র প্রবেশ করিলেন!

পাঠক! ইচ্ছা এই স্থানেই আপনার নিকট বিদায় লই, কিন্তু আর একজনের কথা বলিতে বাকী আছে, শান্ত চিরসহিষ্ণু লক্ষ্মীরূপিণী লক্ষ্মীর কথা বলিতে বাকী আছে।

যে দিন চন্দরাও আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ সেই দিনই ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। দেখিলেন, শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী আলুলায়িতকেশে গড়াগড়ি দিতেছেন, ঘন ঘন মোহ যাইতেছেন, সময়ে সময়ে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে ঘর পরিপূরিত করিতেছেন! হিন্দুরমণীর পতির মৃত্যুতে যে ভীষণ যাতনা হয়, কে বর্ণন করিতে পারে? অদ্য লক্ষ্মীর নয়নের আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে, হৃদয় শূন্য হইয়াছে, জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে! শোকে, বিষাদে, নৈরাশ্যে, নব বৈধব্যের অসহ্য যাতনায়, বিধবা ঘন ঘন আর্ত্তনাদ করিতেছে!

রঘুনাথ সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন, সান্ত্বনা দূরে থাকুক, লক্ষ্মী প্রাণের ভ্রাতাকে চিনিতেও পারিলেন না। ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রঘুনাথ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ পুনরায় ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন, লক্ষ্মীর ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন লক্ষ্মীর নয়নে জল নাই, ধীরে ধীরে স্বামীর মৃতদেহ সুন্দর সুগন্ধ পুষ্প দিয়া সাজাইতেছেন। বালিকা যেরূপ মনোনিবেশ করিয়া পুত্তলি সাজায়, লক্ষ্মী সেইরূপ মনোনিবেশপূর্ব্বক মৃতদেহ সাজাইতেছেন।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলেন, অতি মৃদু পদবিক্ষেপে আসিলেন, যেন শব্দ হইলে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে! অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—ভাই রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে যে আর একবার দেখা হইল, আমার পরম ভাগ্য, এখন আর আমার মনে কোনও কষ্ট থাকিল না।

সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ বলিলেন,—প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মী, আমি তোমার সঙ্গে এ সময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি?

লক্ষ্মী অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল মোচন করিয়া বলিলেন,—সত্য ভাই তোমার দয়ার শরীর, তুমি হৃদয়েশ্বরের জন্য রাজার নিকট যে আবেদন করিয়া-

ছিলে শুনিয়াছি। আমার ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।

রঘুনাথ। লক্ষ্মী! তুমি বুদ্ধিমতী আমি চিরকালই জানি, এ অসহ্য শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়াছ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। মনুষ্যের জীবন শোকময়, তোমার কপালে যাহা ছিল, ঘটিয়াছে, সে শোক সহিষ্ণু হইয়া বহন কর। আইস, আমার গৃহে আইস, ভ্রাতার ভালবাসা, ভ্রাতার যত্নে যদি সন্তোষ দান করিতে পারে, লক্ষ্মী, আমি ক্রটী করিব না।

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন, সে হাস্য দেখিয়া রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী বলিলেন,—ভাই তোমার দয়ার শরীর, কিন্তু লক্ষ্মীকে জগদীশ্বরই স্বয়ং সান্ত্বনা করিয়াছেন, শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। হৃদয়েশ্বর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, তিনি জীবদ্দশায় দাসীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রণয়িনী ছিল, মরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে।

রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীর ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শান্তভাবের হেতু বুঝিতে পারিলেন। লক্ষ্মী সহমরণে স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছেন।

তখন রঘুনাথ অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর সহিত তর্ক করিলেন। ধীর শান্ত লক্ষ্মীর একই উত্তর,—হৃদয়েশ্বর আমাকে বড় ভালবাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।

অবশেষে রঘুনাথ সজলনয়নে বলিলেন,—লক্ষ্মী, এক দিন আমার জীবন নৈরাশ্যে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবন-ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ভগিনী, তোমার প্রবোধে, তোমার স্নেহময় কথায় সে সঙ্কল্প ছাড়িলাম, পুনরায় কার্য্যজগতে প্রবেশ করিলাম। লক্ষ্মী, তুমি কি ভ্রাতার কথা রাখিবে না? তুমি কি ভ্রাতাকে ভালবাস না?

লক্ষ্মী পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে উত্তর করিলেন,—ভাই, সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, তুমি লক্ষ্মীকে ভালবাস, লক্ষ্মীর কথা শুনিয়াছিলে, তাহা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ পুরুষের অনেক আশা, অনেক উদ্যম, অনেক অবলম্বন, একটী যাইলে অন্যটী থাকে, একটী চেষ্টা নিষ্ফল হইলে দ্বিতীয়টী সফল হয়। ভাই তুমি সে দিন ভগিনীর কথাটী রাখিয়াছিলে, অদ্য তোমার কলঙ্ক দূরীভূত হইয়াছে, ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, সুযশঃ দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? অদ্য আমি যে নয়নের মণিটী হারাইয়াছি তাহা কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্মা দাসীকে এত ভালবাসিতেন, এত অনুগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কি আর পাইব? ভাই! তুমি লক্ষ্মীকে বাল্যকাল হইতে বড় ভালবাসিয়াছ, অদ্য সদয় হও। লক্ষ্মীর একমাত্র সুখের পথে কণ্টক হইও না, যিনি দাসীকে এত ভাল বাসিতেন তাঁহার সহিত যাইতে দাও!

রঘুনাথ নিরস্ত হইলেন, স্নেহময়ী ভগিনীর অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া বালিকার ন্যায় ঝর ঝর অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এ অসার কপট সংসারে ভ্রাতা ভগিনীর অখণ্ডনীয় প্রণয়ের ন্যায় পবিত্র স্নিগ্ধ প্রণয় আর কি আছে? স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে আর কোথায় যাইল পাইব?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল, চন্দ্ররাওয়ের শব তাহার উপর স্থাপিত হইল। হাস্যবদনা লক্ষ্মী সুন্দর পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

লক্ষ্মী চিতাপার্শ্বে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, মুক্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়া মধুর-বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতি কুটুম্বিনীদিগের নিকট বিদায় লইলেন, গুরুদিগের পদধূলি লইলেন। সকলের নয়নের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্য দ্বারা সকলকে প্রবোধ দিলেন।

শেষে লক্ষ্মী রঘুনাথের নিকটে আসিলেন,—বলিলেন, ভাই! বাল্যকাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে বড় ভালবাসিতে, অদ্য লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, অদ্য চিরসুখিনী হইবে, একবার ভালবাসবার কাজ কর, সস্নেহে কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।

রঘুনাথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর দুটী হাত ধরিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন! লক্ষ্মীরও চক্ষুতে জল আসিল!

সস্নেহে ভ্রাতার চক্ষুর জল মুছাইয়া লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন,—ছি ভাই, শুভকার্য্যে চক্ষুর জল ফেল কি জন্য? পিতার ন্যায় তোমার সাহস, পিতার ন্যায় তোমার মহৎ অন্তঃকরণ, জগদীশ্বর তোমার আরও সম্মান বৃদ্ধি করিবেন, জগৎ তোমার যশে পূর্ণ হইবে! লক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই, জগদীশ্বর যেন রঘুনাথকে সুখে রাখেন! ভাই, বিদায় দাও, দাসীর জন্য স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—লক্ষ্মী, তোমা বিনা জগৎ তুচ্ছজ্ঞান হইতেছে, জগতে আর রঘুনাথের কি আছে? প্রাণের লক্ষ্মী! তোকে কিরূপে বিদায় দিব, তোকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব?—আর্ত্তনাদ করিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন।

অনেক যত্ন করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে উঠাইলেন, পুনরায় চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন। অনেক সান্ত্বনা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন,—ভাই, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, পুরুষের যাহা ধর্ম্ম তাহা তুমি পালন করিতেছ, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর ধর্ম্ম পালন করিতে দাও। আর বিলম্ব করিও না, বাধা দিওনা। ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।

গদ্‌গদ্ স্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—লক্ষ্মী, প্রাণের লক্ষ্মী, এ জগতে তোমাকে বিদায় দিলাম, ঐ আকাশে, ঐ পুণ্যধামে আর একবার তোমাকে পাইব। সে পর্য্যন্ত জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম।

ভ্রাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতাপার্শ্বে যাইলেন, স্বামীর পদদ্বয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন,—হৃদয়েশ্বর! জীবনে তুমি বড় ভালবাসিতে; এখন অনুগ্রহ কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। জন্ম জন্ম যেন তোমাকে

স্বামী পাই, জন্ম জন্ম যেন লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পায়।

ধীরে ধীরে লক্ষ্মী চিতা আরোহণ করিলেন, স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদদ্বয় ভক্তিভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন। নয়ন মুদিত করিলেন, বোধ হইল যেন সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল।

অগ্নি জ্বলিল; অতিশয় ঘৃত থাকায় শীঘ্র অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমে অগ্নিজিহ্বা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লেহন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সতেজে চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধাবমান হইল। লক্ষ্মীর একটী অঙ্গ নড়িল না, একটী কেশ কম্পিত হইল না।

রাজপুত

জীবন-সন্ধ্যা।

——:o◡o:——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

——:o:o:——

আহেরিয়া।

ভুবঃ কম্পমিব জনয়তা চরণশব্দেন, কর্ণাকৃষ্টজ্যানাঞ্চ
মদকলকুরর-কামিনী-কণ্ঠকূজিতকল্পেন
শরনিকরবর্ষিণাং ধনুষাং নিনাদেন * *
প্রচলিতমিব তদরণ্যমভবৎ।

কাদম্বরী।

১৫৭৬ খৃঃ অব্দের ফাল্গুন মাসের প্রথম দিবসে মেওয়ার প্রদেশের অভ্যন্তরে সূর্য্য-মহলনামক পর্ব্বতদুর্গে মহাকোলাহল শ্রুত হইল। একটী উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে এই দুর্গ নির্ম্মিত, দুর্গের চারিদিকে কেবল পাদপপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী বা বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকা বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে। প্রাতঃকালের বালসূর্য্য-কিরণ এই অনন্ত পর্ব্বত ও উপত্যকাকে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে, এবং প্রাতঃকালের মন্দ মন্দ বায়ু-হিল্লোলে সেই অনন্ত পাদপশ্রেণী হইতে সুন্দর মর্ম্মর শব্দ নিঃসৃত হইতেছে। পত্রে পত্রে শিশিরবিন্দু মুক্তাসৌন্দর্য্য অনুকরণ করিতেছে, বসন্তের পক্ষিগণ ডালে ডালে গান করিতেছে, এবং সেই দুর্গ-প্রাচীর হইতে যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বত ও উপত্যকা সূর্য্য-কিরণে নবস্নাত হইয়া শোভা পাইতেছে। ঝনঝনা শব্দে দুর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, শত অশ্বারোহী বর্শা লইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। ধীরে ধীরে সেই অশ্বারোহিগণ সেই দুর্গের পর্ব্বত অধিরোহণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের শাণিত বর্শাফলক সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল, অশ্বক্ষুরাহত শিলাখণ্ড হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। অচিরে

অশ্বারোহিগণ পর্ব্বততলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, একটী বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অদ্য আহেরিয়া, অর্থাৎ বসন্ত প্রারম্ভে বাৎসরিক মৃগয়ার দিন। অদ্যকার মৃগয়ার ফলাফল দ্বারা বৎসরের যুদ্ধের ফলাফল পরিগণিত হইবে, সুতরাং সূর্য্যমহলের দুর্গেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহ শত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বহিষ্কৃত হইয়াছেন। মেওয়ার প্রদেশে চন্দাওয়ৎকুল আহবে ও বিপদে অগ্রগামী, সেই প্রসিদ্ধ বংশমধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ অপেক্ষা উদ্দমনীয় যোদ্ধা বা ভীষণপ্রতিজ্ঞ সেনানী কেহ ছিল না। দেখিলে বয়স ত্রিংশৎ বৎসর বলিয়া বোধ হয়, আকৃতি দীর্ঘ, নয়নদ্বয় জলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, শরীর অসুর-বলে বলিষ্ঠ। যোদ্ধা দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্ষা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যেক পেশী স্ফীত ও যেন লৌহনির্ম্মিত। দুর্জ্জয়সিংহের সহচরগণও সেই চন্দাওয়ৎ-বংশোদ্ভূত, এবং দুর্জ্জয়সিংহের অযোগ্য সহচর নহে।

দুর্গ হইতে অধিরোহণ করিয়া অশ্বারোহিগণ একটী নিবিড় বনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকজন পাইককে পশুর সন্ধানে এই স্থানে পাঠান হইয়াছিল। পাইকগণ একে একে আসিয়া বনচর পশুর কোনও অনুসন্ধান না পাওয়ার সংবাদ দিল, কিন্তু যোদ্ধৃগণ তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সে বনের সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোহর। কোথায় বা সূর্য্যকর পত্রের ভিতর দিয়া আসিয়া বনপুষ্প বা দুর্ব্বার সহিত ক্রীড়া করিতেছে; কোথায় বা বন এরূপ নিবিড় যে দিবাভাগেই অন্ধকারের ন্যায় বোধ হইতেছে। কখন পর্ব্বত ও শিলাখণ্ডের উপর দিয়া, কখন সুন্দর ঝর্ণার পার্শ্ব দিয়া, কখন ঝোপের নিকট দিয়া, যোদ্ধৃগণ নিঃশব্দে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বসন্তকালের প্রারম্ভে ক্ষেত্র, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও উপত্যকা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। যোদ্ধৃগণও জীবনের বসন্তকালের উদ্বেগ ও বীরমদে মত্ত হইয়া মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সকলই উৎসাহে পূর্ণ, সকলই গর্ব্বিত, সকলই আনন্দময়। মৃগয়ার ন্যায় উৎসাহপূর্ণ ব্যবসাই রাজস্থানে আর নাই, আহেরিয়ার ন্যায় আনন্দময় দিন আর নাই।

কতক্ষণ বনের ভিতর বিচরণ করিয়া যোদ্ধৃগণ একটী প্রান্তরে পড়িলেন; সেই প্রান্তরের সম্মুখে একটী পর্ব্বতদুর্গ প্রায় বৃক্ষাবৃত রহিয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ঐ না পাহাড়জী ভূমিয়ার দুর্গ দেখা যায়?

অমাত্য বলিলেন—হাঁ। এরূপ দুর্গ যদি নিকৃষ্ট ভূমিয়াদিগের হস্তে না থাকিয়া প্রকৃত যোদ্ধাদিগের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে মহারাণা এই যুদ্ধকালে অধিক সহায়তা পাইতেন।

দুর্জ্জয়। ভূমিয়াগণ রণশিক্ষা করে নাই বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আপন দুর্গ ও আবাসস্থল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে যথোচিত সাহস প্রকাশ করে।

অমাত্য। সত্য, কিন্তু বর্ষাচালন অপেক্ষা লাঙ্গল চালনে অধিক তৎপর।

সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। আর একজন যোদ্ধা কহিলেন—ভূমিয়া দুর্গ রক্ষা হইতে ভূমি রক্ষায় অধিক তৎপর। যোদ্ধা কখন কখন আপন দুর্গচ্যুত হয়েন,

কিন্তু ভূমিয়ার ভূমি পুরুষানুক্রমে তাহার সন্তানসন্ততি ভোগ করে; শত্রুতেও লইতে পারে না, রাণাও লইতে পারেন না।

অমাত্য। ইন্দুর মৃত্তিকায় একবার প্রবেশ করিলে তাহাকে বাহির করা দুঃসাধ্য। পুনরায় সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

যোদ্ধৃদল অনেকক্ষণ বিচরণ করিলেন। জঙ্গল, ঝোপ, পর্ব্বত, গহ্বর, সমস্ত অন্বেষণ করিলেন; যে যে স্থানে পূর্ব্ব বৎসরে বরাহ দেখা গিয়াছিল, সমস্ত দৃষ্টি করিলেন। নিবিড় অন্ধকারময় বন, সুন্দর পর্ব্বত তরঙ্গিণীর তীর, শান্ত শব্দশূন্য প্রান্তর, সমস্ত বিচরণ করিলেন।

প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু কোনও বনচর পশুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাইকগণ নিবিড় জঙ্গলের ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কেহই একটীও পশু দেখিতে পায় নাই। সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে, যোদ্ধৃগণ ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া পরস্পরের দিকে চাহিতেছেন। অদ্য বন কি বরাহশূন্য? একটী মৃগও দেখিতে পাইলাম না! এ বৎসর কি সূর্য্যমহলের অমঙ্গলের জন্য? এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন—বন্ধুগণ! আমাদের অশ্ব শ্রান্ত হইয়াছে, আমরাও শ্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আর বৃথা অন্বেষণ আবশ্যক নাই; চল, অশ্বগণকে বিশ্রাম দি, আমরাও বিশ্রাম করি। পরে যদি এই প্রশস্ত বনপ্রদেশে একটী বরাহ লুক্কায়িত থাকে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা হনন করিবে, নচেৎ আর বর্শা ধারণ করিবে না। সকলেই এই কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া একটী নিবিড় নিকুঞ্জবনের দিকে গমন করিলেন।

সে স্থলটী অতিশয় রমণীয়। পাদপশ্রেণী এরূপ নিবিড় পত্রপুঞ্জে আবৃত রহিয়াছে যে, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যরশ্মি তাহা ভেদ করিতে পারিতেছে না; কেবল স্থানে স্থানে পত্ররাশির মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি যেন একটী সুবর্ণরেখার ন্যায় ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে। ভূমিপরিষ্কৃত হইয়াছে, নবদূর্ব্বাদল সেই শ্যামল সুস্নিগ্ধ ছায়াতে অতিশয় কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই নিবিড় বনে শব্দমাত্র নাই, দ্বিপ্রহর দিবায় সেই নিকুঞ্জবন শান্ত, শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ। এরূপ নিস্তব্ধ যে, বৃক্ষ হইতে দুই একটী শুষ্কপত্র পতিত হইলে তাহার শব্দ শুনা যাইতেছে, দুই একটী বনবিহঙ্গিনীর দ্বিপ্রহরের স্তিমিত রব শুনা যাইতেছে, এবং অদূরে একটী নির্ঝরিণীর সুন্দর সঙ্গীত ধীরে ধীরে কর্ণে পতিত হইতেছে। শ্রান্ত যোদ্ধৃগণ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া সেই স্থানের শোভা সন্দর্শন করিলেন। বোধ হইল, যেন কোন বনদেবীর পূজার জন্য প্রকৃতি অনন্ত স্তম্ভসারস্বরূপ পাদপশ্রেণী দ্বারা এই শান্ত হরিদ্বর্ণ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন, নির্ঝরিণী স্বয়ং বীণাবাদ্য করিতেছেন।

যোদ্ধৃগণ অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া সেই শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর উপবেশন করিলেন। ক্ষণেক শ্রমদূর করিয়া নির্ঝরের জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন। কিছু ফল মূলের আয়োজন করা হইয়াছিল, দুর্গেশ্বর ও তাঁহার যোদ্ধৃগণ আনন্দে তাহা আহার করিতে বসিলেন। পুরাতন রীতি অনুসারে দুর্গেশ্বর সহসা যোদ্ধাদিগকে

"দোনা," অর্থাৎ আপন পাত্র হইতে আহার পাঠাইলেন, তাঁহারাও এই সম্মান-চিহ্ন সাদরে গ্রহণ করিলেন। নানারূপ কথা ও হাস্যধ্বনিতে বন ধ্বনিত হইল। পূর্ব্বঘটনার, পূর্ব্বযুদ্ধের কথা হইতে লাগিল। কিরূপে উপস্থিত যোদ্ধৃগণ দুর্গ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিরূপে শত্রুকে হনন করিয়াছিলেন, সালুম্ব্রাপতির প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন, স্বয়ং রাণার সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা হইতে লাগিল। এবার মেওয়ার প্রদেশের বহু শত্রু, স্বয়ং দিল্লীশ্বর আসিতেছেন। মাড়-ওয়ার, অম্বর, বিকানীর ও বুন্দির রাজগণ ম্লেচ্ছের সহিত যোগ দিয়া মেওয়ার আক্র-মণে আসিতেছেন। কিন্তু রাণার অবশ্য জয় হইবে। অথবা যদি পরাজয় হয়, চন্দাওয়ৎকুল সেই যুদ্ধভূমিতে প্রাণদান করিবে, চন্দাওয়ৎকুল পলায়ন জানে না। দুর্জ্জয়সিংহ একথা বলিতে না বলিতে যোদ্ধারা উৎসাহে ও উল্লাসে সাধুবাদ করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন—আট বৎসর পূর্ব্বে যখন এই আকবরসাহ চিতোর হস্ত-গত করেন, রাণা উদয়সিংহ দুর্গত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সালুম্ব্রাপতি সাহী-দাস দুর্গত্যাগ করেন নাই, চন্দাওয়ৎকুলে-শ্বর সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই। চারণদেব! সেদিনকার কথা একবার যোদ্ধৃগণকে শুনাও, চন্দাওয়ৎকুল কিরূপে যুদ্ধ করে একবার শ্রবণ করি।

আহেরিয়ার দিনে চারণদেব অনুপস্থিত থাকেন না। দুর্গেশ্বরের অভিপ্রায়মতে চারণদেব সাহীদাসের বীরত্ব-গীত আরম্ভ করিলেন। চিতোর ধ্বংসের সময় দুর্জ্জয়-সিংহ ও তাঁহার যোদ্ধৃগণ সেই দুর্গে উপ-স্থিত ছিলেন, চারণদেবের গীত শুনিতে শুনিতে সেদিনকার কথা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল।

গীত।

"যোদ্ধৃগণ! আপনারা সেদিনকার যুদ্ধ দেখিয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহ সালুম্ব্রাপতির দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, তিনি সাহীদাসের বীরত্ব দেখিয়াছেন। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎদিগের রণস্থল, সেই সূর্য্যদ্বার সাহীদাস সেদিন ত্যাগ করেন নাই, সূর্য্যদ্বার চন্দাওয়ৎকুল ত্যাগ করে নাই।

"বায়ু-তাড়িত হইয়া উদয় সাগরের ক্ষিপ্ত তরঙ্গ যখন কূলে আঘাত করে তাহা দেখিয়াছ। তুর্কীদিগের অগণ্য সৈন্য সেই-রূপ সূর্য্যদ্বারে বার বার আঘাত করিতে লাগিল, ভীষণ রবে সেই সৈন্যতরঙ্গ দুর্গের দিকে ধাবমান হইল, কিন্তু চন্দাওয়ৎরেখায় আহত হইয়া বারবার প্রতিহত হইল। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎকুলের রণ-স্থল, চন্দাওয়ৎ সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্ব্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করে নাই।

"বনে অগ্নি লাগিলে কিরূপে লেলিহমান অগ্নিজিহ্বা আকাশপথে আরোহণ করে তাহা দেখিয়াছ। তুর্কীদিগের সৈন্য সেই-রূপ দুর্গকে পরিবেষ্টন করিয়া সেইরূপ বার বার দুর্গোপরি ধাবমান হইতে লাগিল। চন্দাওয়ৎ অল্পসংখ্যক, কিন্তু চন্দ্রাওয়ৎ হীন-বল নহে, বার বার ভীষণ আক্রমণকারী-দিগকে প্রতিহত করিল, সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করিল না। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দা-ওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দ্রাওয়ৎ সে দ্বার ত্যাগ

করে নাই, সালুম্ব্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

"বর্ষাকালের মেঘরাশি অপেক্ষা তুর্কীদিগের সৈন্য অধিক। রাশি রাশি হত হইল, পুনরায় রাশি রাশি সেই দ্বার বজ্রনাদে আক্রমণ করিল। চন্দাওয়ৎকুল অসুরবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সেই পর্ব্বতচূড়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত হইল, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল প্রতিহত হইল না! সাহীদাস তখনও একাকী শতের সহিত যুঝিতেছিলেন, সাহীদাস চিতোরের জন্য হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু দান করিয়া ছিন্নতরুর ন্যায় পতিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ সাহীদিগের রক্ষার্থ যুঝিতেছিলেন, আহত ও অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। যোদ্ধৃগণ! দুর্জ্জয়সিংহের ললাটে তুর্কীয় খড়্গ-অঙ্ক এখনও দেখিতে পাইতেছ, চন্দাওয়ৎকুল সমস্ত হত বা আহত হইল, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহ সেই সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করেন নাই। চিতোরের সূর্য্যদ্বার চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎকুল সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্ব্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।"

এই গীত হইতে হইতে চন্দাওয়ৎ যোদ্ধাদিগের নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল। গীত শেষ হইলে সকলে হুহুঙ্কারনাদে বন পরিপুরিত করিলেন। তন্মধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ ভীষণনাদে কহিলেন—যোদ্ধৃগণ! অদ্য আমাদিগের চারিদিকে বিপদ্‌রাশি, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল বিপদের অপরিচিত নহে। অদ্য আমাদিগের চিতোর নাই, কিন্তু সহস্র পর্ব্বতশেখর ও পর্ব্বতগহ্বর শিশোদিয়ার হস্ত হইতে কে লইতে পারে? মহারাণা উদয়সিংহ গত হইয়াছেন, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করেন না। মহারাণা প্রতাপসিংহের জয় হউক, শিশোদিয়া জাতির জয় হউক, চন্দাওয়ৎকুলের জয় হউক।

ভীষণনাদে শত যোদ্ধা এই কথা উচ্চারণ করিলেন, সে শব্দ বন অতিক্রম করিয়া মেওয়ারের অনন্ত পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল! দুর্জ্জয়সিংহ পুনরায় বলিলেন—চারণদেব! আমরা এক্ষণে পুনরায় মৃগয়ায় যাইব, একটী আহেরিয়ার গীত শুনাও, যেন অদ্য আমাদিগের আহেরিয়া নিষ্ফল না হয়। চারণদেব পুনরায় বীণা লইলেন, ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে গীত আরম্ভ করিলেন।

গীত।

"যোদ্ধৃগণ! আট বৎসর হইল দিল্লীশ্বর চিতোর লইয়াছেন, কিন্তু দিল্লী ও শিশোদিয়ার এই প্রথম বিবাদ নহে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আর একজন দিল্লীশ্বর আল্লাউদ্দীন আর একবার চিতোর লইয়াছিলেন; কিন্তু চিতোর শিশোদিয়ার কণ্ঠমণি, চিতোর তুর্কী হস্তে কতদিন থাকে? সেবার হামির এই কণ্ঠরত্ন তুর্কীদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন; এবার প্রতাপসিংহ লইবেন। হামিরের জন্মকথা শ্রবণ কর, আহেরিয়ার একটী গীত শ্রবণ কর!

"লক্ষ্মণসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র উরুসিংহ। যুবরাজ উরুসিংহ দুর্গরক্ষার জন্য প্রাণদান করেন, তাহা শিশোদিয়ার মধ্যে কোন্ বীর না জানে? চিতোর আক্রমণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই উরুসিংহ একদিন আহেরিয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন, শত

যে সঙ্গে সঙ্গে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন। আহেরিয়ার তুল্য রাজপুতের আর কি আনন্দ আছে ?

"আন্দাওয়া কানন যুবকদিগের বীরনাদে প্রতিধ্বনিত হইল, তাঁহারা একটী বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। পর্ব্বত ও নির্ঝর উত্তীর্ণ হইয়া বরাহ ধাবমান হইল, মহানাদে যোদ্ধৃগণ ধাবমান হইলেন। আহেরিয়ার তুল্য রাজপুতের আর কি আনন্দ আছে ?

"অনেকক্ষণ পর সেই বরাহ এক শস্যক্ষেত্রের ভিতর লুকাইল, শস্য দ্বাদশ হস্ত উচ্চ, বরাহ আর দেখা গেল না। একজন মাত্র দরিদ্র রমণী একটী মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া শস্য রক্ষা করিতেছিলেন। রমণী বীরদিগের নৈরাশ দেখিয়া বলিলেন—সম্বরণ করুন, আমি বরাহ শস্যক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিতেছি !

"এ কি মানুষী না নগবালা মহিষমর্দ্দিনী ? নারী বাহুতে কি এ বল সম্ভবে ? নারী-হৃদয়ে কি এ বীর্য্য সম্ভবে ? রমণী একটী বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তাহার অগ্রভাগ স্থচির ন্যায় শাণিত করিলেন, সেই অপূর্ব্ব বর্ষা দ্বারা বরাহকে বিদ্ধ করিয়া যোদ্ধৃদিগের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। বিস্মিত যোদ্ধৃগণ বাক্যশূন্য হইয়া রহিলেন।

"বরাহ রন্ধন করিয়া যোদ্ধৃগণ আহারে বসিয়াছেন, সহসা পার্শ্বস্থ একটী অশ্বের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, দেখিলেন একটী পদ একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই দরিদ্র রমণী মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া শস্যক্ষেত্র হইতে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া পক্ষী তাড়াইতেছিলেন, তাহার এক টুকরা মৃত্তিকা অশ্বপদে লাগিয়া অশ্ব আহত ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল !

"যোদ্ধৃগণ আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে যাইতেছেন, দেখিলেন, সেই দরিদ্র রমণী মস্তকে দুগ্ধপূর্ণ পাত্র লইয়া যাইতেছেন, ও দুই হস্তে দুইটী দুর্দ্দমনীয় মহিষকে টানিয়া লইয়া যাইছেন। বিস্মিত উরুসিংহ রমণীর বল পরীক্ষার জন্য একজন যোদ্ধাকে সেই রমণীর দিকে বেগে অশ্বধাবন করিতে বলিলেন। অশ্ব তাঁহার উপর আসিয়া পড়িবে, রমণী বুঝিতে পারিলেন ; কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, দুগ্ধ মস্তক হইতে না নামাইয়া, কেবল একটী মহিষকে অশ্বের শরীরের উপর ঠেলিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্ব ও অশ্বারোহী ভূমিসাৎ হইল।

"উরুসিংহ অনুসন্ধানে জানিলেন যে, সে কুমারী চোহানজাতির চন্দানবংশের এক দরিদ্র লোকের কন্যা। উরুসিংহ সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই কন্যায় পুত্র বীরচূড়ামণি হামির। আল্লাউদ্দীন যখন চিতোর অধিকার করেন, তখন যুবরাজ উরুসিংহ প্রথমে জীবনদান করেন, পরে তাঁহার পিতা রাণা লক্ষ্মণসিংহ প্রাণদান করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক হামির তখন মাতার সহিত মাতুলালয়েই ছিলেন ; বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া হামির চিতোর উদ্ধার করিলেন।

"বীরগণ ! উরুসিংহের আহেরিয়ার ফল চিতোর উদ্ধার। অদ্য দুর্জ্জয়সিংহ আহেরিয়ায় বহিষ্কৃত হইয়াছেন, সকলে দৃঢ়হস্তে বর্ষা ধারণ কর। আহেরিয়ায় সফল হও—পুনরায় চিতোর উদ্ধারেও সফল হইবে।"

লম্ফ দিয়া যোদ্ধৃগণ অশ্বে আরোহণ

করিলেন, তীরবেগে শত যোদ্ধা ধাবমান হইলেন। এবার যোদ্ধৃগণ নিরাশ হইলেন না, তিন চারি দণ্ড বন অন্বেষণ করিতে করিতে একটী ঝোপের ভিতর একটী প্রকাণ্ড বরাহ দেখা গেল। বরাহের বৃহৎ আকৃতি ও অসাধারণ বল দেখিয়া আরোহীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। বরাহও যোদ্ধাদিগকে দেখিয়া সে ঝোপ হইতে বাহির হইয়া অন্যদিকে পলাইল। মহা-উল্লাসে অশ্বারোহিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

সে উল্লাস বর্ণনা করা যায় না। বরাহ যে দিকে পলাইল, অশ্বারোহিগণ বেগে সেই দিকে সাবমান হইলেন। অশ্বগণ যেন সেই ভূখণ্ড পদভরে কাঁপাইয়া ছুটিল, পথের মধ্যে উন্নত শিলাখণ্ড বা পর্ব্বত-তরঙ্গিণী লম্ফ দিয়া অতিক্রম করিল, কণ্টকময় ঝোপ বা বৃক্ষ অগ্রাহ্য করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া ছুটিল। আরোহিদিগের জ্বলন্ত নয়ন সেই বরাহের দিকে স্থিরীকৃত রহিয়াছে; তাঁহাদিগের উন্নত দক্ষিণ হস্ত শূন্যে বর্শা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগের হৃদয় উল্লাসে ও উৎসাহে উৎক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

বরাহ ক্ষণেক দৌড়াইয়া দেখিল অশ্বারোহিগণ নিকটে আসিতেছে। একবার স্থির হইয়া যেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার চিন্তা করিল, কিন্তু শত যোদ্ধার হস্তে শত বর্শার শাণিত ফলা দেখিয়া সম্মুখ-রণচিন্তা ত্যাগ করিল, লম্ফ দিয়া একটী নিবিড় ও বিস্তীর্ণ ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। নিমেষমধ্যে শত অশ্বারোহী সেই ঝোপ চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন। উচ্চশব্দ করিয়া বরাহকে ঝোপ হইতে বাহির করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু বরাহ প্রাণভয়ে লুকাইয়াছে, বাহির হইবে না। কেহ কেহ প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, কেহ বা সেই বিস্তীর্ণ ঝোপের কোন অংশে পত্রের শব্দ শুনিয়া অনুমান করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। অনেকক্ষণ সময় নষ্ট হইল, অনেক উদ্যম ব্যর্থ হইল, বরাহ ঝোপ হইতে বহির হইল না।

তখন দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন,—বন্ধুগণ, আর এরূপ বৃথা উদ্যমে আবশ্যক কি? দেখ সূর্য্য অস্তাচলে বসিয়াছেন, আর অধিক সময় নাই। সতর্কভাবে সকলে পদব্রজে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। বরাহ এই ঝোপের মধ্যে আছে, আমরা চারিদিক্ হইতে মধ্যভাগে অগ্রসর হইলে বরাহ অবশ্য একদিক্ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিবে, অথবা মধ্যদেশেই মরিবে।

যোদ্ধৃগণ ইহা ভিন্ন উপায় দেখিলেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সকলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তীক্ষহস্তে বর্শা ধারণ করিয়া রহিলেন, তীক্ষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। এবার বরাহ অবশ্যই বাহির হইবে, সহসা আক্রমণ করিতে না পারে, এই জন্য সকলে সতর্কভাবে সম্মুখে ও চারিদিকে দেখিতে দেখিতে ঝোপের ভিতর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বরাহ বোধ হয় আরোহিদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সহসা লম্ফ দিয়া একদিক্ হইতে বাহির হইল: বিদ্যুৎবেগে নিকটস্থ যোদ্ধার পদ বিদীর্ণ করিল, নিমেষ-মধ্যে দূরে পলাইল।

দুই একজন যোদ্ধা আহতের সেবার জন্য রহিলেন, অবশিষ্ট সকলে অশ্বারোহণ করিয়া পুনরায় বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করি-

লেন। পুনরায় ভূমি ও শিলাখণ্ড কম্পিত করিতে লাগিলেন, বায়ুবেগে কণ্টক ও তরঙ্গিণী অতিক্রম করিতে লাগিলেন, মহানাদে বন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। দুর্জ্জয়সিংহ উন্মত্তের ন্যায় অশ্ব ছুটাইলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা কম্পিত হইতেছিল।

পুনরায় বরাহ লুকাইল, পুনরায় বাহির হইয়া পলাইল, আবার লুকাইল। দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল, অশ্বারোহিগণ শ্রেণীভঙ্গ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। কেহ নিকটে, কেহ দূরে, কেহ প্রান্তরে, কেহ নিবিড় বনে, বরাহ অনুসন্ধান করিতেছেন।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটী বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অশ্বের শরীর ফেণময়, তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম পড়িতেছে, কিন্তু তাঁহার নয়ন স্থির, শত যোদ্ধামধ্যে তিনিই কেবল বরাহের প্রতি অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। অন্ধকারে বরাহ সকলের পক্ষে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে হয় নাই। তিনি যে জঙ্গলের দিকে স্থির নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তথায় বরাহ নিহিত ছিল।

এবার বরাহ রুষ্ট হইল। অদ্য এক-প্রহর কাল জঙ্গল হইতে জঙ্গলে, গহ্বর হইতে গহ্বরে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তথাপি একজন যোদ্ধা অব্যর্থ নয়নে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় ঝোপের ভিতর লুকাইয়াছে, সেই এক জন যোদ্ধা তাহাকে হনন করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে। একেবারে বিদ্যুতের ন্যায় গর্জ্জিতে বরাহ দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিতে আসিল।

দুর্জ্জয়সিংহ বামহস্তে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া লম্বমান কেশ সরাইলেন, তীব্র দৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ হস্তের কম্পমান বর্শা ছাড়িলেন। ভ্রান্তিবশতঃ বা অন্ধকারবশতঃ সে বর্শা ব্যর্থ হইল, একটী সুবৃহৎ শিলাখণ্ডে লাগিয়া সে শিলাখণ্ড চূর্ণ করিল, বরাহ নিমেষমধ্যে অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি দুর্জ্জয়সিংহ পতনশীল অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া দশ হস্ত দূরে পড়িলেন। বরাহ মৃত অশ্বকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মৃত্যু অনিবার্য্য! রাজপুত যোদ্ধা অকম্পিত নয়নে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃত্যু আসিল না।

অদৃষ্ট-হস্ত-নিক্ষিপ্ত একটী বর্শা আসিল, বরাহের মুখের উপর লাগাতে দন্ত চূর্ণ হইয়া রক্তধারা বাহির হইল। সে আঘাতে বরাহ মরিল না, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহকে ত্যাগ করিয়া একেবারে জঙ্গলের মধ্যে পাইল, রজনীর অন্ধকারে আর বরাহকে দেখা গেল না।

রজনীর অন্ধকারে দুর্জ্জয়সিংহ দেখিলেন, পর্ব্বত হইতে একজন দীর্ঘাকার যুবক অবতরণ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তেজসিংহ।

ভবানভবাহং বিরাতকৃতসংসর্গো বন্ধুকুলমুৎসৃজ্য॥ অস্মিন্ কাননে দূরীকৃতকলঙ্কো বসামি।

দশকুমারচরিতম্।

আহেরিয়ার দিন বরাহ পলায়ন করিল, দুর্জ্জয়সিংহ হস্তনিক্ষিপ্ত বর্ষা ব্যর্থ হইল, অপরের সাহায্যে অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা হইল—এইরূপ শত চিন্তা দুর্জ্জয়সিংহকে দংশন করিতে লাগিল। দুর্জ্জয়সিংহ রোষে, অভিমানে, তাঁহার প্রাণরক্ষাকারীকে ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হইলেন। ঈষৎ কর্কশস্বরে কহিলেন—আমি আপনাকে চিনি না, বোধ করি আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

অপরিচিত যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন—মনুষ্যমাত্রেই মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা করা। রাজপুতের বিশেষ কর্ত্তব্য, কেননা তিনি যোদ্ধা, মেওয়ারের এই বিপদ্‌কালে তিনি স্বজাতির উপকার করিতে পারেন।

সামান্য পরিচ্ছদধারী অপরিচিত লোকের নিকট এইরূপ বাক্য শুনিয়া দুর্জ্জয়সিংহ ঈষৎ বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

যুবক বলিলেন—পরে জানিবেন, এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াছেন, কুটীরে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।

দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক ধীরে ধীরে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অন্ধকার রজনীতে বনপথের ভিতর দিয়া দুইজন যোদ্ধা নিস্তব্ধে যাইতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ দুর্ব্বল পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু অপরিচিতের দীর্ঘ ও ঋজু অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ বাহু এবং ধীরগম্ভীর-পদবিক্ষেপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ উন্নতকায় পুরুষ তিনি দেখেন নাই, অথবা, আট বৎসর পূর্ব্বে কেবল এক জনকে দেখিয়াছিলেন।

ক্ষণেক পর যুবা সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—এক্ষণে আমার একটী অনুরোধ আছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনার উষ্ণীষ দিয়া আপনার নয়ন আবৃত করুন, পরে আমি আপনার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইব। যদি অস্বীকৃত হয়েন এইস্থানে বিদায় হইলাম।

দুর্জ্জয়সিংহ আরও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু যুবকের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, অস্বীকার করা বৃথা। বিবেচনা করিলেন, যুবক কখনই আমার অনিষ্ট করিবেন না, এইক্ষণেই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। যুবকের সহায়তা ভিন্নও এই নিবিড় বন হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। ক্ষণেক এইরূপ চিন্তা করিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া নিঃশব্দে যুবকের হস্তে দিলেন, নিঃশব্দে যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নয়ন বন্ধন করিলেন।

তাহার পর যুবক দুর্জ্জয়সিংহের হস্ত ধরিয়া প্রায় একক্রোশ পথ লইয়া যাইলেন, এই পথের মধ্যে দুইজনের একটী কথাও হইল না। দুর্জ্জয়সিংহ কোন্ দিকে যাইতেছেন কিছুই জানিলেন না, কেবল বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরশব্দ শুনিতে লাগিলেন, এবং একটী পর্ব্বত আরোহণ করিতেছেন, বুঝিতে পারিলেন। শেষে যুবক সহসা দণ্ডায়মান

হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহও দাঁড়াইলেন। যুবক তাঁহার চক্ষুর বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ আপনাকে এক অন্ধকারময় পর্ব্বতগহ্বরে অপরিচিত লোক দ্বারা বেষ্টিত দেখিলেন। গহ্বরে একটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছে, সেই দীপালোকে দুর্জ্জয়সিংহ আপনার চতুর্দ্দিকে কেবল অসভ্য ভীলজাতীয় লোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা পরস্পরে কি কথা কহিতেছে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা কখন গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, পরক্ষণেই বাহিরে যাইতেছে, তাহার কারণও জানিতে পারিলেন না। তিনি রাজপুত ভাষায় কথা কহিলেন, পার্শ্বস্থ যুবক ভিন্ন কেহ সে কথা বুঝিতে পারিল না। যুবক তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, যুবক তাঁহাকে বিশ্রামের জন্য এই গুহায় আনিয়াছে, যুবক এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি দুর্জ্জয়সিংহ সেই যুবকের দিকে চাহিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন কিজন্য? দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না; কিন্তু সেই অন্ধকার গুহা, সেই ভীলযোদ্ধা, সেই অল্পভাষী যুবকের দিকে যত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একজন দাস একটী ঝরণা হইতে জল আনিয়া দিল, দুর্জ্জয়সিংহ তাহাতে হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। পরে সেই ভৃত্য কতকগুলি ফলমূল ও আহারীয় সামগ্রী দুর্জ্জয়সিংহের সম্মুখে স্থাপন করিল দুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল; তিনি ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিলেন, সে যুবক নাই। ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—আমি সেই রাজপুত যুবকের অতিথি হইয়াছি, অতিথির সম্মুখে স্বয়ং আহার পাত্র স্থাপন করা রাজপুতের ধর্ম্ম। বিবেচনা করি, ভীলদিগের মধ্যে থাকিয়া যুবক রাজপুতধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছেন।

এরকর্কশ বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভৃত্য স্থিরভাবে উত্তর করিল—প্রভু রাজপুত ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়েন নাই, কিন্তু কোন ব্রতবশতঃ আপাততঃ চন্দাওয়ৎকুলের সহিত তাঁহার আহার নিষিদ্ধ, এই জন্য এইক্ষণ আসিতে পারেন নাই।

দুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। অস্পৃষ্ট আহার ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে শয়মান হইলেন। ক্ষণেক পর সেই অপরিচিত যুবক পুনরায় দর্শন দিলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন—আতিথেয় ধর্ম্মে অশক্ত হইয়াছি, তাহার কারণ ভৃত্য নিবেদন করিয়াছে; যদি আপনার আহারে রুচি না হয়, বিশ্রাম করুন; আপনার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচনা করা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ চারিদিকে চাহিলেন। একে একে বহুসংখ্যক। ভীলযোদ্ধা একবার গুহায় প্রবেশ করিতেছে, একবার বাহির হইতেছে। সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ, সকলে নিস্তব্ধ, সকলে অপরিচিত রাজপুত যুবকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন রাজপুত একটী আজ্ঞা দিলে, একটী ইঙ্গিত করিলে, তাহারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণনাশ করিতে প্রস্তুত! রাজপুত সে ইঙ্গিত করিলেন না।

দুর্জ্জয়সিংহ সাহসী, যুদ্ধ বা বিপদ্‌কালে তাঁহার অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না, কিন্তু এই অপূর্ব্ব স্থানে অসংখ্য অসভ্য

যোদ্ধাদিগের মধ্যে আপনাকে অসহায় দেখিয়া তাঁহার হৃদয় একবার স্তম্ভিত হইল। তিনি এই পর্ব্বতগুহার মধ্যে একাকী ও নিরস্ত্র, তাঁহার চারিদিকে শত যোদ্ধা বেষ্টন করিয়া আছে সকলে তীক্ষ্ণনয়নে অপরিচিত রাজপুতের দিকে চাহিতেছে, সকলে নিস্তব্ধ! দুর্জ্জয়সিংহ সেই অপরিচিত রাজপুতের দিকে পুনরায় চাহিলেন, তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডল ও স্থির নয়ন দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

যুবক পুনরায় বলিলেন—শয্যা রচনা হইয়াছে।

যুবক দুর্জ্জয়সিংহের মিত্র না শত্রু? যদি শত্রু হয়েন, তবে অদ্য বিপদের সময় দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণ বাঁচাইলেন কেন, শ্রান্তির সময় আপন আবাসস্থলে আহ্বান করিলেন কেন, ফলমূল ও আহারীয় দান করিলেন কেন, এই বহুসংখ্যক ধনুর্দ্ধর ভীল হইতে এখনও তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন কেন? দুর্জ্জয়সিংহ কিজন্য মিথ্যা সন্দেহ করিতেছেন? অবশ্যই যুবক কোন বিপদ্গ্রস্ত উন্নতবংশীয় রাজপুত হইবেন। স্বস্থানচ্যুত হইয়া ভীলদিগের আশ্রয় লইয়াছেন, অদ্য রাজপুতধর্ম্ম অনুসারে দুর্জ্জয়সিংহের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহ কেন তাহার প্রতি সন্দেহ করিতেছেন?

দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না; কিন্তু যখন সেই উন্নত কলেবর, সেই স্থিরনয়ন, সেই অল্পভাষী যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করেন, তখনই তাঁহার মনে সন্দেহ হয়। আহবক্ষেত্রে শত শত্রু মধ্যে যাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই, অদ্য এই যুবককে দেখিয়া কি জন্য সে বীরহৃদয় বিচলিত হইতেছে? সালুম্ব্রাধিপতি ও স্বয়ং মহারাণার নয়নের দিকে যে যোদ্ধা স্থিরনয়নে চাহিয়াছেন, অদ্য একজন বন্য যুবকের দিকে কিজন্য তিনি চাহিতে অক্ষম?

আপনার প্রতি ঘৃণা করিয়া, সন্দেহ দূর করিয়া, দুর্জ্জয়সিংহ যুবকের সহিত একবার সহজভাবে বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—যুবক! এই পর্য্যন্ত আমি এই অপরূপ গুহা ও আপনার অপরূপ সঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমার যে মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য একবার ধন্যবাদ দিতেও বিস্মৃত হইয়াছি।

যুবক। ধন্যবাদ আবশ্যক নাই, আমি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করিয়াছি।

দুর্জ্জয়। তথাপি এ ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিতে পারি?

যুবক। আপনাকে অদ্য যেরূপ অসহায় অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ অসহায় পাইয়া কোন পতিহীনা নারীর প্রতি বা কোন পিতাহীন বালকের প্রতি যদি কখন অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি এখন ধর্ম্মাচরণ করুন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব। আমার নিজের কোন যাচ্ঞা নাই।

দুর্জ্জয়সিংহ চকিত হইলেন! যুবক কি পূর্ব্বকথা জানেন? অদ্য কি শত ভীলযোদ্ধার দ্বারা পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতিফল লইবেন? সভয়ে সেই ভীলযোদ্ধাদিগের দিকে দেখিলেন, সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত! সভয়ে যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক সেইরূপ গম্ভীর, নিশ্চেষ্ট! দুর্জ্জয়সিংহের অসমসাহসিক হৃদয়ে অদ্য প্রথম ভয়ের সঞ্চার হইল; এ যুবক কে?

যুবক পুনরায় বলিলেন—শয্যা রচনা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া সদর্পে উত্তর দিলেন,—অদ্যই সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিব, অন্যের আবাসে বাস করা দুর্জ্জয়সিংহের অভ্যাস নাই।

যুবক। যেরূপ রুচি হয় সেইরূপ করিতে পারেন, কিন্তু আমার বোধ ছিল, অন্যের আবাসস্থলে বাস করা আপনার অভ্যাস আছে।

দুর্জ্জয়। আপনি কে জানি না, ইচ্ছা হয়, এই অসভ্য যোদ্ধা দ্বারা দুর্জ্জয়সিংহকে হনন করিতে পারেন, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহ মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিবে না। রাঠোর তিলক-সিংহের সহিত আমার বংশানুগত বিরোধ, সেই বিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি সম্মুখ-সমরে তাঁহার সূর্য্যমহল দুর্গ কাড়িয়া লই-য়াছি, এ ক্ষত্রধর্ম্মমাত্র।

যুবক। সম্মুখসমরে আপনি সুপটু, সন্দেহ নাই, সেই জন্যই তিলকসিংহের মৃত্যু হইলে পর আপনি তাঁহার নিরাশ্রয় বিধবার সহিত সম্মুখরণে বীরত্বপ্রকাশ করিয়া নারীকে হত্যা করিয়াছিলেন; আপনি ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ নাই।

একেবারে শত বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় এই কথায় দুর্জ্জয়সিংহকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল, রোষে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া দেশকাল বিস্মৃত হইয়া লম্ফ দিয়া অপরিচিত যুবকের গলদেশ ধারণ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ শত ভীলযোদ্ধা ধনুকে তীর সংযোজনা করিল। অপরিচিত যুবক বাম-হস্তে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, দক্ষিণ-হস্তে ধীরে ধীরে দুর্জ্জয়সিংহকে শূন্যে উঠাইয়া অসুরবীর্য্যের সহিত দশহস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক অবিচলিত ও নিষ্কম্প। যুবকের কোষে অসি রহিয়াছে, যুবক তাহা স্পর্শ করেন নাই। পূর্ব্ববৎ স্থির অবিচলিতস্বরে কহিলেন—শয্যা রচনা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ নতশিরে কহিলেন,—অদ্যই সূর্য্যমহলে যাইব।

তখন যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নিকটে আসিলেন, পুনরায় উষ্ণীষ দিয়া নয়নদ্বয় আবৃত করিলেন ও স্বয়ং অতিথির হস্তধারণ করিয়া গুহা হইতে বাহির হইলেন। এক ক্রোশ দুইজনে পর্ব্বত নামিতে লাগিলেন, একটী কথামাত্র নাই। নৈশ বায়ুতে বৃক্ষ-পত্র মর্ম্মর শব্দ করিতেছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে দূরস্থ শৃগাল বা বন্যপশুর শব্দ পথি-কের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সে নৈশ বায়ুতে দুর্জ্জয়সিংহের জলন্ত ললাট শীতল হইল না, সে নিস্তব্ধতায় তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ স্তব্ধ হইল না।

এক ক্রোশ পথ আসিয়া যুবক দুর্জ্জয়-সিংহের নয়নের বস্ত্র খুলিয়া দিলেন, দুর্জ্জয়-সিংহ দেখিলেন, যে স্থানে যুবক তাঁহার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিলেন, এ সেই স্থান। যুবক এইস্থানে দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়া-ছিলেন, তাহা স্মরণে তাঁহার মুখ পুনরায় আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি কোনও কথা উচ্চা-রণ না করিয়া সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া একাকী দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

প্রাতঃকালের রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিয়াছে, এরূপ সময় দুর্জ্জয়সিংহ দুর্গমহলে প্রবেশ করিলেন। তিনি এতক্ষণ আইসেন নাই বলিয়া দুর্গে সকলেই উৎসুক হইয়াছিল। তাঁহার আগমনে সকলেই দৌড়াইয়া আসিল, দুর্জ্জয়সিংহের মুখের ভঙ্গি ও রক্তিমাবর্ণ দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া গেল। দুর্জ্জয়সিংহকে তাহারা চিনিত।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যাইয়া প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রিকে ডাকাইলেন। তিনি যুদ্ধে দুর্জ্জয়সিংহের ন্যায় সাহসী, মন্ত্রণায় অতুল্য। দুর্জ্জয়সিংহ ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়। এ দুর্গ যখন অধিকার করি, সে কথা স্মরণ আছে?

প্রধান। সে কেবল আট বৎসরের কথা। অবশ্য স্মরণ আছে।

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের বিধবা হত হইলে পুত্রের কি হইয়াছিল?

প্রধান। এই দুর্গ হইতে নিম্নস্থ হ্রদে পড়িয়া বালক প্রাণ হারাইয়াছে।

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের পুত্র অদ্যাবধি জীবিত আছে।

প্রধান। তিলকসিংহের পুত্র!

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের পুত্র?

প্রধান। বালক তেজ—

দুর্জ্জয়। তেজসিংহ; কিন্তু সে অদ্য বালক নহে।

প্রধান। প্রভু ভ্রান্ত হইয়াছেন, এ হইতে হ্রদে পতিত হইলে মনুষ্য বাঁচে না, বালকের কথা

দুর্জ্জয় উত্তর করিলেন না, কিন্তু মন্ত্রী দেখিলেন তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধলক্ষণ সঞ্চার হইতেছে।

প্রধান। আপনি কিরূপে চিনিলেন? যাহাকে দশম বৎসরের বালক অবস্থায় একবার দেখিয়াছিলেন, তাহার মুখ দেখিয়া চিনা দুঃসাধ্য।

দুর্জ্জয়। তাহার মুখ দেখিয়া চিনি নাই, তাহার কথায় চিনিয়াছি, আরও একটী উপায়ে চিনিয়াছি।

প্রধান। সে কি?

দুর্জ্জয়। তিলকের সহিত আমি একবার বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহার অসুরবীর্য্য মেওয়ারে আর কেহ ধারণ করিত না। তাহার একটী বিশেষ যুদ্ধকৌশল মেওয়ারে আর কেহ জানিত না। তেজসিংহ পিতার অসুর বীর্য্য ধারণ করে, তেজসিংহ পিতার কৌশল জানে।

দুইজনে ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। প্রধান প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে প্রভুর কথা বিশ্বাস করিলেন না। বিবেচনা করিলেন, রজনীতে অন্য কাহারও অসুরবীর্য্য দেখিয়া দুর্জ্জয়সিংহের ভ্রম হইয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ ক্ষণেক পর কহিলেন,—আরও একটী কথা আছে।

প্রধান। কি?

দুর্জ্জয়। তেজসিংহ অদ্য আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে!

ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দুর্জ্জয়সিংহ একাকী ছাদে পদচারণ করিতেছেন, অদ্য তাঁহার মুখের ভঙ্গি দেখিলে তাঁহার যে গণও চমকিত হই ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুত্রশোক।

ভীতেষ্বপি প্রচারিণঃ প্রীতিপরেষ্বপি দ্বেষিণো
বিনীতেষ্বপি উদ্ধতাঃ দয়াপরেষ্বপি
নির্দ্দয়াঃ স্ত্রীষ্বপি শূরাঃ ভৃত্যেষ্বপি ক্রূরাঃ
দীনেষ্বপি দারুণাঃ।

কাদম্বরী।

প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যমহলের সৈন্য-সামন্ত সসজ্জ হইতে লাগিল। পূর্ব্বদিক্ হইতে নবজাত সূর্য্যরশ্মি সৈন্যদিগের বর্ষা, খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণের উপর প্রতিফলিত হইতে লাগিল, সৈন্যগণ উৎসাহ ও আনন্দে কোলাহল করিয়া দুর্গসম্মুখে একত্রিত হইল।

দুর্জ্জয়সিংহ সৈন্যদিগের আনন্দরব শুনিয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে যুদ্ধসজ্জা করিলেন, ও অচিরে অশ্বারোহণ করিয়া সৈন্যগণের মধ্যে আসিলেন। সহস্র সৈন্যের জয়নাদে সেই পর্ব্বতদেশ পরিপূরিত হইল।

আনন্দময় বসন্তের প্রাতঃকালে সৈন্য-গণ পর্ব্বত, উপত্যকা ও ক্ষেত্রের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিল। বৃক্ষ হইতে বসন্তপক্ষী এখনও গান করিতেছে, শাখা ও পত্র হইতে শিশির-বিন্দু এখনও সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখাইতেছে, প্রভাত-সমীরণ যোদ্ধাদিগের পতাকা লইয়া ক্রীড়া করি-তেছে। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বতশৃঙ্গ যেন নিষ্কম্প, নির্ব্বাক্ প্রহরীর ন্যায় সেই সুন্দর দেশ রক্ষা করিতেছে। যোদ্ধৃগণ একটী পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতে লাগি-লেন, মুহূর্ত্তের জন্য সেই পর্ব্বতের উপর স রবাদ্য ও লোক-কোলাহল শ্রুত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য পর্ব্বতে উড্ডীন পতাকা ও সৈন্যসার দৃষ্ট হইল। অচিরে সৈন্যসার পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া একটি বনের মধ্যে প্রবেশ করিল, পর্ব্বত পুন-রায় নির্জ্জন, শান্ত, নিস্তব্ধ!

বনের আনন্দময়ী শোভা দেখিয়া অশ্বারোহীদিগের হৃদয় উল্লাসপূর্ণ হইল। নিবিড় বনের ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, অথবা দুই এক স্থলে পত্রের ভিতর দিয়া দুই একটী রশ্মিরেখা দেখা যাইতেছে। বসন্তের সহস্র পক্ষী প্রাতঃকালে সুন্দর গীত আরম্ভ করিয়াছে, যেন সে নির্জ্জন বনস্থলী তাহাদিগের উৎসবগৃহ, আজ উৎসবের দিন! সেই নির্জ্জন ছায়াপূর্ণ বনস্থলী একবার সৈন্য-রবে পরিপূরিত হইল বৃক্ষ হইতে বৃক্ষা-ন্তরে সৈন্যকোলাহল প্রতিধ্বনিত হইল! অচিরে সৈন্যগণ বন পার হইয়া যাইল, পুনরায় বন নির্জ্জন, নিঃশব্দ, অথবা কেবল বিহঙ্গ-বিহঙ্গিনীদিগের আনন্দনীয় কলরবে জাগরিত।

বন অতিক্রম করিয়া সৈন্যগণ একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল; চারিদিকে কেবল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে, মধ্যে সমতল ভূমিতে সুপক যবধান্য বায়ুতে হ্রদের লহরীর ন্যায় দুলি-তেছে। কোন কোন স্থলে অহিফেনের রক্তপুষ্প সমুদয় সেই হরিদ্র যবশস্যের মধ্যে শোভা পাইতেছে। নীল নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বসন্তের সূর্য্য সেই আনন্দ-ময় ক্ষেত্রচয়ের উপর সুবর্ণরশ্মি বর্ষণ করিতেছে।

এইরূপে সৈন্যগণ , ও ক্ষেত্র

উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কয়েক ক্রোশ এইরূপে অতিবাহিত করিয়া চন্দ্রপুর গ্রামে উপস্থিত হইল। সূর্য্যমহল দুর্গের অধীনে চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েটী "বশী" গ্রাম ছিল। যুদ্ধ ও বিপদ্কালে কোন কোন গ্রামের লোক আপনাদিগের জীবন, শস্য ও সম্পত্তি রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া কোন কোন পরাক্রান্ত যোদ্ধার বশ্যতা স্বীকার করিত। সেই অবধি উক্ত যোদ্ধা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন, এবং তাহারা ঐ যোদ্ধার "বশী" অর্থাৎ অধীন নিবাসী হইয়া থাকিত।। পূর্ব্ববৎ তাহারা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিত, কিন্তু এক্ষণে তাহারা পূর্ব্ববৎ স্বাধীন নহে। তাহারা যোদ্ধার দাস, যোদ্ধার ভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না, যোদ্ধার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

এইরূপে চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের প্রজাগণ মেওয়ারের অনন্ত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আপনাদিগের রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া বহুকালাবধি সূর্য্যমহলেশ্বরদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

যতদিন রাঠোরগণ সূর্য্যমহল দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন, ততদিন চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের অধিক কষ্ট হয় নাই; কিন্তু তিলকসিংহের মৃত্যুর পর প্রজাগণ দুর্জ্জয়সিংহের হস্তে পতিত হইল। দুর্জ্জয়সিংহ স্বভাবতঃ ক্রুদ্ধস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন, চন্দ্রপুরনিবাসীদিগকে মৃত তিলকসিংহের প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। বশী প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিতেন, সর্ব্বদা অবমাননা করিতেন, অতিরিক্ত কর তেন, সময়ে সময়ে সর্ব্বস্ব কাড়িয়া ল তেন।

বৃদ্ধ সর্দ্দার গোকুলদাস পুত্র কেশবদাসকে সর্ব্বদা কহিত—এ অত্যাচার চিরকাল থাকিবে না, তিলকসিংহের রাজ্য তিলকসিংহের পুত্র অধিকার করিবে, ভগবান্ করুন, যেন সে দিন শীঘ্র আইসে।

দিন দিন দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল। শেষে গ্রামের লোক আর সহ্য করিতে পারিল না, পরামর্শ করিতে লাগিল—আমরা কিজন্য দুর্জ্জয়সিংহের দাস হইব? আমাদিগের প্রভু তিলকসিংহ হত হইয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহ কি তাঁহার উত্তরাধিকারী? পথের দস্যু কি দুর্গের অধীশ্বর? ঐ দস্যুর বিরুদ্ধাচরণ করিলে কি আমাদের 'স্বামীধর্ম্মের' কোন ক্ষতি আছে? আমাদের 'বাপতা' (পৈতৃক ভূমিতে প্রজার অক্ষয় স্বত্ব) আমরা ত দুর্জ্জয়সিংহের নিকট বিক্রয় করি নাই। তিলকসিংহের উত্তরাধিকারী আসুন, আমরা তাঁহার বশী, অন্য কাহারও নহি।

গ্রামের লোকের মধ্যে এইরূপ ভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রুদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহ প্রজাদিগের এই বিদ্রোহ ভাব দেখিয়া আরও ক্রোধান্বিত হইলেন, প্রজাদিগকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য প্রধান প্রধান কয়েক জনকে নিজ দুর্গে ধরিয়া আনাইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ বিচার করিয়া সমস্ত প্রজার অর্থদণ্ড করিলেন, এবং সর্দ্দার গোকুলদাসের পুত্র কেশবদাসের বিদ্রোহিতা দোষে প্রাণদণ্ড করিলেন।

ইহার তিন বৎসর পর অদ্য দুর্জ্জয়সিংহ সৈন্য সামন্ত লইয়া এই গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। যাইতে

যাইতে শত্রুক্ষেত্রের মধ্যে একজন দীর্ঘা-কার লোককে দেখিতে পাইলেন। গোকুলদাসকে চিনিতে পারিয়া সস্বণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৃদ্ধ শৃগা কয় দিবার চেষ্টা করিতেছিস্, না জাতীয় ধর্ম্ম অনুসারে কুমন্ত্রণা করিতেছিস্ ?

গোকুলদাস সৈন্য দেখিয়া দূরে য়-মান ছিল, দুর্গেশ্বর দ্বারা এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু প্রভুর বিরুদ্ধে দাস কি করিবে ? ধীরে ধীরে পুত্রহন্তাকে প্রণাম করিল।

পুনরায় দুর্জ্জয়সিংহ কর্কশস্বরে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্জ্জয়সিংহের কথায় বৃদ্ধের মুখমণ্ডল উষ্ণ শোণিতে রঞ্জিত হইল, তথাপি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কেবল এইমাত্র বলিল—প্রভু, কুমন্ত্রণা আমাদের বংশের অভ্যাস নহে।

দুর্জ্জয়। তবে ভীরু শৃগালের বংশে সুমন্ত্রণা অভ্যাস কতদিন হইয়াছে ? বশী দাসবংশ সাধু আচরণ কতদিন শিখিয়াছে ?

গোকুলদাস। প্রভু, আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা বশী বটে, কিন্তু দাস-ত্বের সহিত এখনও ভীরুতা অভ্যাস করি নাই, আমরা রাজপুত।

অন্যান্য অশ্বারোহিগণ দেখিলেন, নির্ব্বোধ গোকুলদাস আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাইতেছে। দুর্জ্জয়সিংহ ক্রুদ্ধ স্বরে কহি-লেন—রে বৃদ্ধ, পুত্রের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তথাপি এখনও রাজার প্রতি আচরণ শিখিলি না ? দুর্জ্জয়সিংহ এইরূপে দাসকে আচরণ শিখায়। এই বলিয়া ক্রুদ্ধ দুর্জ্জয়-সিংহ পদাঘাত করিয়া বৃদ্ধ গোকুলদাসকে ভূতলশায়ী করিলেন। নির্ব্বাক্ হইয়া সে স্থান হইতে সৈন্যগণ চলিয়া গেল।

শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘাকার বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিল। রাজপুতের পক্ষে এই অসহ্য অবমাননায় একটীও শব্দ উচ্চারণ করিল না, ধীরে ধীরে নভোমণ্ডলের দিকে চাহিল, পরে ধীরে ধীরে সেই বিষম অত্যাচারী দুর্জ্জয়সিংহের দিকে চাহিল।

অনেকক্ষণ পর গোকুলদাস কহিল—দুর্জ্জয়সিংহ, তোকে ধন্যবাদ দিতেছি। পুত্রশোক প্রায় বিস্মরণ হইয়াছিলাম, সে কথা তুই আজ স্মরণ করিয়া দিলি—এক-দিন ইহার প্রতিফল দিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সালুম্‌ব্রা।

শ্রূয়মাণতুরগহ্রেষাশতং
বাদ্যমানবিভ্রমঢক্কাশতপুষ্করঃ
সেনাসন্নিবেশমপশ্যম্।

বাসব দত্তা।

অদ্য সলুম্‌ব্রার পর্ব্বতদুর্গ কি মনোহর-রূপ ধারণ করিয়াছে ! পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে চন্দাওয়ৎকুলের উন্নত পতাকা আকাশমার্গে উ ছে, দুর্গের ন স্থানে সংখ্য পতাকা উ তেছে, অসংখ্য রণ র্মিত ও সুশোভি হইয়াছে। চন্দাও-য়ৎকুলের যত সেনা আছেন, তাঁহারা সালুম্‌ব্রায় উপনীত হইয়াছেন ; কেহ দ্বিশত, কেহ পঞ্চশত, কেহ সহস্র সৈন্য লইয়া চন্দাওয়ৎকুলাধিপতি রাওয়ৎ কৃষ্ণ-সিংহের সদনে আসিয়াছেন। সেনানী-গণ প্রাসাদে রাজসাক্ষাৎ অপেক্ষা করিতে-

ছেন, সৈন্যগণ পর্ব্বতের নীচে সমতল ক্ষেত্রে অসংখ্য শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছে। শিবিরের উপর হইতে চন্দাওয়ৎ পাতাকা উড়িতেছে, শিবিরের চারি দিক্ হইতে চন্দাওয়ৎকুলের বিজয়বাদ্য বাজিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধাদিগের হাস্যধ্বনি ও উল্লাসরব শ্রুত হইতেছে। প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি সেই শিবিরের উপর পতিত হইতেছে, প্রাতঃকালের শীতল বায়ু সেই অসংখ্য চন্দাওয়ৎ-পতাকা লইয়া খেলা করিতেছে, অথবা চন্দাওয়ৎ রণবাদ্য চারিদিকে ক্ষেত্রে, গৃহে, উপত্যকায় বা পর্ব্বতশৃঙ্গে বিস্তার করিতেছে। চন্দাওয়ৎকুলের রণবাদ্য ভারতক্ষেত্রে ইহার পূর্ব্বেই অনেকবার শব্দিত হইয়াছে, অনেক পর্ব্বতে, অনেক উপত্যকায়, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহৃদয় স্তম্ভিত করিয়াছে।

রণবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বাদ্যও শ্রুত হইতেছে। ফাল্গুন মাস হোলীর মাস; পথে ঘাটে গৃহদ্বারে, নাগরিকাগণ দলে দলে গীত গাহিতেছে, একে অন্যের দিকে আবীর নিক্ষেপ করিতেছে, উল্লাসে ও আনন্দে মেওয়ারের আসন্ন বিপদ্ বিস্মৃত হইতেছে। উৎসব দিনের প্রভাবে অদ্য নানারূপ অশ্রাব্য গীতও গীত হইতেছে, নানারূপ কুৎসিত কৌতুকে নাগরিকগণ বিমোহিত হইতেছে। সে কৌতুক, সে আবীর-নিক্ষেপ হইতে অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। উৎসবের দিনে নীচ ও উচ্চ সকলই সমান, সালুম্ব্রার প্রধান সেনানী বা প্রধান মন্ত্রীও পথ অতিবাহনকালে নাগরিকদিগের আবীরে রঞ্জিত ও ব্যতিব্যস্ত হইলেন, নাগরিকদিগের কৌতুকে বিরক্ত হইলেন না। অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। অল্পবয়স্ক বালকগণ বৃদ্ধের শ্বেত শ্মশ্রু রক্তবর্ণ করিতেছিল, বৃদ্ধ প্রহার করিতে আসিলে বালকগণ তাহার নয়নে আবীর দিয়া করতালি দ্বারা অন্ধকে উপহাস করিতে লাগিল। অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। কৃষ্ণসিংহের প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল, দলে দলে বালক ও বৃদ্ধগণ পথে পদচারণ করিতে লাগিল, দলে দলে ললনাগণ পথে, ঘাটে, গৃহদ্বারে কামদেবের কমনীয় গীত উচ্চারণ করিতে লাগিল।

বেলা দুই তিন দণ্ডের সময় রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ দরীশালায় অর্থাৎ সভাগৃহে আসিলেন, কৃষ্ণসিংহের সম্মুখে গায়ক চন্দাওয়ৎকুলের গৌরবগান গাইতে গাইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। সভাগৃহে দুর্জ্জয়সিংহ প্রভৃতি অধীনস্থ যোদ্ধৃগণ ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া "মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কৃষ্ণসিংহ মস্তক নত করিয়া মঙ্গলেচ্ছু যোদ্ধাদিগের সম্মান করিলেন।

রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; তাঁহার দক্ষিণে ও বামদিকে যোদ্ধৃগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সকলেরই হস্তে খড়্গ ও ঢাল। বীরদিগের উপর সানন্দে নয়নক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণসিংহ তাহাদিগকে বসিবার আদেশ করিলেন, যোদ্ধৃগণ নিজ নিজ স্থানে বসিলেন, ঢালের সহিত ঢালের সঙ্ঘর্ষণ-শব্দ সেই প্রশস্ত সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল

সকলে উপবেশন করিলে পর প্রাচীন কৃষ্ণসিংহ গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"বীরগণ! অদ্য সমবেত হইবার কারণ আপনারা অবগত আছেন। চিতোর তুর্কীদিগের

হস্তে, মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্রচয় ও সমস্ত সমতল ভূমি তুর্কীদিগের হস্তে। কেবল পর্ব্বত ও জঙ্গল পরিপূর্ণ প্রদেশখণ্ডে মেওয়ারের স্বাধীনতা লক্ষ্মী লুক্কায়িত রহিয়াছেন, তথা হইতে তাঁহাকে হরণ করিতে ম্লেচ্ছদিগের ইচ্ছা।

"উত্তরে কমলমীর হইতে ক্ষণে রুক্মনাথ পর্য্যন্ত পর্ব্বত-প্রদেশমাত্র মহারাণার অধীন; অবশিষ্ট সমস্ত প্র ভূমি মোগলের করকবলিত। কিন্তু এই প্রশস্ত ভূমি হইতে মোগলের কোন লাভ নাই; মহারাণার আদেশে এ মোগলকরকবলিত প্রদেশ জনশূন্য অরণ্য। এস্থানে এ ন কৃষক চাষ করে না, গোরক্ষক গো করে না, মনুষ্য বাস করে না। মহারাণার আদেশে এ প্রদেশের সমস্ত অধিবাসী পর্ব্বতপ্রদেশের মধ্যে আসিয়া করিতেছে; বুনাস ও রবীনদীর তীরে উর্ব্বরা ক্ষেত্রচয় এক্ষণে জঙ্গলময় ও হিংস্রক পশুর আবাসস্থল হইয়াছে; আরাবলি পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকস্থ সমস্ত মেওয়ারপ্রদেশ প্রদীপশূন্য।

"মহারাণার আদেশ কে লঙ্ঘন করিতে পারে? মহারাণা স্বয়ং সতত এই প্রদেশ দর্শন করিতে যান, সালুম্‌ব্রা সতত মহারাজের সঙ্গে গিয়াছে। সমস্ত প্রদেশে অরণ্যের নির্জ্জনতা দর্শন করিয়াছি, অরণ্যের নিস্তব্ধতা শ্রবণ করিয়াছি, শস্যের স্থানে উচ্চ তৃণক্ষেত্র দর্শন করিয়াছি, গমনাগমনের পথে কণ্টকময় বাবুল বৃক্ষ ও নিবিড় জঙ্গল দেখিয়াছি, মানবগৃহে হিংস্রক পশুকে বাস করিতে দেখিয়াছি। একজন ছাগরক্ষক বুনাস-নদী-তীরে নিভৃতে ছাগ- করিতেছিল, তাহার মৃতদেহ এখনও বৃক্ষে লম্বমান রহিয়াছে। অন্য কেহ মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই।

"মোগলগণ বুঝিবে, মেওয়ারের উদ্যানখণ্ড এক্ষণে অরণ্য ও অফলপ্রদ। তাহারা জানিবে, মহারাণার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এক্ষণে অরণ্য পার হইতে হইবে, তথায় মনুষ্য নাই, সৈন্যের খাদ্য নাই, আবাসস্থল নাই। তাহারা আরও জানিবে, সুরাট প্রভৃতি পশ্চিম-সাগরের বন্দরের সহিত দিল্লীর যে বাণিজ্য ছিল তাহা এক্ষণে নিসিদ্ধ। এক্ষণে অরণ্যের ভিতর দিয়া তথায় যাইতে হইবে, গমনের সময় আমরা সুষুপ্ত থাকিব না।

"বীরগণ! এইরূপে আমরা মেওয়ারের বহির্দ্বার রক্ষা করিয়াছি। পর্ব্বতপ্রদেশের ভিতরে প্রতি দুর্গে, প্রতি উপত্যকায়, সৈন্য আছে। চন্দাওয়ৎকুল শীঘ্রই মহারাণার নিকট উপস্থিত হইবে, অন্যান্য যোদ্ধাকুল চারিদিক্ হইতে আসিতেছে, সম্মুখ রণের জন্য মহারণার সৈন্যের অপ্রতুলতা হইবে না। ভূমিয়গণ যুদ্ধ জানে না, তাহারা নিজ নিজ উপত্যকা ও নিজ নিজ আবাস-পর্ব্বত রক্ষা করিবে। বন্যজাতিগণও ধনুর্ব্বাণহস্তে যুদ্ধ দান করিবে। দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ, তুর্কীদিগের সমর উৎসবে আহ্বান করিবে। শুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহ দিল্লীশ্বরের পুত্রের সহিত বড় ধুমধামে আসিতেছেন, আমরাও তাঁহাকে আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছি।

"বীরগণ। এক্ষণে হোলীর সময় নাগরিকগণ হইতে আপনাদিগেরও পরিত্রাণ নাই, আমারও পরিত্রাণ নাই। আপনাদিগের মস্তকে, বক্ষে, বাহুতে,

পরিচ্ছদে আবীর দেখিতেছি, দুষ্ট নাগরিকগণ আমারও শুক্লকেশ ও শ্বেতশ্মশ্রু রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। প্রাসাদ, কুটীর, পথ, ঘাট, সমস্ত রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। আর এক হোলীর দিন আসিতেছে, সে যোদ্ধার প্রকৃত আনন্দের দিন। যোদ্ধার মস্তক ও বক্ষ অন্য প্রকারে রঞ্জিত হইবে, এই পর্ব্বত-সঙ্কুল প্রদেশের প্রত্যেক গিরি ও উপত্যকা মনুষ্য শোণিতে রঞ্জিত হইবে। ঐ নাগরিকদিগের গীত ও বাদ্য শুনিতেছ, সেদিন মেওয়ারের অন্যরূপ বাদ্য হইবে, অন্যরূপ গীত গগনে উত্থিত হইবে। সেই আনন্দের দিনের জন্য আমার যোদ্ধৃগণ প্রস্তুত হও'।"

সালুম্ব্রাধিপতির এই উৎসাহ-বাক্যে যোদ্ধৃগণ বীরমদে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, ঝনঝনাশব্দে কোষ হইতে অসি বহির্গত হইল। সে শব্দ সে হুঙ্কার সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল, সালুম্ব্রার পর্ব্বতশিখর অতিক্রম করিয়া গগনে উত্থিত হইল। এই উল্লাসরব থামিতে থামিতেই সেই প্রশস্ত সভাগৃহে উন্নত গীতধ্বনি শ্রুত হইল, সালুম্ব্রার বৃদ্ধ চারণদেব পূর্ব্বকালের গীত আরম্ভ করিয়াছেন।

গীত।

"যোদ্ধৃগণ! আপনারা যুবক আপনাদিগের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, আপনাদিগের আশা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞা ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হয়। বৃদ্ধের দৃষ্টি অতীতে। সেই অতীতকাল কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার ন্যায় আমার মানসচক্ষু আচ্ছাদন করিতেছে, আমি বহির্জগৎ দেখিতেছি না। সেই মেঘমালার মধ্যে অন্য একটী জগৎ দেখিতেছি, অন্য বীর আকৃতি দেখিতেছি, শ্রবণ করুন।

"অদ্য আমাদের মহারাণা চিতোরে নাই, মহারাণা পর্ব্বত-কন্দরে বাস করেন, মহারাণা বৃক্ষতলে শিশুদিগকে লালনপালন করেন, শব্দশূন্য নিবিড় জঙ্গল মহারাণার শুদ্ধান্তঃপুর। বাল্যকালে আমি আর একজনকে এইরূপ দেখিয়াছিলাম, তিনিও পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেন, পর্ব্বতশিখর তাঁহার উন্নত প্রাসাদ ছিল। সুদূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় পূর্ব্বকথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, হৃদয় আলোড়িত করিতেছে, সে কথা শ্রবণ করুন।

সেই বালক একদিন ভ্রাতার সহিত চারণীদেবীর পর্ব্বতে গিয়াছিলেন; নির্ভীক বালক অন্য আসন ত্যাগ করিয়া সিংহচর্ম্মের উপর বসিলেন। চারণীদেবী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—যিনি সিংহচর্ম্মের উপর বসিলেন, একদিন তিনি সিংহাসনে বসিবেন। রোষে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালককে আক্রমণ করিল, কেননা উভয়েই রাজপুত্র। বালক আঘাতে জর্জ্জরিত কলেবর হইয়া এক চক্ষু অন্ধ হইয়া পলাইল। কোথায় পলাইল?

"ছাগরক্ষকদিগের নিকট অন্বেষণ কর। তাহাদিগের ঐ মলিন বেশধারী অথচ তেজঃপূর্ণ ভৃত্যটী কে? ছাগরক্ষকগণ জানে না, জানিলে কি ছাগরক্ষণে অপটু বলিয়া বালককে অবমাননা করিয়া দূর করিয়া দিত? অবমানিত, দূরীকৃত বালক কোথায় যাইল?

"জঙ্গলের ভিতর অন্বেষণ কর। শ্রীনগরের বীর করিমচাঁদের একজন সামান্য সেনা পরিশ্রান্ত হইয়া কি সুখে

নিদ্রা যাইতেছে। বটবৃক্ষই তাহার চন্দ্রাতপ, তৃণই তাহার শয্যা, খড়্গাই তাহার উপাধান। বৈকালিক সূর্য্যকিরণ সেই পত্ররাশি ভেদ করিয়া বালকের মুখের উপর পড়িয়াছে, একটী বৃহৎ সর্প চক্র বিস্তার করিয়া সেই রৌদ্র নিবারণ করিতেছে। করিমচাঁদের সামান্য সেনার জন্য কি সর্প চক্র-বিস্তার করিয়াছে? এ সামান্য সেনা নহে, এ বালক গুপ্তবেশে রাজপুত্র, সর্প বালকের রাজচ্ছত্রধারী।

"দিন গেল, মাস অতীত হইল, বৎসর অতিবাহিত হইল, সেই বালক সিংহাসনে বসিলেন, রাজচ্ছত্রধারী তাহার উপর ছত্র ধরিল। ঐ শুন বজ্রনাদ! ঐ দেখ, সংগ্রামসিংহের অশীতি সহস্র অশ্বারোহী মেদিনী কম্পিত করিতেছে! ঐ দেখ, তাঁহার অসংখ্য, জয়পতাকায় আকাশ রক্তবর্ণ হইতেছে! ঐ দেখ, শতদ্রু হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত ও সিন্ধু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে, অষ্টাদশ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি এ রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন! পুনরায় কি পৃথ্বীরাজের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্ত একছত্র করিবেন? কিন্তু ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে মেঘরাশি জড় হইতেছে, সে তুমুল ঝটিকা ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িল, নূতন আগন্তুক বাবরের মোগল-সৈন্য ভারতক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিল! সিংহবল প্রকাশ করিয়াও সংগ্রামসিংহ বাবরের নিকট পরাস্ত হইলেন। কিন্তু বীরের বীরপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর—যতদিন বাব্বরকে পরাস্ত না করিব, ততদিন চিতোর প্রবেশ করিব না; মরুভূমি আমার শয্যা, আকাশ আমার চন্দ্রাতপ! সংগ্রামসিংহ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে না; পৃথুরাজের সিংহাসনে কি আবার হিন্দুরাজা উপবেশন করিবেন? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর দেখিতে পাই না, সংগ্রামসিংহ কোথায় গেলেন? তাঁহার অধীনস্থ যোড়শ রাজা ও শতাধিক রাওয়ৎ ও রাওয়ল কোথায় গেলেন, পঞ্চশত হস্তী, অশীতি সহস্র অশ্বারোহী কোথায় গেল? সে আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে! সে মহাতেজ চিরকালের জন্য লীন হইয়াছে!

"লীন হয় নাই! যোদ্ধৃগণ, সবল হস্তে খড়্গ ধারণ কর, তীক্ষ্ম বর্ষা মস্তকের উপর উত্তোলন কর, হুঙ্কার-রবে যুদ্ধে ধাবমান হও, বায়ু-তাড়িত তৃণবৎ তুর্কীদিগকে দূরে তাড়াইয়া দাও, চিতোর নগর জয় জয়-নাদে পরিপূরিত কর। বৃদ্ধের পূর্ব্বস্মৃতি কেবল স্বপ্ন নহে, মেওয়ারের পূর্ব্বদিন আসিবে। পর্ব্বত-কন্দর ও নিবিড় বন ত্যাগ করিয়া সংগ্রামসিংহের ন্যায় প্রতাপসিংহও সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, সংগ্রামসিংহের ন্যায় প্রতাপসিংহের নামও দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত, সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত, হিমাচলের তুষারাবৃত উন্নত শেখর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে।"

বৃদ্ধ নীরব হইল। ক্ষণমাত্র সভাস্থল নীরব, সহসা শত যোদ্ধার বজ্রনাদ ও হুঙ্কার শব্দে সালুম্ব্রার পর্ব্বত কম্পিত হইল। পর্ব্বতের নীচে সৈন্যগণ সে শব্দ শুনিল, শতগুণ উচ্চরবে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত করিল।

চারণদেব নিজস্থানে উপবেশন করিলে পর সালুম্ব্রাধিপতি যোদ্ধাদিগের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—বীরগণ, যুদ্ধের অধিক বিলম্ব নাই। যুদ্ধসময়ে

সালুম্ব্রা সর্ব্বদাই রাণার দক্ষিণে থাকেন, আমি কেবল সৈন্যসংগ্রহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। চন্দাওয়ৎকুলের প্রধান প্রধান বীরগণ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছেন, চল বন্ধু! আমরা মহারাণার আধুনিক রাজধানী কমলমীরাভিমুখে যাত্রা করি। বীরগণ, আমাদের সভাভঙ্গ হইল। বন্ধুগণ, অদ্য হোলীর দিন, চল একবার বাৎসরিক আনন্দে মগ্ন হই, আগামী বৎসরে পুনরায় হোলী দেখিব, কে বলিতে পারে?

প্রাসাদের সম্মুখে প্রশস্ত ছাদে যোদ্ধৃগণ অশ্বারোহণে হোলী খেলিতে লাগিলেন, অশ্বচালনে ও আবীরনিক্ষেপে নিপুণতা দেখাইতে লাগিলেন, পরস্পরের কুম্‌কুমে পরস্পরের মস্তক, দেহ ও অশ্বদেহ রঞ্জিত হইল, অশ্বের পদশব্দ ও যোদ্ধাদিগের আনন্দরব চারিদিকে শ্রুত হইল। অশ্বগণ কখন তীব্রগতিতে যাইতেছে, কখন সহসা দণ্ডায়মান হইতেছে, কখন লম্ফ দিয়া পলাইতেছে, যেন তাহারাও এই ক্রীড়ায় উন্মত্ত। অশ্বারোহিগণ অসাধারণ নিপুণতার সহিত অশ্বচালনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষা ও অপরের উপর আবীর নিক্ষেপ করিতেছেন। নীচে সৈন্যগণ, নগরে নাগরিকগণ এই ক্রীড়ায় লিপ্ত হইল, সাম্বৎসরিক আনন্দরবে সালুম্ব্রা-পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেনানী ও সৈন্যগণের মধ্যে কয়জন পরবৎসরে পুনরায় এই ক্রীড়া করিবে? আর কত সহস্র জন তাহার পূর্ব্বে হলদীঘাটার ভীষণ পর্ব্বততলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইবে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপসিংহ।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।

ভগবদ্গীতা।

কয়েক দিবস মধ্যে চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর সালুম্ব্রাধিপতি সমস্ত চন্দাওয়ৎকুলের সৈন্য লইয়া কমলমীরে মহারাণার সহিত যোগ দিলেন। অন্যান্য কুলের যোদ্ধৃগণ দলে দলে আসিতে লাগিল। দেবগড় হইতে সঙ্গাওয়ৎকুলেশ্বর দ্বিসহস্র সৈন্য লইয়া আসিলেন, তাহারাও চন্দাওয়ৎকুলের এক শাখামাত্র। বেদনোরের মৈর্ত্তা-কুলেশ্বরগণ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আসিলেন, তাহারা রাঠোরবংশীয়, মেওয়ারে তাহাদিগের অপেক্ষা সাহসী যোদ্ধা ছিল না। এই বংশের জয়মল্লই আক্‌বর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া স্বয়ং আক্‌বরহস্তে নিধন-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা এখনও সে কথা বিস্মরণ হন নাই, পিতার বীরত্ব অনুকরণ করিতেই মহারাণার নিকট আসিয়াছেন। কৈলওয়া হইতে জগা-ওয়ৎকুল বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কমলমীরে আসিলেন, তাঁহারাও চন্দাওয়ৎকুলের শাখা মাত্র। এই জগাওয়ৎকুলোদ্ভব পত্ত নামক বীরশ্রেষ্ঠ চিতোর ধ্বংস কালে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সালুম্ব্রাধিপতির মৃত্যুর পর ষোড়শবর্ষীয় পত্ত চিতোর দ্বার রক্ষা করেন, অকম্পিত হৃদয়ে সম্মুখযুদ্ধে নিজ মাতা ও বনিতার মৃত্যু দেখেন, অকম্পিত হৃদয়ে সেই দ্বারদেশে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান

করেন। তাঁহারই জ্ঞাতি বন্ধু এক্ষণে জগাওয়ৎকুলেশ্বর, জগাওয়ৎকুলের নাম রাখিতে কৈলওয়া হইতে আসিয়া এক্ষণে মহারাণার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দৈলওয়ারা হইতে ঝালাকুল, বেদ্‌লা ও কোটারি হইতে চোহানকুল, বিজলী হইতে প্রমরকুল, অন্যান্য স্থান হইতে অন্যান্য কুলের যোদ্ধৃগণ, মেঘরাশির ন্যায় বীর-শ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের চতুর্দ্দিকে জড় হইতে লাগিল। অচিরে দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্য কমলমীরে উপস্থিত হইল, সমগ্র ভারতক্ষেত্রে এরূপ দ্বাবিংশসহস্র বীরাগ্রগণ্য দেশানুরাগী যোদ্ধা আর ছিল না।

অদ্য ফাল্গুন মাসের শেষ দিন, বসন্তোৎসবের শেষ দিন, সুতরাং রজনী দ্বিপ্রহরে সেনাগণ এই উৎসবে মত্ত রহিয়াছে। পর্ব্বতশিখরে, উপত্যকায়, নগরের পথে, গৃহস্থের বাটীতে, অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড দেখা যাইতেছে, রজনীর অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিতেছে, সেই কৃষ্ণ পর্ব্বতরাশিকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই অগ্নিকুণ্ডে সেনাগণ আবীর ও অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেছে, হোলীকে দগ্ধ করিতেছে, গীতরবে ও হাস্যধ্বনিতে নৈশনিস্তব্ধতা বিদূরিত করিতেছে। পর্ব্বতশিখর হইতে সেই অন্ধকারময় উপত্যকা যতদূর দেখা যায়, বৃক্ষরাশির ভিতর দিয়া এইরূপ অগ্নিকুণ্ড দৃষ্ট হইতেছে, এইরূপ আনন্দরব শ্রুত হইতেছে। কল্ কল্ রবে পর্ব্বত-নদী সেই উপত্যকার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে [illegible]াপন স্বচ্ছবক্ষে এই অসংখ্য অগ্নিশিখ[illegible] প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে। বসন্ত গ[illegible]তের মধ্যে মধ্যে চারণ[illegible]র যুদ্ধ [illegible] স্থানে শ্রুত হইতেছে, মেওয়ারের [illegible] মেওয়ারের বিপদ্‌রাশি, মেওয়ারের আসন্ন বিজয়, এই সমস্ত বিষয়ের গী[illegible]ত সৈন্যমণ্ডলীকে প্রোৎসাহিত করিতেছে, আনন্দ গীতের সঙ্গে সঙ্গে সেই গীত নৈশ গ[illegible]নে উত্থিত হইতেছে।

এ সমস্ত উৎসব [illegible] হইতে বহুদূরে একটী অন্ধকারময় পর্ব্বত[illegible] উপর একজন যোদ্ধা একাকী পদচারণ করিতেছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সহসা দণ্ডায়মান হইতেছিলেন, কিন্তু উৎসবের গীত শুনিব[illegible]র জন্য নহে। মধ্যে মধ্যে সেই উপত্যকার মধ্যে যতদূর দেখা যায়, দৃষ্টি নিক্ষেপ [illegible]তেছিলেন, কিন্তু উৎসবের অগ্নিকুণ্ড [illegible] জন্য নহে। কখন কখন কমলমীরের অপূর্ব্ব শৈলদুর্গের উপর নয়ন নিক্ষেপ করিতেছিলেন, কখন অসংখ্য সৈন্যের দিকে চাহিতেছিলেন, কখন বা আপন হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া সেই নক্ষত্রবিভূষিত অন্ধকারময় নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ইনি মহারাণা প্রতাপসিংহ।

প্রতাপসিংহের কোষে অসি লম্বমান রহিয়াছে, নিকটে বৃক্ষতলে তৃণশয্যা রচিত হইয়াছে, চিতোর পুনরায় হস্তগত না করিয়া যোদ্ধা অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই ব্রত যতদিন না সিদ্ধ হয়, ততদিন সুবর্ণ রৌপ্য, স্পর্শ করিবেন না, জটা, শ্মশ্রু বিমোচন করিবেন না, বৃক্ষপত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে ভোজন করিবেন না, বেশভূষায় সামান্য দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু স্পর্শ করিবেন না। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিগণও ইষ্টসাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা কঠোর ব্রত ধারণ করেন নাই, জগতের বীরাগ্রগণ্যগণও অভীষ্ট সাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা জীবনব্যাপী উদ্যম করেন নাই।

সমগ্র ভারতভূমির ঐশ্বর্য্য, বীরত্ব, বুদ্ধি-বল, বাহুবল, অস্ত্রবল প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াছে; তাহার সঙ্গে রাজস্থানের অসাধারণ বীরত্ব, মাড়ওয়ার, অম্বর বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি প্রদেশের যুদ্ধবল একত্রিত হইয়াছে। ঐ নির্জ্জন পর্ব্বত স্থলীতে যে যোদ্ধা অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, উনি সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একাকী যুঝিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অথবা স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য শেষ রণস্থলে, মেওয়ারের শেষ উপত্যকায় বা পর্ব্বত-কন্দরে হৃদয়ের শোণিত দিবেন, স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের পর মহারাণার কয়েকজন প্রধান সেনানী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, মহারাণা তাঁহাদিগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাণার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, তিনি সাদরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন।

সেই পর্ব্বতস্থলীতে সকলে উপবেশন করিলেন। প্রতাপসিংহ বলিলেন—বীরগণ! আপনাদিগের সাহস, আপনাদিগের উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি, এই শিখর হইতে এই অসংখ্য সৈন্য দেখিয়া আমি উল্লাসিত হইয়াছি, সেই জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতে এই নির্জ্জন স্থানে আহ্বান করিয়াছি।

সালুম্ব্রাধিপতি রাওৎ কৃষ্ণসিংহ রাণার দক্ষিণদিকে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—মহারাণা! যুদ্ধের সময়, বিপদের সময়, কবে মেওয়ারের যোদ্ধৃগণ মেওয়ারের মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে? ঐ যে অসংখ্য সৈন্য দেখিতেছেন, উহাদের হৃদয়ের শোণিত, আমাদের হৃদয়ের শোণিত মহারাণার। আজ্ঞা করুন, সে শোণিত বহিবে।

প্রতাপ। কৃষ্ণসিংহ, আপনার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। যে দিন পিতার মৃত্যু হয়, যে দিন ভ্রাতা যোগমল্ল সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সে দিন সভার মধ্যে আপনিই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—মহারাজ! আপনার ভ্রম হইয়াছে, ঐ স্থান আপনার ভ্রাতার! সেই দিন আপনিই আমার কোষে এই অসি ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন; যতক্ষণ অসি আমার হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ সালুম্ব্রাধিপতি আমার দক্ষিণে থাকিবেন।

কৃষ্ণসিংহ। সালুম্ব্রা ইহা ভিন্ন অন্য পুরস্কার চাহে না। স্বামীধর্ম্মই সালুম্ব্রার পুরুষানুগত ধর্ম্ম, স্বামীধর্ম্মই সালুম্ব্রার পুরুষানুগত পুরস্কার।

পরে রাঠোর বংশীয় জয়মল্ল ও জগাওয়ৎ বংশীয় পত্তের সন্ততি ও আত্মীয়গণকে আহ্বান করিয়া মহারাণা বলিলেন—চিতোর ধ্বংসের সময় জয়মল্ল ও পত্ত জীবন দান করিয়া যে যশ ক্রয় করিয়াছেন, পুনরায় চিতোর অধিকার করিয়া আপনারাও কি সেই যশ ক্রয় করিতে অভিলাষ করুন?

তাঁহারা উত্তর করিলেন—সাধন জগদীশ্বরের হস্তে, চেষ্টায় যোদ্ধৃগণের ত্রুটী হইবে না।

পরে কোটারির চোহানকুলেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা কহিলেন—পিতা যখন হত্যাকারক রণ-বীরের করকবল হইতে গোপনে আনীত হইয়া এই কমলমীরে গোপনে বাস করিতেছিলেন, যখন পিতাকে সকলে সন্দেহ করিয়াছিলেন, চোহানকুলেশ্বরই

তাঁহার সহিত আহার করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন! চোহানকুল সে স্বামীধর্ম্ম এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই।

চোহান। চোহানকুল স্বামীধর্ম্ম কখনও বিস্মৃত হয় না।

প্রতাপ। বিজলীপতি! আপনার পিতাই পিতার সেই দুরবস্থায় তাঁহাকে কন্যাদান করিয়াছিলেন। মাতুল! আপনি প্রতাপের প্রতি যত্ন ভুলিবেন না, এই আসন্ন যুদ্ধে প্রতাপের নাম ও প্রতাপের গৌরব রক্ষা করিবেন।

উল্লাসে বিজলীপতি কহিলেন—সে গৌরব রক্ষার্থ প্রমরকুল সানন্দে জীবনদান করিবে।

পরে দৈলওয়ারার অধীশ্বরের দিকে চাহিয়া মহারাণা কহিলেন—ঝালাকুল মেওয়ারের স্তম্ভস্বরূপ, আসন্ন বিপদে তাঁহারাই আমাদিগের প্রহরীস্বরূপ।

দৈলওয়ারাপতি উত্তর করিলেন—ঝালা স্বামীধর্ম্ম জানে, যুদ্ধকালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করে না।

এইরূপে সকল যোদ্ধার সহিত ক্ষণেক কথোপকথন হইলে পর মহারাণা কহিলেন—

"বীরগণ! আমানাদিগকে আহ্বান করিবার কারণ আপনাদিগের নিকটে অজ্ঞাত নাই। সমগ্র ভারতক্ষেত্রের সৈন্যবল মেঘরাশির ন্যায় একত্রিত হইতেছে; বর্ষাকালের প্রারম্ভেই মেওয়ারভূমির উপর আসিয়া পড়িবে। শত্রুগণ আমাদিগকেও সুষুপ্ত দেখিবে না। তাহারা মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্র জঙ্গলময় দেখিবে;— মেওয়ারের পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশে তাহাদিগের প্রবেশ নাই।

"বাপ্পা রাওয়ের বংশ কি বিদেশীয়দিগের নিকট শির নত করিবে? সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্তানগণ কি তুর্কীর দাস হইবে? তাহা অপেক্ষা জগৎ হইতে শিশোদীয়কুল একবারে বিলুপ্ত হউক, সুন্দর মেওয়ার দেশের পর্ব্বত ও উপত্যকা সাগরজলে মগ্ন হউক।

"প্রতাপসিংহ মাতৃমুখ উজ্জ্বল করিবে, প্রতাপসিংহ তুর্কীদিগের সহিত যুঝিবে, পূর্ব্বপুরুষদিগের বাহুবল এ [illegible]হুতে আছে কি না, দেখিবে। যোদ্ধৃ[illegible]! আমরা কন্দরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিব, বাপ্পা রাওয়ের কুল স্বাধীন রাখিব, সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্ততিগণ দাসত্ব জানে না—কখনও জানিবে না।

"উৎসবের দিন অদ্য শেষ হইল, আমাদিগের কার্য্যের দিবস উদয় হইতেছে। যোদ্ধৃগণ! সে কার্য্যে ব্রতী হও, দৃঢ়হস্তে অসি ধারণ কর, এখনও মানসিংহ ও আক্‌বরসাহ দেখিবেন, মেওয়ারের রাজপুতগৌরব বিলুপ্ত হয় নাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মানসিংহ।

সেনাস্তভুাদিতেন চন্দ্র গর্ব্বিতকান্তিং রবৌ তত্ত্ব তে।
যুদ্ধান্তে প্রতিকর্ত্তুমেব ন পুনস্তস্তৈব পাদগ্রহঃ॥

কাব্যপ্রকাশ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দুই তিন মাস অতিবাহিত হইল। এই কয়েক মাস প্রতাপসিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি যে পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশখণ্ড রক্ষা করিবার

মানস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রত্যেক দুর্গ, প্রত্যেক উপত্যকা, প্রত্যেক পর্ব্বত-কন্দর বার বার দর্শন করিলেন। দুর্গে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সৈন্যগণকে ও সমস্ত মেওয়ারবাসীদিগকে উৎসাহিত করিলেন। দুর্গেশ্বরগণ সসৈন্যে রাণার সহিত যোগ দিলেন। ভূমিয়াগণ সম্মুখ রণ জানে না, কিন্তু নিজ নিজ ভূমি রক্ষার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। মেওয়ারের অসভ্য জাতিগণও মহারাণার উৎসাহে উৎসাহিত হইল; দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে আসিয়া রাজপুত যোদ্ধাদিগের সহিত যোগ দিল। সমস্ত প্রদেশ রণরঙ্গে উন্মত্ত হইল।

সর্ব্বদাই মহারাণা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পর্ব্বত প্রদেশহইতে নির্গত হইতেন। দেখিতেন, তাঁহার আদেশ অনুসারে মেও-য়ারের সমভূমি ও উদ্যানস্থল এক্ষণে জনশূন্য ও অরণ্যময়। লোকালয়ে হিংস্রক জীব বাস করিতেছে, শস্যক্ষেত্র অরণ্য হইয়াছে, বুনাস ও বরীনদীর উপকূলে মনুষ্যাকৃতি দৃষ্ট হয় না, মনুষ্যরব শ্রুত হয় না। প্রতাপের সৈন্য দেখিয়া অরণ্যবিচারী পক্ষী কুলায় ছাড়িয়া উচ্চশব্দে আকাশের দিকে উড্ডীন হইল, অরণ্যবাসী জন্তুগণ দূরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পলাইল। যতদূর দৃষ্টি হয়, যেন দৈবসম্পাতে এই মনুষ্যের আবাসস্থল নির্জ্জন হইয়া গিয়াছে। কণ্টকময় বাবুলবৃক্ষে ও জঙ্গলে এই বিস্তীর্ণ জনপদ আচ্ছাদিত হইয়াছে। নিঃশব্দে এই বন বিচরণ করিয়া প্রতাপসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন; বলিতেন—সমগ্র মেওয়ারদেশ এইরূপ নির্জ্জন অরণ্যভূমি হউক, কিন্তু সে পবিত্রভূমি তুর্কী-পদ-বিক্ষেপে যেন কলঙ্কিত না হয়।

রাণা সমস্ত দিন যুদ্ধের আয়োজনে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় আপন পর্ব্বতকন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। দেখিতেন, পাটেশ্বরী স্বহস্তে অগ্নি জ্বালিয়া রন্ধন করিতেছেন, পুত্রগণ চারিদিকে হীন-পরিচ্ছদে ক্রীড়া করিতেছে। রাণা রণ-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিতে করিতে সস্নেহে কহিতেন—জগদীশ্বর, যেন অমরসিংহ ও অমরসিংহের মাতা চিরকাল এই পর্ব্বত-কন্দরে বাস করে, কিন্তু তুর্কীর করপ্রদ হইয়া প্রাসাদে বাস না করে।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। অবশেষে সম্রাট্ আকবরের পুত্র যুবরাজ সালীম মানসিংহের সহিত অসংখ্য সৈন্য লইয়া মেওয়ার আক্রমণ করিতে আসিলেন। সাগরতরঙ্গের ন্যায় অসংখ্য সেনা মেওয়ারের বহির্ভাগ অধিকার করিল, সতর্ক প্রতাপসিংহ কোন প্রতিরোধ করিলেন না। ক্রমে মোগলসৈন্য সুরক্ষিত পর্ব্বতপ্রদেশের নিকট আসিল, দেখিল সে দুর্গম প্রদেশের দ্বার রুদ্ধ। সেই দ্বার, সেই একমাত্র প্রবেশস্থল—হলদীঘাটা! দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সেই দ্বারের প্রহরী! মানসিংহ চিন্তাকুল হইয়া নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন, সমগ্র মোগলসৈন্য যুদ্ধার্থে একীভূত ও প্রস্তুত হইল।

পাঠক! যুদ্ধের প্রাক্কালে চল, আমরা একবার মোগলশিবিরে প্রবেশ করি। যে মহাবীর অম্বরাধিপতি দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিয়া দিল্লীর বিজয়পতাকা বঙ্গ-দেশ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত উড্ডীন করিয়া-

ছিলেন, সেই বীরাগ্রগণ্য মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি। হায়! জাতিবিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই, জাতিবিরোধের জন্য অদ্য রাজপুতকুলতিলক মানসিংহ রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শত্রু!

রজনীতে বহুসংখ্যক মোগলশিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে, শিবিরের আলোকে সেই অন্ধকারময় পর্ব্বতপ্রদেশ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, স্থানে স্থানে সৈন্যগণ একত্র হইয়া কলরব করিতেছে। মেওয়ারীদিগের যেরূপ প্রতিজ্ঞা, অবশ্যই ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধ হইতে কয়জন পুনরায় দূর দিল্লী প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে?

এই শিবিরশ্রেণীর মধ্যে রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত অসংখ্য দীপ ও পতাকা-বিভূষিত যুবরাজের শিবির দৃষ্ট হইতেছে। প্রশস্ত শিবিরের মধ্যে যুবরাজ সলীম প্রফুলচিত্তে গীত শুনিতেছেন, সম্মুখে সুরাপাত্র, নিকটে কলকণ্ঠী প্রৌঢ়যৌবনা কয়েকজন গায়িকা। যুবরাজের অবয়ব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ললাট প্রশস্ত ও সুন্দর। কল্য যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অদ্য সেই প্রশস্ত ললাট চিন্তাশূন্য, সেই সুন্দর আনন নিরুদ্বেগ ও হাস্য-রঞ্জিত।

শিবির হইতে এখনও আনন্দের শব্দ উত্থিত হইতেছে, এরূপ সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—জাঁহাপনা, রাজা মানসিংহ আসিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।

যুবরাজ বুঝিলেন, রাজা যুদ্ধপরামর্শ করিতে আসিয়াছেন। গীত ক্ষান্ত হইল, যুবরাজ সকলকে বিদায় দিলেন। ক্ষণেক পর বীরশ্রেষ্ঠ অম্বরাধিপতি মানসিংহ শিবির প্রবেশ করিয়া যুবরাজকে তস্‌লীম করিলেন। সহাস্যবদনে সলীম তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুইজনে নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন।

মানসিংহ ও সলীম উভয়েই যুবক, উভয়েই সাহসী যোদ্ধা, উভয়েই যৌবনোচিত উৎসাহে উৎসাহী। কিন্তু সলীম সম্রাট্‌ পুত্র, সুতরাং সুখপ্রিয় ও বিলাসী, তাঁহার ন্যায় বিলাসী কখনও দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তাঁহার স্বভাব সরল ও উদার, যৌবনেই কার্য্যপ্রিয়তা অপেক্ষা সুখপ্রিয়তা প্রবল হইয়াছিল। পরে এই সুখপ্রিয়তা এরূপ প্রবল হয় যে, নুর্জাহান ঐ রাজ্য শাসন করেন, দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বন্ধু ও অমাত্য, রমণী ও মদিরা লইয়া কালযাপন করিতেন। মানসিংহ অসাধারণ ধীসম্পন্ন, অসাধারণ স্থির প্রতিজ্ঞ ও কার্য্যপটু, অসাধারণ যোদ্ধা। দিল্লী হইতে নির্গত হইয়া অবধি মানসিংহ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, সলীম মানসিংহের উপরেই নির্ভর করিতেন।

সলীম কহিলেন,—রাজন্‌! শত্রুদিগের রণসজ্জা আপনি দেখিয়াছেন। কবে যুদ্ধ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন?

মানসিংহ। এ দাস কল্যই যুদ্ধদান উচিত বিবেচনা করে। বর্ষাকালের বিলম্ব নাই, যত শীঘ্র দিল্লীশ্বরের কার্য্য সমাধা হয়, ততই ভাল।

সলীম। আমারও সেই মত। দিল্লীশ্বরের সেনার সম্মুখে এ পর্য্যন্ত মেওয়ারীগণ দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই, কল্যও পারিবে না।

মানসিংহ। তাহার সন্দেহ নাই। তথাপি আজ্ঞা দিলে ইহাও নিবেদন

যে, কল্য প্রকৃত যুদ্ধ হইবে। এতদিন আমরা যে শ্রম সহ্য করিয়াছি, কল্যকার কার্য্যের সহিত তুলনা করিলে সে কেবল বাল্যক্রীড়া মাত্র।

সলীম। প্রকৃত যুদ্ধই তৈমুরলঙ্গ-বংশীয়দিগের রঙ্গস্থল, কিন্তু কতক্ষণ সে যুদ্ধ স্থায়ী? মৃগ ও ব্যাঘ্রে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভব? পিতার সেনার সম্মুখে ভীরু প্রতাপ দূরে পলাইবে।

মানসিংহ। আপনার পিতার সেনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে এরূপ সেনা ভারত-ক্ষেত্রে নাই, তথাপি প্রতাপসিংহ সহসা পলাইবে না, এ দাস তাহাকে জানে—

সলীম। মানসিংহ! আপনি আরও কি বলিতেছিলেন, সহসা থামিলেন কেন? এই প্রতাপের সাহসের কথা আমিও শুনিয়াছি। তাহা ভিন্ন আর কি অবগত আ[illegible]?

মানসিংহ। প্রতাপসিংহের সহিত পূ[illegible] একবার এ দাসের সাক্ষাৎ হইয়াছি[illegible] সেই জন্যই বিশেষ করিয়া তাহাকে জা[illegible]ন।

সলীম। কি [illegible]নেন?

মানসিংহ। প্রতাপ ঘোর বিদ্রোহী, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারী, কল্য ভীষণ যুদ্ধ হইবে কেবল এই কথা দাস নিবেদন [illegible]ত আসিয়াছিল।

সলীম। সে কথাত আমিও অবগত আছি, আপনার কি আর কিছু বক্তব্য নাই? মানসিংহ! দিল্লী ত্যাগ করিয়া অবধি আপনি আমার দক্ষিণ হস্তের স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, আপনার উপর সকল কার্য্যে নির্ভর করিয়াছি, আপনার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছি; আপনি কি আমার নিকট হইতে কোন পরামর্শ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন?

মানসিংহ। প্রভুর নিকট কোনও পরামর্শ এ দাস গোপন করে নাই; কেবল প্রতাপের নিকট আমার একটী ঋণ আছে, সেই কথা স্মরণ হওয়ায় আমার সহসা বাক্‌রোধ হইয়াছিল।

সলীম। প্রতাপও হিন্দু, আপনিও হিন্দু, ঋণ ওসৌহৃদ্য থাকা সম্ভব। আপনি যদি সুহৃদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, দূরে থাকিবেন, সলীম একাকী যুদ্ধদান করিবে, দেখিবে প্রতাপ বাহুতে কত বল ধারণ করে।

মানসিংহের নয়ন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন—প্রতাপের নিকট যে ঋণ আছে তাহা তাহার হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ হইবে। আপনার নিকট গোপন করিবার আমার কিছুই নাই, পূর্ব্বের অবমাননাকথাও গোপন করিব না। আপনার পিতার নিকট কহিয়াছি, আপনাকেও কহিব, শ্রবণ করুন।

"যখন শোলাপুর হইতে আমি হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, আমি মহারাণা প্রতাপসিংহের সাক্ষাৎ অভিলাষে মেওয়ারে আসিয়াছিলাম। মেওয়ারের রাণা সূর্য্যবংশীয় এবং রাজপুতকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য, সুতরাং রাজস্থানের সকল রাজার পূজনীয়। প্রতাপসিংহ সম্প্রতি রাণা হইয়াছেন এইজন্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

"চিতোরধ্বংসের পর উদয়সিংহ উদয়পুরে রাজধানী করিয়াছিলেন কিন্তু প্রতাপ পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কমলমীরের

পর্ব্বতদুর্গে থাকেন। আমার আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া আমাকে আহ্বান করিবার জন্য তিনি কমলমীর হইতে উদয়সাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

"উদয়সাগরের কূলে মহাসমারোহে ভোজনাদি প্রস্তুত হইল। আমি ভোজনে বসিলাম, কিন্তু রাণা দেখা দিলেন না! প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ বলিলেন যে, তাঁহার পিতার শিরোবেদনা হইয়াছে, তিনি সেই হেতু আসিতে না পারিয়া আতিথেয় করিবার জন্য সন্তানকে প্রেরণ করিয়াছেন, সে জন্য আমি যেন দোষ গ্রহণ না করিয়া ভোজন আরম্ভ করি।

"মানসিংহ জগৎ দেখিয়াছে, মানব-চরিত্র পাঠ করিয়াছে, এ শিরোবেদনার কারণ বুঝিল। দিল্লীশ্বরের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছি বলিয়া গর্ব্বিত বিদ্রোহী প্রতাপসিংহ আমার আতিথেয় করিতে অস্বীকার করিলেন।" মানসিংহের স্বর ক্রোধে রুদ্ধ ল।

সলীম। তাহার পর?

মানসিংহ ক্রুদ্ধস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আমি অমরকে বলিলাম, রাণাকে জানাইবেন, আমি শিরোবেদনার কারণ অবগত আছি, যাহা হইয়াছে তাহা খণ্ডাইবার উপায় নাই; সেজন্য মহারাণা যদি আমার সম্মুখে পাত্র না দেন, কে দিবেন?

"প্রতাপসিংহ আমার সে ভদ্র অভ্যর্থনায় যে অভদ্র উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা মানসিংহ এ জীবনে ভুলিবে না; অথবা কল্য রণস্থলে ভুলিবে।

"প্রতাপ বলিয়া পাঠাইলেন, তুর্কীকে যিনি রাজপুত ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত যাঁহার আহার হয়, তাঁহার সহিত রাণা খাইতে পারেন না।

"এই উত্তর পাইয়া আমি অস্পৃষ্ট অন্ন রাখিয়া উঠিলাম; কেবল কয়েকটী দানা অন্নদেবের নাম করিয়া উষ্ণীষে রাখিলাম; সেই দিন পণ করিলাম, যদি সেই গর্ব্বিতের গর্ব্ব নাশ না করি, আমার নাম মানসিংহ নহে। সেই অবমাননা-ঋণ কল্য প্রতাপের হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ করিব।"

মানসিংহের সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, নয়ন হইতে যেন জ্বলন্ত অগ্নি বহির্ভূত হইতেছিল। সলীমও অবিচলিত ছিলেন না, সরোষে বলিলেন—বীরপ্রবর! আপনার যে অবমাননা করিয়াছে, সে আমাদের তদপেক্ষা অধিক অবমাননা করিয়াছে, সলীম তাহার পরিশোধ দিতে সক্ষম। আমাদিগের একই অবমাননা একই পরিশোধ। কল্য একত্রে সেই অবমাননার পরিশোধ দিব, ক্ষান্ত ব্যস্ত হইবেন না।

সলীমের এই প্রতিজ্ঞায় মানসিংহের হৃদয়ের জ্বালা কিঞ্চিৎ শান্ত হইল; চক্ষুতে একবিন্দু জল আসিল; সলীমকে নিস্তব্ধে আলিঙ্গন করিয়া নিঃশব্দে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

সে রজনীতে যুবরাজের শিবিরে আর গীত বা বাদ্যধ্বনি বা আনন্দরব শুনা গেল না। প্রভাত হইতে না হইতেই অস্ত্র বাদ্য শ্রুত হইল, অস্ত্র রবে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

হলদীঘাটার যুদ্ধ।

স ঘোষঃ * * *
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্।

ভগবদ্গীতা।

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এক দিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ বাঞ্ছা, অপর দিকে শিশোদীয়কুলের চিরস্বাধীনতা রক্ষার স্থির প্রতিজ্ঞা। একদিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য ও সুশিক্ষিত সৈন্য, অপর দিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব।

হলদীঘাটার উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে; দলে দলে যোদ্ধৃগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব রণ দিতেছে; কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাধিপতির ইঙ্গিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে।

পর্ব্বত-শিখরের উপর অসভ্য জাতিগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অদ্য তুমুল উৎসবের দিন, সে উৎসবে কেহ পরাঙ্মুখ হইল না। চোহান ও রাঠোর, ঝালা, চন্দাওয়ৎ ও জগাওয়ৎ, সকল কুলের যোদ্ধৃগণ ভীষণনাদে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। একদল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয়, অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে? দিল্লীর ভীষণ কামান-শ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবন দান করিল।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অম্বরাধিপতির দিকে তিনি ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেনা ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

তৎপরে প্রতাপসিংহ, সলীম যথায় হস্তী-আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেইদিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন। এবার ভীষণনাদে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল, কিন্তু বর্ষাকালের পর্ব্বততরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন; বর্শা ও অসি আঘাতে মোগলদিগের সৈন্যরেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন। সলীম ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন।

দুই পক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে গগণভেদী জয়নাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না, শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না। দুই পক্ষের পতাকার চারিদিকে শব রাশীকৃত হইল।

রক্ষকগণ ভূতলশায়ী হইল। তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্ষা নিক্ষেপ করিলেন, হাওদার লৌহে সেই বর্ষা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সলীম সে দিন জীবন রক্ষা পাইলেন। রোষে গর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান করাইলেন, অশ্ববর চৈতক্কও প্রতাপের যোগ্য, লম্ফ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সম্মুখের পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহুত হত হইল। হস্তী তখন প্রভুর বিপদ্ জানিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন করিল। তুমুল শব্দে দুর্দ্দমনীয় প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সঙ্গিগণ পশ্চাদ্ধাবমান করিলেন, মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ আর্জ্জুনির কথা স্মরণ করিল, মুসলমানগণ মুহূর্ত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ্ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধৃগণ ভীরু নহে, পঞ্চশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, অদ্য হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না। একবার আল্লাহু "আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিল। রাজপুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে হত হইতে লাগিল। শরীরের সপ্তস্থানে আহত হইয়াও প্রতাপ বিপদ্ জানেন না, তখনও অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন রাজপুত যোদ্ধা মহারাণার বিপদ্ দেখিলেন এবং হুঙ্কারশব্দ করিয়া শিশোদীয়র পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন। পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, প্রতাপ যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, সবলে প্রভুকে সেই নিশ্চয় মৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল। সে উদ্যমে শত রাজপুত প্রাণদান করিল।

পুনরায় প্রতাপসিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। পুনরায় তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুবেষ্টিত দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয় মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ অদ্য ক্ষিপ্ত—উন্মত্ত! জ্ঞানশূন্য হইয়া তৃতীয়বার মোগলসৈন্যরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন! এবার মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, রোষে হুঙ্কার করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল, প্রতাপের বহির্গমনের পথ রাখিল না। এবার মোগলগণ এই কাফের বীরকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে, মানসিংহের অবমাননার পরিশোধ দিবে!

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ্ দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল! কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, রাজপুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে, রাজপুতগণ হীনবল হইয়াছে, এবার প্রভুর উদ্ধার অসম্ভব।

বার বার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর উদ্ধার চেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল। মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না, এবার প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূরে হইতে দৈলওয়ারার অধিপতি এই ব্যাপার দেখিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য ইষ্টদেবতা স্মরণ করিলেন, পরে আপনার ঝালাবংশীয় যোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন। মেওয়ারের কেতন সুবর্ণসূর্য্য একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন, এবং মহা কোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীর দেলওয়ারাপতি শত্রুরেখা বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল, যথায় প্রতাপ উন্মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইল। সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, প্রতাপকে সেই শত্রুরেখা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, ও সেই উদ্যমে সম্মুখরণে আপনার প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহানুভব প্রতাপ বলিলেন—দৈলওয়ারা! অদ্য আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন—ঝালা স্বামীধর্ম্ম জানে; বিপদ্‌কালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করে না।

প্রতাপসিংহ স্মরণ করিলেন, ফাল্গুন মাসের শেষ দিন রজনীতে দৈলওয়ারাপতি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দৈলওয়ারাপতির জীবশূন্য-দেহ ভূতলে পড়িল।

দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র সেদিন ভূতলশায়ী হইল, অবশিষ্ট আট সহস্রমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। প্রতাপসিংহ অগত্যা হলদীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মোগলগণ জয়লাভ করিল, কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহু বৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে প্রাচীন মোগলযোদ্ধৃগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হলদীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া রজনী অতিবাহিত করিত।

—:○:—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃদ্বয়।

দিনকরকুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো সরভসমেহি পরিষজস্ব।
তুহিনশকলশীতলৈস্তবাঙ্গৈঃ শমমুপযাতু মমাপি চিত্তদাহঃ॥

উত্তর চরিতম্।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বিপদ্ শান্তি হয় নাই; দুই জন মোগল, একজন খোরাসানী, অপর জন মূলতানী, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। প্রতাপের তেজস্বী অশ্ব চৈতক লম্ফ দিয়া একটী পর্ব্বতনদী পার হইয়া গেল, মোগলগণের সেই নদী পার হইতে বিলম্ব হইল। কিন্তু চৈতকও আহত, প্রতাপও আহত। পশ্চাদ্ধাবক সন্নিকটে আসিতেছে, তাহাদিগের অশ্বের পদশব্দ সেই পর্ব্বতরাশিতে শব্দিত হইতেছে, প্রতাপ শুনিতে পাইলেন। এবার রক্ষা নাই জানিলেন, কিন্তু বীরের ন্যায় মরিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে স্বর শুনিলেন,—"হো নীলা ঘোড়ারা আসওয়ার!" পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কেবল একজন

অশ্বারোহী। সেই অশ্বারোহী তাঁহার বিষম শক্র ও সহোদর ভ্রাতা শক্ত!

রোষে প্রতাপসিংহ কহিলেন—সংগ্রামসিংহের পৌত্র হইয়া মোগলদের দাস হইয়াছ, ইহাতেও যথেষ্ট কলঙ্ক হয় নাই; এক্ষণে ভ্রাতাকে বধ করিতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছ? কুলকলঙ্ক! প্রতাপসিংহ অদ্য সংগ্রামসিংহের বংশ নিষ্কলঙ্ক করিবে। শক্ত প্রতাপের কথায় ভীত হইলেন না, রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে প্রতাপের নিকট আসিয়া বলিলেন—ভ্রাতঃ, একদিন তোমার প্রাণনাশে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য সে ইচ্ছা তিরোহিত হইয়াছে। অদ্য তোমার বীরত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, পূর্ব্বদোষ ক্ষমা কর, ভ্রাতাকে আলিঙ্গন দান কর।

প্রতাপসিংহ দেখিলেন, শক্তের নয়নে জল। বহুদিনের বৈরভাব দূরে গেল, ভ্রাতৃস্নেহে উভয়ের হৃদয় উথলিল, উভয়ে উভয়কে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রতাপের মহত্ব, ও প্রতাপের বীরত্ব, দেখিয়া অদ্য শক্তের বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, বহু বৎসরের ভ্রাতৃবিরোধ তিরোহিত হইয়াছে। ভ্রাতার নিকট ভ্রাতা ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছে, প্রতাপ কি সেই স্নেহদানে বিরত হইবেন? প্রতাপ পূর্ব্বদোষ বিস্মৃত হইলেন, সাশ্রুনয়নে হৃদয়ের ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

যে দুই জন মোগল প্রতাপকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? শক্ত দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, ভ্রাতার প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া অব্যর্থ বর্শায় সে মোগলদিগের প্রাণনাশ করিয়াছেন।

সন্ধ্যার ছায়া সেই নির্জ্জন উপত্যকায় অবতীর্ণ হইতে লাগিল, পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে লাগিল, জগৎকে ব্যাপ্ত করিতে লাগিল। সেই নির্জ্জন, নিঃশব্দ উপত্যকায় দুই ভ্রাতা অনেক দিনের অপহৃত ভ্রাতৃস্নেহ পাইলেন, অনেক দিনের হারাধন পাইলেন। স্নেহ হৃদয়ে লীন হয়, একবারে শুষ্ক হয় না, সেই লীন স্নেহধারা অদ্য বীরদ্বয়ের হৃদয়কে প্লাবিত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর প্রতাপসিংহ কহিলেন—ভাই শক্ত! আজি প্রতাপের পরাজয়ের দিন নহে, আজি বিজয়ের দিন; আজি যে অপহৃত ধন ফিরিয়া পাইলাম, যুদ্ধে পরাজয় তাহার নিকট কি তুচ্ছ? ভাই! যেন আমরা পূর্ব্বের বিদ্বেষ চিরকাল বিস্মৃত হই, যেন আমাদের চিরকাল এইরূপ স্নেহ থাকে। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হইয়া স্বদেশ রক্ষা করিব, বিদেশীয় শত্রুকে ভয় করিব না, দিল্লীশ্বর বা মানসিংহকে ভয় করিব না।

নবম পরিচ্ছেদ।

নাহারা মগরো।

অত্রৈব ধৈর্য্যভরেণ বৃদ্ধবচনাৎ সংপীড্য পিণ্ডীকৃতো
যন্মর্ম্মাশ্রিতশল্যবৎ পরিদহন্ মহ্যশ্চিরং যঃ স্থিতঃ।
স্ফূর্জ্জত্যেব স এষ সম্প্রতি মম ন্যক্কারভিন্নস্থিতেঃ
কল্পাপায়মরুৎ প্রকীর্ণপয়সঃ সিন্ধোরিবৌর্ব্বানলঃ

বীরচরিতম্।

যেদিন রজনীতে তেজসিংহ দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়া আপন গহ্বরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে সেই দিনের কথা পুনরুত্থাপন করিব।

রজনী দ্বিপ্রহরে দুর্জ্জয়সিংহের নিকট বিদায় লইয়া তেজসিংহ গহ্বরাভিমুখে যাইলেন না; অন্ধকার নিশীথে, কেবল তারকালোকে, নিস্তব্ধ কানন ও তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতপথ একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে কখন কখন গভীর বনের ভিতরে আসিয়া পড়িতেন। একে অন্ধকারময় রজনী, তাহাতে পাদপশ্রেণী অতিশয় নিবিড়, সুতরাং সে অন্ধকারে আপন হস্তও দেখা যায় না। কিন্তু সে পর্ব্বতপ্রদেশে কোনও স্থান, কোনও গহ্বর, কোনও উপত্যকা তেজসিংহের অজ্ঞাত ছিল না; অদ্য আট বৎসর অবধি গৃহচ্যুত হইয়া ভীলদিগের সহিত পর্ব্বতে বিচরণ করিতেন, গহ্বরে শয়ন করিতেন, কাননে লুকাইয়া থাকিতেন। সেই আলোকশূন্য শব্দশূন্য, নৈশকানন একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলেন। পর্ব্বতপথ অতিশয় দুস্তর, কিন্তু পার্ব্বতীয় বরাহ শার্দ্দূলও তেজসিংহের অপেক্ষা পর্ব্বত অতিক্রমে সক্ষম নহে। তেজসিংহের দক্ষিণ হস্তে সেই দীর্ঘ বর্শা; সেই বর্শাধারীর দীর্ঘ উন্নত অবয়ব দেখিলে ভীষণ বন্যজন্তুও ধীরে ধীরে পথ হইতে সরিয়া যাইত।

প্রায় একপ্রহরকাল এইরূপে ভ্রমণ করিয়া তেজসিংহ অবশেষে একটী পর্ব্বততলে উপস্থিত হইলেন। তখন মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ললাট হইতে দীর্ঘকেশ পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলেন, স্থিরনয়নে আকাশের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন, কাহাকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে প্রণত হইলেন, পরে পুনরায় নিঃশব্দে একাকী সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

প্রায় একদণ্ডের মধ্যে সেই পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিলেন। চূড়ার অনতিদূরে একটী গহ্বর ছিল, সেই গহ্বরমুখে উপস্থিত হইয়া তেজসিংহ আর একবার দণ্ডায়মান হইলেন। স্থিরনয়নে গগনের নক্ষত্রের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন, পরে নিম্নে সেই আলোকশূন্য শব্দশূন্য সুষুপ্ত জগতের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মনে কি গভীর চিন্তার উদ্রেক হইতেছিল কে বলিতে পারে? কতক্ষণ পরে চিন্তা সম্বরণ করিয়া নিঃশব্দে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন!

গহ্বরে কবাট। তেজসিংহ সবলে সেই কবাট নাড়িলেন, সে দীর্ঘ বাহুর অমানুষিক বলে কবাট ঝনঝনা শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু ভিতর হইতে কোনও উত্তর পাইলেন না।

পুনরায় শব্দ করিলেন, পুনরায় প্রতিধ্বনি হইল, কিন্তু কোনও উত্তর নাই, পুনরায় গহ্বর নিস্তব্ধ!

সেই নিস্তব্ধ রজনীতে সেই ভয়াকুল পর্ব্বতগহ্বরে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া তেজসিংহ নির্ভয়ে তৃতীয়বার কবাটে শব্দ করিলেন। সে বাহুর আঘাতে এবার কবাট্ ও সমস্ত গহ্বরশুদ্ধ কম্পিত হইল।

এবার ভিতর হইতে একটী গম্ভীর শব্দ আসিল—নিশীথে নাহারা মগ্‌রোতে কে?

যুবক উত্তর করিলেন—তিলকসিংহের পুত্র গহ্বরবাসী তেজসিংহ। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তেজসিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন। গহ্বরের ভিতর আলোক নাই, শব্দ নাই, কেবল বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বতগর্ভস্থ একটী জল-প্রপাতের স্তিমিত শব্দ শ্রুত হইতেছে। তেজসিংহ সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই অনন্ত শব্দ শুনিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে গহ্বরের অভ্যন্তরে একটী দীপ দেখা যাইল; ক্রমে আলোক নিকটে আসিল! দীর্ঘকায়া, শুক্লকেশী চারণীদেবী তেজসিংহের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন ও অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক তেজসিংহকে একটী ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর বসিতে আদেশ করিলেন। তেজসিংহ উপবেশন করিলেন, ও সেই শীর্ণ দীর্ঘ অবয়বের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

চারণীদেবীর বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষেরও অধিক হইবে। শরীর শীর্ণ, দীর্ঘ ও তেজঃপূর্ণ, মস্তকের সমস্ত কেশ শুক্ল, ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত, নয়নদ্বয় স্থির ও দৃষ্টিহীন। সময়ে সময়ে সেই স্থিরনেত্র ঊর্দ্ধদিকে চাহিত, সমস্ত শরীর নিশ্চেষ্ট হইত, তখন বোধ হইত যেন চারণীদেবী এ জগতে থাকিতেন না, যেন এ জগৎ তাঁহার নিকটে অন্ধকারময় হইলেও সেই দৃষ্টিহীন নয়ন ভবিষ্যৎ জগৎ বিদীর্ণ করিতে পারিত, ক্ষুদ্র নশ্বর মানবজাতিসম্বন্ধে বিধির লিখন পাঠ করিতে পারিত! সবিস্ময়ে তেজসিংহ দীর্ঘাকায়া চারণীদেবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন!

কতক্ষণ পরে চারণীদেবী আদেশ করিলেন,—রাঠোরপ্রবর তিলকসিংহের নাম মেওয়ারে অবিদিত নাই, তাঁহার পুত্র কি বাসনায় চারণীর সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষী?

তেজসিংহ। তিলকসিংহের নাম চিরস্মরণীয়, কেননা চিতোর রক্ষার্থ তিনি প্রাণদান করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাঁহার সূর্য্যমহলে চন্দাওয়ৎকুলের দুর্জ্জয়সিংহ বাস করিতেছেন, তিলকসিংহের বিধবা হত, তিলকসিংহের পুত্র ভীলপালিত ও গহ্বরনিবাসী।

চারণী! চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরকুলের বহুকাল প্রচলিত "বৈরি" চারণীর অবিদিত নাই। সূর্য্যমহল পূর্ব্বে চন্দাওয়ৎদিগের ছিল, বালক! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ মাড়ওয়ার হইতে অসিহস্তে আসিয়া সে দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই অবধি দুই কুলে যে বিরোধ চলিতেছে, যতদিন রাজস্থানে বীরত্ব থাকিবে ততদিন সে "বৈরি" নির্ব্বাণ হইবে না। চন্দাওয়ৎগণ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না, তাহারা সহজে এ দুর্গ ত্যাগ করিবে না।

তেজসিংহ। দেবি! রাঠোরগণও দুর্ব্বলহস্তে অসি ধারণ করে না। অনুমতি

দিন, একবার চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিবে, যদি পরাস্ত হই তবে সূর্য্য-মহল আর চাহিব না, পুনরায় মাড়ওয়ারে প্রত্যাগমন করিব, অথবা চিরকাল বন্য ভীলদিগের সহিত বাস করিব!

চারণী। মেওয়ার শিশোদীয়বংশের আদিম স্থান, চন্দাওয়ৎকুল শিশোদীয়ের শাখা; মেওয়ার সে কুলের আদিম স্থান। তিলকসিংহের পুত্র! তোমরা রাঠোর, মাড়ওয়ারে তোমাদিগের আদিম স্থান। কি অধিকারে অদ্য চন্দাওয়তের শোণিত-পাত করিতে চাহ, চন্দাওয়তের দুর্গ অধিকার করিতে বাঞ্ছা কর?

তেজসিংহ। যে অধিকারে ভীলদিগকে দূর করিয়া মাড়ওয়ারে রাঠোরগণ বাস করে, মেওয়ারে শিশোদীয়গণ বাস করে, রাঠোর বংশ সেই অধিকারে সূর্য্য-মহল অধিকার করিয়াছে। তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে মেওয়ারে আপনাদিগের স্থান পরিষ্কার করিয়াছে, পরে পুরুষানুক্রমে মেওয়ার রক্ষার্থ নিজ প্রাণদান করিয়া নিজ অধিকার স্থিরীকৃত করিয়াছে। এক্ষণে মেওয়ার-ভূমিতে কি রাঠোর অপেক্ষা চন্দাওয়ৎদিগের প্রবলতর অধিকার আছে? মেওয়ার রক্ষার্থ রাঠোর অপেক্ষা কোন্ চন্দাওয়ৎ-বীর অধিক বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন? আকবর কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসকালে রাঠোর জয়মল্ল ও পিতা তিলকসিংহ অপেক্ষা কোন্ বীর অধিক সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন? তাঁহারা সেই আহবে প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের শোণিতে মেওয়ারে রাঠোর অধিকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। রাঠোরবংশ অন্য অধিকার জানে না, রাজস্থানে অন্যরূপ অধিকার বিদিত নাই।

সেই গহ্বরে তেজসিংহের উন্নত রব এখনও কম্পিত হইতেছে, এমত সময় পূর্ব্ববৎ ধীর গম্ভীরস্বরে চারণীদেবী উত্তর করিলেন—বালক! ভীলদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম তোমার নিকট অবিদিত নাই; যথার্থই বীরদিগের ও নদীসমূহের আদি ও উৎপত্তি কেহ সন্ধান করে না। বীর্য্যই তাহাদিগের ভূষণ, বীর্য্যই তাহাদিগের অধিকার। সেই অধিকারে চন্দাওয়ৎ যদি সূর্য্যমহল পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিলকসিংহের পুত্র তাহার প্রতি রুষ্ট কেন?

তেজসিংহ। বীর্য্যবলে যদি দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল পাইত, সে পরম শত্রু হইলেও তেজসিংহ তাহাকে ক্ষমা করিত। কিন্তু নরাধম রাজধর্ম্ম জানে না, পিতার মৃত্যুর পর অনাথা বিধবার নিকট হইতে দুর্গ লইয়াছে, মাতার সহিতও যুদ্ধে অক্ষম হইয়া তস্করের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই তস্কর মাতার প্রাণবধ করিয়াছে, সে ভীষণ পাতকের যদি শাস্তি থাকে, দেবি! অনুমতি দিন, তেজসিংহ নরাধমকে শাস্তিদান করিবে।

চারণী। তিলকসিংহের বালক! তোমার রোষের কারণ আমার নিকট অবিদিত নাই, রাঠোরের বীরত্ব আমার নিকট অবিদিত নাই। কিন্তু তুমি বালক, এইজন্য তোমার পরিচয় গ্রহণ করিতেছিলাম; এক্ষণে জানিলাম, তিলকসিংহের পুত্র তিলকসিংহের অযোগ্য নহে, রাঠোর বংশের অযোগ্য নহে। তোমার বাক্যে আমি রুষ্ট হই নাই, তোমার

পিতাকে জানিতাম, তাঁহার পুত্রকে তাঁহার উপযুক্ত দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমার কি প্রার্থনা নিবেদন কর, তিলকসিংহের পুত্রকে চারণীর কিছুই অদেয় নাই।

তেজসিংহ। দেবি! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার কিছুই অবিদিত নাই। বিধির নির্ব্বন্ধ নশ্বর মানবের নিকট লুক্কায়িত কিন্তু দেবীর দূরবিচারিণীর দৃষ্টি হইতে বিধির লিখন লুক্কায়িত নহে। একদিন বালক সংগ্রামসিংহ এই নাহারা মগ্‌রাতে * আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছিলেন; অদ্য তিলকসিংহের পুত্র,—দুর্গচ্যুত, ভীলপালিত, অনাথ তেজসিংহ সেই নাহারা মগ্‌রোতে আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছে। মাতার হত্যা ও বংশের অবমাননার প্রতিহিংসার কতদিন বিলম্ব আছে, দেবীর চরণে তাহাই জানিতে আসিয়াছে। যদি আজ্ঞা হয়, তবে সেই কথা বলিয়া এ তাপিত হৃদয়কে শান্তিদান করুন।

চারণী। তিলকসিংহের বালক! ভবিষ্যতের যবনিকাউত্তোলন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিও না, এ দুরাশা ত্যাগ কর। নশ্বর মানবজীবন ক্লেশপরিপূর্ণ, চিন্তাপরিপূর্ণ কিন্তু তথাপি দুর্ব্বহনীয় নহে। কেননা, মিষ্টভাষিণী আশা সঙ্গে সঙ্গে আপন ঐন্দ্রজালিক দীপ জ্বালিয়া সম্মুখে নানা সুন্দর দ্রব্য পরিদর্শন করে; ক্লেশের শান্তি, সুখের আবির্ভাব, এই সমস্ত মরীচিকা পরিদর্শন করিয়া হৃদয় শান্ত রাখে তেজসিংহ! ভবিষ্যৎযবনিকা উত্তোলন করিও না, তাহা হইলে মায়াবিনী আশার দীপ নির্ব্বাণ হইবে, সুন্দর মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, জীবন আশাশূন্য, আলোকশূন্য, ভোগশূন্য হইবে। ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে কোন্ নশ্বর এই দুঃখক্ষেত্রে জীবন বহন করিতে চাহিত? বালক! এক্ষণও ক্ষান্ত হও, ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিও না, আর কোন বাঞ্ছা থাকে, নিবেদন কর।

তেজসিংহ। দেবি! এই নাহারা মগ্‌রোর চারণীদেবী সংগ্রামসিংহের ভবিষ্যৎ কহিয়াছেন, সেই সংগ্রামসিংহ দেবীর আদেশে অবশেষে সিন্ধু নদ হইতে যমুনা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দেবী আদেশ করিলে তিলকসিংহের পুত্রের যত্নও কি সফল হইতে পারে না?

চারণী। সংগ্রামসিংহের রাজ্যবিস্তার ললাটের লিখন, দেবীর আদেশের ফল নহে। দেবীর নিকট ভবিষ্যৎ জানিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভ্রাতাকর্ত্তৃক আহত ও এক চক্ষু অন্ধ হইলেন, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, বহুদিন অবধি সামান্য মেষপালকদিগের সহিত বাস করিয়া অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। বালক! সংগ্রামসিংহের কথা স্মরণ করিয়া ললাটের লিখন জানিবার উদ্যম হইতে নিরস্ত হও। তিলকসিংহের পুত্রের জন্য চারিণী আর কি করিতে পারে নিবেদন কর।

তেজসিংহ। অন্যায় সমরে যাহার মাতা হত হইয়াছেন, তস্করে যাহার দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছে; ভীলদিগের দয়ায় যাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে, ভীলদিগের ভিক্ষায় যে প্রতিপালিত, তাহার জীবনে আর কি অসহ্য ক্লেশ হইতে পারে? দেবি! নিষেধ

* নাহারামগ রো অর্থাৎ ব্যাঘ্র পর্ব্বত।

করিবেন না, প্রতিহিংসা ভিন্ন এ দাসের অন্য আশা নাই, অন্য সুখ নাই; ভবিষ্যৎ জানিলে কোন্ আশা, কোন্ সুখ বিলুপ্ত হইবে? দেবি! আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই, তথাপি যদি অনুমতি করেন, একবার এ জীবনের কাহিনী নিবেদন করি। সমস্ত শুনিয়া আজ্ঞা করুন, ভবিষ্যৎ জানিলে আমার পক্ষে অধিক ক্লেশ কি হইতে পারে?

চারণী। জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে চারিণী অপসৃত হইয়াছে, সে গণ্ডগোলের কথা শুনিলে এক্ষণে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়! তথাপি তিলকসিংহের পুত্র যাহা বলিতে চাহে, চারণী তাহা শুনিবে।

তেজসিংহ। দেবীর অনুমতি দ্বারা চিরবাধিত হইলাম; শ্রবণ করুন।

তেজসিংহ পূর্ব্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকথা স্মরণে তেজসিংহের হৃদয় আলোড়িত হইল, রোষে বিষাদে ঘন ঘন শ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। তেজসিংহ কম্পিতস্বরে কাহিনী আরম্ভ করিলেন, সেই স্বর সেই পর্ব্বতগুহায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:o:—

দেবীর আদেশ।

ধ্বংসেত হৃদয়ং সদ্য পরিভূতস্য মে পরৈঃ।
যদমর্ষপ্রতিকারভুজালম্বং ন লম্ভয়েৎ॥

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

"দেবি! আমি চিরকাল এরূপ ছিলাম না, তেজসিংহের চিরদিন এরূপে যায় নাই! দিবস-যামিনী জিঘাংসা-চিন্তা ছিল না, যশের চিন্তা, বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভীলদিগের ভিক্ষাভোজী ছিলাম না, রাজপুতদিগের মধ্যে রাজপুত্র ছিলাম!

"রাঠোরকুলে তিলকসিংহের নাম কে না শুনিয়াছে? সূর্য্যমহলের গৌরব কে না শুনিয়াছে? রাঠোরকুলেশ্বর জয়মল্ল স্বয়ং তিলকসিংহের দক্ষিণহস্তে স্থান দিতেন, স্বয়ং সূর্য্যমহলে আসিয়া তিলকসিংহের বীরত্বের সাধুবাদ করিয়াছিলেন। দেবি! আমি তখন অনাথ পর্ব্বতবাসী ছিলাম না, আমি তখন তিলকসিংহের পুত্র, সূর্য্যমহলের যুবরাজ ছিলাম!

"চন্দাওয়ৎকুলের দুর্জ্জয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত রাঠোর তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের চিরকাল বিরোধ। বংশানুক্রমে "বৈরি" চলিয়া আসিতেছে। বংশানুক্রমে তুমুল সংগ্রাম হইয়া আসিতেছে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, ততদিন সে বিরোধ, সে ক্রোধাগ্নি জীবিত থাকিবে। এই নির্ব্বাসিতের শরীরে বংশানুগত রোষ দিবারাত্রি জ্বলিতেছে, দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়-শোণিতে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে।

"রাঠোরদিগের নিবাসস্থল মাড়োয়ার। সেই স্থান হইতে তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে আসিয়া চন্দাওয়ৎদিগের নিকট হইতে সূর্য্যমহল কাড়িয়া লইয়াছে, বংশানুক্রমে তথায় বাস করিতেছে, তাহা দেবীর অবিদিত নাই। পুনরায় অসিহস্তে রাঠোরকুল সেই দুর্গ লইবে, চন্দাওয়ৎদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিবে।

"পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত বার বার মহাযুদ্ধ হইয়া

ছিল, সিংহের আবাসে শৃগাল কবে স্থান পাইয়াছে? যতবার সে পামর সূর্য্যমহল আক্রমণ করিয়াছিল, ততবার পিতা তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

"অদ্য আট বৎসর হইল তিলকসিংহ রাঠোরপতি জয়মল্লের সহিত চিতোর রক্ষার্থ গিয়াছিলেন। চিতোর রক্ষা হইল না, কিন্তু দেবি! জয়মল্ল ও তিলকসিংহের বীরত্ব স্বয়ং আকবরসাহের নিকট অবিদিত নাই। কিরূপে সালুম্ব্রাপতির মৃত্যুর পর তাঁহারা চিতোর-দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপে স্বয়ং দিল্লীশ্বরের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছেন, চারণগণ সে গীত এখনও দেশে দেশে গাইতেছে। সে গীত শুনিয়া সূর্য্যমহলে আমার বিধবা মাতার হৃদয় কম্পিত হইল, এ বালকের হৃদয় কম্পিত হইল। উল্লাসে মাতা কহিলেন—হৃদয়েশ্বর সশরীরে স্বর্গধামে গিয়াছেন, দাসীগণ! চিতা প্রস্তুত কর, তিনি দাসীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কেননা জীবনে এ দাসী তাঁহার বড় সোহাগিনী ছিল।"

সহসা তেজসিংহের স্বর রুদ্ধ হইল; নয়ন হইতে একবিন্দু জল সেই বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

"দেবি! ক্ষমা করুন, তেজসিংহ ক্রন্দন অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছে, অদ্য স্নেহময়ী মাতার কথা স্মরণ করিয়া সম্বরণ করিতে পারিল না। যখন চিতারোহণে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন, তখন বাটীর সকলে আসিয়া নিষেধ করিল। আমাকে কে প্রতিপালন করিবে, সকলে এইরূপ যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন। মাতা তাহা শুনিলেন না, তিনি স্বামীর অনুমৃতা হইবার জন্য স্থির-সঙ্কল্পা হইয়াছিলেন।

"শেষে আমি আসিয়া বলিলাম—মাতা এখনও আমার হস্ত দুর্ব্বল, তুমি যাইলে সূর্য্যমহল কে রক্ষা করিবে? দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কে যুদ্ধদান করিবে? এবার তিনি স্থিরসঙ্কল্প ভুলিলেন, বলিলেন—দাসীগণ! আমার চিতারোহণে বিলম্ব আছে। শুনিয়াছি চিতোর রক্ষার্থ পত্তের মাতা ও বনিতা না কি স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়াছিল। আর একজন রাজপুত-রমণী স্বহস্তে যুঝিবে, সূর্য্যম[illegible] রক্ষা করিবে।

"পি[illegible] অস্ত্রাগার অন্বেষণ করিলেন; তাঁহার ব্যবহৃত একটী ছুরিকা পাইলেন সেই অবধি ছুরিকা মাতার কণ্ঠমণি হইয়াছিল।

"দুর্জ্জয়সিংহ মাতার এ পণ শুনিল, নারী-রক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করিতে ভীরু ভীত হইল। অর্থবলে দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তস্করের ন্যায় রজনীযোগে দুর্জ্জয়সিংহ দুর্গে প্রবেশ করিল।

"তথাপি যোদ্ধৃগণ বিনা যুদ্ধে দুর্গ ত্যাগ করে নাই। তোরণে, সিংহদ্বারে, গৃহের ভিতর, সেই অন্ধকার রজনীতে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তস্করেরা বুঝিল, রাঠোরেরা মৃত্যুকে ডরে না, শত শত্রু হত্যা করিয়া উল্লাসে প্রাণদান করে।

"হ্রদের উপর যে গবাক্ষ আছে মাতা তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন; বামহস্তে আমাকে ধরিয়াছিলেন, দক্ষিণ হস্তে সেই ছুরিকা!

"ক্রমে আমাদিগের যোদ্ধৃগণ হত হইল; ক্রমে যুদ্ধতরঙ্গ ও যুদ্ধনাদ সে দিকে আসিতে লাগিল; শেষে সেই গৃহের কবাট

ভগ্ন হইল। চন্দাওয়ৎগণ সেই গৃহে মহা-কোলাহলে প্রবেশ করিল; সর্ব্বাগ্রে রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহ।

"সেই রুধিরাক্ত কলেবর দেখিয়া মাতা কম্পিত হইলেন না, সেই প্রচণ্ড যুদ্ধনাদ শুনিয়া মাতা নয়ন মুদিত করেন নাই! স্বর্গীয় স্বামীর নাম লইয়া মাতা তীক্ষ্ণ ছুরিকা উত্তোলন করিলেন, জলন্তনয়নে সেই নরাধমের দিকে চাহিলেন। নারীর তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে ভীরুর গতি সহসা রোধ হইল, তস্কর সেই ছুরিকার অগ্রে স্তব্ধ হইয়াছিল। মাতা সেই ছুরিকাহস্তে দুর্জ্জয়-সিংহের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে এই জগৎ হইতে সেই রাজপুতকলঙ্ক অন্তর্হিত হইত, কিন্তু তাহার এক জন সৈনিক আপন প্রাণ দিয়া প্রভুর প্রাণ বাঁচাইল, মাতার ছুরিকা সৈনিকের হৃদয়ের শোণিত পান করিল! তৎক্ষণাৎ দশ জন সৈনিক অসহায় বিধবাকে হত্যা করিল!"

তেজসিংহ ক্ষণেক স্তব্ধ হইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ক্ষণেক পর আত্মসম্বরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন—"আমি তখন দশ বর্ষের বালকমাত্র, কিন্তু মাতার হস্ত হইতে সেই ছুরিকা লইয়া দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলাম। বালকের সম্মুখে ভীরু সরিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন পদাঘাতে গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলাম। সেই ভীরুকে আর একদিন দেখিতে পাইব, মাতার হত্যার পরিশোধ লইব, বংশের কলঙ্ক অপনয়ন করিব, কেবল এই আশায় সেই অবধি আটবৎসর জঙ্গলে ও গহ্বরে জীবন ধারণ করিয়াছি!

"দেবি! তাহার পর বিজন বনে ও পর্ব্বতকন্দরে বাস করিয়াছি, রাঠোর হইয়া ভীলদিগের শরণাগত হইয়াছি, হৃদয়ের দুরন্ত জ্বালায় জীবনধারণ করিয়াছি, কেবল আর একদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এইজন্য! অনুমতি দিন, আর এক বার দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিব—এবার যদি সে পলাইতে পারে, তেজসিংহ আর কিছুই প্রার্থনা করিবে না।"

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিলেন না, তেজ-সিংহের গম্ভীর স্বর বার বার সেই গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া লীন হইয়া গেল, অনেক ক্ষণ সেই গহ্বর নিস্তব্ধ!

পরে চারণীদেবী শান্ত ধীরস্বরে কহিলেন—বংশানুগত শত্রুতা ও "বৈরি" রাজপুতধর্ম্ম; তিলকসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহের বংশের মধ্যে "বৈরি" নির্ব্বাণ হইবে না। এই ক্রোধানলে তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয় জ্বলিবে তাহাতে বিস্ময় নাই, কিন্তু বিদেশীয় যোদ্ধার বর্ত্তমানে মেওয়ারে গৃহ-কলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চির-প্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন।

তেজসিংহ। বিদেশীয় যুদ্ধসত্ত্বেও কি পামর দুর্জ্জয়সিংহ তস্করের ন্যায় সূর্য্যমহল হস্তগত করে নাই?

চারণী। আক্‌বরকর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসের পর রাণা উদয়সিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছিল; উদয়পুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া রাণা নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন; সেই সময়ে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল হস্তগত করিয়াছিলেন।

নাই মানসিংহ রোষে দিল্লীতে গিয়া-

তেজসিংহ! এখনও কি যুদ্ধ ক্ষান্ত

ছেন বটে, মহারাণা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন বটে, কিন্তু শত্রু কোথায় ?

চারণী। বর্ষাপ্রারম্ভে বালকে সেইরূপ জিজ্ঞাসা করে, মেঘ কোথায় ? বালক! বর্ষার মেঘ অপেক্ষা অধিক সমারোহে শত্রু আসিতেছে। যে খড়্গ দ্বারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণবধ করিতে চাহ, সেই খড়্গহস্তে হল্‌দীঘাটায় যাইয়া উপস্থিত হও। চারণীর কথা গ্রাহ্য কর, হল্‌দীঘাটায় অচিরে অনেক খড়্গ ও অনেক বীরের আবশ্যক হইবে, দুর্জ্জয়সিংহ ও তেজসিংহের আবশ্যক হইবে, বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে গৃহ-কলহ রাজস্থানের প্রথানুগত নহে।

তেজসিংহ। দেবি! মেওয়ার রক্ষার্থ যদি যুদ্ধ আবশ্যক হয়, রাঠোর সে যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকিবে না। কিন্তু সে পর্য্যন্ত যে পামর রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছে, তস্করের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, অসহায় বিধবাকে হত্যা করিয়াছে, পিতার কুল কলঙ্কিত করিয়াছে, সে রাজপুতকলঙ্ক জীবিত থাকিবে ?

চারণী। বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে গৃহ-কলহ নিষিদ্ধ !

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন; চিন্তার পর ঊর্দ্ধনেত্রা চারণী অতিশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন—বালক! অদ্য তুমি সেই দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছ!

তেজসিংহ চমকিত হইলেন; কহিলেন —দেবীর নিকট কিছুই অবিদিত নাই। স্বহস্তে সে পামরকে নিধন করিব, এই জন্য বরাহের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি।

চারণী। পরে দুর্জ্জয়সিংহকে আপন আবাসস্থানে আশ্রয়দান করিয়াছিলে, তখনও তাহার প্রাণনাশ কর নাই।

তেজসিংহ। পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ রাজধর্ম্ম নহে; বিশেষ পৈত্রিক দুর্গে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তার প্রাণনাশ করিব, আমার এই পণ। অনুমতি দিন, সূর্য্যমহল আক্রমণ করিব, তস্করের হস্ত হইতে পৈত্রিক দুর্গ কাড়িয়া লইব, সম্মুখ আহবে সেই তস্কর দুর্জ্জয়সিংহকে উচিত শাস্তি দিব।

চারিণী। শত্রুকে বরাহ হইতে রক্ষা করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন করিয়াছ; পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ না করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন করিয়াছ; যাও, তেজসিংহ! বিদেশীয় যুদ্ধের সময় গৃহকলহ বিস্মরণ করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন কর। তিলকসিংহের পুত্র! তিলকসিংহের বীরত্ব তোমার দেহে অঙ্কিত রহিয়াছে, বিজয়ের টীকা তোমার ললাটে শোভা পাইতেছে, তিলকসিংহের ন্যায় রাজপুত-ধর্ম্ম পালন কর। দশ বৎসরে মধ্যে বিদেশীয় যুদ্ধ ক্ষান্ত হইবে, পরে সূর্য্যমহলে রাঠোর-সূর্য্য পুনরায় উদ্দীপ্ত হইবে! সহসা গহ্বরের দীপ নির্ব্বাণ হইল; অন্ধকারময় গহ্বরে চারণীর শেষ আদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অন্ধকার গহ্বর হইতে তেজসিংহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন; পরদিন মহারাণা প্রতাপসিংহের সৈন্যের সহিত যোগ দিলেন; পরে হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের দিনে রাঠোর-খড়্গ নিশ্চেষ্ট ছিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভীলপ্রদেশ।

অহো মোহপ্রায়মেষাং জীবিতং, সাধুজন
বিগর্হিতঞ্চ চরিতং, তথাহি
পুরুষপিশিতোপহারে ধর্ম্মবুদ্ধিঃ, আহারঃ সাধুজন
বিগর্হিতো মধুমাংসাদিঃ,
শ্রমো মৃগয়া, শাস্ত্রং শিবারুতং, উপদেষ্টারঃ
কৌষিকাঃ।

কাদম্বরী।

হল্‌দীঘাটার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এক-দিন অপরাহ্ণে তেজসিংহ একাকী ভীল-প্রদেশের মধ্য দিয়া পথ অতিবাহন করিতে-ছিলেন।

তেজসিংহ যদি নিজ চিন্তায় অভিভূত না থাকিতেন তবে সেই নির্জ্জন ভীল-প্রদেশের শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেন। পথের উভয়পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ সহস্র হস্ত উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় পর্ব্বতরাশি উত্থিত হইয়া যেন সেই নির্জ্জন পথকে গোপনে রক্ষা করিতেছে। পর্ব্বতচূড়ায় ও পার্শ্বদেশে অসংখ্য পর্ব্বত-বৃক্ষ ও লতা-পুষ্প বায়ু হিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছে, ও অপরাহ্ণের স্তিমিত সূর্য্যালোকে হাস্য করিতেছে। সে সূর্য্যালোক বহুদূর-নীচস্থ পর্ব্বততলের পথ পর্য্যন্ত পঁহুছিতেছে না। তেজসিংহ যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সে পথ অপরাহ্ণেই প্রায় অন্ধকারময়। কোন কোন স্থলে উন্নত পর্ব্বতশিখর হইতে সূর্য্যা-লোক প্রতিফলিত হইয়া সেই পথের উপর ঈষৎ আলোক বিতরণ করিতেছিল; অন্য স্থলে সেই বৃক্ষাচ্ছাদিত পথ একেবারে অন্ধকারময়। সেই নির্জ্জন পথের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতনদী কল কল শব্দে শিলা-শয্যার উপর দিয়া দ্রুতবেগে গমন করি-তেছে, যেন পার্শ্বস্থ প্রহরী-স্বরূপ উন্নত ও কঠোর পর্ব্বতরাশিকে উপহাস করিয়া কোন ক্রীড়াপটু বালিকা হাসিয়া হাসিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে স্তিমিত দিবালোকে সেই নদীর জল চক্‌ মক্‌ করিতেছে, অন্য স্থানে সে নদীর গতি কেবল শব্দমাত্রে অনুমেয়। সেই উন্নত পর্ব্বতের কঠোর বক্ষ হইতে কোন কোন স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ রৌপ্যসূত্রের ন্যায় নির্ঝ-রিণী বহিষ্কৃত হইয়া নীচস্থ সেই নদীর সহিত কল কল শব্দে মিশিয়া যাইতেছে। ভীলপ্রদেশের বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্য জগতের অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়; একজন আধুনিক ফরাশীস্‌ ভ্রমণকারী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, ইউরোপের সমস্ত মনোহর স্থল অপেক্ষাও রাজস্থানের ভীলপ্রদেশ সুন্দর ও বিস্ময়কর!

তেজসিংহ এইরূপ নির্জ্জন পথ একাকী অতিবাহন করিতেছিলেন। পর্ব্বতচূড়ার উপর স্থানে স্থানে ভীলদিগের "পাল" অর্থাৎ নিবাসস্থান দৃষ্ট হইতেছে, নীচের পথ হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যের আবাস নহে, যেন ঈগল পক্ষী নিজ কঠোর শাবকগুলিকে লালনপালন করিবার জন্য পর্ব্বতচূড়ায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে! প্রত্যেক পালের চতুর্দ্দিকে বা নীচে অল্প-মাত্র ভূমি কর্ষিত, সেই ভূমির উৎপন্ন ভীল-দিগের আহারের অবলম্বন, দ্বিতীয় অবলম্বন বংশানুগত দস্যুতা! স্থানে স্থানে সেই পর্ব্বত চূড়ার উপর, সায়ংকালীন গগনে বিন্যস্ত ভয়ানক প্রতিকৃতির ন্যায়, এক এক জন কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় কৌপীনধারী ভীল ধনুর্ব্বাণ-

হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা এই নির্জ্জন পথ ও ভীলপ্রদেশের প্রহরী। তেজসিংহের বীরাকৃতি যদি প্রত্যেক ভীলের পরিচিত না হইত, তাহা হইলে সেই প্রত্যেক ধনুকে শর সংযোজিত হইত।

সেই উপত্যকা অতিক্রম করিয়া কতক-দূর আসিতে আসিতে তেজসিংহ একটী রমণীয় ও অতি বিস্তীর্ণ হ্রদের কূলে উপনীত হইলেন। পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বত-নদী সেই স্বচ্ছ সুন্দর পর্ব্বত-হ্রদে আসিয়া মিশিয়াছে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে, যতদূর মনুষ্যনয়নে দৃষ্ট হয়, কেবল পর্ব্বত রাশির পর পর্ব্বতরাশি পর্ব্বত-বৃক্ষে আচ্ছাদিত হইয়া সায়ংকালীন গগনে বিস্ময়কর চিত্রের ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। হ্রদের কূলে যাইয়া তেজসিংহ একবার সম্মুখে অবলোকন করিলেন, এবং সেই মনোহর প্রকৃতির শোভা দেখিয়া নিজের চিন্তা একবার ভুলিলেন।

সায়ংকালের লোহিত আলোক সেই হ্রদের জলের উপর পতিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! জলের নিস্তব্ধ বক্ষের উপর চারিদিকের উন্নত পর্ব্বতের ছায়া কি সুন্দর পতিত হইয়াছে! এখানে শব্দ নাই, মনুষ্যের গমনাগমন নাই, জীব-আবাসের চিহ্নমাত্র নাই, যেন প্রকৃতি এই সুন্দর জগৎ-রচয়িতার পূজার জন্য এই উন্নত পর্ব্বতবেষ্টিত, শান্ত, নির্জ্জন, নিঃশব্দ হ্রদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তেজসিংহ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সেই চিত্রখানি দেখিতে লাগিলেন। হ্রদের জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া তেজসিংহ একটী শিলা-খণ্ডে উপবেশন করিলেন।

আমরা এই অবসরে সেই অপূর্ব্ব দেশবাসী ভীলদিগের বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব।

ভারতবর্ষের যে সুন্দর প্রদেশে রাজপুতগণ আসিয়া অসিহস্তে আপনাদিগের আবাসস্থান পরিষ্কার করিয়া পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, রাজপুতদিগের আগমনের পূর্ব্বে সেই রাজস্থান ভীলদিগের আবাসস্থান ছিল। যখন রাজপুতগণ আসিয়া উর্ব্বরাক্ষেত্র ও রম্য উপত্যকাগুলি কাড়িয়া লইল, তখন স্বাধীনতাপ্রিয় ভীলগণ বিন্ধ্যাচল ও আরাবলী পর্ব্বতে যাইয়া আপনাদিগের মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। বোধ হয়, খৃষ্টের জন্মের কিছু পরেই এই সমস্ত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

সেই অবধি ভীল ও রাজপুতদিগের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মিত্রতা রহিল। ভীলগণ নাম মাত্র রাজপুত রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু ফলে আপন আপন পর্ব্বতস্থিত "পাল" সমূহে বাস করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল, এবং অবসরমতে কি রাজপুত কি মুসলমান, সকলকেই লুণ্ঠন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তথাপি রাজপুত-রাণাদিগের সিংহাসন আরোহণের সময় একজন ভীল-সর্দ্দার রাজনিদর্শনগুলি রাণাকে অর্পণ করিত, এবং রাজপুতদিগের যুদ্ধ ও বিপদের সময় ভীলযোদ্ধৃগণ যথা-সাধ্য রাজপুতদিগের সহায়তা করিত।

ভারতবর্ষের সমস্ত বর্ব্বরজাতিই হিন্দু-দিগের দুই একটী দেবকে আপন দেব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এবং হিন্দুদেব হইতে আপনাদিগের উৎপত্তি এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত করিয়াছে। ভীল-

গণ কহে—আমরা মহাদেবের তস্কর, মহাদেব-ঔরসে আমাদের জন্ম। মহাদেব একটী অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী বন্য বালিকার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। সেই বালিকার গর্ভজাত একটী কৃষ্ণবর্ণ সন্তান কোন একদিন মহাদেবের বৃষকে হত্যা করে, এবং সেই অবধি শাপগ্রস্ত হইয়া ভীলনামে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। আমরা ভীলগণ তাহারই সন্তান।

পর্ব্বতের শিখরে ভীলদিগের "পাল" বা গ্রাম নির্ম্মিত হয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পালের মধ্যে প্রত্যেক ভীলের গৃহ, এক একটী দুর্গের ন্যায় চারিদিকে কণ্টক ও বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। এই পালসমূহ হইতে হিংস্রক পক্ষীর ন্যায় সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া কৃষি ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সভ্য জাতিদিগকে লুণ্ঠন করিয়া ভীলগণ বহুশতাব্দি অবধি জীবনধারণ করিয়াছে। শত্রুরা যদি কখন এই পাল আক্রমণ করে তবে ভীল নারী ও শিশুগণ গোমহিষাদি লইয়া নিকটস্থ নিবিড়, দুর্ভেদ্য পর্ব্বত ও জঙ্গলে যাইয়া লুকাইয়া থাকে ; পুরুষগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে বা প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা নিজ নিজ পাল রক্ষা করে।

ভীলদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল আছে, প্রত্যেক দল নিজ দলপতি বা সর্দ্দারের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করে। এই দলের মধ্যে সর্ব্বদাই বিরোধ ও বিবাদ হয়, কিন্তু আবার যুদ্ধ বা বিপদ্‌কালে সকল দল একত্রিত হয়। তখন তাহাদিগের যুদ্ধরব প্রতি উপত্যকায় শব্দিত হয়, পাল হইতে অন্য পালে সংবাদ প্রেরিত হয়। নিশাকালে ব্যাঘ্র, শৃগাল অথবা পক্ষীর রব অনুকরণ করিয়া ভীলগণ সঙ্কেত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে শত শত যোদ্ধা দলবদ্ধ হইয়া ঐক্যভাবে শত্রু বিনাশের চেষ্টা করে। রাজস্থানে অদ্যাপি প্রায় বিশ লক্ষ ভীল বাস করে।

ভীলদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই। তাহারা দুই একটী হিন্দু দেবকে ও নানারূপ পীড়াকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। মৌয়া বৃক্ষকে বিশেষ সমাদর করে, এবং ঐ বৃক্ষ হইতে মদিরা প্রস্তুত করিয়া সেবন করে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণকায় এবং কার্য্যগুণে অসাধারণ শারীরিক বল ও ক্ষমতা লাভ করে। স্ত্রীলোকগণ পুরুষ অপেক্ষা ঈষৎ গৌরবর্ণ ও সুশ্রী, এবং বস্ত্র দ্বারা কক্ষ ও একটী স্তন আচ্ছাদন করে এবং হস্তপদে লাক্ষানির্ম্মিত বলয় প্রভৃতি ধারণ করে। বিবাহের রীতি বড় সহজ। নির্দ্দিষ্ট দিবসে গ্রামের সমস্ত যুবক ও কন্যা একত্রিত হয়, পরে যুবকেরা আপন আপন মনোনীত এক একটী কন্যাকে বাছিয়া লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন তথায় কালহরণ করে। পরে স্ত্রীপুরুষ গ্রামে ফিরিয়া আইসে।

বর্ব্বর ভীলদিগের দুইটী অসাধারণ গুণ লক্ষিত হয়। তাহাদের উপকার করিলে তাহারা কদাচ তাহা বিস্মৃত হয়, এবং তাহারা বাক্যদান করিলে কদাচ তাহা লঙ্ঘন করে।

—:•:—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হ্রদ-তটে ভীল বালিকা।

কা উণ ধন্না ইত্থি আ জা ইমিণা পরিমাগমাণা
অন্তাল অং বিণোদেদি।
বিক্রমোর্ব্বশী।

যে পর্ব্বতের নীচে তেজসিংহ হ্রদতটে এই নিস্তব্ধ সায়ংকালে এখনও বসিয়া আছেন, সেই পর্ব্বতের চূড়ায় ভীমচাঁদ নামক এক ভীল সর্দ্দারের পাল ছিল। সেই পালের নিকটে একটী পর্ব্বতগহ্বর ছিল, পাঠক দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সেই গহ্বর এক দিন দৃষ্টি করিয়াছেন।

হ্রদের তটে একটী তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপর তেজসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন। সহসা একটী ভীল বালিকা করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল, এবং বাল্যোচিত চপলতার সহিত হ্রদের জল লইয়া তেজসিংহের গায়ে ছিটাইয়া দিল! তেজসিংহ সে বালিকাকে চিনিতেন। বালিকার হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া বালিকার কেশগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন।

ভীলকন্যা ভীলদিগের ন্যায়ই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু নয়ন দুটী উজ্জ্বল, মুখকান্তি মন্দ ছিল না। চঞ্চলা ভীল-বালিকা পর্ব্বত আরোহণে বন্য বিড়াল অপেক্ষাও পটু; আজন্ম অন্যান্য ভীলদিগের ন্যায় চতুরতা ও সতর্কতা শিখিয়াছিল। একটী শব্দ, একটী ছায়া, একটী স্থানান্তরিত বস্তু দেখিলেই কারণ অনুভব করিত। মস্তকে কৃষ্ণকেশ সর্ব্বদাই দুলিতেছে, নয়ন দুইটী সর্ব্বদাই চঞ্চল। বালিকা সর্ব্বদাই চঞ্চল ও ক্রীড়াপটু, কখন উপলখণ্ড লইয়া খেলা করিত, কখন জল লইয়া ক্রীড়া করিত, কখন অপরের সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিত। তথাপি তেজসিংহকে চিন্তাকুল দেখিলে আবার তাঁহার পার্শ্বে কখন কখন দুই তিন দণ্ড পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে ভাল বাসিত। বালিকার কখন ধীর চিন্তাশীল ভাব, কখন অতিশয় চঞ্চলতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত। সকলেই বলিত—মেয়েটী দেখিতে বালিকা, কিন্তু মনটী বালিকার মন নহে।

তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন? বর্ষাগমে শত্রুগণ মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তেজসিংহ যুদ্ধ চিন্তা করিতেছিলেন না। বিদেশীয় শত্রু থাকিতে গৃহকলহ নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি সূর্য্য-মহলের চিন্তা করিতেছিলেন না। তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন?

ভীলবালিকা অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া হ্রদের জলে আপন হস্ত সিক্ত করিতেছিল ও তেজসিংহের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। অনেকক্ষণ তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা মৃদুস্বরে একটী গীত আরম্ভ করিল।

বাল্যকালের স্বপ্ন কখন কখন হৃদয়ে জাগরিত হয়, বাল্যকালে দৃষ্ট মুখচ্ছবি কখন কখন নয়নপথে আবির্ভূত হয়, বাল্যকালের প্রেম নিহিত অগ্নির ন্যায় কখন কখন জ্বলিয়া উঠে, এই মর্ম্মের একটী সরল গীত বালিকা গাইতে লাগিল।

তেজসিংহ সহসা চমকিত হইলেন। তিনি বাল্যকালের একটী স্বপ্ন চিন্তা করিতেছিলেন, ভীলবালিকা কি তাঁহার

মনের কথা জানিল? বালিকার নাম ধরিয়া ডাকিলেন।

বালিকা জলখেলা ছাড়িয়া তেজসিংহের দিকে চাহিল, কৈ বালিকার মুখে ত কোনও চিন্তার লক্ষণ নাই! তেজসিংহ বালিকার মুখ দেখিয়া বিচার করিলেন—বালিকা আমার মনের কথা কি জানিবে? যে গীত জানে আপন মনে তাহাই গাইতেছে।

বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তেজসিংহ সন্দিগ্ধমনা হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, আমি বাল্যস্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে কে বলিল?

হাসিয়া ভীলবালা বলিল—এই তুমি বলিলে, না হইলে আমি কিরূপে জানিব তুমি কি ভাবিতেছিলে? কি স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলে, পুষ্পের?

এবার তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি পুষ্পের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে কে বলিল?

ভীলবালা বাল্যোচিত সরলতার সহিত সভয়ে তেজসিংহের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল—তাহা আমি কি প্রকারে জানিব? তবে বাল্যকালে লোকে ফল-ফুলের কথা স্বপ্ন দেখে না ত আর কিসের স্বপ্ন দেখে?

তেজসিংহ বালিকার সরল মুখখানি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন—আমি মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিলাম। বলিলেন—আমি বাল্যকালে সত্য সত্যই পুষ্পের স্বপ্ন দেখিতাম, তাহাই ভাবিতেছিলাম; তুই যথার্থই সন্দেহ করিয়াছিস্।

ভীলবালিকা। ভীল অনেক বিষয় দেখিতে পায়, অনেক কথা শুনিতে পায়! তুমি যদি ভীল হইতে!

তেজসিংহ। তাহা হইলে কি হইত?

তেজসিংহের হাতে বালিকার হাত ছিল, বালিকা নিঃশব্দে তাহাই দেখাইল।

তেজসিংহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহা হইলে কি হইত?

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ভীলবালা কহিল,—তুমি কি অন্ধ? বিভিন্নতা দেখিতে পাও না? তাহা হইলে তোমার হাত কি শ্বেত হইত, না আমার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইত?

ভীলবালা যথার্থই বালিকা, গম্ভীরভাবে বর্ণবিভেদের কথা ভাবিতেছিল!

তেজসিংহ পুনরায় সস্নেহে কহিলেন—বালিকা শীঘ্র বাড়ী যা; এইক্ষণেই বৃষ্টি হইবে।

বালিকা। আমি যাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। আমি মেঘ দেখিতে ভাল বাসি।

তেজসিংহ। কেন

বালিকা। কেমন সাদা বিদ্যুতের সঙ্গে কাল মেঘ একত্রে খেলা করে!

তেজসিংহ পুনরায় বালিকার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সারল্যের সহিত বালিকা সাদা বিদ্যুৎ ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দিকে চহিয়া রহিয়াছে!

অস্পষ্টস্বরে তেজসিংহ বলিলেন—বালিকা তুই কি সরলা বালিকা, না চিন্তা-শীলা নারী? আমি তোকে কখনই ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না।

পরক্ষণে তেজসিংহ চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা নাই, পর্ব্বত ও শিলারাশির মধ্যে চঞ্চলা বালিকা অন্ধকারে লীন হইয়া

গিয়াছে। দূর হইতে খিল্ খিল্ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল, বালিকা সত্যই বালিকা!

—:•:—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভীলদিগের পালে।

অংশাবতারমিব কৃতান্তস্য, সহোদরমিব পাপস্য,
সারথিমিব কলিকালস্য,
ভীষণমপি মহাসত্ত্বতয়া গম্ভীরমিব অনভিভব-
নীয়াকৃতিং
শবরসেনাপতিমপশ্যম্।

কাদম্বরী।

তখন তেজসিংহ সে হ্রদ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিয়া বালিকার পিতার কুটীরে যাইলেন। ভীলসর্দ্দার ভীমচাঁদই দশমবর্ষীয় বালক তেজসিংহকে আপন পালের নিকটস্থ গহ্বরে লুকাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল; ভীমচাঁদের দয়া ও প্রভুভক্তিগুণে অদ্য তেজসিংহ অষ্টাদশ-বর্ষীয় যোদ্ধা হইয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় সেই পালের প্রতি কুটীরে ভীলনারীগণ আপন আপন গৃহকার্য্যে রত রহিয়াছে। সকলের শরীর বলিষ্ঠ ও উপরি-ভাগ অনাবৃত অথবা অর্দ্ধাবৃত। কেহ কেহ গোবৎসকে আহার দিতেছে, কেহ বা শিশুকে স্তন দিতেছে, কেহ বা আহার প্রস্তুত করিতেছে, আবার কেহ বা এই যুদ্ধের সময়ে পালের কণ্টকবেষ্টনে আরও কণ্টক রোপণ করিতেছে। পালের প্রত্যেক কুটীরে রন্ধনের অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির চতুর্দ্দিকে বা গৃহের বাহিরে উলঙ্গ বর্ব্বর শিশুগণ খেলা করিতেছে। মনুষ্যের বাস-স্থান হইতে বহুদূরে, পর্ব্বতের শিখরে, দুর্ভেদ্য জঙ্গল-আবৃত ও কণ্টকবৃক্ষবেষ্টিত এই তস্করের উপনিবেশ কি বিস্ময়কর! সভ্য মনুষ্য তাহাদিগকে ঘৃণা করে, সভ্য মনুষ্য তাহাদিগের উর্ব্বরা ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে, ভীলগণ তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে। হিংস্রক পক্ষীর ন্যায় এই পর্ব্বতবাসী ভীলগণ শতবার লোকালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে, সভ্য মনুষ্যের লুণ্ঠিতধনে ভীলনারী ও ভীলশিশু পালিত হইয়াছে। ভীমচাঁদের কুটীরে অদ্য সেই পালের সমস্ত যোদ্ধা আসিয়া জড় হইয়াছে, এবং কুটীরের অগ্নিতে সেই ভীল-দিগের বিকৃত মুখ ও বিকৃত অবয়ব অধিক-তর বিকৃত বোধ হইতেছে।

ভীমচাঁদের সমস্ত শরীর প্রায় উলঙ্গ, কেবল মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্থল বস্ত্রাবৃত, বাহু ও পদদ্বয় অনাবৃত ও সুবদ্ধ পেশী-বিজড়িত। মুখমণ্ডল দেখিলে ভয় হয়, নয়নদ্বয় উজ্জ্বল, শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, কিন্তু বাল্যকাল অবধি নৃশংস আচরণে মনের সুকুমার কোমল প্রবৃত্তি সমস্ত শুকাইয়া গিয়াছে, সে পর্ব্বত অপেক্ষাও ভীমচাঁদের হৃদয় কঠিন! তথাপি সেই কঠিন হৃদয়েও দুই একটী গুণের পরিচয় পাওয়া যাইত। বিপদের সময় ভীমচাঁদ যেরূপ সাহসী সেইরূপ উপায় উদ্ভাবনে তৎপর, তাহার তীক্ষ্ণ নয়ন বহুদূর হইতে বিপদের চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারিত। ভীমচাঁদ স্বামীধর্ম্ম জানিত, মিত্রের মধ্যে সত্যপালন করিত। একমাত্র দুহিতার জন্য সে কঠিন হৃদয়েও মমতা ছিল।

ভীমচাঁদের উভয় পার্শ্বে অন্যান্য যে ভীলগণ বসিয়াছিল, তাহাদিগের শরীর অনাবৃত, কেবল একখানি কৌপীন ভিন্ন অন্য বস্ত্র ছিল না।

সেই ভীলপাল্লে অন্য দুই জন আগন্তুক উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়জী ভূমিয়া ও চন্দ্রপুরের গোকুলদাস আজি ভীমচাঁদ ও তেজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পাহাড়জী জাতিতে ভূমিয়া, ভূমিকর্ষণ করা তাঁহার ব্যবসায়। নয়নে ও ললাটে যোদ্ধার দর্প নাই, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমে দৃঢ়বদ্ধ। ভূমিয়াগণ সম্মুখযুদ্ধ জানে না, কিন্তু যুদ্ধকালে নিজ নিজ দুর্গ, নিজ নিজ ভূমি প্রাণপণে রক্ষা করিত, দেশের ভিতর শত্রুর গতিরোধ করিত। ফলতঃ মেওয়ারের ভূমিয়া রাজপুত্রগণ "মিলিশীয়া" বিশেষ ও অন্যান্য রাজপুতের ন্যায় বিদেশীয় আক্রমণ হইতে দেশরক্ষায় যৎপরোনাস্তি তৎপর থাকিত। গোকুলদাস একজন "বণী" পাঠক, পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। অনেক বয়সে, অনেক ক্লেশে শরীর শীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু নয়নের উজ্জ্বলতা বা হৃদয়ের উদ্যম ও উৎসাহ এখনও অপনীত হয় নাই। তাঁ ...ত্র হত হইয়াছে; হত্যাকারীকেও ... দিবে, কেবল এই আশায় বৃদ্ধ জীবনধারণ করিয়াছে।

ভীলকুটীরে ...গ্নির আলোকের চতুর্দ্দিকে এই সকল ...ক বসিয়া আছেন, এরূপ সময় প্রায় ৪।৫ দণ্ড রজনীতে তেজসিংহ সেই কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সকলে তাঁহাকে আহ্বান করিল।

পরস্পরে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মহারাণা প্রতাপসিংহের কথা হইল, হলদীঘাটার যুদ্ধের কথা হইল, দুর্জ্জয়সিংহ ও সূর্য্যমহলের কথা হইল। পরে তেজসিংহ কবে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবেন, সকলে তাহাই জিজ্ঞাসা করিল। পাহাড়জী নিজ ভূমিয়া সৈন্যসহিত, ভীমচাঁদ আপন ভীলদিগের সহিত, গোকুলদাস বণীদিগের সহিত, তেজসিংহের সহায়তা করিবেন।

তেজসিংহ সকলকে ধন্যবাদ দিয়া ভীমচাঁদের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন,—লোকালয় ত্যাগ করিয়া দশম বৎসর অবধি তিলকসিংহের পুত্র পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেছে। সর্দ্দার ভীমচাঁদের অনুগ্রহে সে দুর্জ্জয়সিংহের বিজাতীয় ক্রোধ হইতে লুক্কাইত রহিয়াছে, সর্দ্দার ভীমচাঁদের অনুগ্রহে সে এই আট বৎসর নিরালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছে। ভীমচাঁদের পিত... আমাদের মহারাণার পিতা রাণা উদয়সিংহকে বিপদের সময় রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন; ভীমচাঁদ এক্ষণে আমাদিগের উপর সেই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভীলগণ শত যুদ্ধে, শত বিপদে, রাজপুতদিগের সহযোদ্ধা ও প্রকৃত বন্ধু।

ভীমচাঁদ কহিল—আমি তিলকসিংহকে জানিতাম; সেরূপ রাজপুত আর দেখিব না। তিলকসিংহের পুত্রের জন্য ভীমচাঁদের যাহা সাধ্য তাহা করিবে, ভীমচাঁদের ভীলগণ ধনুর্ব্বাণ-হস্তে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবে। রাজপুত ভীলদিগের প্রভু, রাজপুতদিগের সহায়তা করা ভীলদিগের প্রধান ধর্ম্ম। গৃহাগতদিগকে আশ্রয়দান করা ভীলদিগের জাতিধর্ম্ম।

পাহাড়জী কহিল—আমিও তিলকসিংহকে বিশেষ জানিতাম।

পরে বৃদ্ধ গোকুলদাস কহিল—দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচারে যখন পাহাড়জী ভূমিয়া ...ম হইয়াছেন, তখন ক্ষুদ্র বণীগণ

কতদূর উৎপীড়িত হইবে, আপনারা বিবেচনা করিতে পারেন। চন্দ্রপুরে এরূপ বৎসর নাই, এরূপ মাস নাই, এরূপ সপ্তাহ নাই যে, দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচারে প্রজাগণ উৎপীড়িত না হইতেছে। তাহারা বশী, তাহাদের স্বাধীনতা নাই, তাহারা কি করিবে? কেবল স্বর্গীয় তিলকসিংহের কথা স্মরণ করে, তাঁহার পুত্র জীবিত আছেন কি না জিজ্ঞাসা করে! পূর্ব্বে আপনার জীবিত থাকার কথা তাহারা জানিত না, সম্প্রতি না কি দুর্জ্জয়সিংহের সহিত আহেরীয়ার দিন আপনার দেখা হইয়াছিল, এইরূপ শুনিতে পায়। মনে মনে তাহারা দিন গণে, মাস গণে, কবে পিতার গদীতে আপনি বসিবেন সর্ব্বদা সেই প্রার্থনা করে। তিলকসিংহের পুত্র! আদেশ করুন, চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের আবালবৃদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিবে। বৃদ্ধ আর কি বলিবে? তাহারা নিজের উপর এ বৃদ্ধ বয়সে যে অত্যাচার হইয়াছে, জগদীশ্বর তাহার বিচার করুন; কেবল চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার আপনি নিবারণ করুন।

বৃদ্ধের পুত্রহত্যার কথা কলেই জানিতেন, সকলেই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তেজসিংহ কহিলেন—পিতার পুরাতন ভৃত্য। তোমার দুঃখ কেবল জগদীশ্বরই সান্ত্বনা করিতে পারেন; কিন্তু আমি অঙ্গীকার করিলাম, পুনরায় পিতার গদী পাইলে চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের বশীদিগকে আমি সুখী করিব।

এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর তেজসিংহ কহিলেন—আর একটী কথা আছে, আমি আহেরিয়ার দিন নাহারা মগ্‌রোতে গিয়াছিলাম।

সে ভয়ানক স্থলের নাম শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন, চারণীদেবীর নিকট হইতে তেজসিংহ কি জানিয়াছেন, জানিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তেজসিংহ কহিলেন—চারণীদেবীর আদেশ, বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে মেওয়ারের গৃহকলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চিরপ্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন।

অনেকক্ষণ পর বৃদ্ধ গোকুলদাস বলিল—ভগবান্ জানেন জিঘাংসায় এ বৃদ্ধের শরীর দগ্ধ হইতেছে, পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম শোক এ সংসারে নাই! তথাপি বৃদ্ধের মতে চারণী মাতা যথার্থ আদেশ করিয়াছেন, যতদিন দিল্লীশ্বরের সহিত মহারাণীর যুদ্ধ হয়, ততদিন গৃহকলহ ক্ষান্ত হউক।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—০::০::০—

রাঠোর দুর্গে।

নন্থ কম্ভেন যুথপতেরনুকৃতম্।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

রজনী এক প্রহর হইয়াছে; তেজসিংহ ভীলকুটীর ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে রাঠোর যোদ্ধা দেবীসিংহের ভীমগড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তিলকসিংহের যাবতীয় যোদ্ধার মধ্যে দেবীসিংহ অপেক্ষা বিশ্বাসী অনুচর বা সাহসী সহযোদ্ধা আর কেহ ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে যখন তিলকসিংহের পূর্ব্ব-

পুরুষ সূর্য্যমহল প্রথম হস্তগত করিয়াছিলেন, দেবীসিংহের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সকল বিপদে সহায়তা করিয়াছিলেন। সূর্য্যমহলের বিজেতা সন্তুষ্ট হইয়া নিকটস্থ একটী পর্ব্বতে ভীমগড় নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া অনুচরকে সেই দুর্গ প্রদান করিলেন।

সেই অবধি পুরুষানুক্রমে ভীমগড়ের যোদ্ধৃগণ সূর্য্যমহলের অধীশ্বরদিগের অধীনে যুদ্ধ করিত, শত আহবে আপনাদিগের শোণিত দান করিয়া "স্বামীধর্ম্ম" প্রদর্শন করিয়াছিল।

দুর্জ্জয়সিংহ কর্ত্তৃক সূর্য্যমহল অধিকার সময়ে সেই নৈশ যুদ্ধে তিলকসিংহের অধিকাংশ সৈন্য হত হইয়াছিল, কিন্তু সকলে হত হয় নাই। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সে দুর্গ ত্যাগ করিয়া বহুদিন অবধি জঙ্গল ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে লাগিল, অবশেষে ভীমগড়ে দেবীসিংহের অধীনে কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বালক তেজসিংহকে সেই রজনীতে সন্তরণ দ্বারা হ্রদ পার হইতে দেখিয়াছিল, সুতরাং বালক এখনও জীবিত আছে, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল। অনেক বৎসর বৃথা অনুসন্ধান করিয়া শেষে দুই একজন পুরাতন ভৃত্য ভীলবেশধারী তিলকসিংহের পুত্রকে চিনিল; সানন্দে সেই দরিদ্র ভীলভিক্ষাহারীকে প্রভু বলিয়া অভিবাদন করিল।

তখন পুরাতন সৈন্যগণ একে একে তেজসিংহের চতুর্দ্দিকে জড় হইতে লাগিল, ও বালককে পিতার ন্যায় বিক্রমশালী ও দীর্ঘাকার দেখিয়া আনন্দিত হইল। ক্রমে ক্রমে এ সংবাদ তিলকসিংহের সমস্ত অনুচরদিগের মধ্যে রাষ্ট হইল। তাহারা সকলে বালককে পুনরায় পাইয়া একবাক্যে কহিল—আমরা তিলকসিংহের লবণ আস্বাদন করিয়াছি, আমাদের খড়্গ, আমাদের জীবন তিলকসিংহের পুত্রের! আদেশ করুন, পুনরায় সূর্য্যমহল অধিকার করিয়া আপনাকে পিতার গদীতে উপবেশন করাই।

প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সানন্দে প্রভুপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া ভীমগড়ে আসিয়া বাস করিবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তেজসিংহ উত্তর করিলেন—দুর্দ্দিনে ভীলগণ আমাকে আশ্রয়দান করিয়াছেন, আমি, যতদিন সূর্য্যমহল জয় না করি, ততদিন ভীলকুটীরেই থাকিব।

অদ্য রজনীতে সেই রাঠোরগণ গিরির উপর একটী প্রশস্ত স্থলীতে উপবেশন করিয়াছিল। নিকটে বৃক্ষ বা ঘর নাই, পরিষ্কার অন্ধকার নীল আকাশ চন্দ্রাতপের ন্যায় সেই বীরমণ্ডলীর উপর লম্বিত রহিয়াছিল। পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাইতেছে, নীচে স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে, এক এক অগ্নির চতুর্দ্দিকে দুই চারি জন রাঠোর উপবেশন করিয়া অগ্নিসেবন করিতেছে। যোদ্ধাদিগের কথাবার্ত্তা বা হাস্যধ্বনি বা গীতরব সেই নিশার নিস্তব্ধতায় বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে। স্থানে স্থানে দুই এক জন যোদ্ধা অগ্নিপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে কোন চারণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া চারিদিকে রাঠোরগণ চারণের গীত, রাঠোরের পূর্ব্বগৌরব গীত, শুনিতেছে। তিলকসিংহের পুত্রকে সহসা দূর হইতে দেখিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিল, ও একে

বারে পঞ্চশতরাঠোর উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে উৎসাহ দেখিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন।

অগ্নির আলোক সেই প্রাচীন যোদ্ধাদিগের ললাট ও মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইয়াছে। বাল্যাবস্থা হইতে যুদ্ধব্যবসায়ে তাহাদিগের শরীর দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, কাহারও ললাটে, কাহারও বদনমণ্ডলে, কাহারও বক্ষঃস্থলে বা বাহুতে, খড়্গাচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। কেশপাশ কাহারও শুক্ল, কাহারও ঈষৎ শুক্ল, নয়ন সকলেরই উজ্জ্বল। সকলেই রাঠোরশ্রেষ্ঠ তিলকসিংহের অধীনে শতবার যুদ্ধ করিয়াছে, আক্‌বর কর্তৃক চিতোর ধ্বংস স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে তেজসিংহকে সেনাপতি করিয়া প্রথমে সূর্য্যমহল, তৎপরে চিতোর উদ্ধার করিবার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত! তেজসিংহ যখন পিতার প্রাচীন সেনাপতিকে আপনার চতুর্দ্দিকে দেখিলেন, তাহাদিগের উল্লাসরব ও আনন্দধ্বনি শুনিলেন, যখন সেই প্রাচীন রাঠোরদিগের যুদ্ধাঙ্কিত বদনে ও উজ্জ্বল নয়নে কেবল স্বামীধর্ম্ম ও উৎসাহের লক্ষণ পাঠ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় উৎসাহে প্লাবিত হইল, তিনি সজলনয়নে পিতার যোদ্ধাদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিলেন। তিলকসিংহের পুত্রের এই সৌজন্য দেখিয়া পুরাতন রাঠোরগণ পুনরায় উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

তেজসিংহ বলিলেন—বীরগণ! তোমরাই যথার্থ স্বামীধর্ম্ম প্রদর্শন করিলে, রাঠোরকুল তোমাদের স্বামীধর্ম্মে গৌরবান্বিত হইবে, তেজসিংহ তোমাদের স্বামীধর্ম্ম বিস্মৃত হইবে না।

রাঠোরগণ উত্তর করিল—আমরা স্বর্গীয় তিলকসিংহের প্রতিপালিত, আমাদিগের জীবন, আমাদিগের খড়্গ তেজসিংহের!

প্রাচীন দেবীসিংহ বলিলেন, (শুক্ল কেশে তাঁহার প্রশস্ত ললাট আবরণ করিয়াছে, কিন্তু নয়নের দীপ্তি আবৃত করিতে পারে নাই)—এ দাস তিলকসিংহকে সূর্য্যমহলের গদীতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তেজসিংহকে সেই গদীতে বসাইবার বাসনা করে। বৃদ্ধের জীবনে অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই।

তেজসিংহ। দেবীসিংহ! পিতার রাঠোরদিগের মধ্যে তোমার ন্যায় প্রাচীন কেহই নাই; অথচ হলদীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরদিগের মধ্যে তোমা অপেক্ষা বীর কেহ ছিল না। তথাপি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব আছে।

দেবীসিংহ। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য কিন্তু প্রভু কি বিজয়ে সন্দেহ করেন? শুনিয়াছি চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের এক সহস্র সেনা আছে; পঞ্চশত রাঠোর কি এক সহস্র চন্দাওয়ৎদিগের সহিত যুদ্ধদানে অসমর্থ।

তেজসিংহ। রাঠোরের বীরত্বে আমি সন্দেহ করি না, বিশেষ পিতার অন্যান্য বন্ধুও আমার সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। পাহাড়জী ভূমিয়ার প্রায় এক সহস্র ভূমিয়া আছে, ভীমচাঁদের প্রায় দ্বিশত ধনুর্দ্ধর ভীল যোদ্ধা আছে, চন্দ্রপুরে প্রায় দ্বিশত বশী প্রজা আছে, তাঁহারা সকলেই তিলকসিংহের পুত্রের জন্য জীবন দানে প্রস্তুত।

দেবীসিংহ। তবে যুদ্ধের বিলম্ব কি?

তেজসিংহ। সূর্য্যমহল আক্রমণ

করিলে বিজয় লাভ করিতে পারি, কিন্তু পিতার যোদ্ধৃগণ! তোমাদিগের অধিকাংশকে হারাইব।

দেবীসিংহ। প্রভুর জন্য জীবনদান ভিন্ন রাঠোরের আর কি গৌরব আছে? রাঠোর কি মৃত্যু ডরে?

তেজসিংহ। রাঠোর মৃত্যু ডরে না—পিতা চিতোর রক্ষার্থে প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য্যমহলে তোমরা প্রাণদান করিলে পুনরায় হল্‌দীঘাটায় কে যুঝিবে? বীরগণ! মাতার হত্যা ও কুলের অবমাননার কথা তেজসিংহ বিস্মৃত হয় নাই, ধমনীতে যতদিন শোণিত, থাকিবে ততদিন বিস্মৃত হইবে না। কিন্তু বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে "বৈরি" নিষিদ্ধ! রাজপুতগণ! রাজপুতধর্ম্ম পালন কর।

প্রাচীন রাঠোর-যোদ্ধৃগণ সকলে নতশির হইল। অনেকক্ষণ পর দেবীসিংহ গম্ভীরস্বরে কহিলেন—তিলকসিংহের পুত্র যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই রাঠোরমাত্রের শিরোধার্য্য, বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমানে রাঠোর চন্দাওয়তের ভ্রাতা, চন্দাওয়ৎ রাঠোরের ভ্রাতা, ম্লেচ্ছ ভিন্ন রাজপুতের আর শত্রু নাই! কিন্তু এ যুদ্ধের পরিণাম পর্য্যন্ত যদি দেবীসিংহ জীবিত থাকে, চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ, সাবধান!

সকল রাঠোর গর্জ্জিয়া উঠিল—চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ, সাবধান!

এইরূপ উৎসাহবাক্য চারিদিকে [illegible] হইতেছে, ইহার মধ্যে দেবীসিংহের চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র চন্দনসিংহ ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে অগ্রসর হইল। বালকের সুন্দর ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ নৃত্য করিতেছে, কৃষ্ণনয়নে বাল্যের চপ[illegible] বিরাজ করিতেছে। বালকের মুখমণ্ডল কোমল, ওষ্ঠ দুটী রক্তবর্ণ, কিন্তু অবয়ব দীর্ঘ, শরির এই বয়সেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়বদ্ধ। বালক ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে আসিয়া নত শির হইল।

বালককে দেখিয়া তেজসিংহের পূর্ব্বকথা একবার স্মরণ হইল। একবিন্দু অশ্রুমোচন করিয়া কহিলেন—চন্দন! বাল্যকালে সূর্য্যমহলে তুমি আমার ক্রীড়ার সঙ্গী ছিলে, তোমার কি মনে পড়ে? আমার দেখাদেখি ছয় বৎসর কালের সময় তুমি তীর ও বর্ষা নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে, তাহা কি মনে পড়ে? পিতা একদিন তোমার ললাট দেখিয়া কহিয়াছিলেন—চন্দন দেবীসিংহের ন্যায় বীর হইবে, তাহা কি মনে পড়ে?

সকৃতজ্ঞস্বরে চন্দন কহিলেন—প্রভুই আমার বাল্যগুরু ছিলেন, প্রভুই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি? প্রভুই আমাকে প্রথম রণশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে এই তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধকালে যদি প্রভু আমাকে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দান করেন, তবেই কৃতার্থই হই।

তেজসিংহ। চন্দন! তোমার বয়স অল্প, এক্ষণে দুর্গে রণশিক্ষা কর, যথা সময়ে তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধে লইয়া যাইবেন।

চন্দনসিংহ। চতুর্দ্দশবর্ষীয় রাঠোর কি তুর্কীদিগের সহিত যুঝিতে সক্ষম নহে?

হাস্য করিয়া তেজসিংহ কহিলেন—সিংহের ঔরসে সিংহশাবকই জন্মগ্রহণ করে; দেবীসিংহের পুত্র কেন না যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইবে? চন্দনসিংহ! অচিরেই ভীষণ যুদ্ধ

হইবে, সম্ভবতঃ আমাদিগের সকলেরই যুদ্ধের সাধ মিটিবে। তোমার পিতা সর্ব্বদা মহারাণার সহিত থাকিবেন, তুমি এস্থানে না থাকিলে ভীমগড় কে রক্ষা করিবে? বালক! এই অল্প বয়সেই তুমি বীর; এই অল্প বয়সেই তোমাকে আমি ভীমগড় দুর্গ-রক্ষায় নিযুক্ত করিলাম; তোমার হস্তে রাঠোর-অসির অবমাননা হইবে না।

ধীরে ধীরে চন্দনসিংহ কোষ হইতে অসি বাহির করিল, সেই অসি স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে আকাশের দিকে চাহিয়া অল্প-বয়স্ক বীর কহিল।—তাহাই হউক! চন্দন-সিংহ প্রভু-আদেশে ভীমগড় অদ্য হইতে রক্ষা করিবে। ভগবান্ সহায় হউন, যতক্ষণ চন্দনসিংহ জীবিত থাকিবে, যতক্ষণ দুর্গে একজন রাঠোর জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ এ দুর্গে তুর্কীর প্রবেশ নাই।

বালকের এই পণ শুনিয়া রাঠোরমণ্ডলী সাধুবাদ করিতে লাগিল, প্রাচীন দেবী-সিংহের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। কিন্তু রাঠোরগণ জানে না, প্রাচীন দেবীসিংহ জানে না, কিরূপ ভয়ানক শোণিতস্রোত ও অগ্নিরাশির মধ্যে এই বিষম পণ রক্ষা হইবে!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দাওয়ৎ দুর্গে।

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্ জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা।

কুমারসম্ভবম্।

পাঠক! চল আমরা ভীমগড় ত্যাগ করিয়া একবার সূর্য্যমহলে গমন করি, তথায় সূর্য্যমহলেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি।

হল্‌দীঘাটার যুদ্ধান্তে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্য-মহলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রাতঃ-কালে সূর্য্যমহল-পর্ব্বতচূড়া হইতে চন্দা-ওয়ৎপতাকা উড্ডীন হইতেছে ও চন্দাওয়ৎ-রণবাদ্য চারিদিকে শব্দিত হইতেছে। "দরীশালায়" অর্থাৎ সভাগৃহে দুর্জ্জয়সিংহ উপবেশন করিয়াছেন, উভয় পার্শ্বে তাঁহার সহযোদ্ধৃগণ ঢাল ও খড়্গহস্তে উপবেশন করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে দুর্গবাসিগণ দুর্গে-শ্বরকে দেখিতে আসিয়াছে; নাগরিকগণ পরস্পরে হল্‌দীঘাটার ও তুর্কীদিগের বিষয় কথোপকথন করিতেছে; পুরনারী-গণ "সুহেলায়া" অর্থাৎ মঙ্গলগীত গাইয়া যুদ্ধপ্রত্যাবৃত্ত চন্দাওয়ৎ বীরদিগকে আহ্বান করিতেছে।

সভাগৃহের ভিতর দুর্জ্জয়সিংহের উভয় পার্শ্বে তাঁহার যোদ্ধৃগণ বসিয়াছিলেন; কয়েকমাস পূর্ব্বে এই সভাস্থলে যে সমস্ত বীর উপবেশন করিয়াছেন, হায়! তাঁহা-দিগের মধ্যে অনেকে অদ্য আর এজগতে নাই। তাঁহাদিগের বীরত্ব ও অকালমৃত্যু

স্মরণ করিয়া সকলেই শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন; বীরগণ সেইরূপ সম্মুখযুদ্ধে স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন এই আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্য যাঁহারা সভায় বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে শরীরে যুদ্ধাঙ্ক বহন করিতে-ছিলেন; কাহারও ললাট, কাহারও দীর্ঘ বাহু, কাহারও বিশাল বক্ষঃস্থল, খড়্গ বা বর্শা বা গুলির অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছে।

সভাগৃহের একপ্রান্তে দুর্জ্জয়সিংহের "গোলা" অর্থাৎ দাসগণ দণ্ডায়মান হইয়া-ছিল। ইহারা যুদ্ধকালে প্রভুর পার্শ্ব কখনও পরিত্যাগ করে না। হলদীঘাটার যুদ্ধে দুর্জয়ের সহিত প্রায় এক শত "গোলা" গমন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে পঞ্চাশৎ জনও ফিরিয়া আইসে নাই! গোলাগণ চিরদাস, তাহাদিগের "গোলী" ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহাদিগের পুত্র কন্যাও দাস দাসী। গোলীদিগের জীবন মরণ প্রভুর হস্তে, তাহারাও প্রভুভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম জানিত না। গৃহপ্রান্তে দুর্জ্জয়ের ত্রিংশৎ কি চত্বারিংশৎ "গোলা" বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদিগের দক্ষিণ পদে রৌপ্যনির্ম্মিত বলয় শোভা পাইতেছে।

দুর্জ্জয়সিংহ যুদ্ধের কথা কহিতেছিলেন। বর্ষার শেষে যুবরাজ সলীম ও তুর্কীগণ কি পুনরায় আসিবেন। রাজা মানসিংহ কি স্বদেশবাসীদিগের শোণিতপাতে এখনও তুষ্ট হয়েন নাই? যদি না হইয়া থাকেন, মেওয়ারের শিশোদীয়গণ আরও শোণিত-দানে সম্মত আছেন, তুর্কীগণ পুনরায় আসিলে শিশোদীয়গণও পুনরায় রণরঙ্গে তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন! যতদিন শিশোদীয়ের একজন বীর জীবিত থাকিবে, যতদিন চন্দাওয়ৎ-ধমনীতে শোণিত প্রবা-হিত হইবে, ততদিন মেওয়ারভূমি পরা-ধীনতার কলঙ্করেখা ললাটে ধারণ করি-বেন না!

এইরূপ কথা হইতে হইতে চারণদেব তথায় উপস্থিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহের অনুমতিক্রমে চারণদেব হলদীঘাটার একটী গীত আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ চারণ স্বয়ং সেই যুদ্ধ অবলোকন করিয়াছিলেন, প্রতাপ-সিংহের দুর্দ্দমনীয় সাহস অবলোকন করিয়া-ছিলেন, চন্দাওয়ৎকুলের অপ্রতিহত বীর্য্য অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহাই গাই-লেন। বাক্যসাগর মন্থন করিয়া গর্ব্বিত ভাষায়, গর্ব্বিতস্বরে হলদীঘাটার গর্ব্বিত গীত গাইলেন। সভা নিস্তব্ধ ও শব্দশূন্য, চারণের উচ্চ গীত সভাগৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শেষে যখন চারণদেব চন্দাওয়ৎদিগের বীরত্ব কথা বলিতে লাগি-লেন, যখন বর্ষাধারী রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়-সিংহের ভীম মূর্ত্তি ও দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব বর্ণনা করিয়া গীত সমাপ্ত করিলেন, তখন একেবারে সভাগৃহ যোদ্ধাদিগের উল্লাসরবে পরিপূরিত হইল।

বৃদ্ধ চারণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী যুবা চারণ সভাগৃহে আসিয়াছিল, সেও একটী গীত গাইবার অনুমতি চাহিল।

দুর্জ্জয়সিংহের দিকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল—চন্দাওয়ৎবীর! রাজচারণ যে গীত গাইলেন, আমি সেরূপ গাইব এরূপ সাধ্য নাই। তথাপি সভাস্থ সকলে যদি প্রসন্ন হয়েন, তবে আকবর কর্তৃক চিতোরদুর্গ

অপহরণের একটী গীত গাইব। আকাশের যে বৃষ্টিতে শাল, তমাল, অশ্বত্থ, প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষ পুষ্ট হয়, তৃণ দূর্ব্বাও কি তাহাতে পুষ্ট হয় না? সাধুদিগের অনুমতি হইলে এ ক্ষুদ্র কবিও একটী কবিতা রচনা করিতে সক্ষম, সাধুগণ কি সে অনুমতি দান করিবেন?

দুর্জ্জয়সিংহ। চারণদেব! তোমার বিনীতভাব দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। তুমি আমাদিগের অপরিচিত, কিন্তু বীর ও কবিদিগের গুণই পরিচয়। গীত আরম্ভ কর।

তীব্রস্বরে কবি গীত আরম্ভ করিলেন, সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে শুনিতে লাগিলেন।

গীত।

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?
যাহারা বংশানুক্রমে রক্ষা করিয়াছে, তাহাদিগের
অথবা যাহারা তস্করের ন্যায় অপহরণ করিয়াছে, তাহাদিগের?
তস্করের অবমাননা হইবে! তস্করের হৃদয়শোণিতে রাজপুত-খড়্গ রঞ্জিত হইবে।

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?
যে নারী দুর্গরক্ষার্থ যুদ্ধ দান করে, তাহার? অথবা যে নারী-হত্যা করিয়া * দুর্গ অধিকার করে, তাহার?
নারী-হত্যাকারী অবমানিত হইবে! নারীহত্যাকারীর হৃদয়-শোণিতে রাজপুত খড়্গ রঞ্জিত হইবে!

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?
যে বালকের সম্পত্তি অপহরণ করে, তাহার? অথবা যে বীরবালক * অদ্য পর্ব্বতকন্দরে বাস করিতেছে তাহার?
বালক এখন খড়্গধারণ করিয়াছে, হলদীঘাটার যুদ্ধে যুদ্ধস্নাত হইয়াছে! তস্করের হৃদয়-শোণিতে তাহার খড়্গ রঞ্জিত হইবে।

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?
দুর্গরক্ষার্থ যে বীরগণ হত হইয়াছে, দুর্গচ্যুত হইয়া যাহারা পর্ব্বতে বাস করিতেছে, দুর্গ তাহাদিগের।
পুনরায় রাজপুতগণ দুর্গ আক্রমণ করিবে, শত্রুরক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া দুর্গ অধিকার করিবে।"

গীত ক্ষান্ত হইল; যুবকের জ্বলন্ত নয়ন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল! সকলে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল—"তুর্কীরক্তে অসিরঞ্জিত করিয়া রাজপুতগণ চিতোর দুর্গ অধিকার করিবে!"

দুর্জ্জয়সিংহ উৎসাহবাক্য দিলেন না, দুর্জ্জয়সিংহ সাধুবাদ করিলেন না, ভ্রুকুটী-পূর্ব্বক ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন ক্ষণেক পর পুনরায় চারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, চারণ সভাস্থলে নাই!

চিতোর দুর্গ বিজয়ের সময় পত্তের মাতা ও বনিতা স্বহস্তে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধদান করিয়া হত হয়েন

* চিতোর বিজয়ের সময় প্রতাপসিংহের পিতা জীবিত ছিলেন, সুতরাং প্রতাপ যুবরাজ মাত্র। হলদীঘাটার যুদ্ধের সময় প্রতাপ পর্ব্বতে ও কন্দরে সপরিবারে বাস করিতেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গায়ক কে?

স্খলজ্জটাকলাপস্য ভ্রূকুটীকুটিলং মুখম্।
নিরীক্ষ্য কস্ত্রিভুবনে মম যো ন গতো ভয়ম্॥

বিষ্ণুপুরাণম্॥

রজনী একপ্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ ছাদে শয়ন করিয়া রহিলেন, তাঁহার মস্তক একজন গোলীর অঙ্কে স্থাপিত, অন্য একজন গোলী তাঁহার পদসেবা করিতেছে। উভয়ে প্রৌঢ়যৌবনসম্পন্না ও রূপবতী, কিন্তু তাহাদের সেবায় অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের চিন্তা দূর হইতেছে না!

দুর্জ্জয়সিংহ অনেকক্ষণ চিন্তাকুল হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন, অবশেষে প্রধানকে ডাকাইবার আদেশ দিলেন। উঠিয়া ধীরে ধীরে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন, গোলীগণ গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পর প্রধান, অর্থাৎ মন্ত্রী, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন—আমি যুদ্ধযাত্রাকালে যে আদেশ দিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন হইয়াছে?

প্রধান। সেইক্ষণেই আমি নানা-দিকে চর পাঠাইয়াছি। কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের পুনরায় পাঠাইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তিলকসিংহের পুত্রের কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই।

দুর্জ্জয়সিংহ। বন্য ভীলদিগের মধ্যে, পর্ব্বত ও জঙ্গলের মধ্যে, বিশেষ অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন?

প্রধান। তাহাদিগের মধ্যেই বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছে। দুর্জ্জয়সিংহ অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রধান। প্রভু, এরূপ চিন্তিত হইবেন না। যদি সেই তেজসিংহ এখন জীবিত থাকে তাহা হইলে সে প্রভুর কি করিতে পারে?

দুর্জ্জয়সিংহ। যদি? তেজসিংহের জীবিত থাকার বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে।

প্রধান। প্রভু বলিয়াছিলেন, রজনীতে কেবল একদিনমাত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতে ভ্রম কি সম্ভব নহে? সে জীবিত থাকিলে আমাদের চর তাহাকে পায় না কি জন্য? সেই বা এতদিন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে কি জন্য? প্রভু, মিথ্যা চিন্তা করিবেন না, ঐ হ্রদগর্ভে তেজসিংহ বহুদিন প্রাণত্যাগ করিয়াছে!

দুর্জ্জয়সিংহ। প্রধান! সেই একদিন নিশীথে দেখিলে সন্দেহ করিবার স্থল ছিল বটে, কিন্তু সেই বালককে দুইবার, বোধ করি, তিনবার দেখিয়াছি।

প্রধান। কবে?

দুর্জ্জয়সিংহ। ভীলগণ বা ভূমিয়াগণ কবে বর্ষা নিক্ষেপ করিতে জানে? হলদীঘাটার যুদ্ধের দিন এক দল ভীল ও ভূমিয়াবেশী বর্ষা ও অসি হস্তে মানসিংহের সেনাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

---

* পাঠক জানেন, রাজস্থানের রাজ্যতন্ত্র অনেক অংশে ইউরোপের ফিউডল রাজতন্ত্রের সদৃশ। মহারাণার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন কুলাধিপতি যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদের অধীনে নিম্নশ্রেণীর যোদ্ধা ছিলেন. প্রত্যেকের স্ব স্ব দুর্গ ও ভূমি-সম্পত্তি ও প্রজা ছিল আবার সকলেই শ্রেণীক্রমে মহারাণার অধীন। রাজস্থানের দুই প্রকার দাস—"বনা" ও "গোলা"; ফিউডল সময়ের "Colonii" এবং "Slaves" দিগের সদৃশ। "ভূমিয়াগণ" এক কৃষিজীবী "Militia" সম্প্রদায়।

প্রধান। এ যথার্থই বিস্ময়ের কথা।

দুর্জ্জয়সিংহ। বিস্ময় কিছুমাত্র নাই, তাহারা ভীল নহে। কয়েকজন রাঠোর-যোদ্ধা ভীলবেশে আসিয়াছিল, তাহাদিগের সর্দ্দারকে আমি চিনিয়াছিলাম, সে সেই যুবক! চিতোরধ্বংসের সময় জয়মল্লের পার্শ্বে তিলকসিংহকে আমি যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, অসুরবলে চিতোরের দ্বার রক্ষা করিতে দেখিয়াছি, তিলকসিংহের বালক পিতা অপেক্ষা যুদ্ধে ন্যূন নহে!

মন্ত্রীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। দুর্জ্জয়সিংহ আরও বলিতে লাগিলেন—সেই হলদীঘাটার যুদ্ধের দিন বালককে দেখিয়া আমার হস্তের বর্শা কম্পিত হইয়াছিল! দুর্জ্জয়সিংহের বর্শা মিথ্যা হয় না এক আঘাতে জগৎ হইতে দুর্জ্জয়সিংহের চির-শত্রুকে দূর করিবার অভিলাষ হইয়াছিল? কিন্তু আহেরীয়ার দিন স্মরণ হইল, বর্শা আমার হস্তেই রহিল।

প্রধান। আহেরীয়ার দিন বালক আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া কি সে অবধ্য?

দুর্জ্জয়সিংহ। তাহা নহে। কিন্তু বিদেশীয় শত্রু উপস্থিত আছে বলিয়া তেজসিংহ আহেরীয়ার দিন আমার সহায়তা করিয়াছিল, বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমান থাকিতে দুর্জ্জয়সিংহ গৃহকলহে হস্ত কলুষিত করিবে না।

প্রধান। তবে অন্বেষণ কিজন্য?

দুর্জ্জয়সিংহ। যে দিন দিল্লীর সহিত যুদ্ধ শেষ হইবে, সেইদিন দুর্জ্জয়সিংহ হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে! সেই জন্য পূর্ব্ব হইতে তাহার আবাস জানা আবশ্যক।

প্রধান। অন্বেষণে আমার ত্রুটী নাই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উদ্দেশ পাই নাই। প্রভু তৃতীয়বার তাহাকে কোথায় দেখিয়াছিলেন?

দুর্জ্জয়সিংহ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, তাঁহার মুখ ক্রমে ভ্রূকুটী ধারণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর দুর্জ্জয়সিংহ ক্রোধকম্পিতস্বরে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—অদ্য যে চারণের গীত শুনিলেন, তাহার অর্থ কি?

মন্ত্রী। চারণ চিতোর পুনরুদ্ধারের গীত গাইয়াছিল।

সরোষে দুর্জ্জয়সিংহ উত্তর করিলেন—বৃথা মন্ত্রীত্ব কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন! উঃ, সেই অবধি আমার মন সন্দেহপূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু সন্দেহের আর কারণ নাই। নয়নের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু জিঘাংসাপূর্ণ-হৃদয় ভ্রান্ত হয় না! সেই চারণকে দেখিয়া অবধি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় আমার জিঘাংসা উদ্দীপ্ত হইয়াছে! মন্ত্রিবর! সেই তীব্র গীত চিতোর-ধ্বংসবিষয়ক নহে, সে দুর্জ্জয়সিংহকর্ত্তৃক সূর্য্যমহলধ্বংসবিষয়ক! জটাচ্ছাদিত সেই জ্বলন্ত নয়নধারী চারণ নহে, সেই তিলকসিংহের পুত্র তেজসিংহ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যানের পুষ্প।

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধুনবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘম্।
নজানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

পাঠক! চল, দুর্জ্জয়সিংহের প্রাসাদ হইতে অনতিদূরে সেই পর্ব্বতের উপর অন্য একটী স্থানে আমরা গমন করি। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, যাইতে কষ্ট হইবে না। যদি পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, সুন্দর পুষ্পোদ্যানে ক্ষণেক বিশ্রাম করিব।

রজনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু এই নিঃশব্দ রজনীতে এখনও সূর্য্যমহল পর্ব্বতের উপর একটী পুষ্পোদ্যানে একজন রাজপুত বালিকা একাকী পদচারণ করিতেছেন। উদ্যানে জীবমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, বালিকা একাকী সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে পদচারণ করিতেছেন। কখন স্থির উজ্জ্বল নয়নে সেই নীলনভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কখন দুই একটী শিশিরসিক্ত পুষ্প তুলিতেছেন, কখন বা চিন্তাকুল হইয়া দুই একটী গীতের অংশমাত্র মৃদুস্বরে গাইতেছেন।

সেই দীর্ঘাকৃতি তন্বঙ্গীকে চন্দ্রকরে একাকিনী দেখিলে মানবী বলিয়া বোধ হয় না, চন্দ্রলোকবাসিনী উদ্যানবিচারিণী অপ্সরা বলিয়া ভ্রম হয়! বালিকার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ হইবে। মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর, ললাট পরিষ্কার, নয়ন দুইটী উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ মুখমণ্ডল ও শরীর লাবণ্যময় ও পুষ্প অপেক্ষা কোমল, বালিকার ... পুষ্পকুমারী। মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয়, অল্প বয়সেই কোন চিন্তা সেই সুন্দর ললাটে আপন আবাসস্থল করিয়াছে। নয়ন দুটী ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন কোন অচিন্তনীয় শোক সেই সুন্দর নয়নে আশ্রয় লইয়াছে।

চন্দ্রালোক বৃক্ষপত্র ও পুষ্পের উপর রৌপ্যের ন্যায় পতিত হইয়াছে। নিশীথে পুষ্পগণ যেন নিজ নিজ বক্ষের আবরণ ত্যাগ করিয়া শীতল বায়ুতে শরীর জুড়াইতেছে। পুষ্প রজনীতে শিশিরাক্ত পুষ্প-চয়ন করিতে বড় ভালবাসিতেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল উদ্যানে নীরবে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছিলেন।

সেই ললিত বাহুর উপর, সেই অনাবৃত স্কন্ধের উপর, সেই পরিষ্কার ললাটের উপর, শীতল চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে। গুচ্ছ গুচ্ছ কেশের মধ্যে চন্দ্রকর যেন নীরবে প্রবেশ করিতেছে, যেন নীরবে সেই প্রশস্ত উজ্জ্বল নয়নদ্বয় চুম্বন করিতেছে!

এ কি প্রকৃত না স্বপ্ন? ঐ চন্দ্রদেশ হইতে কি চন্দ্রসম্ভবা কোন অপ্সরা জগতের পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছেন? কল্পনাশক্তি কি এই অপূর্ব্ব সুন্দর নিশীথে একটী অপরূপ মায়ামূর্ত্তি গঠন করিয়াছে? না জগতের কোন মানবীর ঐ ললিত বাহুযুগল, ঐ সুগোল ললাট ও গণ্ডস্থল, ঐ সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, ঐ চন্দ্রকরোজ্জ্বল প্রশান্ত স্নেহগর্ভ নয়নদ্বয়! নিশীথের শীতল বায়ু ধীরে ধীরে গণ্ডস্থলের উপর দুই একটী কেশ লইয়া ক্রী করিতেছে, নিশীথের চন্দ্রকর নীরবে সেই বিম্বোষ্ঠের পরিমল পান করিতেছে।

সহসা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে দূর হইতে একটী বীণাধ্বনি শ্রুত হইল, যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুহূর্ত্তের জন্য জগৎ মোহিত করিল, আবার ধীরে ধীরে লয় প্রাপ্ত হইল! সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-বিনিন্দিতস্বরে যেন একটী নাম উচ্চারিত হইল—"পুষ্প"!

নিস্তব্ধ রজনীতে এই মধুর শব্দ পুষ্পের কর্ণে আঘাত করিল, চকিতের ন্যায় পুষ্প ফিরিয়া দেখিলেন। সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত নয়ন ফিরাইয়া পুষ্প চাহিয়া দেখিলেন, গ্রীবা ঈষৎ বক্র, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ ভিন্ন, যেন সেই শব্দটী পুনরায় প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন।

পুনরায় সঙ্গীতশব্দ হইল, পুনরায় নাম উচ্চারিত হইল—"পুষ্প"!

যেদিক্ হইতে সঙ্গীত আসিতেছিল, পুষ্প সেদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রাচীরের বাহিরে একটী নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া একজন চারণ বীণা বাজাইয়া গীত আরম্ভ করিতেছে। পুষ্প চারণদিগের গীত বড় ভাল বাসিতেন, ধীরে ধীরে চারণের নিকটে আসিয়া একটী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গীত শুনিতে লাগিলেন।

গীত।

"রাজপুত কামিনীগণ" পুরাকালের একটী গীত শুন, সত্যপালনের একটী গীত শুন! সপ্তমবর্ষীয়া একটী বালিকা ও দশম বর্ষের একটী বালকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বালকবালিকা পরস্পরকে বরণ করিল বালিকা সত্য করিলেন, সেই বালক ভিন্ন আর কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না। রাজপুত বালিকা সত্য ভঙ্গ করে না।

"বিপদ্ মেঘরাশির ন্যায় গগন আচ্ছন্ন করিল। সে বালক কোথায় গেল? যুদ্ধে হত হইল বা জলে মগ্ন হইল, কে বলিবে বালক কোথায় যাইল? জগৎ সে বালককে বিস্মৃত হইল, বালিকাও কি তাহাকে বিস্মৃত হইলেন? রাজপুতবালিকা সত্য ভঙ্গ করে না।

"চন্দাওয়ৎকুলের পরাক্রান্ত বীর সেই বালিকার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন; সে বীরের ঐশ্বর্য্য অতুল, পরাক্রম অসীম, যশে দেশ পরিপূরিত হইয়াছে! বালিকা কি সে ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সত্যকথা ভুলিলেন? রাজপুতবালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

"চন্দাওয়ৎ লোভ প্রদর্শন করিলেন, বালিকা কহিলেন, "আমি রাঁঠোরকে সত্যদান করিয়াছি।" চন্দাওয়ৎ ভয়-প্রদর্শন করিলেন, বালিকা কহিলেন, 'আমি রাঠোরকে সত্যদান করিয়াছি'। চন্দাওয়ৎ বলপূর্ব্বক বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন, বালিকা বলিলেন, 'চন্দাওয়ৎবীর অপেক্ষা মৃত্যু বলবান'। রাজপুতবালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

"রাঠোর কোথায়? পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেছে, ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতেছে, মহারাণার যুদ্ধ যুঝিতেছে। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হয়েন, রাজপুতবীর অবশ্য জয়ী হইবেন। 'রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হয়েন, রাঠোর সত্যভঙ্গ করিবেন না। রাজপুতবালিকা কখনও সত্যভঙ্গ করে না।"

পুষ্প এই গীত শ্রবণ করিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, যতক্ষণ বায়ুতে সেই সঙ্গীতের মিষ্টত্ব লীন না হইল, ততক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সে গীতে যেন বালিকার হৃদয়তন্ত্র বাজিয়া উঠিল, হৃদয়ের গূঢ় ভাব-

সমূহের উদ্রেক হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন।

চারণদেব সেই লাবণ্যময়ীর দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন, পুনরায় ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন—এ নিস্তব্ধ রজনীতে কি আমার অকিঞ্চিৎকর গীতে কুমারী পুষ্পকে বিরক্ত করিলাম? কাননবাসী চারণের শ্রোতা কেহ নাই, কুমারীও যদি বিরক্ত হইয়া থাকেন, আদেশ করিলে চারণ পুনরায় কাননে ফিরিয়া যাইয়া নির্জ্জনে বসিয়া আপন গীত গাইবে।

আহা! সঙ্গীত হইতেও চারণের এই নম্র কথাগুলি মিষ্ট! বলিতে বলিতে চারণ ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, চন্দ্রালোকে তাঁহার অবয়ব দেখিয়া পুষ্প আরও বিস্মিত হইলেন। যৌবনের তেজঃপূর্ণ কান্তিতে সে উন্নত বপুঃ পূর্ণ রহিয়াছে, দীর্ঘ বাহুতে বীণা লম্বিত রহিয়াছে, উন্নত ললাটে ও উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে! তথাপি সেই ললাট ও সেই নয়ন যেন পরিশ্রমে বা শোকে ঈষৎ ম্লান, ঈষৎ চিন্তাশীল! চারণ পুনরায় সেইরূপ ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন—কুমারী আদেশ করিলে চারণ আপন নির্জ্জন কাননে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কুমারীর শ্রবণের উপযুক্ত গীত সে কোথায় পাইবে?

পুষ্প আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে কহিলেন—চারণদেব এ গীত কোথায় শিখিলেন? পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে চারণদেব কহিলেন—গহ্বরে ও কাননে যাহার বাস, গহ্বরে ও কাননে তাঁহার নিকট শিখিয়াছি!

পুষ্প। গহ্বরে ও কাননে কাহার নিবাস?

চারণ। যিনি পৈত্রিক দুর্গ হারাইয়াছেন, শিশুকাল অবধি বনে বনে বিচরণ করিতেছেন।

পুষ্প আর উদ্বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, এবার উচ্চতরস্বরে কহিলেন—চারণদেব! একজন অভাগিনী রাজপুতবালার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন, সে রাঠোরবীর কি জীবিত আছেন?

চারণ। হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরের খড়্গ দৃষ্ট হইয়াছিল; পুনরায় ম্লেচ্ছগণ আসিলে পুনরায় রাঠোরখড়্গ দৃষ্ট হইবে?

সাশ্রুনয়নে পুষ্পকুমারী কহিলেন—জগদীশ্বর তাঁহাকে কুশলে রাখুন!

চারণদেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবি! যদি চারণের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, সে রাঠোরকে কি কখনও আপনি দেখিয়াছিলেন? যাহাকে জগৎ বিস্মৃত হইয়াছে, যাহাকে বন্ধুবান্ধব বিস্মৃত হইয়াছে, যে ভীল বা ভূমিয়াদিগের ভিক্ষাহারী নিবিড় কানন বা পর্ব্বতকন্দরবাসী, এ জগতে কি একজনও তাহার চিন্তা করে?

চারণের স্বর কম্পিত হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি কষ্টে শেষে কহিলেন—আমিও গহ্বরবাসী, সেই রাঠোরের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে, কেবল এইজন্য জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার নিকট কি কিছু বলিবার আছে?

পুষ্প। কেবল এইমাত্র বলিবার আছে, রাজপুতরমণী সত্যপালন করিতে জানে, রাজপুতবালা সত্যপালন করিবে!

চারণ। তবে কি সে রাঠোর দেবীর পূর্ব্বপরিচিত ?

এবার পুষ্প লজ্জিতা হইলেন, ধীরে ধীরে কহিলেন—সে বীর এ অভাগিনীর অপরিচিত নহেন।

অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ রহিলেন, অনেকক্ষণ পর চারণ পুনরায় কহিলেন—দেবি! যেদিন আমাকে তেজসিংহ এই গীত শিখাইয়াছিলেন, সেই দিন এই স্বুবর্ণ অঙ্গুরীয়টী আমাকে দেখাইয়া আজ্ঞা করিয়াছিলেন—গীতোল্লিখিতা বীরনারীর সহিত যদি কখনও দেখা হয়, আমার সত্যের নিদর্শনস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী তাঁহাকে দিও। অদ্য দেবীকে দেখিতে পাইলাম, যদি আদেশ করেন, যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, ঐ অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়টী পরাইয়া দি!

লজ্জাবতী পুষ্প সেই দেবনিন্দিত তরুণবয়স্ক চারণের দিকে চাহিলেন, ঈষৎ কম্পিত হইয়া হস্তপ্রসারণ করিলেন। তাঁহার দেহলতা কাঁপিতেছিল—কি জন্য!

চারণদেব ধীরে ধীরে সেই অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিন্দিত কোমল হস্ত অনেকক্ষণ আপন হস্তে ধারণ করিয়া রাখিলেন। পুষ্প নয়ন মুদিত করিয়াছিলেন, পুষ্পের বোধ হইল যেন চারণের দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার হস্তের উপর পড়িতেছে, যেন চারণের তপ্ত ওষ্ঠ সে হস্ত একবার স্পর্শ করিল।

প্রকৃতই কি চারণদেব এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলেন ? না, এ কেবল পুষ্প-কুমারীর কল্পনামাত্র ? পুষ্প চাহিলেন, পুনরায় সেই দেববিনিন্দিত বপুঃ ও উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল বিশাল নয়ন দেখিলেন, ঈষৎ চেষ্টা দ্বারা হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য পুষ্পের ললাট ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তো-চ্ছ্বাসে রঞ্জিত হইল!

চিত্তসংযম করিয়া পুষ্প পূর্ব্ববৎ অকম্পি-তস্বরে কহিলেন—চারণদেব! সে বীর-পুরুষকে প্রতিদান করিতে পারি, এরূপ অলঙ্কার আমার নাই। কিন্তু যদি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, অভাগিনীর নিদর্শনস্বরূপ এই পুষ্পটী তাঁহাকে দান করিবেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বন্য-পুষ্প।

গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু
গচ্ছৎসু বালাং।
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং
বান্যরূপাম্॥

মেঘদূতম্।

রজনী শেষ প্রায়, এরূপ সময়ে তেজ-সিংহ সূর্য্যমহল পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া চারণের বেশ ত্যাগ করিয়া ভীম-চাঁদের পালের নিকট হইতে সেই পর্ব্বত হ্রদে প্রাতঃস্নান করিতে গমন করিলেন। নিকটে আসিয়াছেন এরূপ সময়ে হ্রদতট হইতে ভীল-ভাষায় একটী গীত শুনিতে পাইলেন। এই নিস্তব্ধ রজনীতে কে গীত গাইতেছে ? উৎসুক হইয়া তিনি হ্রদ-পার্শ্বস্থ একটী ঝোপের ভিতর যাইলেন, দেখিলেন, একটী তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপর সেই চন্দ্রালোকে একজন বালিকা বন্য-ফুল

চয়ন করিতে ও মধ্যে মধ্যে গীত গাই-তেছে। বিস্মিত হইয়া চিনিলেন, সে ভীমচাঁদের কন্যা।

তেজসিংহ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাকিলেন—বালিকা!

বালিকা তাঁহার দিকে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিল—আমি তোমার জন্য বনের ফুল তুলিতেছি।

তেজসিংহ। এ কি বালিকা! এত রাত্রে একাকী এস্থানে ফুল তুলিতেছিস্ কেন? আমার সঙ্গে ঘরে আয়।

বালিকা। এই তুমি 'পুষ্প' ভালবাস, তোমার জন্য পুষ্প তুলিয়াছি। বালিকা হাসিয়া উঠিল।

তেজসিংহ ভ্রূকুটী করিলেন; কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

বালিকা পুনরায় হাস্য করিয়া কহিল—আমার এ মালা লইবে না?

তেজসিংহ। লইব বৈকি, দেনা।

বালিকা। আমি পরাইয়া দিব।

তেজসিংহ। দে, পরে বাড়ী আয়।

বালিকা। ওকি, তোমার বুকে কি?

তেজসিংহ। একটী ফুল।

বালিকা। ফেলিয়া দাও।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। ও যে বাগানের ফুল।

তেজসিংহ। তাহা হ'লই বা, আমি ফেলিব না।

বালিকা। তবে আমি এ মালা পরাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। মালা পরাইলে 'পুষ্প' রাগ করিবে।

চকিতস্বরে তেজসিংহ জিজ্ঞাসা করি-লেন—কি?

বালিকা। বাগানের ফুল বড় লোক, বনের ফুল ছোট লোক, বন্য-ফুলের মালা গলায় দেখিলে তোমার ঐ বাগানের ফুলটী রাগ করিবে।

তেজসিংহ কখনও বালিকার কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—ফুল কি আবার রাগ করে?

বালিকা। করে না? তবে তুমি ঐ ফুল ফেলিয়া দিতে ভয় করিতেছ কেন?

তেজসিংহ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—এত রাত্রে একাকী কোথায় গিয়াছিলে?

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। পথে যে ভয় আছে।

তেজসিংহ। কিসের ভয়?

বালিকা। চোরের।

তেজসিংহ। কৈ, আমি ত তাহা জানি না।

বালিকা। তোমার কিছু চ[illegible] করে নাই?

তেজসিংহ। না।

বালিকা তেজ[illegible]হের আপাদমস্তক দেখিয়া বলিল—তোমার হাতের অঙ্গুরীয়টী তবে কোথায় গেল?

এবার তেজসিংহ যথার্থ বিস্মিত হই-লেন! এই ভীলবালিকা কি সমস্ত জানে, সমস্ত দেখিয়াছে? বালিকা কি সঙ্গে সঙ্গে লুকাইয়া গিয়াছিল, অঙ্গুরীয় দান কি লুকাইয়া দেখিয়াছে? না, তাহা ত সম্ভব নহে, এই মাত্র ত সে একটী প্রস্তর রাশির উপর বসিয়া ফুল তুলিতেছিল। তেজসিংহকে চিন্তিত দেখিয়া ভীলবালা

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—কেমন একটী জিনিস চুরি হইয়াছে কি না?

তেজসিংহ। না, চুরি হয় নাই, কোথাও রাখিয়া আসিয়া থাকিব।

বালিকা। আমি খুঁজিয়া দেখিব?

তেজসিংহ। দেখিস্।

বালিকা। যদি পাই তবে আমার?

তেজসিংহ। হাঁ।

বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল! শেষে বলিল—আমার এ মালা লইবে না?

তেজসিংহ। না, লইব না, তুই বাড়ী আয়।

বালিকা। আমি যাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। এ চাঁদ দেখিয়া গান করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হ্রদে স্নান সমাপন করিয়া তেজসিংহ চলিয়া গেলেন, পশ্চাতে সেই বালিকাকণ্ঠ-নিঃসৃত গীতধ্বনি শুনিলেন। এবার সে ধ্বনি পরিষ্কার ও সপ্তস্বরমিশ্রিত, বোধ হইল যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতরাশিকে আকুল করিয়া সে খেদনিঃসৃত গীত ধীরে ধীরে নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল! ভীলবালার হৃদয়ের সেই সরল গীতটী কিরূপে আমরা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিব?

গীত।

বন্য-ফুলের পুষ্পমালা কে লইতে চায়?
ভীলবালার পুষ্পমালা ভূমিতে লুটায়!
উদ্যানে সুগন্ধ ফুল, দেখে ধায় অলিকুল
গন্ধশূন্য বন্য-ফুল ভূমিতে লুটায়!
গন্ধ-পুষ্প মনোলোভা, হৃদয়নয়নশোভা
কিবা গন্ধ, কিবা আভা হৃদে স্থান পায়!
নীরবেতে বার বার, বন্যফুল চাহে সার
জীবন-বিহনে তার, জীবন শুকায়!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০::০::—

অন্ধকারে আলোকচ্ছটা।

অন পৃথগ্ জনবৎ শুচোবশং বশীনামুত্তম-
গন্তুমর্হসি
দ্রুমসানুমতাং কিমন্তরং যদি বায়ৌ দ্বিতয়েপি তে চলা॥

রঘুবংশম্।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে হলদীঘাটার যুদ্ধে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত স্বদেশের জন্য জীবনদান করিল। সে বৎসর বর্ষার কারণ মোগলেরা কিছু করিতে পারিল না, অগত্যা মেওয়ার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। প্রতাপসিংহ কয়েক মাসের জন্য বিশ্রাম পাইলেন।

মাঘ মাসে শত্রুগণ পুনরায় সসৈন্যে দেখা দিল। বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনরায় যুদ্ধদান করিলেন, কিন্তু বহুসংখ্যক মোগলের সহিত যুদ্ধ বৃথা চেষ্টা, পুনরায় পরাস্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

মোগল-সেনানী শাহবাজ খাঁ কমলমীর দুর্গ পরিবেষ্টন করিলেন। প্রতাপ উদয়সিংহের প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া এই স্থলেই রাজধানী করিয়াছিলেন। মেওয়ার হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে মাড়ওয়ারে যাইবার জন্য যে পর্ব্বত উপত্যকা ছিল, সেই উপত্যকার উপরই এ পর্ব্বতদুর্গ নির্ম্মিত।

পার্শ্বে উন্নত পর্ব্বতরাশি মধ্যে পর্ব্বততরঙ্গ ও প্রস্তররাশির উপর দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। এক্ষণে মাড়ওয়ারও শত্রুদলস্থ, সেইদিক্ হইতেই শত্রুগণ আক্রমণ করিয়াছিল, সুতরাং সে দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রতাপসিংহ কমলমীরে রাজধানী করিয়াছিলেন। যতদিন সাধ্য ততদিন এই পর্ব্বতদুর্গ রক্ষা করিলেন, অবশেষে পানীয় জল মন্দ হইল, সেনার পীড়া হইতে লাগিল, প্রতাপসিংহ অগত্যা সে দুর্গ মাতুলহস্তে অর্পণ করিয়া অন্য দুর্গ রক্ষা করিতে যাইলেন। প্রতাপসিংহের মাতুল বিজলীর প্রমরকুলাধিপতি যুদ্ধপ্রারম্ভে মহারাণার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিলেন, গৌরব-রক্ষার্থ প্রমরকুল সানন্দে জীবনদান করিলেন! কমলমীর শত্রুহস্তে পতিত হইল।

কমলমীর হইতে আসিয়া প্রতাপসিংহ মেওয়ারের দক্ষিণ পশ্চিমে চাওয়ন্দ প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এ প্রদেশ অতিশয় পর্ব্বতময়, অতিশয় দুরাক্রম্য, এস্থানে কেবল পার্ব্বতীয় ভীলগণ বাস করিত। এ বিপদের সময় ভীল রাজপুতদিগের পরম হিতকারী, প্রতাপ চাওয়ন্দদুর্গে ভীল ও রাজপুত সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে শত্রুগণও নিরস্ত রহিল না। কমলমীর হস্তগত করিবার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিংহ ধর্ম্মেতী ও গগুন্দ দুর্গ বেষ্টন করিলেন, মহবৎ খাঁ উদয়পুর হস্তগত করিলেন, ফরিদ খাঁ প্রতাপের চাওয়ন্দ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া, অসংখ্য সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও প্রতাপসিংহ সাহস ও অধ্যবসায় হারাইলেন না, যতদিন মেওয়ার দেশে একটী পর্ব্বতদুর্গ বা উপত্যকা স্বাধীন থাকিবে, ততদিন সেই নির্ভীক যোদ্ধা পর্ব্বত-কন্দরে ভীলদিগের মধ্যে বাস করিয়া শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন, স্থির করিলেন! পর্ব্বতে পর্ব্বতে রাজপুতসেনা লুক্কাইত থাকিত; উপত্যকা ও কন্দরে প্রতাপসিংহের অনুচরগণ প্রতাপসিংহের আদেশ লইয়া যাইত, নিশীথে পর্ব্বত-চূড়ায় দীপালোক দেখিলে প্রতাপের সেনাগণ তাহার অর্থ বুঝিত! এইরূপ ইঙ্গিতে প্রতাপ নিজ সৈন্য জড় করিতেন ও শত্রুদিগকে অজ্ঞাতে সহসা আক্রমণ করিতেন। প্রতাপ দূরে পলাইয়াছে বা লুকাইয়া আছে ভাবিয়া শত্রুগণ যখন নিশ্চিন্ত থাকিত, সহসা প্রতাপ সসৈন্যে দেখা দিতেন, শত্রুসেনা বিনাশ করিতেন! চিতোর গিয়াছে, উদয়পুর গিয়াছে, কমলমীর গিয়াছে, পর্ব্বতদুর্গ একে একে শত্রুহস্তগত হইতেছে, উপত্যকায় শত্রুসেনা রাশীকৃত হইতেছে, মানসিংহ, শাহবাজ খাঁ, ফরিদ খাঁ, মহবৎ খাঁ চারিদিক্ হইতে অসংখ্য সেনা লইয়া আসিতেছে, কিন্তু মেওয়ারের যোদ্ধা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অবিচলিত! প্রতাপসিংহ শিশোদীয় নাম রাখিবেন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন!

ফরিদ খাঁ সসৈন্যে চাওয়ন্দদুর্গ হস্তগত করিতে আসিতেছিলেন। উন্নত পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ জয় করিয়া মুসলমান মহা উল্লাসে প্রতাপকে বন্দী করিতে আসিতেছিলেন। সহসা প্রতাপের আদেশ গোপনে সেই পর্ব্বতের চারিদিকে নীত হইল, ইঙ্গিতে প্রতাপের সেনাগণ প্রতাপের উদ্দেশ্য বুঝিল। অবিলম্বে ফরিদ খাঁ চারি-

দিকে অবিশ্রান্ত রাজপুতসৈন্য দেখিলেন, সেই গভীর পর্ব্বতগুহা হইতে ফরিদ খাঁ বা তাঁহার এক জন সৈন্য আর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না!

চারিদিকে মেঘমালার ন্যায় বিপদ্ যত রাশীকৃত হইতে লাগিল, ভবিষ্যৎ গগন যত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, অর্থ, সৈন্যসংখ্যা, দুর্গসংখ্যা, যত হ্রাস পাইতে লাগিল, নির্ভীক প্রতাপের সাহস ও অধ্যবসায় ততই দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! সেই পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ তিনি জগতের বিরুদ্ধে একাকী খড়্গহস্তে রক্ষা করিবেন, সেই পর্ব্বতের প্রত্যেক শিলাখণ্ডে বীরত্বের নাম অঙ্কিত করিবেন!

ভবিষ্যৎ গগন আরও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, আরও অন্ধকারময় হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রতাপের সাহস ও দৃঢ় অধ্যবসায় বিদ্যুদালোকের ন্যায় উজ্জ্বলতর চমকিত হইতে লাগিল! দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত সে আলোকচ্ছটা দৃষ্ট হইল, জগতের প্রান্ত পর্য্যন্ত সে আলোক চমকিত হইল!

পুনরায় বর্ষা আসিল, মানসিংহ ও মোগলগণ ব্যর্থযত্ন হইয়া সে বৎসরও মেওয়ার ত্যাগ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অস্থায়ী জগতে স্থায়ীত্ব।

শস্ত্রেণ রক্ষ্যং যদশক্যরক্ষ্যং নতদ্ যশঃ শস্ত্রভৃতাং
ক্ষিণোতি।

রঘুবংশম্।

আবার বসন্তকাল আসিল। বসন্তকালের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের ন্যায় শত্রুসৈন্য আসিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন, প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রাখিবেন!

পুনরায় পর্ব্বত ও উপত্যকা শত্রুগণ আচ্ছাদিত করিল, পুনরায় পর্ব্বতদুর্গ একে একে হস্তগত করিতে লাগিল, পুনরায় পর্ব্বতকন্দর ও নির্জ্জন গুহা হইতে অল্পসংখ্যক নির্ভীক রাজপুতদিগকে তাড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন; স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন; সে বৎসর অতীত হইল, নূতন বৎসর আসিল, নূতন বৎসর অতিবাহিত হইল, পুনরায় আর এক বৎসর আসিল, অনন্ত যুদ্ধের অন্ত হইল না, মেওয়ার বিজয় হইল না!

দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইল বৎসরে বৎসরে অধিকতর সৈন্য মেওয়ার আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সেনানী সুশিক্ষিত সৈন্যতরঙ্গের সহিত মেওয়ারের উপর প্রধাবিত হইল। নির্ভীক প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না!

প্রতাপসিংহ অনেক সময়ে পর্ব্বতকন্দরে ও নির্জ্জন গহ্বরে বাস করিতেন, মেওয়ারের মহারাজ্ঞী ও রাজপুত্র গহ্বর হইতে

গহ্বরান্তরে বাস করিতেন, শত্রুর আগমনে অনাহারে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে পলায়ন করিতেন, কখন বন্য ভীলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কখন বন্য পশুর গহ্বরে লুকাইতেন। রাজপরিবার তাপসের ক্লেশ তুচ্ছ করিতেন, শীতে, গ্রীষ্মে, ঘোর বর্ষায় পর্ব্বত ভিন্ন অন্য আশ্রয় পাইতেন না, কখন কখন ক্ষেত্রের দূর্ব্বা ভিন্ন অন্য খাদ্য পাইতেন না। এ কষ্ট সহ্য করিয়া প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না!

প্রতাপসিংহের এ বীরত্বকথা দিল্লীতে শ্রুত হইল, সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রুত হইল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলে জয় জয় রব করিতে লাগিলেন, যাহারা প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন, তাহারাও শত্রুর বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই!

মহানুভব আক্‌বর এই ক্ষত্রিয়ের বীরত্বকথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, সম্রাটের পারিষদবর্গ চমৎকৃত হইলেন। দিল্লীর মণিমাণিক্য-বিভূষিত উন্নত, সিংহাসনে দরিদ্র গহ্বরবাসী প্রতাপসিংহের সাধুবাদ হইতে লাগিল, সমগ্র ভারতবর্ষে জয় জয় শব্দ হইল!

প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা মনে হয়, মহাভারতের বীরদিগের কথা মনে পড়ে। প্রতাপসিংহ সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করেন নাই, সপ্তকোটী লোকের অধীশ্বর আক্‌বরশাহের সহিত যুঝিয়াছিলেন! তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবন দান করিলেন, স্বাধীনতা দান করেন নাই!

প্রতাপসিংহের বীরত্বকথা উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর, কিন্তু উপন্যাস নহে। বিশ্বাস না হয়, নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ কর। উহা আমাদিগের অসার লেখনী নিঃসৃত নহে, প্রতাপসিংহের পরম শত্রু আক্‌বরশাহের রাজসভার প্রধান সভাসদ্ খান্‌খানান্ সেই দরিদ্র হিন্দুদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া উহা লিখিয়াছেন।

খান্‌খানের কবিতা।

"জগতে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী,
"ভূমি ও সম্পত্তি নষ্ট হইবে,
"কেবল মহৎ নামের গৌরব নষ্ট হয় না!
"প্রতাপ ভূমি ও সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন,
"প্রতাপ মস্তক নত করেন নাই,
"ভারতবর্ষের রাজাদিগের মধ্যে তিনিই একাকী স্বজাতীর নাম রাখিয়াছেন!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অপরিচিতা।

কা স্বিদবগুণ্ঠনবতী!

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, এইরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, মেওয়ারের আকাশ মেঘচ্ছায়ায় আরও আবৃত হইতে লাগিল। শত্রুগণ পঙ্গপালের ন্যায় নগর, গ্রাম, ও পর্ব্বতউপত্যকা আচ্ছাদিত করিল, সমুদয় দুর্গ একে একে হস্তগত করিল। কিন্তু কন্দরবাসী প্রতাপসিংহ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না।

একদা সমস্ত দিন সংগ্রাম হইল। অসংখ্য মোগলসৈন্য প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, প্রতাপসিংহ কখন আনায়বেষ্টিত সিংহের ন্যায় যুদ্ধদান করিছেন, কখন বা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে সরিয়া যাইতেছেন, পুনরায় নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বজ্রের ন্যায় সহসা অন্যদিক্ হইতে শত্রুকে আক্রমণ করিতেছেন। সমস্ত দিবস এইরূপ যুদ্ধ হইল, রজনীর আগমনেও সে বিষম যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল না।

রজনী দ্বিপ্রহরের পর বনের অন্ধকারের ভিতর দিয়া কতকগুলি ভীল অতি সতর্কতার সহিত একটী কাষ্ঠাধার লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছিল। রজনীর অন্ধকারে মনুষ্য মনুষ্যকে দেখিতে পায় না, সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ভীমচাঁদের ভীলগণ ঝোপের ভিতর দিয়া সেই আধার ভীমচাঁদেরপালে আনিতেছিল। আকাশে তারা নাই, জগতে আলোক নাই, ভীল ভিন্ন আর কেহ সে অন্ধকার রজনীতে সে জঙ্গলাচ্ছাদিত পর্ব্বত পথ দিয়া আসিতে পারিত না। ভীলদিগের পদশব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিশ্বাস শব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিঃশব্দে সেই আধার পালের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই পালের ভিতর একটী পর্ব্বতগহ্বর ছিল, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছেন। আধার সেই গহ্বরে প্রবেশ করিল, ভীলগণ তথায় আধার রাখিয়া অদৃশ্য হইল।

সেই অন্ধকারময় নিশীথে সেই ভীলবাহিত আধারে পাঠকের পূর্ব্বপরিচিতা পুষ্পকুমারী গহ্বরে আনীতা হইলেন। এ অনন্ত যুদ্ধে সূর্য্যমহলে রাণীদিগেরও স্থান নাই, সুতরাং দুর্জ্জয়সিংহের পরিবার পূর্ব্বেই অন্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্য কোন অপরিচিত যোদ্ধার আদেশে পুষ্প সূর্য্যমহল হইতে এই গহ্বরে আনীতা হইলেন।

গহ্বরের ভিতরে একটী দীপ জ্বলিতেছিল। সেই দীপালোকে পুষ্প বিস্মিতা হইয়া দেখিলেন, তথায় আর একজন গরীয়সী রাজপুতরমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। রমণীর শরীর উন্নত, পরিষ্কার ললাটে একটী হীরকখণ্ড জ্বলিতেছে, নয়ন হইতে নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, কণ্ঠে একটী মুক্তাহার লম্বিত রহিয়াছে। উন্নত অবয়ব ও জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল দেখিলে রমণীকে উন্নতকুলসম্ভবা বলিয়া বোধ হয়, তথাপি পরিশ্রমে বা ক্লেশ বা চিন্তায় সে বিশাল নয়ন আজি কালিমাবেষ্টিত, সে সুন্দর ললাট আজি ঈষৎ রেখায় অঙ্কিত। গরীয়সী বামার বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বৎসর হইবে, তিনি পাঠকের অপরিচিতা, কিন্তু মেওয়ারে তিনি অপরিচিতা ছিলেন না।

সূর্য্যমহল ত্যাগ করিয়া অবধি পুষ্প অন্য নারীর মুখ দেখেন নাই, অন্য নারীর সহিত কথাবার্ত্তা কহেন নাই। ভীলদিগের আবাসে আসিয়া পুষ্প চকিত হইয়াছিলেন, ভীলদিগের গহ্বরে আসিয়া ভীত হইয়াছিলেন! ক্রমে সেই গহ্বরে স্তিমিত দীপালোকে যখন আর একজন রাজপুতরমণীকে দেখিতে পাইলেন, যখন তাঁহার উজ্জ্বল রূপলাবণ্য এবং মুখের কমনীয়তা ও মধুরতা দেখিতে পাইলেন, তখন পুষ্পের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে অপরিচিতা রমণীর নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ দুইটী ধরিয়া প্রণিপাত করিয়া কহিলেন—দেবি! আমি কোথায় আসিয়াছি জানি না, কাহাকে আমার সম্মুখে দেখিতেছি জানি না। বোধ হয় আপনি কোন উন্নত বংশীয়া রমণী হইবেন,

বোধ হয় এই যুদ্ধের সময় বিপদে পড়িয়া এই গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছেন, বোধ হয় আমার প্রতি দয়া করিয়া আমাকেও এই নিরাপদ স্থানে আনাইয়াছেন। আপনি যিনিই হউন আমি আপনার শরণাপন্না হইলাম। আমাকে আশ্রয় দান করুন— পুষ্পকুমারী আশ্রয় হীনা ও অভাগিনী।

পুষ্পকুমারীর করুণস্বর ও নয়নজল দেখিয়া অপরিচিতা রমণী বাৎসল্যের সহিত তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া অনেক আশ্বাস দিয়া কহিলেন—মা পুষ্প, অদ্য তোমারও যে অবস্থা আমরাও সেই অবস্থা। এ গহ্বর ভীলদিগের, ভীলগণ বিপদের সময় আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে। একজন রাজপুত যোদ্ধাও এই স্থানে বাস করেন, তিনিও আমাদিগের রক্ষায় যত্নবান হইয়াছেন। তিনিই আমাকে শত্রু-হস্ত হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য কয়েক দিন হইল এইস্থানে আনিয়াছেন, তিনিই তোমাকেও নিরাপদে রাখিবার জন্য অদ্য এইস্থানে আনাইয়াছেন। যদি ইচ্ছা কর, তুমি আমারই নিকটে থাকিও, আমার পুত্র কন্যা যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে, ইহার অধিক আশ্বাস দিতে পারি না।

এ বাৎসল্যপূর্ণ স্নেহের কথাগুলি কাহার? পুষ্প অনেক দিন হইতে এরূপ স্নেহের কথা শুনে নাই, বহুদিন পর স্নেহবাক্য শুনিয়া পুষ্পের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। নিঃশব্দে দরবিগলিত ধারায় পুষ্প রোদন করিতে লাগিল, দরবিগলিত ধারায় অপরিচিতার পদযুগল সিক্ত করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অপরিচিতা অধিকতর অনুকম্পার সহিত পুষ্পকে আশ্বাস দান করিলেন ও কহিলেন— শান্ত হও, আমার স্বামী মেওয়ারে অপরিচিত নহেন, এই ভীষণ যুদ্ধের অন্তে বোধ হয় তিনি তোমাকে সহায়তা করিতে পারিবেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

ভবিষ্যৎ-বাণী।

লভ্যা ধরিত্রী তব বিক্রমেণ জ্যায়াংশ্চ বীর্য্যাস্ত্র
বলৈর্বিপক্ষঃ।
অতঃ প্রকর্ষায় বিধির্বিধেয়ঃ প্রকর্ষতন্ত্রাহি রণে
জয়শ্রীঃ॥

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

অপরিচিতা রমণী পুষ্পের সহিত কথা কহিতেছেন, এরূপ সময় নাহারা মগরোর বৃদ্ধা চারণী দেবী সহসা সেই ভীল-গহ্বরে উপস্থিত হইলেন।

চারিণী দেবী অগ্রসর হইয়া আপন ধীর ও গম্ভীরস্বরে অপরিচিতাকে বলিলেন —দেবি! অদ্য জানিলাম এই অন্ধকারময় ভীমচাঁদের গহ্বর পবিত্র ও আলোকপূর্ণ, সেই আলোক দর্শন করিতে আসিলাম অবগুণ্ঠন ত্যাগ করুন, মহারাজ্ঞি! চারণীর নিকট অবগুণ্ঠন অনাবশ্যক।

তখন মহারাজ্ঞী প্রতাপসিংহের মহিষী অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিলেন, গরীয়সী বামার উজ্জ্বল মুখকান্তিতে সে পর্ব্বতগহ্বর আলোকপূর্ণ হইল। সেই উন্নত ললাটে একটী হীরকখণ্ড ঝক্‌মক্ করিতেছে, সেই উন্নত বক্ষঃস্থলে এক ছড়া মুক্তাহার দোদুল্যমান রহিয়াছে। প্রতাপসিংহের

মহারাজ্ঞী তখন চারণীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, স্তব্ধ হইয়া পুষ্প সেই কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞী। চারণী মাতা, আজ তোমাকে দেখিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইলাম, বিপদের দিনে তুমি চিরকালই আমাদের সহায়। বিপদ্ ও সঙ্কট মহারাণার অপরিচিত নহে, আমার নিকটও অবিদিত নহে, তথাপি এরূপ ঘোর বিপদ্‌রাশি পূর্ব্বেও কখন বোধ হয় মেওয়ার প্রদেশে দেখা দেয় নাই। বহুদিন হইতে মহারাণার সাক্ষাৎ লাভ করি নাই, অনন্ত যুদ্ধেব্যাপৃত থাকিয়া তিনি স্ত্রী পুত্রকে দেখিবারও অবকাশ পান নাই। পুত্র-কন্যা লইয়া আমি দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে আশ্রয় লইয়াছি, অবশেষে কয়েক দিন হইতে এই ভীলদিগের গহ্বরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি। এখানেও আমরা নিরাপদ নহি, তুর্কীগণ বোধ হয় আমাদের কোন সন্ধান পাইয়া এই দিকে আসিতেছে। ঐ দূর উপত্যকায় অদ্য মহারাণার সহিত তুর্কীদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে, সে যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, তুর্কীদিগের যুদ্ধনাদ এখনও শুনা যাইতেছে। আমার হৃদয় চিন্তাকুল হইয়াছে, চারণী মাতা, মহারাণার কুশল সংবাদ দিয়া চিন্তা দূর কর।

চারণী। মহারাজ্ঞি! শান্ত হউন, চিন্তা করিবেন না। স্বয়ং ঈশানী আপনার স্বামীকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি কুশলে আছেন।

রাজ্ঞী। মাতা তোমার কথায় আমি আশ্বস্ত হইলাম, তোমার মুখে পুষ্প চন্দন পড়ুক। মেওয়ারের মহারাজ্ঞী নিজের বিপদ্ ডরে না, সে বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া শত্রুগণকে উপহাস করিয়া শিশোদীয় ধর্ম্মানুসারে জীবনত্যাগ করিয়া আপন মান রক্ষা করিতে জানে। কিন্তু রাজা ও রাজ-শিশুগণের জন্যই আমার চিন্তা। মেওয়ার প্রদেশে রাজশিশুগণের মস্তক রাখিবার স্থান নাই, মেওয়ারের রাজশিশুগণ কি তুর্কীহস্তে পতিত হইবে? মেওয়ারের ইতিহাস কি অদ্যই শেষ হইল?

শিশুদিগের বিপদ্ স্মরণে সেই বীর-হৃদয় একবার দ্রবীভূত হইল, সেই উজ্জ্বল নয়নদ্বয় একবার জলে পূর্ণ হইল। পুষ্প নিজের দুঃখ ও বিপদ্ ভুলিয়া গেলেন, সেই দেবীতুল্যা মহারাজ্ঞীর দিকে তিনি ভক্তি-ভাবে একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, মহারাজ্ঞীর নয়নের জল দেখিয়া পুষ্পের নয়নও শুষ্ক ছিল না।

চারণী। শিশোদীয়কুলে যতদিন বীরত্ব আছে, মেওয়ারের ইতিহাস ততদিন লুপ্ত হইবে না। মহারাজ্ঞি, শান্ত হউন, রাজশিশুদিগের এখনও নিরাপদ স্থান আছে। ভীলগণ শিশোদীয়ের চিরবিশ্বাসী, মহারাণা উদয়সিংহকে এই ভীল-সর্দ্দার ভীমচাঁদের পিতা এই গহ্বরে স্থান দিয়াছিল, মহারাণা প্রতাপসিংহের পরিবারকে ভীমচাঁদ স্থান দিবে। মহারাজ্ঞি! শান্ত হউন, এই গহ্বরের অনতিদূরে জাউরার খনি আছে, জাউরার খনির ভিতর সূর্য্যস্ত রশ্মি প্রবেশ করে না, আহবের শব্দ প্রবেশ করে না, মহারাণার পরিবার তথায় নিরাপদে থাকিবেন। এ কাল সমর শীঘ্রই অবসান হইবে।

রাজ্ঞী। চারণী, তোমার বচনে আমি আশ্বস্ত হইলাম। যুদ্ধে, বিপদে, রাজপুতের হৃদয় বিচলিত হয় না, কিন্তু বৎসদিগের কথা স্মরণ করিয়া একবার নারীর মন

ব্যাকুল হইয়াছিল। যদি শিশুগণ নিরাপদে থাকে তবে এ যুদ্ধ যুগান্তরব্যাপী হউক, মেওয়ারের মহারাণা তাহাতে কাতর নহেন, মেওয়ারের রাজমহিষী তাহাতে কাতর নহে। এই ভীল গহ্বর-আমার প্রাসাদ স্বরূপ হইবে।

চারণী। এ স্থানে রাজপরিবার কোন ক্লেশ পাইবেন না, কেন না, এ গহ্বর এক্ষণে একজন প্রধান রাজপুত যোদ্ধার আশ্রয় স্থান।

মহারাজ্ঞী। তাহাও শুনিয়াছি। সেই রাঠোর যোদ্ধাই আমাদিগকে ভীমগড়ে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের নিরাপদে রাখিবার জন্য এই ভীলদিগের গহ্বরে আনাইয়াছেন। যোদ্ধার বিশেষ পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করে, কি জন্য সেই বীরাগ্রগণ্য আশৈশব লোকালয় ত্যাগ করিয়া ভীলদিগের সঙ্গে এই গহ্বরে বাস করিতেছেন, কি মহাব্রত সাধনার্থ পর্ব্বত ও অরণ্যবাসী হইয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। আমাদের এই সঙ্কট ও বিপদের মধ্যে তাঁহার বিশেষ পরিচয় লইবার অবকাশ পাই নাই, পরিচয় দান করিতেও তিনি বড় ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু এই বিপদ্ রাশি হইতে যদি উত্তীর্ণ হই তাহা হইলে আমাদিগের দুর্দ্দিনের বন্ধুকে আমি বিস্মৃত হইব না, মহারাণাও বিস্মৃত হইবেন না!

উদ্বেগে পুষ্পের হৃদয় স্তম্ভিত হইল, তাঁহার নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইল। মহারাজ্ঞী কি সেই রাঠোর যোদ্ধার কথা কহিতেছেন? সেই রাঠোর যোদ্ধা পিতৃদুর্গ চ্যুত হইয়া অবধি কি এই ভীষণ গহ্বরে বাস করিতেছেন?

চারণী। দেবি! সে যোদ্ধার দীর্ঘ ইতিহাস অন্য একদিন কহিব, অদ্য ক্ষমা করুন। অদ্য কেবল এইমাত্র কহিতেছি যে, ভীলপালিত তেজসিংহ অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধা এবং বিশ্বাসী অনুচর মহারাণার আর কেহ নাই। তেজসিংহের হস্তে যতদিন খড়্গ আছে, তেজসিংহের ধমনীতে যতদিন শোণিত আছে, আপনাদিগের ততদিন বিপদ্ নাই।

পুষ্পের শরীর কণ্টকিত হইল, হৃদয় আনন্দে ও উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল।

রাজ্ঞী। আকাশের দেবগণ তেজসিংহের সহায়তা করুন। দেবি! আমি তাঁহার স্বামীভক্তির কি পুরস্কার দিতে পারি?

পুষ্পের হৃদয় পুনরায় উদ্বেগপূর্ণ হইল, তিনি শ্বাসরুদ্ধ করিয়া চারণীর উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারণী। মহারাজ্ঞি! সেই তেজসিংহের নিরাশ্রয়া বাগ্‌দত্তা পত্নী আপনার চরণতলে! বালিকা পুষ্পকুমারীকে আশ্রয়দান করুন, পুষ্প অপেক্ষা বিশ্বাসিনী সহচরী আপনি পাইবেন না। পুষ্প! অবগুণ্ঠন ত্যাগ কর, চারণীর নিকট সঙ্গোপনচেষ্টা বৃথা। যিনি শিশোদীয় জাতির একমাত্র পূজ্যা, যিনি মেওয়ার প্রদেশের আশ্রয়ভূতা, অদ্য সেই মহারাজ্ঞীর আশ্রয় গ্রহণ কর।

বিস্ময় ও লজ্জা, আনন্দ ও উৎকণ্ঠায় বিহ্বলা হইয়া পুষ্পকুমারী সাশ্রুনয়নে মহারাজ্ঞীর চরণ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মহারাজ্ঞী অনেক আশ্বাসবাক্য দিয়া পুষ্পকে উঠাইলেন, অবশেষে বলিলেন—পুষ্প তোমাকে পূর্ব্বেই আমি বাক্যদান করিয়াছি, তুমি

আমার কন্যা আমি তোমার মাতা; আমার অন্য সন্তান যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে। মেওয়ারের রাজ্ঞী অন্য ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্বাস দিতে পারে না।

অন্যান্য অনেক কথার পর মহারাজ্ঞী চারণী দেবীকে পুনরায় যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চারণীদেবী উত্তর করিলেন—মহারাজ্ঞি চিন্তা করিবেন না, মেওয়ারের আকাশ পরিষ্কার হইতেছে, বীরত্ব ও অধ্যবসায়ের জয় অনিবার্য্য।

রাজ্ঞী। কিরূপে সে বিজয় সাধন হইবে তাহা কি জানিতে পারি?

চারণী। রাজার বল অস্ত্রে ও মন্ত্রণায়। অস্ত্রে যাহা সাধ্য, মহারাণা তাহা করিয়াছেন, এক্ষণে মন্ত্রী ভামাশাহ সহায়তা করুন! ভামাশাহের স্বামীধর্ম্মে মেওয়ারের বিজয়।

রাজ্ঞী। দেব! তোমার বাক্য আমার চিন্তিত হৃদয়ের শান্তি দান করিল, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

চারণী। মহারাজ্ঞী যাহা আদেশ করিবেন, চারণী তাহা সানন্দে পালন করিবে।

রাজ্ঞী। চারণী দেবি! তোমাদিগের মুখে শুনিতে পাই, দিল্লীর সিংহাসন ও সমস্ত হিন্দুস্থান পূর্ব্বে রাজপুতদিগের ছিল। রাণা পৃথিরায় না কি পূর্ব্বে দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন, ৫০ বৎসর হইল রাণা সংগ্রামসিংহ না কি দিল্লী অধিকার করিবার জন্য যুঝিয়াছিলেন। পুনরায় কি আমরা কখনও দিল্লী অধিকার করিব? হিন্দুস্থানের দূর ভবিষ্যতে কি আছে? তুর্কীর বিজয় না শিশোদীয়ের বিজয়?

চারণী দেবী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, দৃষ্টিহীন স্থিরনয়ন অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিল। পরে গম্ভীরস্বরে কহিলেন—মহারাজ্ঞি! আমার বয়স অধিক হইয়াছে, নয়ন ক্ষীণ, ভবিষ্যৎ আকাশে আমি বহুদূর দেখিতে পাই না। অন্ধকারের পর নিবিড় অন্ধকার! রাজপুত বহুদিন তুর্কীর সহিত যুঝিতেছে; তৎপরে রাজপুত দক্ষিণাবাসী হিন্দুর সহিত যুঝিতেছে; তাহার পর এ কি! মহাসমুদ্র হইতে শ্বেত তরঙ্গের উপর শ্বেত তরঙ্গ আসিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতেছে বৃদ্ধার নয়ন ক্ষীণ। সে আর কিছু দেখিতে পায় না।

—:০:—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:::০:::০—

সূর্য্যমহল ধ্বংস।

হাহাকারঃ সমভবৎ তত্র তত্র সহস্রশঃ।
অশ্বোহস্য ছিন্দতা শস্ত্রৈরাদিত্যো লোহিতায়তি॥

মহাভারতম্

কি জন্য ও কি অবস্থায় রাজ-পরিবার ভীল-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক।

মোগলদিগের সহিত যুদ্ধহেতু মহারাণা প্রতাপসিংহ সর্ব্বদাই সপরিবারে কন্দরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেন। মেওয়ারের মহারাজ্ঞী স্বামীর ন্যায় স্বদেশপ্রিয়া ছিলেন, ক্লেশ যাতনা তুচ্ছ করিয়া প্রস্তরের উপর রজনীতে শয়ন করিতেন, স্বহস্তে রন্ধনাদি

করিয়া শিশুকে খাওয়াইতেন, বিপদের সময়ে পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, কন্দর হইতে অন্য কন্দরে পলাইতেন, তথাপি সন্ধি প্রার্থনার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিতেন না। হিংস্রক জন্তুর আবাসস্থানে মহারাজ্ঞী আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, শীতকালে পাহাড়ের উপর অগ্নি জ্বালিয়া সন্তানদিগের শীত নিবারণ করিতেন, বর্ষাকালে কখন কখন পর্ব্বতকন্দর ভাসিয়া যাইলে সিক্তবস্ত্রে সমস্ত রজনী শিশুক্রোড়ে দণ্ডায়মান থাকিতেন, তথাপি মোগলের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতেন না। ক্ষেত্রের দূর্ব্বার রুটী প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইতেন, কখন প্রস্তুত রুটী ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুদিগকে লইয়া শত্রুভয়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, তথা হইতে পুনরায় আর এক স্থানে পলায়ন করিতেন, তথাপি মোগলের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতেন না।

এইরূপ অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও মহারাণা মোগলদিগের সহিত প্রতি বৎসর যুদ্ধদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রায় সমস্ত দুর্গ, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত উপত্যকা শত্রুহস্তে পতিত হইল, প্রতাপসিংহ বিশাল মেওয়ার রাজ্যে মস্তক রাখিবার স্থানও পাইলেন না। অবশেষে তিনি চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের সূর্য্যমহলে আপন পরিবার রাখিলেন, স্বয়ং আপন অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুদিগকে নানাদিক্ হইতে বার বার গোপনে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ সসম্মানে রাজপরিবারকে আপন প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন। অসংখ্য মোগল শত্রু আসিয়া সূর্য্যমহল বেষ্টন করিল। মেওয়ারের প্রধান যোদ্ধৃগণ কেহ প্রতাপসিংহের সঙ্গে রহিলেন, কেহ বা সূর্য্যমহল রক্ষা করিতে লাগিলেন।

তেজসিংহ সূর্য্যমহলেই রহিলেন; বিপদের সময় রাজপুত রাজপুতের ভ্রাতা! দুর্জ্জয়সিংহ নিঃসঙ্কোচে তেজসিংহ ও তাঁহার রাঠোরগণকে সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিতে দিলেন, কেননা তেজসিংহ রাজপুত, বিশ্বাসঘাতকতা জানেন না, রাজকার্য্যসাধনার্থ দুর্গে প্রবেশ পাইয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন না। তেজসিংহ নিঃসঙ্কোচে শত্রুদুর্গে শত্রুসৈন্যের মধ্যে আপন অল্প সৈন্য লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, কেননা দুর্জ্জয়সিংহ রাজপুত, বিদেশীয় যুদ্ধের সময় তেজসিংহের উপর কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই অসাধারণ সাহসী কিন্তু এক্ষণে পরস্পরের বর্ত্তমানে অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে স্থানে অতিশয় বিপদ্ হইত, যে স্থানে শত্রুগণ অসংখ্য বলে আক্রমণ করিত, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই সেই স্থানে প্রথমে যাইবার উদ্যম করিতেন, কেননা রাঠোর চন্দাওয়ৎ অপেক্ষা হীন নহে, চন্দাওয়ৎ রাঠোর অপেক্ষা হীন নহে! একদিন নিশার যুদ্ধে শত্রুগণ দুর্গের একটী দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিল, ও সেই পথ দিয়া মোগলগণ দুর্গে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। দুর্গবাসী এই বিপদ্ দেখিয়া যেন চকিতের ন্যায় রহিল, সহসা তেজসিংহ বজ্রনাদে কতিপয় মাত্র রাঠোর সঙ্গে লইয়া শত্রুমধ্যে পড়িলেন, অসুরবলে তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন। অমানুষিক বেগে শত্রুসেনা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দুর্গদ্বার অতি-

ক্রম করিলেন, পরে পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইলে লম্ফ দিয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া শোণিতাপ্লুতদেহে দুর্গে প্রবেশ করিলেন! এই অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া সমস্ত দুর্গ-বাসী জয়নাদে দুর্গ পরিপূর্ণ করিল। দুর্জ্জয়সিংহ সে বীরত্ব দেখিলেন, সে জয়নাদ শুনিলেন, রজনী প্রভাত হইলে দুর্গদ্বার উদ্ঘাটন করিবার আদেশ দিলেন। দ্বিশতমাত্র চন্দাওয়ৎ লইয়া দুর্দ্দমনীয় তেজে সহসা পঞ্চশত মোগলকে আক্রমণ করিলেন, সহসা আক্রান্ত মোগলগণ সে সরোষ আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পলাইল। অসমসাহসী চন্দাওয়ৎ পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, চন্দাওয়তের বীরত্বযশে দুর্গ পরিপূরিত হইল!

এইরূপ পরস্পরে পরস্পরের বীরত্বে যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই অসাধারণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রজনীতে শয্যা তুচ্ছ করিয়া চন্দ্রালোকে উভয়ে প্রাচীরের উপর পদচারণ করিতেন, শত্রু-সেনা লক্ষ্য করিতেন, শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেন, আপন আপন সৈন্য-গণকে সাহস দান করিতেন। শত্রুগণকে অসতর্ক দেখিলেই উভয়ে মিলিত হইয়া নৈশ আক্রমণে শত্রুসেনা ছারখার করিতেন, ভ্রাতার ন্যায় একের পার্শ্বে অন্যে যুদ্ধ করিতেন, উভয়েই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেন, কেহই অন্য অপেক্ষা অগ্রসর হইতে পারিতেন না। শত্রু-সেনা ছারখার করিয়া চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর একত্রে দুর্গে প্রবেশ করিতেন, পরিশ্রান্ত তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ প্রাচীরের উপর একই স্থানে উপবেশন করিয়া সামান্য রুটী ও অপরিষ্কার জলে ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তি করিতেন, পরে যখন পূর্ব্বদিক্ রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত হইত, সেই প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের উপর ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় দুইজন পরম শত্রু নিঃসঙ্কোচে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেন।

রাজপুত-ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ কর, কপটাচারীতার পরিচয় নাই, সত্যভঙ্গের পরিচয় নাই, পরম শত্রুর সহিতও অন্যায় সমরের বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় নাই। সম্রাটের বাক্য লঙ্ঘন হইয়াছে, সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের সত্য লঙ্ঘন হয় নাই।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল, অবশেষে সূর্য্যমহলের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল, তখন রাজপরিবারকে আর এ দুর্গে রাখা বিধেয় বোধ হইল না। অতিশয় যত্নে রাজপরিবারকে ভীমগড় দুর্গে প্রেরণ করা হইল, তেজসিংহ ও অন্যান্য যোদ্ধৃ-গণ নিজ নিজ পরিবারকে অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিলেন, পরে যোদ্ধৃগণ অর্দ্ধেক ভোজনে প্রাণধারণ করিয়া তখনও দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা করিল। আরও এক মাস দুর্গ রক্ষা করিল, কিন্তু অনাহারে প্রাণধারণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। সূর্য্যমহলের দ্বার অবশেষে উদ্ঘাটিত হইল, মোগলগণ ভীষণনাদে দুর্গে প্রবেশ করিল, দুর্গের মধ্যে মোগল ও রাজপুতে মহাকোলাহলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

সে যুদ্ধ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম,

বর্ণনা করিবার আবশ্যকও নাই। রাজপুতগণ মৃত্যু নিশ্চয় জানিলে মানবরক্ষার জন্য কিরূপ যুদ্ধ করে, ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রে তাহা বর্ণিত আছে। মনুষ্যের যাহা সাধ্য রাজপুতগণ তাহা সাধিল, কিন্তু দশের সহিত একের যুদ্ধ সম্ভবে না, রাজপুত হীনসংখ্য হইয়া ক্রমে হটিতে লাগিল।

যুদ্ধতরঙ্গ প্রাঙ্গণ হইতে তোরণে, তোরণ হইতে গৃহমধ্যে গড়াইতে লাগিল, বন্দুকের ধূমে ও মনুষ্যের কোলাহলে সূর্য্যমহল প্রাসাদ পরিপূর্ণ হইল, অল্পসংখ্যক রাজপুত ছিন্ন ভিন্ন শত্রুবেষ্টিত হইয়া এখনও অদ্ভুতবীর্য্যে প্রাসাদ রক্ষা করিতেছে।

প্রাসাদের শেষ কুটীরে দুর্জ্জয়সিংহের সহিত তেজসিংহের সহসা দেখা হইল, উভয়েই খড়্গহস্ত, উভয়েই রক্তাপ্লুত! তেজসিংহ ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—দুর্জ্জয়সিংহ! চন্দাওয়ৎ রাঠোরের বীরত্ব দেখিয়াছে, রাঠোর চন্দাওয়তের বীরত্ব দেখিয়াছে, আর যুদ্ধ নিষ্ফল, এ যুদ্ধে জীবনদান করাও নিষ্ফল। কিন্তু অদ্য আমরা রক্ষা পাইলে মহারাণার অন্য কার্য্য সাধন করিতে পারিব।

দুর্জ্জয়সিংহ। মহারাণার কার্য্যসাধন রাজপুতের প্রথম কর্ত্তব্য, কিন্তু অদ্য পরিত্রাণ পাওয়ার কি পথ আছে?

তেজসিংহ ধীরে ধীরে একটী গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—শুনিয়াছি, ঐ গবাক্ষ দিয়া একজন রাঠোর বালক লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িয়াছিল, পরে সন্তরণ দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়াছিল। রাঠোর বালক যাহা করিয়াছিল, চন্দাওয়ৎ যোদ্ধা বোধ হয় তাহা করিতে পারেন।

লজ্জায়, রোষে, পূর্ব্বকথা স্মরণে দুর্জ্জয়ের মুখ রক্তবর্ণ হইল, হস্তের অসি কাঁপিতে লাগিল। রোষে পদাঘাত করিয়া সে গবাক্ষ বিদীর্ণ করিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলেন।

তেজসিংহও সে গবাক্ষ দিয়া হ্রদে পড়িলেন, উভয়ে সন্তরণ দ্বারা হ্রদ পার হইলেন সূর্য্যমহল শত্রুহস্তগত হইল।

—০:::০:::০—

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীমগড় ধ্বংস।

ন গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যবলবাহনাঃ।
প্রমাণসাক্ষিণো যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি॥

মহাভারতম্।

উপরি উক্ত ঘটনার পর প্রায় একমাস কাল কোন যুদ্ধ হইল না। ভীমগড়-নিবাসী রাজপুতগণ মনে করিল, যুদ্ধ বোধ হয় এ বৎসরের জন্য ক্ষান্ত হইল, কিন্তু সে আশায় তাহারা অচিরে নিরাশ হইল।

মহারাণা প্রায়ই দুর্গে থাকিতেন না। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বাস করিতেন। স্থানে স্থানে সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিতেন, সুযোগ পাইলেই অন্ধকার নিশীথে সমস্ত সৈন্য লইয়া নিশ্চিন্ত মোগলদিগকে সহসা আক্রমণ করিতেন, পুনরায় বহুসংখ্যক মোগল জড় হইবার পূর্ব্বে যেন ভূগর্ভে বা পর্ব্বত-গহ্বরে লীন হইয়া যাইতেন। দিবসে, যামিনীতে, শীতে, বর্ষায়, গ্রীষ্মে, অবিশ্রান্ত প্রতাপসিংহ এইরূপে মেওয়ার রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মেওয়ার বিজয় হইল না।

এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে মুসলমানগণ সহসা একদিন রজনীতে দ্বিসহস্র সৈন্যসমেত ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল। ভীমগড়ে রাজপরিবার আছেন এ সংবাদ কোনরূপে তাহারা জানিয়াছিল। রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলে অবশেষে প্রতাপ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য অবশ্যই অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই আশায় অদ্য সহসা মহাকোলাহলে ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল।

রাজপুতগণ নিশাযোগে এই সহসা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রতাপ সিংহ দুর্গে ছিলেন না, দেবীসিংহও কয়েক শত রাঠোর লইয়া মহারাণার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফিরিতেছিলেন। কেবল বালক চন্দনসিংহ পাঁচ শত মাত্র রাঠোর লইয়া দুর্গে ছিল, আর তেজসিংহও দুর্গে ছিলেন। তিনি রাজপরিবার রক্ষার ভার লইয়াছিলেন, কদাপি দুর্গ ত্যাগ করিতেন না।

মুসলমানদিগের সহসা এই ভীষণ আক্রমণ দেখিয়া তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, দুর্গ প্রাচীর হইতে চারিদিকে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় মুসলমানদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর বালক চন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

চন্দন! অদ্য দুর্গরক্ষা সংশয়ের বিষয়, রাজপরিবারকে সংশয়ের স্থানে রাখা বিধেয় নহে। ভীমগড় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবার জন্য জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটী গোপনীয় পথ আছে, তাহা কেবল আমি ও আমার বিশ্বস্ত ভীলগণ জানে। কিন্তু সে পথ অতিশয় বক্র, নিরাপদ স্থানে পৌছিতে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইবে। বালক! পঞ্চ শত রাঠোর লইয়া সমস্ত রজনী দুর্গ রক্ষা করা অদ্য তোমার কার্য্য!

উল্লাসে চন্দনসিংহ উত্তর করিলেন— প্রভু পূর্ব্বেই দুর্গরক্ষার ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, দাস তাহা করিবে। আমাদিগের ধন, সম্পত্তি, জীবন মহারাণার, মহারাণার জন্য এ দাস অদ্য যুঝিবে। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া রাজপরিবার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করুন, ভীমগড় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এ দাস রক্ষা করিবে।

বালকের এ গর্ব্বিত বচন শুনিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন; কহিলেন— চন্দনসিংহ! তুমি যখন এ কার্য্যের ভার লইয়াছ, আমার আর চিন্তা নাই। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অস্পষ্টস্বরে কহিলেন— কিন্তু যখন দেবীসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, তেজসিংহ তাঁহাকে কি বুঝাইবে?

আর বিলম্ব না করিয়া তেজসিংহ রাজ পরিবার রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্বয়ং ভীলবেশে সমস্ত পথ যাইলেন, কোন্ স্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইলেন, পাঠক পূর্ব্বেই তাহা অবগত আছেন।

এদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গ-প্রাচীরের উপর মশালের আলোক দৃষ্ট হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে তিন শত রাঠোর দুর্গদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থানে, স্থানে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যেস্থানে পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ, আরোহণ অতিশয় কষ্টসাধ্য, রাজপুতগণ সেই স্থানে শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজপুতদিগের সংখ্যা অতিশয় অল্প, কিন্তু সাহস অসাধারণ, এবং

সেই পর্ব্বতরাশি অপেক্ষা তাহাদিগের হৃদয় স্থির ও অকম্পিত। বালক চন্দনসিংহ অদ্য দৈবজ্ঞানে জ্ঞানী, দৈববলে বলিষ্ঠ, নিঃশঙ্কহৃদয়ে শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট দুই শত যোদ্ধা দুর্গের ভিতর রহিল।

দেখিতে দেখিতে তরঙ্গতেজে মুসলমান আসিয়া পড়িল, যুদ্ধনাদে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল। সে ঘোর রজনীর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বর্ণনা করা যায় না। অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবে, অদ্য মহারাণার পরিবার বন্দী হইবেন, এই আশায় ঘোর উল্লাসে মুসলমানগণ রাজপুতশ্রেণীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। মুসলমানের অসংখ্য সেনা, কিন্তু সে পর্ব্বত আরোহণ করিবার একমাত্র পথ, সুতরাং মুসলমানেরা সেই অল্পসংখ্যক রাজপুতসেনাকে চারিদিকে বেষ্টন করিতে পারিল না। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় বার বার মহাগর্জ্জনে মুসলমান সেই রাজপুতরেখার উপর পড়িতে লাগিল, কিন্তু জলধিসীমাস্থ পর্ব্বতপ্রাচীরের ন্যায় রাজপুতরেখা বার বার সে তরঙ্গ প্রতিহত করিতে লাগিল।

মহারাণার সম্মান, আমাদিগের জীবন, আমাদিগের মাতা, বনিতা, ভগিনী কুটুম্বিনীর জাতি ধর্ম্ম সমস্তই আমাদিগের অসির উপর নির্ভর করে—প্রত্যেক রাঠোর নিঃশব্দে এই চিন্তা করিল, নিঃশব্দে অসংখ্য শত্রুকে যুদ্ধদান করিল। এ চিন্তায় যতদিন স্বাধীন যোদ্ধার ধমনীতে রক্ত বহিতে থাকে, ততদিন জগতে সে যোদ্ধার পরাজয় নাই। মোগলদিগের সেনা অধিক কিন্তু রাজপুতগণ যবনের অধীনতা স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নে প্রত্যেক রাঠোরের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কেবল নিঃশব্দ অসিচালনে সে প্রশ্নের উত্তর করিল।

সমস্ত রজনী যুদ্ধ হইল। রাজপুত যোদ্ধগণ প্রায় সমস্তই সম্মুখরণে হত হইল। পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা দিল, অসংখ্য মুসলমানগণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধনাদ করিয়া অবশিষ্ট কতিপয় রাজপুতকে আক্রমণ করিল, উদ্বেল সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যেন উপরে আসিয়া পড়িল।

তখন রক্তাপ্লুতকলেবরে বালক চন্দনসিংহ পলাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনুমান পঞ্চাশজন মাত্র রাঠোর দুর্গে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের আরক্ত নয়ন, রক্তপূর্ণ পরিচ্ছদ, দীর্ঘ কলেবর ও ভীষণ মুখমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন ব্রহ্মবলে অসুরযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দেবগণ ধীরে ধীরে আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

মহাকোলাহলে মুসলমানগণ তখন দুর্গ আরোহণ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা পাইল, কিন্তু ঝন্‌ঝনাশব্দে দুর্গকবাট রুদ্ধ হইল। কবাটের পশ্চাতে অবশিষ্ট নির্ভীক রাঠোরবীরগণ শেষ পর্য্যন্ত যুঝিবে, মুসলমান আক্রমণকারীদিগকে রাজপুতবীর্য্য দেখাইবে!

তখন মুসলমানগণ কিঞ্চিৎ হতাশ্বাস হইল। সমস্ত রজনী যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে দেখিল দুর্গদ্বার রুদ্ধ, বোধ হয় পুনরায় সমস্ত দিবস যুদ্ধ না করিলে দুর্গ বিজয় হইবে না। সেনাপতি সেনাদিগকে অবসন্ন ও শ্রান্ত লক্ষ্য করিলেন; আদেশ দিলেন—অদ্যই ভীমগড় লইব, অদ্যই প্রতাপসিংহের পরিবার বন্দী হইবে, সৈন্যগণ ক্ষণেক বিশ্রাম কর।

মুসলমানদিগের উদ্যম ভঙ্গ দেখিয়া চন্দনসিংহ প্রাচীরের উপর উঠিলেন। দেখি-

লেন, প্রায় এক সহস্র মুসলমান দ্বারের বাহিরে বিশ্রাম করিতেছে, বুঝিলেন, যুদ্ধ শেষ হয় নাই, ক্ষণেক নিবৃত্ত হইয়াছে মাত্র। দুর্গের ভিতরে চাহিলেন; দেখিলেন, কেবল দুই শত জন রাঠোর। যুবকের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, ললাট চিন্তাচ্ছন্ন হইল। ক্ষণমাত্র চিন্তার পরই যেন প্রতিজ্ঞা স্থির হইল, তখন ঈষৎ হাসিয়া প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

যোদ্ধৃগণকে চারিদিকে ডাকিয়া কহিলেন—বন্ধুগণ, মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, তাহা করিয়াছি। আমার পণ রক্ষা করিয়াছি, সূর্য্যদেব আকাশে উদিত হইয়াছেন। এক্ষণে দুর্গবাহিরে সহস্র যবন, ভিতরে কেবল মাত্র আমরা জীবিত আছি। এক্ষণে তোমাদিগের কি পরামর্শ?

একজন রাঠোর উত্তর করিলেন—রাঠোর সম্মুখরণে প্রাণত্যাগ ভিন্ন অন্য পরামর্শ জানে না?

চন্দনসিংহ। তাহার পর? তাহার পর আমাদিগের মাতা, ভগিনী, বনিতা, যবনের গোলী হইবে! রাজপুত-রমণী দিল্লীতে বিলাসের দ্রব্য হইবে!

রোষে সকলের মুখ রক্তবর্ণ হইল, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত হইল। তথাপি রাজপুতমণ্ডলী সকলে স্তব্ধ ও বাক্যশূন্য। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কেহ কেহ একটী ভয়ঙ্কর কথা উচ্চারণ করিল—"চিতারোহণ!" ক্রমে সকলে সমস্বরে কহিল—"পুরুষের রণশয্যা, রমণীর চিতারোহণ!"

চন্দনসিংহ তখন অন্তঃপূরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার মাতা অন্যান্য রাঠোর-রমণী বেষ্টিতা হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন, পুত্র মাতার চরণে প্রণত হইলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—যুদ্ধের সংবাদ কি?

চন্দনসিংহ। সংবাদ ভাল। কোনও রাজপুত যোদ্ধা যুদ্ধস্থান ত্যাগ করে নাই, শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নাই। সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, দুর্গ এখনও আমাদিগের হস্তে।

মাতা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে পুত্র ধীরে ধীরে কহিলেন—মাতঃ! যদি অনুমতি করেন তবে আরও নিবেদন করি, রজনীর যুদ্ধে প্রায় তিন শত যোদ্ধা, রাঠোরের ন্যায় জীবনদান করিয়াছেন, এক্ষণে দুর্গের ভিতর দুইশত পঞ্চাশ জনের অধিক রাঠোর নাই, শত্রুগণ প্রায় এক সহস্র, ক্ষণপরেই যুদ্ধারম্ভ করিবে—অবশিষ্ট কথা চন্দনসিংহ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, বীর বালক অলক্ষিত ভাবে একবিন্দু অশ্রু মোচন করিলেন।

তীব্রস্বরে দেবীসিংহের গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—দুই শত পঞ্চাশ জন রাজপুত কি সহস্র তুর্কীর সহিত যুঝিতে ভয় করে?

স্থিরস্বরে চন্দনসিংহ কহিলেন—রাজপুত মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় করে না, যুদ্ধ দান করিবে। কিন্তু রাজপুতরমণীর সম্মান প্রথম রক্ষণীয়।

হাসিয়া চন্দনসিংহের মাতা উত্তর দিলেন—বৎস! এই কথা কহিতে ভয় করিতেছিলে? রাজপুত বীর মরিতে জানে, রাজপুতরমণী কি মরিতে জানে না? যাও বৎস! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, আমরাও প্রস্তুত হইতেছি।

পরে অন্যান্য রমণীদিগকে আহ্বান করিয়া চন্দনের মাতা সহাস্য বদনে কহি-

লেন—সখিগণ! অদ্য আমরা সতী হইব, স্বামীর সোহাগিনী হইব, ইহা অপেক্ষা রাজপুতকামিনীর অদৃষ্টে কি সুখ আছে? ম্লেচ্ছ তুর্কীগণ দেখুক্, রাজপুতযোদ্ধৃগণ বীর, রাজপুতরমণীগণ সতী।

নবোদিত সূর্য্যালোকে সহস্র নারী স্নানাদি সমাপন করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা সমাপন করিলেন, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজদ্বারে একত্রিত হইলেন। বালা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, সকলে একত্রিত হইলেন, সকলে আনন্দে দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর?—তাহার পর রাজপুতের পুরাতন ধর্ম্ম অনুসারে অলঙ্কার বিভূষিতা সহস্র রমণী উল্লাসরব করিতে করিতে চিতারোহণ করিলেন। যখন পরাজয়, অবমাননা ও ধর্ম্মনাশ অনিবার্য্য হয়, রাজপুতরমণীগণ এইরূপে সতীত্ব রক্ষা করেন!

সেই অগ্নিশিখার চতুর্দ্দিকে দুই তিন শত রাঠোর বীর দণ্ডায়মান ছিলেন। নিঃশব্দে তাঁহারা অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে দেখিলেন; মাতা, বনিতা, ভগিনী ও দুহিতাকে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিলেন। তাঁহাদিগের জীবনে আর মায়া রহিল না, জগতে আর আশা রহিল না। তাঁহারা প্রাতঃকালে পবিত্র জলে স্নান করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা শেষ করিলেন, পরে নিঃশব্দে শরীরে বর্ম্মা ধারণ করিলেন, তদুপরি রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন। শিরে উজ্জ্বল মুকুটের উপর তুলসীপত্র স্থাপন করিলেন, গলদেশে শালগ্রাম ধারণ করিলেন, শেষবার নিঃশব্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। জীবন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, সন্তান পিতাকে, নিঃশব্দে আলিঙ্গন করিলেন।

দুই তিন দণ্ড বেলা হইয়াছে, এরূপ সময় ঝনঝনা শব্দে দুর্গদ্বার খুলিল। বিস্মিত মুসলমানেরা দেখিল, সেই দ্বার দিয়া সমুদ্রতরঙ্গবেগে অল্পসংখ্যক রাজপুত বীর আসিয়া সহস্র মুসলমানকে আক্রমণ করিল।

সে রাজপুতসংখ্যা শীঘ্র নিঃশেষিত হইল, দুর্গ মোগলের হস্তগত হইল। কিন্তু সেই যুদ্ধে যে মুসলমানগণ পরিত্রাণ পাইল, তাহারা সেই দুই শত যোদ্ধার যুদ্ধকথা বিস্মৃত হইল না।

পঞ্চাশৎ বর্ষ পরও দিল্লীর কোন কোন বৃদ্ধ মোগল নিজ পুত্র বা পৌত্রকে ভীমগড় দুর্গবিজয়ের কথা গল্প করিত, রাঠোরদিগের যুদ্ধকথা গল্প করিত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—::o::—

বীরত্বে কাতরতা।

পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাঃ সুদুঃসহং প্রাপ্য নিকারমীদৃশম্।
ভবাদৃশাশ্চেদধিবসতে রতিং নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা॥

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

যে দিন ভীলদিগের গহ্বরে মহারাজ্ঞীর সহিত পুষ্পের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে দিন প্রতাপসিংহ সহসা মোগলসৈন্য আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল সৈন্য অসংখ্য সমস্ত দিন ও অর্দ্ধেক রজনী বৃথা চেষ্টা

করিয়া প্রতাপসিংহ সসৈন্যে পুনরায় চাওন্দ দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। মোগল-সৈন্য ক্রমে ভীমচাঁদ ভীলের আবাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাজ্ঞী আর তথায় থাকা উচিত বিবেচনা না করিয়া, সন্তান ও পুষ্পকে সঙ্গে লইয়া ভূগর্ভস্থ জাউরার খনিতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। ভীমচাঁদের আবাসে প্রতাপসিংহের পরিবারকে না পাইয়া মোগলসৈন্য তথা হইতে চলিয়া গেল, মহারাজ্ঞী তখন জাউরার খনি হইতে বাহির হইয়া চাওন্দদুর্গে স্বামীর নিকট আসিলেন।

চাওন্দদুর্গ রক্ষা করাও দুরূহ হইয়া উঠিল। সৈন্যের খাদ্য হ্রাস হইয়া আসিতেছে, যোদ্ধৃগণ হীনবল হইয়া আসিতেছে, চারিদিকে মেঘমালার ন্যায় শত্রু-সৈন্যের শিবির দেখা যাইতেছে। এক দিন সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ পরামর্শ করিবার জন্য দুর্গের সমস্ত প্রধান যোদ্ধা-দিগকে ডাকাইলেন

প্রতাপসিংহের চারিদিকে কুলপতিগণ বসিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধপূর্ব্বে যে সমস্ত প্রাচীন যোদ্ধা কমলমীরে প্রতাপকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়জন আছেন? দেলওয়ারার ঝালাকুলেশ্বর হত হইয়াছেন, বিজলীর প্রমরকুলপতি হত হইয়াছেন, অন্যান্য প্রাচীন কুলপতি হত হইয়াছেন। প্রতাপ আপনার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তাঁহার পুরাতন সঙ্গী অনেকেই আর নাই। নব নব বালকগণ এক্ষণে কুলপতি হইয়াছেন, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারাও মহারাণার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রতাপ আপনার পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, পুত্র অমরসিংহ পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, বাল্যাবস্থা হইতেই পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বাস করিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখিতেছেন। অমরসিংহ যুদ্ধে পিতার সহযোদ্ধা, বিপদ্ ও সঙ্কটে ভাগগ্রাহী।

অনেকক্ষণ পর পরামর্শ শেষ হইল, ভৃত্যগণ খাদ্য আনিল। বৃক্ষপত্র বিনির্ম্মিত পাত্রে সামান্য আহার লইয়া সকলে আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু মেওয়ারের গৌরবের দিনে রাজসভায় যে সমস্ত রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই।

সভার মধ্যে সাহসী ও সম্মানিত যোদ্ধা মহারাণার পাত্র হইতে ফল বা আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে "দুনা" কহিত। প্রতাপসিংহ অদ্য কাহাকে "দুনা" দিবেন, স্থির করিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

তাঁহার পার্শ্বে পুত্র অমরসিংহ বসিয়াছেন, অল্পবয়সেই শত যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতাপ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—অমরসিংহ এই ঘোর বিপদ্ কালে তুমি বীরের শিক্ষা শিখিতেছ, বীরের কার্য্য সাধন করিতেছ! কিন্তু অদ্য অন্য এক যোদ্ধা আমার খাদ্যের ভাগগ্রাহী।

কিছু দূরে দুর্জ্জয়সিংহ ও তেজসিংহকে দেখিয়া বলিলেন—চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর! ধন্য তোমাদের বীরত্ব, ধন্য তোমাদের স্বামীধর্ম্ম। তোমরা উভয়েই আমার জন্য জীবন পণ করিয়াছ, উভয়েই বিপদের সময় রাজপরিবারকে স্থান দিয়াছ, উভয়েই ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহু শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছ। তোমরা

উভয়েই অতুল্য বীর, কিন্তু অদ্য অন্য এক যোদ্ধা আমার খাদ্যের ভাগগ্রাহী।

সম্মুখে প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা কহিলেন—দেবীসিংহ! এ কাল সমরে তুমি আমার জন্য সর্ব্বস্ব হারাইয়াছ, তোমার বীরত্ব, তোমার স্বামীধর্ম্মের পুরস্কার কি দিব? এ কাল যুদ্ধে তুমি দুর্গ হারাইয়াছ, বীর পুত্র হারাইয়াছ, পরিবার কুটুম্ব সমস্ত হারাইয়াছ তথাপি খড়্গহস্তে পর্ব্বতে পর্ব্বতে আমার সঙ্গী হইয়া ফিরিতেছ! প্রতাপসিংহ অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু তোমার ন্যায় স্বামীধর্ম্মরত যোদ্ধার এ অবস্থা দেখিলে প্রতাপসিংহের পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। বীরকুলচূড়ামণি! তোমার বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া মনুষ্যসাধ্য নহে। অদ্য আমার আহারের ভাগগ্রাহী হইয়া আমাকে অনুগৃহীত কর।

মহারাণার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ যোদ্ধা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, বৃদ্ধের নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। অশ্রু মোচন করিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে কহিলেন—মহারাণা! কাতরতা চিহ্ন ক্ষমা করুন, বৃদ্ধের এক বিন্দু অশ্রু ক্ষমা করুন। আশা ছিল, এই বৃদ্ধ বয়সে বৎস চন্দনকে দুর্গভার অর্পণ করিব, বৎস চন্দনকে আমার পৈত্রিক খড়্গ দিয়া শান্তি লাভ করিব, কিন্তু ভগবান্ অন্য রূপ ঘটাইলেন! ভগবান্‌কে নমস্কার করি, পুত্র বীরনাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাণার কার্য্যে বীর নাম কলঙ্কিত করিবে না।

আর কোনও কথাবার্ত্তা হইল না, যোদ্ধৃদিগের নয়ন সিক্ত হইল, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নীরবে ভোজন শেষ হইল, মহারাণা মহিষী ও পুত্রদিগের নিকট যাইলেন।

অন্ধকার নিশীথে একটী পর্ব্বতগহ্বরের নিকট অগ্নি জ্বলিতেছে, রাজশিশুগণ সেই অগ্নির চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, অথবা বিশ্রান্ত হইয়া সেই প্রস্তরের উপর সুখে নিদ্রা যাইতেছে। রাজমহিষী ও পুষ্প রুটী প্রস্তুত করিতেছিলেন পুত্রকন্যাগণ উঠিয়া খাইবে। প্রতাপসিংহ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক নীরবে এই দৃশ্যটী দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় আজি চিন্তাপূর্ণ।

দুর্গ সকল একে একে শত্রুহস্তগত হইয়াছে, সৈন্যসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। প্রতাপসিংহের আর অর্থ নাই, সম্বল নাই, রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, সেই প্রস্তর ভিন্ন মস্তক রাখিবার স্থান নাই, হৃদয়ের কলত্রপুত্রদিগকে রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু এ সমস্ত ক্লেশ প্রতাপসিংহ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রাজমহিষী কোন পর্ব্বতগহ্বরে খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, সহসা শত্রুর আগমনে সেই প্রস্তুত খাদ্য ত্যাগ করিয়া দূরে পলাইয়াছেন! পুনরায় তথায় খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, পুনরায় তাহা ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত রোরুদ্যমান সন্তান লইয়া পলাইয়াছেন! অবশেষে সেই মেওয়ারে থাকিবার স্থান পান নাই, ভীলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভূগর্ভে ও খনিতে লুকাইয়াছিলেন, তথায়, ভীলগণ তাঁহাকে রক্ষা করিত, ভীলগণ তাঁহাকে আহার যোগাইত! কিন্তু এ সমস্ত বিপদ

প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রজনীতে স্বামিপার্শ্বে রাজমহিষী শয়ন করিয়া আছেন, সহসা রাত্রিযোগে মুষলধারায় বৃষ্টি আসিল, সেই অনাবৃত স্থল ভাসাইয়া লইয়া গেল, সমস্ত রাত্রি সিক্তদেহে রাজমহিষী বালিকাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন কিন্তু সে ক্লেশ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রাজপরিবার সমস্ত দিবস অনাহারে জঙ্গলে জঙ্গলে পলাইয়াছেন, সন্ধ্যার সময় কোন পর্ব্বতকন্দরে আশ্রয় লইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। খাদ্য সহসা মিলে না, ক্ষেত্রের "মল" নামক দূর্ব্বার আটা প্রস্তুত করিয়া মহারাজ্ঞী স্বহস্তে তাহারই রুটী প্রস্তুত করিয়া শিশুসন্তানকে দিয়াছেন। এক দিন কন্দরবাসী একটী বন্যবিড়াল আসিয়া শিশুর গ্রাস হইতে সেই রুটী লইয়া পলাইল, শিশু অনাহারে রাত্রি কাটাইল, ক্রন্দন করিতে করিতে মাতৃবক্ষে সুপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতাপসিংহ এরূপ ক্লেশও তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কিন্তু অদ্য মহারাণার হৃদয় কাতর, তাঁহার প্রশস্ত ললাট চিন্তারেখাঙ্কিত।

মহারাণাকে দূর হইতে দেখিয়া মহারাজ্ঞী পুষ্পের হস্তে রুটী রাখিয়া সত্বরে স্বামীকে সম্ভাষণ করিতে আসিলেন। দেখিলেন স্বামীর চক্ষু জলপূর্ণ! বিস্মিত হইয়া কহিলেন—এ কি? অদ্য মহারাণা কাতর কেন? তুর্কীরা বলিবে, এত দিনে মহারাণা যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, বিপদে কাতর হইয়াছেন!

প্রতাপসিংহ। জগদীশ্বর জানেন, প্রতাপ পরিশ্রান্ত নহে, বিপদে কাতর নহে।

রাজ্ঞী। তবে কি পুত্রকন্যার এই দুরবস্থা দেখিয়া কাতর হইয়াছেন? মহারাণা যদি কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে কি এই কষ্ট অসহ্য হইল?

প্রতাপসিংহ। জগদীশ্বর আমার পুত্রকন্যাকে সুখে রাখিয়াছেন, তোমাকেও সুখে রাখিয়াছেন। রাজ্ঞি! এই কাল সমরে অনেক যোদ্ধা শিশুদিগকে হারাইয়াছে, বৎস অমরসিংহের ন্যায় বীর পুত্র হারাইয়াছে, বীরপ্রসবিনী বস্ত্র হারাইয়াছে, জ্ঞাতি কুটুম্ব সমস্ত হারাইয়াছে। রাজ্ঞি! এ কাল যুদ্ধে অনেক যোদ্ধার সংসার মরুভূমি হইয়াছে, জীবন শূন্য হইয়াছে!

রাজ্ঞী। ঈশানা তাঁহাদিগকে শান্তি দান করুন, এরূপ শোক মনুষ্যের অসহ্য।

প্রতাপসিংহ। রাজ্ঞি! দেবীসিংহ নামক একজন রাঠোর যোদ্ধা আমাদের যুদ্ধকার্য্যে কেশ শুক্ল করিয়াছেন, রাঠোরদিগের মধ্যেও তাঁহার অপেক্ষা বীর কেহ নাই। অধুনা তুর্কীগণ তাঁহার দুর্গ লইয়াছে, তাঁহার স্ত্রী পরিবার চিতারোহণ করিয়াছে, তাঁহার এক মাত্র বীর পুত্র তুর্কী হস্তে হত হইয়াছে। বৃদ্ধ দেবীসিংহ স্বামীধর্ম্ম পালন করিয়া কবে নিজ জীবন দান করিবেন, এই আশায় অদ্যাবধি জীবিত আছেন!

রাজ্ঞীর নয়ন দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলিলে? দেবীসিংহের পরিবার সমস্ত গিয়াছে?

দেবীসিংহ এক মাত্র বীর পুত্র হারাইয়াছে? হা বিধাতঃ! পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম বজ্র সৃজন করিতে তুমিও অক্ষম!

প্রতাপসিংহ। বীর পুত্র গিয়াছে, পরিবার গিয়াছে, দুর্গ গিয়াছে, বংশ বিনাশ হইয়াছে! সেই বৃদ্ধ আজি আমাকে কহিলেন, "ভগবানকে নমস্কার করি, পুত্র বীর নাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাণার কার্য্যে বীর নাম কলঙ্কিত করিবে না।" এরূপ স্বামীধর্ম্মের কি এই পুরস্কার? বীর অনুচরগণকে উৎসন্ন করিয়া মেওয়ার রক্ষার কি ফল?

অশ্রুপূর্ণ লোচনে রাজ্ঞী সন্তানদিগকে খাওয়াইতে বসিলেন, প্রতাপসিংহ চিন্তাতে শান্তি পাইলেন না। অনেকক্ষণ বলিলেন, যদি রাজ্যলাভের এই দুঃসহ যন্ত্রণাই ফল হয়, প্রতাপসিংহ সে রাজ্য চাহে না, রাজনামে জলাঞ্জলি দিবে! পরদিন মহারাণা আকবরশাহের নিকট পত্র দ্বারা সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

অপবিত্রে পবিত্রতা।

কিমপেক্ষ্য ফলং পয়োধরান্ ধ্বনতঃ
প্রার্থয়তে মৃগাধিপঃ।
প্রকৃতিঃ খলু সা মহীয়সঃ সহতে নান্য-
সমুন্নতিং যয়া॥
কিরাতার্জ্জুনীয়ম্‌

একদিন সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ পুনরায় যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; রাঠোর ও চোহানকুল, প্রমর ও ঝালাকুল, চন্দাওয়ৎ, সঙ্গাওয়ৎ, জগাওয়ৎ প্রভৃতি শিশোদীয়কুলের অধিপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা বাল্যাবধি যুদ্ধক্ষেত্রে শিক্ষা পাইয়াছেন, শত যুদ্ধে আপন আপন বীরত্ব ও আপন আপন কুলের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্য সভাস্থলে সকলে নীরব!

প্রতাপসিংহ আকবরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা যোদ্ধাদিগের নিকট কহিলেন। আকবর অবশ্যই সন্ধিদান করিবেন, কিন্তু শিশোদীয়গণ কি অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি গ্রহণ করিবে? প্রতাপসিংহ এই কথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই রাজপুতমণ্ডলীর মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এরূপ কেহ নাই। সভাস্থলে সকলে নীরব!

যতদিন যুদ্ধ সাধ্য ততদিন যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে মেওয়ার দেশের একটী উপত্যকা বা পর্ব্বতদুর্গ আর রক্ষা করা মনুষ্যের দুঃসাধ্য! শত্রুগণ নূতন সৈন্য লইয়া মেওয়ারের প্রায় প্রত্যেক উপত্যকা আচ্ছাদন করিয়াছে, প্রত্যেক দুর্গ হস্তগত করিয়াছে, চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। যুদ্ধ? প্রতাপসিংহ আর কি লইয়া যুদ্ধ করিবেন। মেওয়ারের আর সৈন্য নাই, সৈন্যদিগকে খাইতে দিবার অর্থ নাই, রক্ষা করেন এরূপ দুর্গ নাই, থাকিবার স্থান নাই। চাওন্দদুর্গে থাকিয়া অচিরে শত্রুহস্তে বন্দী হইবেন, বীরগণ কি এই পরামর্শ দান করেন? অথবা অম্বর ও মাড়োয়ারের রাজাদিগের ন্যায় তুর্কীর অধীনতা স্বীকার করিবার পরামর্শ দেন?

অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি স্থাপন করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

যে স্বাধীনতার জন্য এতদিন পর্ব্বতে ও উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, রাজপুত-শোণিতে মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিয়াছেন, গৃহ ও প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কন্দরে ও গহ্বরে বাস করিয়াছেন, দিবসে ও রজনীতে ক্লেশ ও বিপদ্ সহ্য করিয়াছেন, সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবেন? রাজস্থানের সকল রাজাদিগের উপর ম্লেচ্ছ পদ স্থাপন করিয়াছে, এক্ষণে কি মহারাণার বংশ সেই পদতলে উন্নত মস্তক অবনত করিবেন? বাপ্পারাওয়ের বংশ, নির্ম্মল শিশোদীয় বংশ কি এতদিনে তুর্কীর দাস হইবে?

রাজপুত বীরগণ নিস্তব্ধ! ইহার মধ্যে কোন্‌টী কর্ত্তব্য? ইহা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? সভাস্থল সকলে নীরব।

অদ্য দাসত্ব স্বীকার করিলে কল্য পুনরায় স্বাধীন হওয়া সম্ভব। আক্‌বর মহাবলপরাক্রান্ত ও অতিশয় বুদ্ধিমান্, কিন্তু আক্‌বরের মরণের পর দিল্লীশ্বর সেরূপ ক্ষমতাপন্ন না হইতে পারেন। তখন মেওয়ার পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে শিশোদীয়বংশ একবারে বিনষ্ট হইলে জগতে তাহার নাম থাকিবে না। এইরূপ তর্ক কাহারও কাহারও জাগরিত হইতে লাগিল।

এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, এমন সময়ে একজন পত্রবাহক একখানি পত্র লইয়া আসিল। প্রতাপ দেখিলেন, বিকানীর রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ এই পত্র লিখিয়াছেন। এ পত্র নহে, কয়েকটী কবিতা; পৃথ্বীরাজের ন্যায় সুকবি সে সময়ে রাজস্থানে আর কেহ ছিলেন না।

বিকানীর দিল্লীর অনুগত পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে থাকিতেন, তথাপি প্রতাপের বীরত্ব শুনিয়া আনন্দিত হইতেন, মেওয়ারের স্বাধীনতা স্মরণ করিয়া আপন অপমান বিস্মৃত হইতেন, মনে মনে প্রতাপসিংহকে পূজা করিতেন। সে সময়ে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কে না মনে মনে মেওয়াররাজকে পূজা করিতেন?

আক্‌বর যখন প্রতাপসিংহের সন্ধিপ্রার্থনাপত্র পাইলেন, তখন উল্লাসে পূর্ণ হইলেন। প্রতাপের ন্যায় মহৎ শত্রু ভারতবর্ষে আর ছিল না, সেই প্রতাপ সন্ধিপ্রার্থনা করিয়াছেন, অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই চিন্তায় আনন্দিত হইলেন, দিল্লীতে আনন্দসূচক বাদ্য ও ধূমধাম হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, দিল্লীশ্বরকে কহিলেন—এ পত্র জাল মাত্র, প্রতাপের কোন শত্রু প্রতাপের গৌরবনাশের জন্য এই পত্র সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীশ্বর! আমি প্রতাপসিংহকে জানি, আপনার রাজমুকুটের জন্য প্রতাসিংহ অধীনতা স্বীকার করিবেন না।

পরে পৃথ্বীরাজ প্রাতপকে কবিতাগর্ভ একখানি পত্র লিখিলেন; অদ্য রজনীতে রাজসভায় প্রতাপসিংহ সেই পত্র পাইলেন। প্রতাপসিংহ পাঠ করিতে লাগিলেন।—

পৃথ্বীরাজের কবিতা।

"হিন্দুর আশাভরসা হিন্দুর উপরই নির্ভর করে।

"তথাপি রাণা তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন ॥

"প্রতাপ না থাকিলে সমস্ত সমভূমি হইত।

"কারণ আমাদিগের যোদ্ধৃগণ সাহস হারাইয়াছেন, রমণীগণ ধর্ম্ম হারাইয়াছেন।

"আকবর আমাদিগের জাতিস্বরূপ বাজারের ব্যাপারী।

"উদয়ের পুত্র ভিন্ন সমস্ত ক্রয় করিয়াছে—তিনি অমূল্য ॥

"নরোজার জন্য কোন্ প্রকৃত রাজপুত সম্ভ্রম বিক্রয় করিবে?

"তথাপি কত জনে বিক্রয় করিয়াছে ॥

"সকলেই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধ . বিক্রয় করিয়াছেন।"

"চিতোরও কি এই বাজারে আসিবেন?

"প্রতাপ সমস্ত ধন ব্যয় করিয়াছেন।

"কিন্তু রত্নটী রক্ষা করিয়াছেন।

"নৈরাশে অনেকে এই স্থানে আসিয়া নিজের অবমাননা দেখিতেছেন।

"হাঁমিরবংশজ কেবল এই অপযশ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

"জগতে জিজ্ঞাসা করে, প্রতাপ গোপনে কোথা হইতে সহায়তা পায়।

"তাঁহার বীরত্ব এবং তাঁহার খড়্গ হইতে!

তদ্দ্বারা ক্ষাত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন।

"ব্যাপারী চিরজীবী নহে, একদিন ঠকিবেন।

"তখন আমাদিগের শূন্য ক্ষেত্র বপন করণার্থ প্রতাপের নিকট রাজপুত বীজ লইতে আসিব।

"তিনিই রাজপুতবীজ রাখিবেন, সকলে এরূপ আশা করে!

"যেন তাঁহার পবিত্রতা পুনরায় উজ্জ্বল হয়।"

প্রতাপসিংহ একবার, দুইবার, তিনবার এই পত্র পাঠ করিলেন। অবশেষে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—বীরগণ! চারিদিকে অপবিত্রতার মধ্যে প্রতাপসিংহ রাজপুতকুল পবিত্র রাখিবে! মেওয়ারে যদি স্থান না হয়, আমরা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইব, অন্যদেশে যাইব, কিন্তু শিশোদীয় বংশ কলুষিত করিব না!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ীরের যুদ্ধ।

দমিতারিঃ প্রশান্তাত্মা নদ্যাপুরিতদিঙ্মুখঃ।
জ্যাঘন কৃষিতো কষ্টাস্তরিতপর্ণমার্গভান্ ॥
তেনোঃ নিহন্যমানানাং সুলুণ্ঠৈঃ কর্ণভেদিভিঃ।
অভূদভামিতত্রাসমাশ্বাস্তাশেষদিগ জগৎ ॥

ভট্টিকাব্য।

প্রতাপসিংহ দেশ ত্যাগ করিতেছেন। মেওয়ারে শিশোদীয় কুলের স্থান নাই, শিশোদীয় কুল সিন্ধুনদীতীরে যাইয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিবে, তথাপি তুর্কীর অধীনতা অস্বীকার করিবে না।

প্রতাপসিংহ ও মেওয়ারের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণ সসৈন্যে ও সপরিবারে মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছেন, আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন, মরুভূমির প্রান্তে পঁহুছিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। সম্মুখে, পশ্চিমদিকে, মরুভূমি সন্ধ্যার আলোকে ধূ ধূ করিতেছে; পশ্চাতে আরাবলী পর্ব্বত ও মেয়ারদেশ! সেই পর্ব্বতরাশি এখনও দেখা যাইতেছে, যোদ্ধৃগণ সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলে চিন্তাকুল। সূর্য্যদেব

অস্ত গিয়াছেন, পুনরায় যখন উদয় হইবেন, স্বদেশ নয়ন হইতে বহির্ভূত হইবে, ঐ অনন্ত পর্ব্বতমালা আর দেখা যাইবে না। যে প্রদেশে শিশোদীয় বংশ বহু শতাব্দি বাস করিয়াছে যে দেশে সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ভূপতিগণ রাজ্য করিয়াছেন, সে দেশ চিরদিনের জন্য নয়ন-বহির্ভূত হইবে। মেওয়ারের প্রত্যেক পর্ব্বতদুর্গ ও উপত্যকা যোদ্ধাদিগের মনে উদয় হইতেছে, যে যে উপত্যকায় পূর্ব্বপুরুষগণ যুদ্ধ করিয়াছেন, যে যে পর্ব্বতে প্রতাপ অনন্ত যুদ্ধে শোণিতপাত করিয়াছেন, সে সমস্ত মানসচক্ষে চিত্রের ন্যায় উদয় হইতেছে। যোদ্ধৃগণ নীরব ও শোকাকুল, নীরবে অনন্ত যশঃপূর্ণ আরাবলী পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেক শিবিরে রাজপুতনারীগণ শিশুগণকে ক্রোড়ে লইয়া সজল-নয়নে আরাবলী পর্ব্বত দেখাইতেছেন।

"শিশোদীয় বংশ নির্ব্বাসিত হইবে! সুন্দর মেওয়ারে শিশোদীয় বংশের আর স্থান নাই!"—প্রতাপসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সভায় এই কথা কহিলেন। সভায় সকলে নিস্তব্ধ। তন্মধ্যে একটী স্বর শুনা গেল—"এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে!" বিস্মিত হইয়া সকলে সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী ভামাশাহ। বংশানুক্রমে ইঁহারা মেওয়ারে মন্ত্রীত্ব কার্য্য করিয়াছেন।

ভামাশাহ কয়েক মাস অবধি প্রতাপসিংহের নিকট ছিলেন না। প্রতাপ যখন যুদ্ধ করিতেছিলেন, ভামাশাহ যুদ্ধার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। সহসা তিনি শুনিলেন, প্রতাপসিংহ ও সমস্ত শিশোদীয়কুল দেশত্যাগী হইতেছেন, যোদ্ধৃগণ আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী তখন দ্রুতগতিতে পশ্চাতে পশ্চাতে যাইলেন, অদ্য তিনি প্রতাপসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন, অদ্য সভা মধ্যে কম্পিত স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন—"এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।

প্রতাপ চমকিত হইলেন, উৎসাহ ও নবজাত আশার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—মন্ত্রীবর! আপনার কথা ব্যর্থ হয় না, কিন্তু আর যুদ্ধের কি উপায় আছে, প্রতাপসিংহ দেখিতেছে না, আপনি নির্দ্দেশ করুন।

বৃদ্ধ করযোড়ে রাজসম্মুখে পুনরায় সেই স্থির গম্ভীরস্বরে কহিলেন—দাস বহুদিন মন্ত্রীত্ব করিয়াছে, দাসের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বহুপুরুষ পর্য্যন্ত মেওয়ারের মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন, সে কার্য্যে বংশানুক্রমে যে ধন সঞ্চিত হইয়াছে তাহা এখনও অস্পৃষ্ট। সে ধনের দ্বারা পঞ্চবিংশ সহস্র সেনার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভরণ পোষণ হইতে পারে, অনুমতি করিলে দাস সে ধন প্রভুপদে উপস্থিত করে।

পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের এই স্বামীধর্ম্ম ও প্রভুভক্তি দেখিয়া প্রতাপসিংহের নয়ন জলপূর্ণ হইল, সে জল ধীরে ধীরে মোচন করিয়া কহিলেন—মন্ত্রীবর! আপনার এই ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট হইলাম, কিন্তু রাজপ্রদত্ত ধন কিরূপে পুনরায় লইব? প্রতাপসিংহ অদ্য দরিদ্র, তথাপি তাঁহার অধীনদিগের ধন হরণ করিতে অক্ষম।

ভামাশাহ। মহারাণা! এদাস প্রভুকে ধন দিতেছে না, মেওয়াররক্ষার্থ মেওয়ারকে

দিতেছে, মেওয়ারের অনুপযুক্ত সুত মাতার জন্য আর কি উপকার করিতে পারে? শিশোদীয়ের ধন প্রাণ সমস্তই মেওয়ারের, তাহা কি মহারাণার অবিদিত? মেওয়ারের জন্য আপনারা শোণিত দিতেছেন, আমি তুচ্ছ ধন দিতে কুণ্ঠিত হইব?

প্রতাপ। মন্ত্রীবর! আপনার যুক্তি অখণ্ডনীয়, আপনার উদার স্বদেশভক্তি দেবতুল্য! আপনার বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম। আপনার দত্ত অর্থ গ্রহণ করিব, সেই অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিব, মেওয়ার উদ্ধার হয় কিনা দেখিব!

প্রতাপ সসৈন্যে ফিরিলেন, পুনরায় আরাবলী অতিক্রম করিয়া মেওয়ারে আসিলেন। সেই বিপুল অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিলেন, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না, আর একবার দেখিলেন।

সে উদ্যমের ফল ইতিহাসে লেখা আছে, দেওয়ীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে। শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেওয়ীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, প্রতাপ দেশত্যাগ করিয়া পলাইতেছেন, এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। সহসা ঝটিকার ন্যায় চারিদিকে প্রতাপের সৈন্য আসিয়া পড়িল, দেওয়ীরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহবাদ খাঁ সসৈন্যে হত হইলেন।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। আমাইত পর্ব্বতদুর্গ হস্তগত হইল, তথাকার মুসলমান দুর্গরক্ষক হত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। কমলমীর দুর্গ হস্তগত হইল, তথাকার দুর্গরক্ষক আবদুল্লা সসৈন্যে হত হইল। উদয়পুর হস্তগত হইল, এক বৎসরের মধ্যে একে একে দ্বাত্রিংশ পর্ব্বতদুর্গ প্রতাপসিংহের হস্তগত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। চিতোর, আজমীড় ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মেওয়ার পুনরায় প্রতাপের হস্তগত হইল। ভগ্নদূত দিল্লীতে যাইয়া আকবরশাহকে জানাইল যে ক্রমাগত দশ বৎসর বিপুল অর্থব্যয়ে মহাবলপরাক্রান্ত আকবরশাহ মেওয়ারে যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহের এক বৎসরের উদ্যমে সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ মেওয়ার অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু মানসিংহের অম্বর প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। দেশ বিপর্য্যস্ত ব্যতিব্যস্ত করিলেন, মল্পপুর নামক প্রধান নগর বাণিজ্যস্থান লুণ্ঠন করিলেন।

ইতিহাসের কথা আর এখানে লিখিবার আবশ্যক নাই। উপন্যাসে আমরা উপন্যাস বর্ণিত দুর্গের কথাই লিখিব। সূর্য্যমহলদুর্গ পুনরায় রাজপুতগণ আক্রমণ করিল। সে দুর্গ আক্রমণকালে, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের পার্শ্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরগণ পরস্পরের সম্মুখে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, সে দুর্দ্দমনীয় বেগের সম্মুখে মুসলমানগণ দাঁড়াইতে পারিল না।

ক্রমে যুদ্ধের গতিতে তেজসিংহ একদিকে ও দুর্জ্জয়সিংহ অন্যদিকে যাইয়া পড়িলেন, কিন্তু উভয়েই দুর্গে প্রথমে প্রবেশ করিবার মানসে অসাধারণ বীরত্বের সহিত শত্রুসেনা ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তেজসিংহই প্রথমে প্রবেশ করি

লেন, ক্ষণেক পরই চন্দাওয়ৎগণ মহা-কোলাহলে শত্রুসেনা মন্থন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

তখন তেজসিংহ পুরাতন শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—দুর্গস্বামিন্! আপনার অনুমতি বিনা আপনার দুর্গে পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছি, সে দোষ ক্ষমা করিবেন, কেবল মহারাণার কার্য্য-সাধনার্থ এইরূপ আচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার দুর্গ আপনি অধিকার করুন, অনুমতি দিলে আমি নিষ্ক্রান্ত হই।

এ কথায় জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া দুর্জ্জয় সিংহ কহিলেন—রাঠোর, ঘটনাক্রমে তুমিই প্রথমে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছ। তাহাই হউক, আপন রাঠোর লইয়া দুর্গ রক্ষা কর, আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহি না। আমি সসৈন্যে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর, পরে যদি চন্দাওয়ৎ অসিতে বল থাকে সে আক্রমণ করিয়া দুর্গ কাড়িয়া লইবে।

ধীরে ধীরে তেজসিংহ উত্তর করিলেন—আমি রাজকার্য্যসাধনার্থ আপনার দুর্গে আসিয়াছি, এই সুযোগে দুর্গ অধিকার করিলে বিশ্বাসঘাতকতা হইবে, রাঠোর বিশ্বাসঘাতকতা জানে না। চন্দাওয়ৎ! এখনও বিদেশীয় যুদ্ধ শেষ হয় নাই, এখনও আমাদিগের মধ্যে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। যখন বিদেশীয় যুদ্ধ শেষ হইবে তখন রাঠোর পুনরায় সূর্য্যমহলে আসিতে বিলম্ব করিবে না।

ধীরে ধীরে আপন রাঠোর সৈন্য লইয়া তেজসিংহ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহ আরক্তনয়নে সেই রাঠোর বীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

ইহার কয়েকদিন পর, ভীমগড় দুর্গের উদ্ধার হইল, কিন্তু প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সেই বিস্তীর্ণ দুর্গ ও প্রাসাদে কেবল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এ জগতে তাঁহার যাহা কিছু প্রিয়দ্রব্য ছিল, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে বা চিতায় বিলুপ্ত হইয়াছে!

দেবীসিংহ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী ক্ষণেক দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন, নবজাত সূর্য্যরশ্মি দেবীসিংহের মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছে, নবজাত প্রাতের বায়ু সেই শুক্লকেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। এ শোকপূর্ণ অসার জগতে পুত্রশোক অপেক্ষা আর দারুণ ব্যথা কি আছে? দেবীসিংহ যোদ্ধা, কিন্তু দেবীসিংহ মনুষ্য।

ধীরে ধীরে তেজসিংহ নিকটে আসিয়া কহিলেন—পিতার চিরসুহৃদ্! আপনাকে আমি কি সান্ত্বনা দিব? কেবল এই জিজ্ঞাসা করি, মহারাণার জন্য সম্মুখযুদ্ধে রাজপুত বালক প্রাণ দিয়াছেন, সে জন্য কি রাজপুতপিতা কাতর?

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেবীসিংহ উত্তর করিলেন—রাজপুতের ধন, মান, পরিবার সমস্তই মহারাণার, মহারাণার কার্য্যে শিশু চন্দনসিংহ জীবন দিয়াছেন, সে জন্য খেদ নাই। একাল সমর, বৃদ্ধকে রাখিয়া শিশুকে লইল কি জন্য, কেবল এই চিন্তা করিতেছি! শিশু চন্দন! পিতাকে কেন সঙ্গে লইলি না?

সেই প্রাচীন মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্তের জন্য কাতরতা-চিহ্ন দৃষ্ট হইল, বৃদ্ধের নয়ন হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, দেবীসিংহ সামান্য ব্যথায় ব্যথিত হন নাই, তিনি সে ব্যথারও ঔষধ জানিতেন। দেবীসিংহের

প্রাচীন হস্ত আপন মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন—পিতঃ! আপনি একটী পুত্র হারাইয়াছেন, আর একজন এখনও জীবিত আছে। তেজসিংহ পিতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছে, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দেবীসিংহ। জগদীশ্বর তোমাকে কুশলে রাখুন, পিতৃগদীতে পুনরায় স্থাপন করুন।

তেজসিংহ। দেবীসিংহ সহায়তা না করিলে পিতৃদুর্গ কিরূপে পাইব? রাঠোর বীর! আপনি পিতাকে গদীতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছেন, পুত্রকে কি সহায়তা করিবেন না?

ধীরে ধীরে দেবীসিংহ নয়নের জল মোচন করিলেন, কাতরতা বিস্মৃত হইলেন, সবল হস্তে অসিধারণ করিয়া কহিলেন—দেবীসিংহের জীবনের এখনও আর একটী উদ্দেশ্য আছে, দেবীসিংহ আপন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় নাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

প্রসন্ন আকাশে মেঘরাশি।

অসারং সংসারং পরিমুষিতরত্নং ত্রিভুবনং
নিরালোকং লোকং মরণশরণং বান্ধবজনং।
অদর্পং কন্দর্পং জননয়ননির্ম্মাণমফলং
জগজ্জীর্ণারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ॥

মালতীমাধবম্।

একদিন সন্ধ্যার সময় তেজসিংহ ভীল সর্দ্দার ভীমচাঁদকে দেখিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পর্ব্বততলে হ্রদতটে সেই ভীল-বালিকাকে দেখিতে পাইলেন। বালিকা এখনও দেখিতে সেইরূপ, হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে, গীত গাইতে গাইতে নিকটে আসিল।

বালিকা গাইল।

প্রভাতে বাগানে গিয়া দেখে এলেম সই,
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই।

তেজসিংহ। আজ কি দেখেছিলি? কি শুনেছিলি?

বালিকা। এই শুন না।

ফুটেছে মালতী ফুল গন্ধেতে করি আকুল,
ধেয়ে এল অলিকুল, দেখে এলেম সই।

তেজসিংহ। এই দেখেছিলি, আর কিছু না?

বালিকা। এই শুন না।

অলি এসে গান গায়, ফুল শুনে মুগ্ধ হয়,
'তুমি নাথ' ফুল কয়, শুনে এলেম সই।

তেজসিংহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—তুই অতিশয় দুষ্টা, তোর গান বুঝিয়াছি, এ ফুলের নাম কি বল দেখি?

বালিকা। ফুলের আবার নাম কি? ফুলের নাম পুষ্প। পুনরায় গাইতে লাগিল।

অলিরাজ ধেয়ে যায়, বায়ু ফুলের মধু খায়
ফুলে কবে সত্য কয়, দেখিতে পাই কই?
প্রভাতে বাগানে গিয়ে, দেখে এলেম সই,
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই।

তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। রোষে বালিকার হাত ধরিয়া কহিলেন—বালিকা, তুই যদি পুরুষ হইতিস, তোর চপলতার শাস্তি দিতাম।

বালিকা। আমি কি করিয়াছি? আমাকে ছেড়ে দাও, আর আমি গীত

গাইব না। গীত গাইলে তুমি রাগ করিবে তাহা কি আমি জানিতাম?

তেজসিংহ। পাপীয়সি! তুই কি জন্য এ গীত গাইলি? পুষ্পের যদি মিথ্যা নিন্দা করিস্ অদ্য আমার হস্তে তোর নিস্তার নাই।

বালিকা। আমি পুষ্পের কি জানি, পুষ্প কে? আমি দরিদ্র ভীলকন্যা, আমি ফুল তুলি, ফুলের গান করি, আমি পরের কথা কি জানিব? আমাকে ছাড়িয়া দাও।

বালিকা কি সত্যই বালিকা? যথার্থই কি কেবল ফুলের গীত গাইতেছিল? তেজসিংহ কখনও বালিকাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া ভাবিলেন—আমি অনর্থক রাগ করিয়াছি।

ধীরে ধীরে বালিকার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন—না, আমি রাগ করিব না, তুই আর একটী গীত গা।

বালিকা এবার হাসিয়া করতালি দিয়া গাইল—

আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই,
পুষ্পের হইবে বিয়ে কিনতে যাইগো খই।

তেজসিংহ। কাহার সহিত বিবাহ হইবে?

বালিকা। ফুলের আবার কার সঙ্গে বিবাহ হয়? অলির সঙ্গে আর কার সঙ্গে?

তেজসিংহ। ভীলবালা! তোর হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি! পুষ্পকুমারীর সহিত কাহার বিবাহ হইবে তাহা কিছু শুনিয়াছিস্?

বালিকা। তাহা কি জানি? তুমি কি শুনিয়াছ?

তেজসিংহ। পুষ্পকুমারীর সহিত দুর্জ্জয়সিংহের একবার সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কন্যা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই, সে বিবাহ অপেক্ষা মৃত্যু পণ করিয়াছিলেন।

বালিকা। তাহা শুনি নাই।

তেজসিংহ। কি শুনিস্ নাই?

বালিকা। সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা শুনি নাই।

তেজসিংহ। তবে কি শুনিয়াছিস্?

বালিকা। শুনিয়াছি, দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কোন একটী মেয়ের বিবাহ স্থির হইয়াছিল, এমন সময়ে তুর্কীরা সূর্য্যমহল অধিকার করিল, আর—

তেজসিংহ। আর কি?

বালিকা। কিছু নয়।

তেজসিংহ। আর কি বল, না হইলে প্রহার করিব।

বালিকা। আর সেই কন্যা সেই দুর্গ হইতে পলাইবার আগে নাকি বরকে অঙ্গুরীয় দান করিয়াছিল।

তেজসিংহের নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন—তুই বন্য অসভ্য ভীল, তোর উপর রাগ করিয়া কি করিব? সম্মুখ হইতে দূর হ! সজোরে বালিকাকে ঠেলিয়া হ্রদের জলে ফেলিয়া দিলেন।

বালিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া সন্তরণ করিয়া হ্রদ পার হইল। অপর পার্শ্বে সিক্ত কেশে সিক্ত বসনে একটী তুঙ্গ শিলাখণ্ডে দাঁড়াইয়া সেই নৈশ আকাশ ধ্বনিত করিয়া গীত গাইতে লাগিল।

আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই,
পুষ্পের হইবে বিয়ে আন্‌তে যাই গো খই।
ধেয়ে এল বাবুরাজ, গায়ে পরিমল সাজ,
অলির মাথায় পড়ে বাজ, শুন্‌লে কিনা সই!

তেজসিংহ উঠিলেন। দুষ্টা বালিকার অলীক কথায় তেজসিংহের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি নানা-স্থানে জনপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন, পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন, সে প্রবাদ ভীল বালিকার সৃষ্ট, তাহা তিনি জানিতেন না। এ কথা এত-দিন বিশ্বাস করেন নাই, পুষ্পকুমারীর সত্যে সন্দেহ করেন নাই, যুদ্ধের সময় পুষ্পকে কোনও কথা জিজ্ঞাসার অবসর পান নাই। কিন্তু অদ্য ভীলকন্যার কথায় সন্দেহ জাগরিত হইল, সে সন্দেহ ক্রমে হৃদয়কে অভিভূত করিতে লাগিল।

অন্ধকারে সেই পর্ব্বত-পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ভীলবালার গীত এখ-নও তাঁহার কর্ণে শব্দিত হইতেছিল, তাঁহার মন অসুস্থ ও বিচলিত। বালিকা মিথ্যা-কথা বলিবে কিজন্য?

তবে কি পুষ্প যথার্থই দুর্জ্জয়সিংহের অনুরক্তা হইয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহকে অঙ্গু-রীয় দান করিয়াছেন, তেজসিংহকে ভুলিয়াছেন? তেজসিংহের হৃৎকম্প হইল।

আবার তিনি পুষ্পের পুষ্পবিনিন্দিত মুখখানি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই ম্লান নয়ন, ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠদ্বয়, শান্ত ললাট, ও সরল কথাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন। পুষ্প কখনু, কখন কখনও সত্য লঙ্ঘন করিবে না, তেজসিংহ কেন আশঙ্কা করিতেছ?

আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয় মনে জাগরিত হইতে লাগিল, হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল, সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, হৃদয় উদ্বিগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল।

পর্ব্বতের কুজ্ঝটিকা যেমন ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে থাকে, ক্রমে বৃহৎ রূপ ধারণ করে, উন্নত স্থির পর্ব্বতকে আবৃত করে, গগনের সূর্য্য ও প্রকৃতির প্রসন্ন মুখচ্ছবি আবৃত করে, অবশেষে দীর্ঘাবিলম্বী মেঘরূপ ধারণ করিয়া জগৎ কলুষময় ও গভীর অন্ধকারময় করে, সেইরূপ সন্দেহ-মেঘ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া অদ্য তেজসিংহের প্রসন্ন উদার হৃদয়কে আবৃত করিল। হৃদয়ের সে অন্ধকার দুর্ভেদ্য, সুন্দর পরি-ষ্কার দীপ্তিশক্তির আলোক তাহাতে বিলীন হইয়া গেল।

—:০:—

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্য পালন।

সা সন্নাস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী।
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্॥

মেঘদূতম্।

দ্বিপ্রহর রজনীতে চন্দ্রকে রাজ্ঞল পুষ্পোদ্যানে পাঠক পুষ্পকুমারীকে একবার দেখিয়াছেন, কিন্তু সেদিন চারণদেব তথায় উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং পুষ্পকুমারী পরি-চয় দান করেন নাই। যদি পরিচয় জানি-বার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, চলুন, অদ্য নিরালয়ে যাইয়া সে লাবণ্যময়ীর সহিত আলাপ করিব! অদ্য তিনি মহারাজ্ঞীর

সহচরী রূপে রাজপরিবারের সহিত বাস করিতেছেন।

পুষ্পকুমারী রাজপুত-বালিকা। পুষ্পের পিতার সহিত তিলকসিংহের অতিশয় প্রণয় ছিল, সেই কারণ তিলকসিংহ নিজ পুত্রের সহিত পুষ্পের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। দশমবর্ষীয় বালক ও সপ্তমবর্ষীয়া বালিকার একদিন সাক্ষাৎ হইল; সেই দিন একে অন্যকে মনে মনে বরণ করিলেন। বিবাহের বাক্যদান হইল, সম্বন্ধ স্থির হইল, সমস্ত আয়োজন স্থির হইল, শুভকার্য্যের দিনস্থির হইল, এরূপ সময়ে দিল্লীশ্বর আকবর আসিয়া চিতোরনগরী আক্রমণ করিলেন। সে নগর রক্ষার্থ পুষ্পের পিতা ও তিলকসিংহ উভয়েই হত হইলেন। কিছুদিন পরে তেজসিংহ পৈত্রিক দুর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া ভীলদিগের সহায়তা গ্রহণ করিলেন।

সপ্তমবর্ষের বালিকা ও দশম বর্ষের বালক প্রণয়ের কি জানিবে? কিন্তু রাজপুতগণ বাল্যকাল হইতে সত্যপালন করিতে শিখিত, রাজপুতবালিকা সত্য বিস্মৃত হইলেন না। একদিনদৃষ্ট সেই বালকের প্রতিমূর্ত্তি বালিকা কয়েক দিনের মধ্যে বিস্মৃত হইলেন, কিন্তু সপ্তমবর্ষে যে সত্য করিয়াছিলেন, জীবনে তাহা বিস্মৃত হইলেন না।

তিলকসিংহের কুলের অধিকতর অবমাননা করিবার জন্য দুর্জ্জয়সিংহ তেজসিংহের বাগ্‌দত্তা বধূকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার মানস করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুষ্পকুমারীর রক্ষক কেহ ছিল না, অন্য যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দুর্জ্জয়সিংহের পক্ষাবলম্বী ও অর্থভুক্! তাঁহারা দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার জন্য বালিকাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন বালিকা উত্তর পাঠাইলেন—আমার স্বামী হত হইয়াছেন, আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া। সেই দিন হইতে বালিকা সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিলেন; তখন পুষ্পের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষমাত্র।

তরুণবয়সে শারীরিক কিছু কিছু পরিশ্রম ও চেষ্টায় আমাদিগের শরীর সবল হয়, দৃঢ়বদ্ধ হয়। তরুণবয়সে কিছু কিছু ক্লেশ, চিন্তা ও শোকে আমাদিগের মন গঠিত হয়, মানসিক প্রবৃত্তি দৃঢ়তর হয়, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়, মানসিক পেশীগুলি যেন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ও বদ্ধ হয়। চিন্তা ও ক্লেশ অপেক্ষা মনের উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর নাই, মানসিক দুর্ব্বলতার নিপুণতর চিকিৎসক নাই। চিন্তা লৌহকর্ম্মকারের ন্যায় বার বার নির্দ্দয় ও সবল আঘাত করিয়া হৃদয়কে গঠিত করে, সে আঘাতে আমরা কাতর হই, আর্ত্তনাদ করি, কিন্তু কর্ম্মকার নির্দ্দয়, আপন কার্য্য বিস্মৃত হয় না। পরিশেষে আমাদের মন গঠিত হয়, হৃদয় গঠিত হয়, প্রবৃত্তিগুলি স্থিরীকৃত হয়, প্রতিজ্ঞা লৌহবৎ দৃঢ় হয়। যিনি বাল্যকাল হইতে অন্যের চেষ্টায় পালিত, অন্যের হস্ত দ্বারা নীত, যাঁহাকে কখনও চিন্তা করিতে হয় নাই, ক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই, তাঁহার মন এখনও গঠিত হয় নাই, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয় নাই; তাঁহার সুখ ও স্বচ্ছন্দতা আমি হিংসা করি না।

বাল্যকালে ক্লেশে পড়িয়া কোমল রাজপুতবালিকার মন গঠিত হইল, লৌহবৎ দৃঢ়ীকৃত হইল। আত্মীয়ের ভর্ৎসনা ও ভয়প্রদর্শনে পরিচারিকাদিগের অনুরোধে,

দুর্জ্জয়সিংহের দূতীদিগের প্রলোভনে, বালিকার হৃদয় বিচলিত হইল না, বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। লোকে যত দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার অনুনয় করিতে লাগিল, বালিকা ততই অধিকতর ভক্তিভাবে সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত, বীরপুরুষের নামমাত্র পূজা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়ের ভ্রূকুটী ও বন্ধুজনের ভর্ৎসনা, নীরবে সহ্য করিতে শিখিলেন, নিরানন্দ গৃহে বাস করার ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিলেন, আপন প্রতিজ্ঞা আপন হৃদয়ে গোপন করিতে শিখিলেন। বহু পরিজন মধ্যে বালিকা একাকিনী বিচরণ করিতেন, একাকিনী চিন্তা করিতেন, একাকিনী পুষ্পচয়ন করিতেন, ও হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতেন। অভ্যাসে আমাদিগের কোন্ ক্লেশ না সহ্য হয়? পুষ্পকুমারী পরে স্নেহ আর চাহিতেন না, পরের মিষ্টকথা চাহিতেন না, পরের ভ্রূকুটী বা মর্ম্মভেদী রহস্যে তাঁহার লৌহবৎ হৃদয়ে আর ক্লেশ হইত না, বিধবা-বেশধারিণী নবীনা রাজপুত্রবালা বাল্যকালের সত্যপালন করিতেন। অন্ধকার যত গাঢ় হয়, দীপালোক তত প্রস্ফুটিত ও প্রজ্বলিত হয়; সকলের ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপের মধ্যে পিতৃ-মাতৃহীনা, বন্ধুহীনা রাজপুত্রবালিকার স্থির, অবিচলিত প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

দুর্জ্জয়সিংহ অনেক প্রলোভন দেখাইয়া পুনরায় পুষ্পকুমারীর হস্ত প্রার্থনা করিলেন। দূতী শতমুখে দুর্জ্জয়সিংহের যশ, পরাক্রম, সাহস ও বিপুল অর্থের কথা বর্ণনা করিল। পুষ্পকুমারী সমস্ত শুনিলেন, স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন—আমি বিধবা পুরুষের অস্পর্শনীয়া।

পুষ্পের আত্মীয়গণ এ কথা শুনিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইলেন, পুষ্পকে অনুরোধ ও ভয়প্রদর্শন করিলেন, বালিকা অধিক দিন অবিবাহিতা থাকিলে নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইবে বুঝাইলেন। পুষ্পকুমারী সমস্ত শুনিলেন, স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন—আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া।

অবশেষে পুষ্পের আত্মীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ পুষ্পকে সূর্য্যমহলে আনাইলেন। পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—চন্দাওয়ৎরাজ! শুনিয়াছি আপনি অতিশয় বিক্রমশালী, সকলই করিতে পারেন; কিন্তু পুষ্প আপনাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে আত্মঘাতিনী হইবে তাহাও কি নিবারণ করিতে পারিবেন? শুনিয়াছি তিলকসিংহের বিধবাকে হত্যা করিয়াছেন, আর একজন নারীহত্যার পাতকে পাতকী হইবেন?

ত্রিংশপরিচ্ছেদ।

মেঘগর্জ্জন।

হিজম কিং একং বেপা।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

কয়েক বৎসর অবধি পুষ্প এইরূপে একাকিনী চিন্তা করিতেন। সহসা এক দিন নিশীথে স্বপ্নের ন্যায় একজন চারণদেব সাক্ষাৎ দিয়া পুষ্পকে বলিলেন—সে অজ্ঞাত, অপরিচিত, বাল্যদৃষ্ট রাঠোর বীর

জীবিত আছেন, তিনি দেশের যুদ্ধ যুঝিতেছেন, তিনি বাল্য-সত্যপালন করিতেছেন!

স্বপ্নের ন্যায় সে চারণদেব ও চারণের গীত লয় লইয়া গেল, কিন্তু সে বার্ত্তা পুষ্পের হৃদয় হইতে লয় হইল না। বিধবার হৃদয়ে নব উল্লাস জাগরিত হইল, শুষ্ক লালসার উদ্রেক হইল। প্রাতঃকালের প্রথম আলোকচ্ছটায় যেরূপ সেই উদ্যানের পুষ্প গুলি বিকশিত হইত, সেইরূপে চারণ-বার্ত্তায় বিধবার হৃদয়ে নিহিত আশা, নিহিত ভাব, নিহিত লালসা, সহসা প্রস্ফুটিত হইল।

যে অজ্ঞাত বাল্যস্বামীর নাম জপিয়া এতদিন সত্যপালন করিয়াছেন, তিনি জীবিত আছেন! তিনি নিদর্শন প্রেরণ করিয়াছেন, বাল্যসত্য ভুলেন নাই। পুষ্পকুমারী সেই বাল্যকালের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই বাল্যসুহৃদের মুখমণ্ডল স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, এখন যিনি বলিষ্ঠ হইয়া দেশের যুদ্ধ যুঝিতেছেন তাঁহার দীর্ঘ অবয়ব ও মুখকান্তি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতেন। বাল্যদৃষ্ট মুখমণ্ডল স্মরণপথে আসিত না, অথবা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলে কিছু কিছু মনে পড়িত। একখানি উদার মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাট, উন্নত দেবকান্তি শরীর, স্মরণে আসিত। কল্পনা হইত, যেন চন্দ্রালোকে সেই বীর দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পের হস্ত ধারণ করিয়াছেন, যেন বীরের উষ্ণ নিশ্বাস বীরের তপ্ত ওষ্ঠ, সেই হস্ত স্পর্শ করিল। এ যে সেই চারণ দেবের মূর্ত্তি!

পুষ্প বিশ্বাসঘাতিনী নহেন, মনের নিভৃত কন্দরেও সেই অজ্ঞাত স্বামী ভিন্ন আর কাহারও চিন্তা ছিল না। তথাপি কল্পনা অতিশয় মায়াবিনী; যে স্থানের কথা বার বার শুনি, সে স্থান না দেখিলেও কল্পনাবলে মানসচক্ষে যেন সৃষ্ট হয়, যে অদৃষ্ট পুরুষের কথা ধ্যান করি, কল্পনাবলে তাহার একটী চিত্র মনে সৃষ্ট হয়। সেই পুরুষের কল্পিত একখানি আকৃতি মনের সম্মুখে থাকে, অপরিচিতের মানসিক যে সমস্ত গুণ আমরা জানি, তদনুযায়ী একখানি মুখচ্ছবি গঠন করিয়া লই। পুষ্প যখন অজ্ঞাত ও বাল্যসুহৃদের কথা মনে করিতেন, চারণের দেবতুল্য মুখকান্তি হৃদয়ে জাগরিত হইত। তেজসিংহের অসাধারণ বীরত্বের কথা যখন শুনিতেন, চারণের উন্নত দীর্ঘ অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ বাহু স্মরণ হইত! তেজসিংহের কণ্ঠস্বর যখন কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই চারণের সঙ্গীত-বিনিন্দিত রজনীশ্রুত মিষ্ট ভাষা কর্ণকুহরে শব্দিত হইতে থাকিত। পুষ্প অবিশ্বাসিনী নহেন, সত্যপালনের জন্য জগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মায়াবিনী কল্পনাশক্তি অজ্ঞাত হৃদয়েশ্বরের আকৃতির সহিত স্বপ্নবৎ দৃষ্ট চারণদেবের সহিত সতত্‌ই বিজড়িত করিত! কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও কি সেই মূর্ত্তির দিকে প্রধাবিত হইত? পুষ্পকুমারী জানেন না, আমরাও জানি না।

চাতক যেরূপ মেঘের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিশ্রান্ত হয় না, পুষ্পকুমারী সেইরূপ পর্ব্বত পথ চাহিয়া রহিলেন, পুনরায় স্বপ্নবদৃষ্ট সেই নবীন চারণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুষ্প চন্দ্রালোকে পদচারণ করিতেন, নিস্তব্ধ রজনীতে

একাকী জাগরিতা থাকিতেন। দিবা গেল, মাস গেল, রৌপ্যবিনিন্দিত চন্দ্রালোকে সে নবীন মূর্ত্তি আর দৃষ্ট হইল না, রজনীর নিস্তব্ধতায় সে স্বর্গীয় সঙ্গীত আর শ্রুত হইল না।

আকাশে যেরূপ কৃষ্ণ মেঘের সহিত বিদ্যুল্লতা ক্রীড়া করে, পুষ্পের হৃদয়ে নৈরাশ্যের সহিত আশা সেইরূপ খেলা করিত। কিন্তু জগৎ সে আশা বা চিন্তার কোন পরিচয় পায় নাই, বিধবা বালার নির্ম্মল ম্লান মুখমণ্ডলে কোনও ভাব লক্ষিত হইত না।

সহসা মুসলমানেরা মর্বামহল আক্রমণ করিল, নিশীথে অপরিচিত ভীলযোদ্ধার দ্বারা পুষ্পকুমারী অন্যস্থানে নীত হইলেন। তাহার পর রাজপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প ফিরিতে লাগিলেন। ভীমচাঁদের পাশ হইতে জাউরার খনিতে, তাহার পর কখন কন্দরে, কখন গহ্বরে, কখন উপত্যকায়, কখন চাওয়ন্দ দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। এখন যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিতেন, চিতোর শত্রুহস্তে রহিয়াছে বলিয়া এখনও তাপসের ক্লেশ সহ্য করিয়া প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া কুটীরে বাস করিতেন। রাজরাজ্ঞী ও রাজবধূ সেই কুটীরে থাকিতেন, রাজশিশুগণ সেই কুটীরের চারিদিকে ক্রীড়া করিত! যতদিন চিতোর উদ্ধার না হয়, ততদিন প্রতাপসিংহ অন্য আবাসে বাস করিবেন না। প্রতাপসিংহ জীবিত থাকিতে চিতোর উদ্ধার হইল না; ইতিহাসে লিখিত আছে, প্রতাপ সেই পর্ণকুটীরে প্রাণত্যাগ করেন।

পর্ণকুটীরের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইত, পুষ্পকুমারী তথায় সর্ব্বদা জল আনিতে যাইতেন। অদ্য রজনীতে সেই স্থানে জল আনিতে যাইলেন ও কলস রাখিয়া নীলমেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। অনেকক্ষণ একাকী সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা আমরা কিরূপে অনুভব করিব?

মেঘ গর্জ্জন করিল। সহসা পুষ্পকুমারীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল কেন?—কে বলিবে, কিজন্য?

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বজ্রাঘাত।

কা ত্বং শুভে কস্য পরিগ্রহো বা কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে। [?] সে অঙ্গুলী।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

সহসা সুদূর হইতে পুষ্প একটী সঙ্গীতধ্বনি শুনিলেন। সে সঙ্গীতে পুষ্পের হৃদয় আলোড়িত করিল, পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিল! আশায় পুষ্পকুমারীর হৃদয় বিকশিত হইল, আনন্দময় স্বপ্নে পুনরায় সে হৃদয় ভাসিল, শুষ্কপ্রায় লতিকা যেন আর একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল!

গীত।

"বর্ষাকালে আকাশে সুন্দর ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহার কি কমনীয় কান্তি, কি অনির্ব্বচনীয় রূপ! সে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রধনুর স্থায়ীত্বে বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা উজ্জ্বলনয়না নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না!

"বক্রগতি কালসর্প কি সুন্দর উজ্জ্বল চূড়া ধারণ করে। সে খল সর্পের সরলতায় বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা সুবেশধারিণী নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না!

"জগতের অস্থায়ী দ্রব্যের স্থায়ীত্বে প্রত্যয় কর; চপলা বিদ্যুল্লতার কিরণে প্রত্যয় কর; জলে অঙ্কিত রেখার স্থায়ীত্বে বিশ্বাস কর; উল্কার স্থিরত্বে বিশ্বাস কর; কিন্তু নারীর সত্যে প্রত্যয় করিও না!

"জগতের মধ্যে চপল, চঞ্চল, মায়াবী, অপ্রকৃত, সমস্ত দ্রব্য একীভূত কর, তাহার উপর নাম লিখ, 'নারীর সত্যপালন'।

চারণের উগ্র স্বর শুনিয়া পুষ্প স্তম্ভিত হইলেন! ধীরে ধীরে চারণদেব নিকটে আসিয়া পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ গীত দেবীর মনোনীত হইয়াছে?

পুষ্প চকিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন! অনেকক্ষণ পর বলিলেন—চারণদেব, এ গীতের অর্থ বুঝিলাম না, পূর্ব্বদিনে আপনি এরূপ গীত গান নাই।

সে কোমলস্বরে প্রস্তর দ্রবীভূত হইত, চারণের হৃদয় হইল না। তিনি কহিলেন—গীত আমার নহে, আমি যেরূপ শিক্ষিত হই, সেইরূপ গাই।

পুষ্প। যিনি আপনাকে গীত শিখাইয়াছেন, তিনি কুশলে আছেন?

চারণ। কুশলে নাই, তিনি কুস্বপ্নে অতিশয় প্রপীড়িত হইয়াছেন। আপনাকে যে নিদর্শনটী দিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখিতে চাহিয়াছেন।

পুষ্প এবার যথার্থ ভীতা হইলেন। তিনি চারণদত্ত অঙ্গুরীয়টী হৃদয়ে রাখিতেন, সর্ব্বদা দেখিতেন, সর্ব্বদা পরিতেন, পুনরায় হৃদয়ে রাখিতেন। কিন্তু যেদিন তিনি ভীমচাঁদ ভীলের গহ্বরে নীতা হইয়াছিলেন সেই দিন হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী তিনি খুঁজিয়া পান নাই।

চারণ কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?

পুষ্প স্তব্ধ ও নিরুত্তর!

অধিকতর ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?

অস্ফুটস্বরে পুষ্প কহিলেন—চারণদেব, অনবধানতা মার্জ্জনা করুন, বীরপুরুষকে জানাইবেন—

চারণ গর্জ্জন করিয়া তৃতীয়বার এই প্রশ্নটী করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?

পুষ্প। আমি অভাগিনী, সে অঙ্গুরীয়টী হারাইয়াছি।

চারণ। অভাগিনি! তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেজসিংহের প্রণয় এ জীবনের মত হারাইয়াছ!

বিদ্যুৎ-গতিতে ছদ্মবেশী তেজসিংহ নয়নের অদৃশ্য হইলেন!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পৈত্রিকদুর্গে প্রবেশ।

ততো ভেরী মৃদঙ্গানাং পণবানাঞ্চ নিঃস্বনঃ।
শঙ্খনেমিস্বনোন্মিশ্রঃ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ॥

রামায়ণম্

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় তেজসিংহ ভীমগড় দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। মনে

মনে কহিলেন—চপলা নারীর জন্য বহুদিন ব্যর্থ কাটাইয়াছি, অদ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিপ্রহর রজনীতে চারিদিকে সৈন্য রাশীকৃত হইতেছিল, তেজসিংহ তাহার মধ্যে যাইয়া কহিলেন—বন্ধুগণ, বৈরনির্য্যাতনের সময় উপস্থিত, আমার সহিত অগ্রসর হও।

যাহারা তেজসিংহের সে গর্জ্জন শুনিল, সে নিশীথে তাঁহার ললাটে ভ্রূকুটী দেখিল, তাহাদিগের তিলকসিংহের কথা স্মরণ হইল। নিঃশব্দে সকলে সূর্য্যমহলের দুর্গের দিকে চলিল।

পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যদিয়া দ্বিপ্রহর রজনীতে নিঃশব্দে সৈন্যগণ চলিতে লাগিল। কখন জঙ্গলের ভিতর দিয়া, কখন হ্রদের পার্শ্ব দিয়া, কখন অন্ধকারময় উপত্যকার নীচে দিয়া, কখন পর্ব্বতের উপর দিয়া তেজসিংহের সৈন্য চলিল। যতক্ষণ সৈন্য চলিতেছিল, তেজসিংহের মুখে কেহ একটী কথা শ্রবণ করে নাই। সকলে বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয়ে রোষানল জাগরিত হইয়াছে, অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের রক্ষা নাই।

অনেক পর্ব্বত ও উপত্যকা উত্তীর্ণ হইয়া সেনা অবশেষে সূর্য্যমহলের সম্মুখে আসিল। উন্নত শেখর যেন কিরীটের ন্যায় দুর্গকে ধারণ করিয়াছে, সেই পর্ব্বত ও দুর্গ নৈশ আকাশপটে চিত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে! চারিদিকে কেবল পর্ব্বতমালা ও অনন্ত পাদপশ্রেণী দেখা যাইতেছে, নৈশ অন্ধকারে সূর্য্যমহলদুর্গ নিস্তব্ধ, জগৎ নিস্তব্ধ। ক্ষণেক তেজসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া দূর হইতে সেই পৈত্রিক দুর্গ দেখিলেন, মনে মনে বলিলেন—পিতা অনুমতি দিন, অষ্টাদশ বর্ষ নির্ব্বাসনের পর আপনার পুত্র অদ্য দুর্গে প্রবেশ করিবে।

নিঃশব্দে সৈন্যগণ সূর্য্যমহলতলে উপস্থিত হইল। এ নিস্তব্ধ নিশীথে অসতর্ক শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন। তেজসিংহ ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন—পিতার দুর্গে পুত্র তস্করবৎ প্রবেশ করে না। তেজসিংহ রাজপুত, রাজপুত সুপ্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে না।

পরে উচ্চৈঃস্বরে ভেরী বাজাইলেন; ভেরীর শব্দ সে পর্ব্বত ও উপত্যকায় বার বার ধ্বনিত হইয়া জগৎকে চমকিত করিল। পরে তেজসিংহ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—অদ্য তিলকসিংহের পুত্র পিতার দুর্গে প্রবেশ করিবেন, যাহার সাধ্য পথ রোধ কর।

যাহারা সে ভেরীশব্দ, সে গর্ব্বিত কথা শুনিল, তাহারা বুঝিল, অদ্য তেজসিংহের গতিরোধ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। দুর্গপ্রহরিগণ নীচের শব্দ শুনিতে পাইল, লক্ষ্য করিয়া দেখিল, পিপীলিকাসারের ন্যায় সৈন্যশ্রেণী দুর্গে আরোহণ করিতেছে!

তৎক্ষণাৎ তাহারা দুর্জ্জয়সিংহকে সংবাদ দিল। দুর্জ্জয়সিংহ জাগরিত হইয়া দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিলেন, রাঠোর অল্পদিন পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছিলেন, অদ্য তাহাই পালন করিতে আসিয়াছেন। রোষে মনে মনে বলিলেন—তিলকসিংহের পুত্র! বহুকাল হইতে এই দিন আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আজি হৃদয় শান্ত হইবে, তুমি কি আমি অদ্য জীবনত্যাগ করিব। এ জগতে উভয়ের স্থান নাই।

দুর্জ্জয়সিংহের আদেশে দ্বিশত যোদ্ধা প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইল, অবশিষ্ট

প্রাচীরের ভিতর রহিল। প্রাচীরের উপরে চারিদিকে মশাল জ্বলিল, দুর্গশিরের এই আলোক বহুদূর পর্য্যন্ত চারিদিকের দেশ প্রদীপ্ত করিল, গগন উদ্দীপ্ত করিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, বিনা যুদ্ধে আর আরোহণ সম্ভব নহে। তখন বজ্রনাদে যুদ্ধের আদেশ দিলেন, স্বয়ং সমস্ত সৈন্যের অগ্রগামী হইয়া বর্শা ও অসিহস্তে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন।

সেস্থানে উপরের অল্প সৈন্য নীচস্থ বহু সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিত, কিন্তু তেজসিংহের গতিরোধ হইল না। তাহার রাঠোর সেনাগণ যেরূপ দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহততেজে দুর্জ্জয়সিংহের সেনাকে আক্রমণ করিল, তাহা দেখিয়া উপরিস্থ দুর্গবাসীগণ বিস্মিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রচণ্ডনাদ গগনে উত্থিত হইল, অল্পক্ষণ মধ্যে দ্বিশত চন্দাওয়ৎ সৈন্য বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে হত হইল, অনেকে পর্ব্বত হইতে উপলখণ্ডের ন্যায় নীচে নিক্ষিপ্ত হইল, অবশিষ্ট দুর্গপ্রাচীরাভিমুখে পলায়ন করিল। শবরাশির উপর দিয়া তেজসিংহের দুর্দ্দমনীয় রাঠোর সেনা হুঙ্কারশব্দে অগ্রসর হইল।

দুর্জ্জয়সিংহ উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিলেন, নীরবে সসৈন্যে দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার দন্তপাতি ওষ্ঠের উপর স্থাপিত, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। তিনি কহিলেন —তিলকসিংহের পুত্র পিতার ন্যায় যুদ্ধ শিখিয়াছে, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহও দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না। আইস, বীরপুত্র, আজি তোমার যুদ্ধসাধ মিটাইব।

মুহূর্ত্তের মধ্যে তেজসিংহের সৈ[illegible] প্রাচীরের নিকট আসিল, তখন প্রকৃত যু[illegible] আরম্ভ হইল। রাঠোরগণ লম্ফ দিয়া প্রাচী[illegible] উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইল, চন্দাওয়ৎ[illegible] গণ বর্শাচালন দ্বারা তাহাদিগের প্রতিরো[illegible] করিতে লাগিল। তেজসিংহের কত[illegible] সৈন্য প্রাচীরের উপর উঠিল, দুর্জ্জয়সিংহে[illegible] কতক সৈন্য উৎসাহে প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া নীচে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল[illegible] অচিরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যু[illegible] আরম্ভ হইল। সেই নৈশ অন্ধকারে ও মশালের আলোকে শত্রু মিত্র বিমিশ্রিত হইয়া গেল, রুধিরের স্রোত বহিতে লাগিল শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেনাগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল, প্রচণ্ড যুদ্ধনাদে আহত-দিগের আর্ত্তনাদ মগ্ন হইল। তখন শত বৎসরের বৈরভাব সেই রাঠোর ও চন্দাওয়ৎদিগের হৃদয়ে জাগরিত হইল, যে[illegible] সেই বৈরভাবে ও জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রা[illegible] হইয়া চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর রণস্থল ও সমস্ত পর্ব্বতদুর্গ কম্পিত করিল। সালুম্ব্রা ও দুর্জ্জয়সিংহের নাম বার বার ভীষণ হুঙ্কারে উচ্চারিত হইতে লাগিল, সে হুঙ্কার ডুবাইয়া রাঠোরগণ জয়মল্ল ও তিলকসিংহের নাম করিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। নিশাকালে সে যুদ্ধরবে চারিদিকের পর্ব্বত ও উপত্যকাবাসিগণ চমকিত হইল, বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্র অদ্য পৈত্রিক দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন!

প্রাচীরপার্শ্বে এইরূপে সমরতরঙ্গ উথলিতে লাগিল, যুদ্ধের নাদ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। তেজসিংহ সে যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া একাগ্রচিত্তে অসুরবলে প্রাচীরের দ্বার ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন